কোরআন বাংলা

QURAN BANGLA

কোরআন বাংলা

QURAN BANGLA

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৯
তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ : এ জেড এম আলমগীর

মুদ্রণ : ইরানী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ১,৪৮০ টাকা।

Quran Bangla
(Understanding Quran-I)
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
by A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 1,480

ISBN : 978-984-34-4700-5

https://www.facebook.com/ideasnviews

কিছু কথা

(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

ছেলেবেলা থেকে মুখে মুখে নানান জন নানাভাবে কোরআনের বার্তাসমুহকে জেনে থাকে। ফলে অনুসন্ধিৎসু মনে মূল গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জীবনের একটি সময়ে তারা মূল গ্রন্থ কোরআন পাঠ করে বিষয়গুলি জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে।

যারা ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চতর লেখাপড়া করছে বা করবে কিংবা এটিকে পেশা হিসেবে বেছে নেবে, ওপরের কথাগুলি তাদেরকে বিবেচনা করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে তেমন একজন উৎসাহী সাধারণ পাঠককে বিবেচনায় নিয়ে, যারা নিজেরাই অনেক ধরণের গ্রন্থ পাঠ করে এবং নিজ থেকে বা নিজ প্রচেষ্টায় বুঝে নেয় অথচ কাউকেই বলে দিতে হয় না তাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে।

সত্য হচ্ছে, আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করেও তেমন একজন সাধারণ পাঠকের কোরআন বুঝে পাঠ করতে গিয়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, যদি না ভক্তি সহকারে না বুঝে পাঠ করে। ফলে অনেকে পাঠ সমাপ্ত না করে ছেড়ে দেয় কিংবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর হয়ত সারা জীবনেও আর মূল গ্রন্থ নিজ থেকে পড়া ও জানা হয় না। সত্য থেকে যায় অধরা। কল্পিত ভীতি ও কু-সংস্কার গ্রাস করে। কোরআন প্রদর্শিত ন্যায়ের পথ প্রতিষ্ঠা পায় না।

কেন এমন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে? ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার বেশ কিছু কারণ আছে। অন্যতম কারণগুলির একটি হচ্ছে, কোরআন পড়তে গিয়ে আয়াতের পেছনের কারণগুলি বুঝতে না পারা। উপরন্ত বাংলায় কোরআন পড়তে গিয়ে এর ভাষার ব্যাবহারও অনেকের কাছে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ মনে হয় না। অতঃপর নানান জনের নানান রকম বক্তব্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে জীবনের এক সময় অনেকে নাস্তিক্যবাদকেও গ্রহণ করে কিংবা সেদিকেও ঝুঁকে পরে।

বেশ কিছু বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে কোরআনের এ বাংলা সংস্করণটি প্রকাশ করার প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠক যেন মূলগ্রন্থ পাঠে ধৈর্য্যচূত না হয় এবং কোরআনের মূল বক্তব্যগুলি যেন নিজ থেকে পড়া থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে এ কাজটি করা হয়েছে।

আয়াতসমুহের উপস্থাপনায় এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে যেন কোরআন পাঠ করার সময় ঘটনার ধারাবাহিকতাটি বুঝতে পাঠকের অসুবিধা না হয়। সে কারণে প্রতিটি সূরা সম্পর্কে প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং

প্রয়োজন বিবেচনা করে বেশ কিছু আয়াতের পাশে ছোট্ট করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যেন সাধারণ পাঠক সংশ্লিষ্ট আয়াতটি বুঝতে একটুখানি ইংগিত পায়।

মূলত মানবজীবনের দিক-নির্দেশনারূপে কোরআনের মূল বার্তাসমূহকে তুলে ধরার বিষয়টিকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল বাংলা শব্দের চয়ন ও ভাষার ব্যাবহার। বাংলায় রচিত কোরআনে এ বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন বলে ব্যাক্তিগতভাবে মনে হয়েছে। বিশেষত সে কারণেই এ রচনার উদ্যোগ। এ ছাড়াও মানবজীবনের বাস্তব প্রয়োজনে কোরআনের কোন বিষয়গুলি বর্তমান সময়ে অধিক গুরত্বপূর্ণ সেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করে তুলে ধরার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

মুখে মুখে বা শুনে শুনে কোরআনের বার্তাগুলিকে না জেনে পাঠক যেন নিজ থেকে কোরআন পড়ে বুঝতে চেষ্টা করে সে বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যও এ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

ইংরেজী থেকে এ বাংলা সংস্করণটি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান ইংরেজী ও বাংলা কোরআনের সহায়তা নেয়া হয়েছে। যে ওয়েব সাইটগুলিকে প্রধানত অনুসরণ করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, www.quranexplorer.com, www.bibel-online.net, www.english tafsir.com এবং quran digital (pdf)।

ত্রুটিমুক্ত রেখে কাজটি সম্পন্ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি কোনরূপ বিচ্যুতি পরিলক্ষীত হলে সেটি সংশোধন করে নেয়া হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মহান আল্লাহ প্রেরিত বার্তা যথাসম্ভব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে সে প্রত্যাশায় -

এ জেড এম আলমগীর
ঢাকা, ২০১৭।

সূচী

আল কোরআন

(AL-QURAN)

পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে

১. সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত সংখ্যা-৭, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম হচ্ছে 'The Opening'। বাংলায় যার অর্থ 'শুরু' বা 'সূচনা'।

পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ সূরার নামের সঙ্গে সূরার ভেতরের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা একটি সূরায় অনেক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সূরার মধ্যে ব্যাবহৃত কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বা চুম্বক শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যে নামটিকে প্রতীকী বলা যেতে পারে। অপরাপর সূরা থেকে একটি নির্দিষ্ট সূরাকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে নামটি সহায়তা করে বলা যেতে পারে। যে গুটিকয়েক সূরার নামকরণ সূরার অভ্যন্তরীণ আলোচ্য বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি একটি সূরা হচ্ছে 'আল-ফাতিহা'। এ সূরার নামকরণ কোরআনের প্রারম্ভিক সূরা হিসেবে যথার্থ।

সূরায় মহান আল্লাহর কাছে সঠিক পথে চলতে পারার মানসিক শক্তি সঞ্চারের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমগ্র কোরআন পাঠের শুরু বা সূচনা করা হয়েছে। সূরায় অতি সংক্ষেপে আল্লাহ সম্পর্কে কিছু ধারণাও উপস্থাপন করা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে যে আল্লাহ দয়াময়, বিচার দিবসের মালিক।

কোরআনের সর্বপ্রথম এ সূরায় বিচার দিবস সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বলা যায় যে, এ সূরা সমগ্র কোরআনের মর্মার্থ সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই একটি ধারণা উপস্থাপন করে। এর ফলে মানবের কর্ম ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে শুরুতেই একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা দেয় সূরা ফাতেহা। এটি প্রথম সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমুহের মধ্যে একটি। এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ অবতীর্ণ সূরা।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
	পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে
১	সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের অধিকর্তা; [১-৩]
২	তিনিই করুণাময়; তিনিই দয়াময়
৩	বিচার দিবসের মালিক।
৪	(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই উপাসনা করি, আমরা তোমারই সাহায্য কামনা করি; [৪-৭]
৫	আমাদের সরল পথ দেখাও-
৬	তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ,
৭	তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত সংখ্যা-২৮৬, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে The Cow, The Heifer, The Calf শব্দসমুহ ব্যাবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ ‘গরু’ বা ‘বাছুর’।

সূরার উপরোক্ত নামকরণ প্রকৃত অর্থে কোনভাবেই সূরায় আলোচ্য বিষয়সমুহকে বুঝতে সহায়তা করে না। নামটি সূরায় আলোচ্য বিষয়সমুহের প্রতিনিধিত্বও করে না এবং সেটি সম্ভবও নয়। কেননা এ সূরায় অনেক বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি নামে এর বিস্তৃত আলোচনার বিষয়বস্তুসমুহকে ব্যাক্ত করা কঠিন।

সূরায় ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহের আলোচনা রয়েছে। সে আলোচনায় গো-বৎস সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে (আয়াত নং ৬৭ থেকে ৭৩)। সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে সেখান থেকে শব্দটি চয়ন করা হয়েছে।

এটি কোরআনের সর্ববৃহৎ সূরা। কোরআনে যত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার সকল মূল বক্তব্যই বলা যেতে পারে যে এ সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এটিকে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপও বলা যেতে পারে।

সূরায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে অবতীর্ণ বাণী এবং দিক-নির্দেশনা সম্পর্কিত ধারণা; মানুষের প্রকারভেদ তথা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ও হঠকার প্রকৃতির মানুষ সম্পর্কে ধারণা; আল্লাহ ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত

আলোচনা; উপাসনা পালন, যাকাত প্রদান, পুরস্কার ও শাস্তি, আল্লাহতে সমর্পন, বার্তাবাহক সম্পর্কিত ধারণা এবং ধর্ম ও বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে সূরায়। এছাড়াও রয়েছে কেবলা পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা; আল্লাহর বিবিধ নিদর্শন ও শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বিধিসম্মত ও নিষিদ্ধ খাদ্য এবং শয়তান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সঠিক কাজ কি সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। হত্যা ও কেসাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরাধীকার নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াতীমদের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও রোযা ও হজ্ব এবং যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। মদ ও জুয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহ ও তালাক এবং শপথের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দান ও সূদ এবং ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তি ও চুক্তি এবং কর্মের হিসেব বা জবাবদীহিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করা হয়েছে। এমনি বহুবিধ বিষয় এ সূরার আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সূরায় ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র কোরআনে তাদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে অনেক আলোচনা রয়েছে। এসব আলোচনাকে বুঝতে হলে তাদের বিষয়ে কিছু পূর্ব ধারণা থাকা আবশ্যক। যে ধারণা পেতে হলে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হবে। যেহেতু সূরা বাকারা থেকেই তাদের নিয়ে আলোচনা শুরু হযেছে, তাই তাদের বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা এ সূরার প্রারম্ভেই করে নেয়া ভাল বলে মনে করি। তাতে কোরআনে ইসরাইল বা ইহুদি জাতি নিয়ে আলোচিত বিষয়সমূহ বুঝতে পাঠকের সুবিধা হবে। নীচে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আলোচনা সংযোজন করা হল।

উল্লেখ্য যে, মহানবী (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর কাছে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয় সেগুলি মক্কী সূরা নামে পরিচিত। হিজরতের তথা দেশান্তরের পরে মদীনাতে অবস্থানকালীন সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহ মাদানী সূরা নামে পরিচিত।

মক্কার অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন- নবুয়ত প্রাপ্তি, অবতীর্ণ বাণী, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের পূর্বধারণা ছিল না। মক্কী সূরায় সাধারণত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পৌত্তলিক আরবদেরকে ইসলামের পথে আহবান করা হয়েছে।

হিজরতের পরে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমুহে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এ সময়ে অত্যাচারিত হয়ে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা হিজরত করে মদীনায় আগমন করতে থাকে। ফলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে নানান বিষয়কে এ সময় বিবেচনায় নিতে হয়েছে।

মাদানী সূরায় ইসরাইলের সন্তান অর্থাৎ ইহুদিদেরকে নিয়ে তাই আলোচনা করতে হয়েছে। মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। তাদের সমর্থন ও সহযোগীতা প্রাপ্তি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তৎকালীন সময় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মূসা (আঃ) এর অনুসারী হিসেবে ইসরাইলিরা মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রচারকৃত ইসলামের মৌলিক বিষয়মুহের জ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত ছিল। কেননা মোহাম্মদ (সাঃ) একই 'তাওহীদ' এর বাণী প্রচার করেছেন যা তাদের নবী মূসা (আঃ) প্রচার করে গেছেন।

আল্লাহর একত্বের ধারণা এবং এর পরিপালন ও প্রতিষ্ঠায় তারাই সর্বপ্রথম কঠোর ও কঠিন অনুসারী ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের ওপর অবতীর্ণ বাণীর মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। এক সময় তাদের মধ্যে একদল মূর্তী পূঁজারও প্রচলন করে। যার পেছনের কারণ ছিল রাজনৈতিক। কোনরূপ সংস্কার কার্যক্রমকে মেনে নিতে মানসিকভাবে তারা প্রস্তুত ছিল না।

মদীনা ও আশেপাশের এলাকায় ইসলামের বাণী প্রচারে কোরআনের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসতে আহবান করা হয়েছে। তবে অ-ইহুদিদেরকে তারা সম্মানের চোখে দেখত না। তারা ভাবত নবী-রাসূল কেবল তাদের মধ্য থেকেই আগমন করবে। মহানবীর আহবানকে তারা মন থেকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তারা ইসলামের প্রতি আহবানের ঘোর বিরোধীতাকারী হয়ে ওঠে এবং হঠকারী আচরণ করতে শুরু করে। সংগত কারণে সূরা বাকারায় এমনকি সমগ্র কোরআনে অপরাপর বহুবিধ বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তাদের প্রসঙ্গ কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বারবার এসেছে। যদিও তারা মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সমর্পনকারী, তথাপি তাদের মধ্যে যারা পথচ্যুত হয়েছে তাদেরকে তাদের ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসার

জন্য আহবান করা হয়েছে। তবে তাদের সকলেই একরকম নয় কোরআনে সে কথাও বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ৩:১১৩-১১৪, ৭:১৫৯)।

ইহুদি-খ্রীষ্টান তথা ইসরাইলের সন্তানদের নিয়ে কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে যেসব আলোচনা রয়েছে তার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি কেবলমাত্র কোরআন অধ্যায়ন করে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সমগ্র কোরআনব্যাপি ছড়িয়ে থাকা সেসব আলোচনাকে বোঝার সুবিধার্থে এখানে অতি সংক্ষেপে কিছু প্রাসংগীক আলোচনা সন্নিবেশিত করে নিতে চাই। যার মূল উৎস বাইবেল; বিশেষত তোরাহ বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট। এ আলোচনা সমগ্র বিষয়গুলিকে বুঝতে সহায়তা করবে।

আল্লাহ প্রথম মানব 'আদম' (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। বাইবেল মতে, আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তাঁর সঙ্গিনী বিবি 'হাওয়া'-কে সৃষ্টি করা হয়। তাদের দুই সন্তান হচ্ছে 'হাবিল' ও 'কাবিল' বা বাইবেল অনুসারে 'অ্যাবেল' ও 'কেইন'। কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। পরে তাদের আরেক সন্তানের জন্ম হয়; নাম 'শিষ' বা বাইবেল অনুসারে 'সেথ'।

নূহ (আঃ) বা নোয়াহ সেথ এর বংশধর। তার সময়ে পৃথিবী পাপপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে সময়ে এক মহাপ্লাবনের আবির্ভাব ঘটে। সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নোয়াহ ও তাঁর সহযাত্রীরা যে নৌকায় ছিল আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন। নোয়াহ'র তিন সন্তান হেম, সেম ও জাফেথ। মহাপ্লাবনের পরে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীময় মানুষের বিস্তৃতি ঘটে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]।

ইব্রাহীম (আঃ) সেম এর বংশধর। তাঁর জন্ম ইরাকের 'উর' নামক স্থানে। সেখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক ছিল। নোয়াহ'র পরে ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম ব্যাক্তি যিনি আল্লাহ কর্তৃক ইসলাম প্রচারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি তাঁর নিজ দেশ ইরাক থেকে কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু ইরাকের তখনকার শাসক 'নমরূদ' তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন। এ ঘটনার পর তিনি তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে লূত সহ কানান বা ফিলিস্তিনে চলে আসেন। বাইবেল মতে, আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে এ ভূমি অর্থাৎ কানান বা ফিলিস্তিন ভূমি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক। বাইবেলে ইসহাককে 'আইজ্যাক' বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী প্রচারে লূতকে তিনি জর্ডান অঞ্চলে, ইসহাক নবীকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এবং বড় সন্তান ইসমাঈলকে আরবে

নিয়োজিত রাখেন। মক্কায় তিনি কা'বা ঘর স্থাপন করেন এবং এটিকে তাঁর কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই সন্তান থেকে 'ইসমাঈলি' ও 'ইসরাইলি' এ দুই জাতির সৃষ্টি হয়। হযরত ইসমাঈলের সরাসরি উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছে আরবের কুরাইশ ও আরও কিছু গোত্র। মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইসমাঈল এর বংশধর।

ইসরাইল হচ্ছে ইসহাক নবীর সন্তান। যিনি ইয়াকুব বা বাইবেল অনুসারে 'জ্যাকব' নামে পরিচিত। অর্থাৎ ইসরাইল হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ) এর দৌহিত্র। ইসরাইল নামের অর্থ হচ্ছে- 'আল্লাহর দাস' বা গোলাম। 'চিলড্রেন অব ইসরাইল' বা ইসরাইলের সন্তান বলতে ইয়াকুব নবীর বংশধরদেরকে বোঝান হয়ে থাকে।

ইসরাইলের বংশধরদের মধ্যে রয়েছেন- হযরত ইউসুফ বা বাইবেল অনুসারে জোসেফ, মূসা (আঃ) বা বাইবেল অনুসারে মোসেস, দাউদ (আঃ) বা বাইবেল অনুসারে ডেভিড, হযরত সোলায়মান বা বাইবেল অনুসারে সলোমন, নবী ইয়াহহিয়া বা বাইবেল অনুসারে জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট এবং ঈসা (আঃ) যিনি বাইবেল অনুসারে জেসাস নামে পরিচিত। তাদের সকলেই ইসলাম প্রচার করে গেছেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি 'সমর্পন'।

ইসরাইলের বার সন্তান। সেখান থেকে তাদের বারটি বংশের উৎপত্তি। সমগ্র কোরআনের আলোচনাকে সহজভাবে বোঝার সুবিধার্থে আলোচনাটিকে আরও একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আর এটি এজন্যই করতে হচ্ছে যে, সমগ্র কোরআনে ইসরাইল জাতি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এ আলোচনা পূর্ণাঙ্গভাবে বিষয়গুলিকে বুঝতে সহায়তা করবে।

সূরা নাম্বার বার। সূরা ইউসূফ। সূরাটি মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং মর্ম কথাটি পাঠককে বুঝে নিতে হবে। ইসরাইল নিয়ে কোরআনে যত আলোচনা রয়েছে তার শুরু এখানে। ইউসূফ ইসরাইলের বার সন্তানের এক সন্তান। অপর ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করতে চায়। তারা তাঁকে একটি কূঁপে ফেলে দেয়। ইসমাঈলীয়দের একটি কাফেলা তাঁকে তুলে নিয়ে মিশরে বিক্রয় করে দেয়। সেখানে সে প্রতিষ্ঠা পায়।

মিশরে প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ বছর পর হযরত ইউসূফ তাঁর পিতামাতা ও ভাইদেরকে কানান থেকে মিশরে নিয়ে আসে। সেদিন সর্বমোট তারা ছিল সত্তুর জন।

ইউসূফের মৃত্যুর অনেক বছর পর মিশরে ইসরাইলিদের জনসংখ্যা ভীষনভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে মিশরের তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা আতংকিত হয়। ফলে ফেরাউন তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করে। সে সময় মূসা (আঃ) এর জন্ম হয়। তাঁকে রক্ষা করার জন্য একটি পাত্রে রেখে পাত্রটিকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মিশরের মহা অধিপতি ফেরাউনের স্ত্রী গোসলের সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে পানি থেকে তুলে নেয়। শিশুটিকে লালন-পালনের জন্য সে যে পরিচারিকার কাছে দেয় সে শিশুটির 'মা'। শিশু মূসা শক্রর ঘরে নিজ মায়ের কোলে লালিত-পালিত হয়। এ এক অলৌকিক ঘটনা!

মিশরে ইসরাইলিরা ভীষনভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি মূসা (আঃ) এর ওপর দায়িত্ব অর্পন করেন ইসরাইলের বংশধরদেরকে মিশর থেকে পৈত্রিকভূমি কানানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে পরিকল্পিতভাবে সেভাবেই গড়ে তুলেছেন সেটি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২০:৪০-৪১)। ফেরাউন ইসরাইলিদেরকে শ্রমিকরূপে কাজে লাগিয়ে মিশরে পিথম ও রামসেসের মত নগর গড়ে তোলে। সে তাদেরকে তার শ্রমিক বানিয়ে রাখতে চাইল। তাদেরকে তাদের নিজভূমে ফিরে যাওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল।

মূসা (আঃ) রাতের আঁধারে ইসরাইলিদের নিয়ে কানানের পথে যাত্রা শুরু করেন। লোহিত সাগর পাড়ি দেন। ফেরাউন পিছু তাড়া করে এবং সাগরে দলবলসহ নিমজ্জিত হয়। অতঃপর ইসরাইল সিনাই এর মরুতে অবস্থান নেয়। আল্লাহর সাথে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। নিশ্চিত হওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় যে, সমসাময়িক সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে ইসরাইলিদের একটি দল হেজাজ বা আরবে প্রবেশ করে এবং থেকে যায়। মদীনায়ও বসবাস শুরু করে। এ বিষয়ে ভিন্নমতও আছে। সে আলোচনায় যাব না।

মহানবী (সাঃ) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে নিজ মাতৃভূমি মক্কায় অত্যাচরিত হন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন বা দেশান্তরীত হন। মদীনায় পূর্ব থেকেই ইহুদিদের বসবাস ছিল; যে বিষয়টি ওপরের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। তারা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞান-বুদ্ধি, আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা ও শক্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত ছিল।

মূসা (আঃ) আল্লাহর একত্বের যে বাণী ইসরাইলের সন্তান তথা মানবজাতির জন্য প্রচার করে গেছেন, মোহাম্মদ (সাঃ) সে একই বাণী

বর্তমানে প্রচার করে চলেছেন। ফলে তাদেরকে এ কাজে সহযোগী হিসেবে পাওয়াটি ছিল প্রত্যাশিত আবার গুরুত্বপূর্ণও। কিন্তু তারা যেমন তাদের ধর্ম বা দর্শনের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তেমনি তারা অ-ইহুদিদের প্রাপ্ত নবুয়তকেও মেনে নেয়ার মত ছিল না। এসবের মধ্যে আবার নেতৃত্ব প্রত্যাশিতদের অন্তরের দ্বন্দ্বও ছিল। ফলে মদীনায় বসবাসরত ইহুদিরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর ঘোর বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয় এবং তারা হঠকারী আচরণ করতে শুরু করে।

তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার আহবান করতে গিয়ে কোরআনে তাদের বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এসব আলোচনায় তাদের জাতিগত ইতিহাসের বিভিন্ন দিক শিক্ষনীয় উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের করা নানান ভূল কর্মকান্ড ও তার পরিণতিসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা বারংবার ভূলের পুনরাবৃত্তি না করে। এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যেন তারা সত্যিকার বিশ্বাসী হয়ে সঠিক পথে চলে।

তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকারসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অঙ্গীকার রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের বিষয়সমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের নবী মূসা (আঃ) এর পরে একই আল্লাহ বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর ইসলামের বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তারা যেন আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে একই ধর্ম/দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হয়ে কাজ করে; কোরআনে সে আহবান করা হয়েছে। [সংক্ষিপ্ত এ আলোচনাটি কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে একজন সাধারণ পাঠককে সহায়তা করবে। বিশেষত যেখানে ইসরাইলিদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।]

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [কোরআন যে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে তৎকালীন ও তার পূর্ববর্তী সময়ে আরবী সাহিত্যে এ ধরণের বর্ণের ব্যাবহারের প্রচলন ছিল। এমনকি আরবী গদ্য-পদ্যেও বর্ণের এরূপ ব্যাবহার দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাবহারের প্রচলন উঠে যায়। ফলে বর্তমানে এর যথার্থ অর্থ ও গুরুত্ব উদঘাটন করার বিষয়টি সহজ নয়।]

২	এই সেই গ্রন্থ (কোরআন); যাতে কোনই সন্দেহ নেই যে এটি পথ প্রদর্শনকারী; তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে, [২-৫]
৩	যারা না দেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (না দেখা যেসব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে) এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দান করি তা থেকে ব্যায় করে
৪	এবং যারা বিশ্বাস করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে (হে মোহাম্মদ) এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ বাইবেল তথা তাওরাত, যবুর, ঈঞ্জিল) এবং পরকালের বিষয়ে বিশ্বাস যাদের নিশ্চিত,
৫	এরাই তাদের পালনকর্তার পথ প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে। এরাই সফল।
৬	অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে- যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই; তারা বিশ্বাস করবে না। [৬-৭]
৭	আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে আবরণ; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
৮	মানুষের মধ্যে এক প্রকার আছে (হঠকার) যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করি' অথচ তারা বিশ্বাস করে না। [৮-২০]
৯	তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। বস্তুত তারা নিজেদেরকে ব্যাতিত কাউকেই ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা তা বোঝে না।
১০	তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত এবং আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি; কেননা তারা মিথ্যাচার করে।
১১	যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না তখন তারা বলে, 'আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী!'
১২	সাবধান! এরাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।
১৩	যখন তাদেরকে বলা হয়, 'অন্যরা যেভাবে বিশ্বাস এনেছে তোমরাও সেভাবে বিশ্বাস কর' তারা বলে, 'আমরাও কি বিশ্বাস করব (!) যেভাবে বোকারা বিশ্বাস করে?' সাবধান! প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা

	কিন্তু তারা জানে না।
১৪	তারা যখন বিশ্বাসীদের মুখোমুখী হয় তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' আবার যখন তাদেরই দুষ্কর্মাদের কাছে ফিরে যায় তখন বলে, 'নিশ্চয়ই! আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো কেবল উপহাস করেছি।'
১৫	আল্লাহ নিজেই তাদের সঙ্গে উপহাস করেন তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অন্ধের মত ঘুড়ে বেড়াতে দিয়ে।
১৬	এরাই তারা যারা প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে। ফলে তাদের বাণিজ্যে উন্নতি হয় না এবং তারা কোন দিশাও লাভ করতে পারে না।
১৭	তাদের উপমা সে ব্যাক্তির মতো যে অগ্নি প্রজ্বলন করল এবং আলো যখন চারিদিক আলোকিত করে তুলল ঠিক তখনই আল্লাহ তার জ্যোতি উঠিয়ে নিলেন এবং অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ফলে তারা দেখতে পায় না।
১৮	বধির, মূক ও অন্ধ এবং তারা (সুপথে) ফিরে আসবে না।
১৯	কিংবা তাদের অবস্থা এমন যে, ঝড় ও বর্ষনমুখর আসমান যেখানে আছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক; বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে তারা রক্ষা পেতে চায়। (অথচ) অবিশ্বাসীদের আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
২০	বিদ্যুতালোক তাদের থেকে তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিনিয়ে নিতে চায়। যখনই আলো উদ্ভাসিত হয় তারা চলতে শুরু করে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায় তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন তিনি তাদের শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
২১	হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর; যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার, [২১-২২] [সমগ্র মানবজাতিকে প্রদর্শিত পথ-নির্দেশনায় বিশ্বাস স্থাপন ও তা মেনে চলতে আহবান করা হয়েছে।]
২২	যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বিশ্রামাগার এবং আকাশকে

	করেছেন ছাদস্বরূপ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যাবস্থা করেছেন তোমাদের খাদ্যস্বরূপ। তোমরা ভালভাবেই জান; অতএব আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সমকক্ষ দাঁড় করিও না।
২৩	এ বিষয়ে যদি তোমাদের (মনে) কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার (মোহাম্মদের) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে এর মত একটি সূরা রচনা করে আন এবং এক আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের অপরাপর সকল সহযোগীদেরকেও সঙ্গে নাও যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহেই) সত্যবাদী হও; [২৩-২৪]
২৪	আর যদি তা না পার এবং তোমরা কখনই তা পারবে না, তবে সে নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।
২৫	(হে মোহাম্মদ) যারা বিশ্বাসী এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে সু-সংবাদ দাও। তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান; যার পাদদেশে রয়েছে বহমান নদী। যখনই সেখানে তারা খাবারস্বরূপ কোন ফল প্রাপ্ত হবে (তখন) বলবে, 'এ তো সেই (একই) ফল (!) যা আমরা পূর্বেও লাভ করেছিলাম।' বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনী। আর সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল।
২৬	আল্লাহ মশা কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তু দ্বারা উপমা দিতেও কুন্ঠাবোধ করেন না। যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমা সত্য। কিন্তু যারা বিশ্বাসী নয় তারা বলে, 'এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান?' (বস্তুত) এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। [কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ হলে পিপড়া, মশা, মাছি, মাকড়সা এমন ছোটখাট বিষয় দ্বারা উদাহরণ তুলে ধরা হত না, অবিশ্বাসীদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
২৭	যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে এবং তিনি যা (সম্পর্ক) অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। [আদমকে সৃষ্টির সময়ে

	মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা, তাঁকে মান্য করা এবং কেবলমাত্র তাঁর উপাসনা করা। সম্পর্কের অবিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বোঝান হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩] [এ গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যসমুহ বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্ট তথা তাওরাত বা তোরাহ এবং সাইয়্যিদ আবুল আলা মাওদূদীর তাফহীম আল-কোরআন থেকে নেয়া হয়েছে, যা এখানে উল্লেখিত ওয়েবসাইটসমুহ থেকে সংগৃহীত হয়েছে: http://www.englishtafsir.com ও www.bibel-online.net এবং ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের যে ইংরেজী ওয়েব সাইটটিকে অনুসরণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, http://www.quranexplorer.com; এছাড়াও বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত যে দু'টি ওয়েব সাইটের সহায়তা নেয়া হয়েছে সেগুলির একটি হচ্ছে, www.quran.gov.bd এবং অপরটির ওয়েব ঠিকানা হচ্ছে: www.paglasoftatgmail.com]
২৮	কেমন করে তোমরা আল্লাহতে অবিশ্বাস কর (?) অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন এবং তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন! অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবনদান করবেন এবং পরিশেষে তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। [২৮-২৯]
২৯	তিনিই সে সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমণ্ডলের প্রতি এবং এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
৩০	যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই! আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি।' তারা বলল, 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার মহিমা বর্ণনা করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই! আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' [৩০-৩৯] [দ্রষ্টব্য আদম- ২:৩০-৩৯, ৫:২৭-৩২, ৭:১১-২৫, ১৫:২৮-৪৩, ২০:১১৫-১২৩, ৩৮:৭১-৮৫]
৩১	তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন এবং এই বলে ফেরেশতাদের সম্মুখে সেসব উপস্থাপন করলেন যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও (অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাতজনিত তোমাদের ওপরোক্ত ধারণা যদি সত্য হয়) তবে এসবের নাম বল।'
৩২	তারা বলল, 'আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা

	ব্যাতিত আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই! আপনি, কেবল আপনিই সবজান্তা জ্ঞানসম্পন্ন।'
৩৩	তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও।' যখন সে তাদের এসবের নাম জানিয়ে দিল তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গোপন বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত? এবং আমি সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।'
৩৪	যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা কর' ইবলীস ব্যাতিত সকলেই সেজদা করল। সে অহংকার প্রদর্শন করে সেজদা করতে অস্বীকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।
৩৫	আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উদ্যানে বসবাস কর এবং তোমরা যা খেতে ইচ্ছে করে তাই খাও; তবে এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না তাহলে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।'
৩৬	কিন্তু তারা যে (সুখী) অবস্থায় ছিল শয়তান ওখান থেকে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিল। আমি বললাম, 'নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু! কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা থাকবে।'
৩৭	অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার নিকট থেকে কিছু প্রত্যাদেশ গ্রহণ করল এবং তিনি তার প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হলেন। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।
৩৮	আমি বললাম, 'এখান থেকে তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
৩৯	কিন্তু যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করবে তারাই হবে অগ্নির প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।'
৪০	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, তাহলে আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর আমাকেই ভয় কর। [৪০-৪২] [৪০-১২৩] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার-

	২:৮৩] [ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহ, তাদের কর্ম ও আচরণ এবং তাদের মধ্যে যারা পথ বিচ্যূত হয়েছে তাদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ও তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার আহবান জানান হয়েছে। ইসরাইল নিয়ে কোরআনে কেন আলোচনার অবতারনা করা হয়েছে সে বিষয়টি সূরা বাকারার সূচনা বক্তব্যে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতির মধ্যে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ এক উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে নবুয়ত ও নেতৃত্ব দান করেছেন, তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান বা চলার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাদের নেতা বা নবীর মাধ্যমে তারা আল্লাহর বাণী মানব সমাজে তুলে ধরার জন্য আল্লাহর সঙ্গে সিনাই এর মরুতে অবস্থানকালীন সময়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে তাদের করণীয় বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন তারা বর্তমানে যে একই দায়িত্ব আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অর্পণ করেছেন তারা তাঁর অনুসরণকারী ও সহায়তাকারী হয়।]
৪১	যে গ্রন্থ তোমরা বর্তমানে ধারণ কর অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমি যা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ কোরআন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। এর প্রতি তোমরা প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না এবং ক্ষুদ্র মূল্যের বিনিময়ে আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অবজ্ঞা কর না এবং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর (অঙ্গীকার রক্ষা কর)।
৪২	মিথ্যে দিয়ে সত্যকে সংশয়াবৃত কর না, কিংবা জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন কর না। [ইসরাইলিদের মধ্যে সুশিক্ষিত মানুষ ছিল। তারা জানত মোহাম্মদ (সাঃ) যা প্রচার করছেন তা তাদের নবী মূসা (আঃ) এর প্রচারকৃত একই আল্লাহর বাণী। কিন্তু আরবদের মাঝে শিক্ষিত লোক ছিল না বললেই চলে। ফলে তারা তাদের কাছে মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও তাঁর প্রচারকৃত বাণীর বিষয়ে জানতে চাইত। কিন্তু তারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলত না। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৪৩	উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, দরীদ্রকে তার প্রাপ্য অংশ বা যাকাত প্রদান কর এবং মস্তক অবনত কর তাদের সঙ্গে যারা অবনত করে উপাসনায় (অর্থাৎ কর্তব্য ও অঙ্গীকারের অন্তর্ভূক্ত কিছু বিষয় যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে)। [৪৩-৪৪] [আল্লাহ নির্দেশিত সকল ধর্মই ইসলাম অর্থাৎ সমর্পন। তাঁর অবতীর্ণ সকল ধর্মেই উপাসনা ও যাকাত প্রদান একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। অথচ ইসরাইলিরা যাকাত প্রদানের পরিবর্তে সূদের কারবারকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। তাদেরকে বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
৪৪	তোমরা কি মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দাও যখন তোমরা নিজেরাই

	তা (পালন করতে) ভূলে গেছ? অথচ তোমরাও এক অবতীর্ণ গ্রন্থের পাঠক! তবে কি তোমরা বুঝবে না?
৪৫	সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার সঙ্গে; বাস্তবিকই এটি একটি কঠিন কাজ বিনয়ী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত, [৪৫-৪৬]
৪৬	যারা জানে যে তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। [সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে, সকল বাঁধা অতিক্রমে ধৈর্য্য ও উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা মনের শক্তিকে জাগরিত ও বৃদ্ধি করে দেয়। যা মানুষকে পথ চলতে সহায়তা করে। বিনয়ীরাই এ গুণে গুণান্বিত। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ধারণায় যে বিশ্বাসী নয় তার পক্ষে বিনয়ী হওয়া কঠিন।]
৪৭	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি! [৪৭-৪৮] [ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ নবুয়ত ও নেতৃত্ব দান করেছেন, তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান বা চলার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাদেরকে ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ অনেক অনুগ্রহ করেছেন। এখানে তাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন তারা কৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহর নির্দেশনার পথে ফিরে আসে।] [দ্রষ্টব্য ইসরাইল- ২:৪৭-১২৩, ৩:১১২-১১৫, ৩:১৯৯, ৫:৬৯, ৭:১৫৯, ১৭:২-৩, ২৭:৭৬]
৪৮	নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন (বিচার দিবস) থেকে যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না। [তাদের মধ্যে যাদের নৈতিক স্খলন ঘটেছে এবং যারা প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যদিও এ সতর্কবার্তা সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য।]
৪৯	এবং (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছিলাম ফেরাউনের কবল থেকে যারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত রেখে কঠিন যন্ত্রনা দিত। বস্তুতঃ তা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহা-পরীক্ষা। [৪৯-৫২] [ইসরাইল জাতি সে সময় মিশরে। একটি সময় এল যখন তাদের জনসংখ্যা ভীষনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্ষমতাসীনরা বিষয়টিকে তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করে। তারা ইসরাইলিদের দমন-পীড়ন শুরু করে। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে

	পিথম ও রামসেসের মত নগর গড়ে তোলা হয়। কর্মক্ষেত্রে তাদের ওপর ভীষন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তাদের জীবনকে তিক্ততায় ভরে দেয়া হয়। এদিকে যতই তাদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি করা হয় ততই তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি সময় এল যখন ফেরাউন তাদের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করে। সে সময় আল্লাহ প্রদত্ত সহায়তার বিষয়টি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
৫০	এবং যখন আমি তোমাদেরকে সাগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউন ও তার দলবলকে নিমজ্জিত করেছি। [মিশর ছেড়ে ইসরাইল জাতির কানান বা ফিলিস্তিন অভিমুখে মহা-প্রস্থানকালীন কঠিন সময় ও তাদের ওপর আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন প্রদর্শনের পরেও ফেরাউন ইসরাইলিদেরকে মিশর থেকে বের হতে দিতে চায় নি। সে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল। ফলে মূসা (আঃ) রাতের আঁধারে ইসরাইলিদেরকে নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিতে মিশর ছাড়ে। এটিই 'মহাপ্রস্থান' নামে তাদের ইতিহাসে বা তাওরাতে/বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়ে লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার সময় ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সাগরে নিমজ্জিত হয়। সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।]
৫১	এবং যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রির নির্জনাবাস নির্ধারণ করেছিলাম, তখন তোমরা মূসার অনুপস্থিতিতে গো-বৎস বানিয়েছিলে (পূঁজা করার জন্য) এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। [ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়েছে তিন মাস। সিনাই এর মরুতে অবস্থান করছে। এখানে এলে আল্লাহ মূসা (আঃ) বা মোসেসকে তুর পর্বতে আহবান করেন। মোসেস ফিরে না আসা পর্যন্ত মোসেসের বড় ভাই হারুন বা অ্যারন ও হুর তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ মোসেস ফিরে আসছে না। কেউ বুঝতে পারছে না কি হয়েছে। ইসরাইলিরা এ সময় অ্যারনকে তাদের জন্য গড বানিয়ে দিতে বলে যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাবে। সকলের দাবীর মুখে অ্যারন সোনা দিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তী বানিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর সকলে আনন্দিত হয় ও তারা এর উপাসনা শুরু করে। মোসেসের অনুপস্থিতিতে এক আল্লাহকে ভূলে গিয়ে সামান্য ক'দিনেই তারা পথচ্যুত হয়। এখানে সে ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মিশর, ফিলিস্তিন ও আশেপাশের দেশগুলিতে গরুর উপাসনা করার প্রচলন ছিল।]
৫২	এতদ্বসত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা

	প্রকাশ কর। [আল্লাহ কি প্রকারে তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন সে সব স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
৫৩	এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে প্রদান করেছিলাম গ্রন্থ (তাওরাত/তোরাহ) ও নির্ণায়ক/নির্ধারক (সত্য-মিথ্যের পার্থক্য নিরূপনের জন্য) যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও। [৫৩-৫৪] [মূসা (আঃ) তুর পর্বতে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গডের সাথে অবস্থান করেন। এ সময়ে গড (বাইবেল মতে) স্বহস্তে লিখিত মানব জাতির জন্য চলার পথের পথ-নির্দেশনা সম্বলিত পাথরে খোঁদাই করা দু'টি ফলক মোসেসকে প্রদান করেন, যা ten commandments নামেও পরিচিত।]
৫৪	এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! (উপাসনার জন্য) তোমরা এই গো-বৎস নির্মাণ করে তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ। এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (অপরাধীরা) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যান্ত দয়ালু।'
৫৫	এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা! কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব।' এমনকি বজ্র-বিদ্যুৎ তোমাদেরকে ছিনিয়ে নেয়া সত্বেও যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে। [৫৫-৫৬]
৫৬	অতঃপর, তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
৫৭	এবং আমি তোমাদের ওপর ছাঁয়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া' (এই বলে যে) সেসব ভাল বস্তু আহার কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত: আমি তাদের প্রতি কোন ভূল করিনি তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল। [৫৭-৫৯] [এটি বিস্ময়কর যে, বিশ লক্ষের অধিক পুরুষ-নারী-শিশু-বৃদ্ধ যারা সিনাই এর মরুতে অবস্থান করছিল, তাদেরকে সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার ব্যাবস্থা ভিন্ন বছরের পর বছর টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তাদের ওপর মেঘের ছাঁয়া দান করেছেন। সিনাই এর মরুতে তারা যখন খাবার প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ আসমান থেকে তাদের জন্য খাবার প্রেরণের ব্যাবস্থা করেন। সকালের শিশির শুকিয়ে গেলে ছোট

	ছোট দানার মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ‘মান্না’ রুটি জাতীয় খাবার। দেখতে অনেকটা ধনিয়ার মত। স্বাদ অনেকটা মধু মিশ্রিত বিস্কুটের মত। সালওয়া/কুইলস মাংশ জাতীয় খাবার। কানান আসার পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইল জাতি চল্লিশ বছর খাবার হিসেবে ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ খেয়েছে। এত পরিমান খাদ্যের সরবরাহ ছিল যে পুরো জাতি খেয়েছে কখনও অভাব অনুভব করেনি।]
৫৮	যখন আমি বললাম, ‘এ নগরে প্রবেশ কর এবং সেখানে যা আছে তা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর বিনয়ের সাথে এবং বল, ‘আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও’ তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করব। [এ নগর কোনটি তা নিশ্চিত নয়। তবে বাইবেল অনুযায়ী, ইসরাইল জাতি জেরিকোর গিলগালে এলে প্রথম মান্না খাওয়া বন্ধ করে এবং কানান ভূমির শস্য খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে। তাদেরকে নিষ্ঠুর, নির্দয় ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের ন্যায় নগরে প্রবেশ করতে বারণ করা হয়।]
৫৯	কিন্তু যারা ভুল করেছিল অর্থাৎ তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তারা সে কথা পরিবর্তন করে দিল। অতঃপর আমি ভুল-পথগামীদের প্রতি তাদের ভূল কর্মের কারণে আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করি। [ইসরাইল জাতির অন্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কেননা এতে তাদের নিজেদের গডকে ভূলে গিয়ে অন্যদের গডের ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু তারা যখন জেরিকোর বিপরীতে জর্ডান নদীর পূর্ব প্রান্তে সিট্টিমে অবস্থান করছিল, তখন মোয়াব নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। বলা হয়, এ কারণে তাদের ওপর মহামারি আকারে দূর্যোগ নেমে আসে। মহামারিতে প্রায় চব্বিশ হাজার ইসরাইলির মৃত্যু হয়।]
৬০	মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল আমি বললাম, ‘স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর।’ সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবন। ফলে প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নিল। (বলা হল) ‘আল্লাহ যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে পান কর এবং আহার কর, কিন্তু পৃথিবীর বুকে অন্যায় আচরণের দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টি কর না।’ [৬০-৬২] [ইসরাইলের বার সন্তান থেকে তাদের বারটি গোত্রের সৃষ্টি। বার গোত্রের জন্য বারটি পানির উৎস ছিল যেন পানির কারণে বিবাদ পরিহার করা যায়। এটি একটি আশ্চর্য্যজনক বিষয় যে, সিনাই এর মরুতে ছিল পানির সরবরাহ, খাদ্যের সরবরাহ ও সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাবস্থা। এত অনুগ্রহ ছাড়া বছরের পর বছর তাদের পক্ষে টিকে থাকা

	সম্ভব ছিল না।]
৬১	(স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা, আমরা একই ধরণের খাদ্যে অধৈর্য্য হয়ে পরেছি (মান্না ও সালওয়া)। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদেরকে ভূমিজাত দ্রব্য (যেমন)- শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি দান করেন।' মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্য চাও? তবে তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও। তাহলেই তোমরা যা কামনা করছ তা পাবে।' তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারীদ্রতা পতিত হল। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হল। এটি এ জন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করত এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল। [হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল যখন ইসরাইল ও জুডাহ এ দুভাগে বিভক্ত হয় তখন তারা পরস্পর খুনোখুনি করেছে। নবী ইয়াহহিয়াকে নর্তকীর অনুরোধে অকারণে হত্যা করেছে। যিশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। তাদের ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন তারা অতীতে যেসব মন্দ কাজ করেছে যার শাস্তি তাদের ওপর পতিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি না করে এবং ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসে।]
৬২	(হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, খ্রীষ্টান ও সাঁবেয়ী (দ্রষ্টব্য ২২:১৭) তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে- অবশ্যই তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে এবং তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
৬৩	এবং (হে ইসরাইলের সন্তানেরা, স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং সুউচ্চ পর্বতকে তোমাদের সামনে রেখে বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ, যেন তোমরা মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার। [৬৩-৬৪] [সে সময়কালের ঘটনা প্রবাহকে বাইবেলে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- ইসরাইলিরা মিশর ছেড়ে সিনাইতে এসে অবস্থান নেয়। সিনাইয়ে তৃতীয় দিবসের সকাল। বজ্র বিদ্যুতসহ পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারিদিক ধোঁয়ায় নিমজ্জিত হয়। সমগ্র পাহাড় ভীষনভাবে

	কাঁপতে থাকে। বিকট আওয়াজে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। কেউ পালাতে চেষ্টা করে। দূর থেকে দেখার চেষ্টা করে। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসছেন। ঘন মেঘে আচ্ছন্নতার মাঝে সেদিন কেবল মোসেস গডের সান্যিধ্যে গিয়েছিল। ইসরাইলিরা সকলে তা প্রত্যক্ষ করে। সে সময়কালে তারা গডের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
৬৪	তার পরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গিয়েছ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যদি তোমাদের ওপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে।
৬৫	এবং তোমরা তাদেরকে ভালভাবেই জান যারা 'সাব্বাথ' (শনিবার দিবস সম্পর্কিত অঙ্গীকারের বিষয়টি) ভঙ্গ করেছিল। কিরূপে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও!' [৬৫-৬৬] ['সাব্বাথ' বা শনিবার দিবস পালন- ইসরাইলিরা এ দিবসটি পালনে নির্দেশিত হয়েছিল। এটি বংশ পরম্পরায় গডের সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতীকস্বরূপ বিবেচিত হত। অর্থাৎ সপ্তাহের ছয় দিন কাজ শেষে 'শনিবার' এ একটি দিবসে সকল কাজ-কর্ম করা নিষিদ্ধ ছিল। পবিত্র ও বিশ্রামের দিন। এটি পালনে তাদের ওপর এমন কঠোর নির্দেশনা ছিল যে, কেউ এটি ভঙ্গ করলে তার মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান ছিল। কিন্তু তারা সেটি ভঙ্গ করেছিল।]
৬৬	এবং আমি এ বিষয়টিকে তাদের নিজেদের এবং পরবর্তীদের জন্য এবং খোদাভীরুদের জন্য এক সতর্ককারী দৃষ্টান্তরূপে রেখে দিয়েছি।
৬৭	(স্মরণ কর) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু উৎসর্গ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছ (কেননা গরু তাদের কাছে অত্যান্ত পবিত্র, পূঁজনীয় ও দেবতাতূল্য ছিল)?' মূসা বলল, 'অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।' [৬৭-৭১]
৬৮	তারা বলল, 'তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর যেন সেটির রূপ বিশ্লেষন করা হয়।' মূসা বলল, 'তিনি বলেছেন যে সেটি হবে এমন যা বৃদ্ধও নয় আবার অল্প বয়স্কও নয়- মধ্য বয়সী। অতএব যা আদিষ্ট হয়েছ তা পালন কর।'
৬৯	তারা বলল, 'তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর যে তার রঙ কি হবে?' মূসা বলল, 'তিনি বলেছেন যে উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ/সোনালী রঙের গাভী- যা দর্শকদেরকে চমৎকৃত করে।' [কেননা

	এমন গরু তারা উপাসনার জন্য নির্বাচন করত; অর্থাৎ যতই তারা আদেশ পালনে গড়িমসি করছে ততই তাদেরকে কঠিন শর্ত দেয়া হচ্ছে।]
৭০	তারা বলল, ‘তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর যে সেটি কিরূপ?’ কেননা, (সকল) গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই এবার আমরা পথপ্রাপ্ত হব। মূসা বলল, ‘তিনি বলেছেন যে এ গাভী এমন হবে যা জমি চাষে ও পানি সেচের কাজে ব্যাবহৃত হয়নি- সুস্থ্য, নিখুঁত।’
৭১	তারা বলল, ‘এবার তুমি যথার্থ বলেছ।’ অতঃপর তারা সেটিকে উৎসর্গ করল যদিও তারা সেটি করতে ইচ্ছুক ছিল না। [মিশর, ফিলিস্তিন ও আশেপাশের দেশগুলিতে গরুর উপাসনা করার প্রচলন ছিল। এটি তাদের কাছে ছিল পূঁজনীয়। দেবতা তূল্য। এক আল্লাহর উপাসনার পূর্বে ইসরাইলিরা সে ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের অন্তরে সে নিয়মের প্রতি টান ছিল। ফলে তারা যখন গরু উৎসর্গ করার জন্য আদিষ্ট হল তখন এটি তাদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। তারা মূর্তীর আরাধনা পরিত্যাগ করে আল্লাহর ধারণা মন থেকে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সেটি যাচাই করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা যখন গরু উৎসর্গ করতে নির্দেশিত হল তখন তারা তা পরিপালনে গরিমসি করতে লাগল। এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। এটি মূলত যে কোন প্রকার মূর্তীর আরাধনা মন থেকে দুর করার জন্য তাদের প্রতি একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল।]
৭২	এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে এবং তোমরা তা অস্বীকার করলে; তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন।[৭২-৭৪]
৭৩	আমি বললাম, ‘(উৎসর্গীকৃত গরুর) একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর।’ আল্লাহ এভাবেই মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন- যেন তোমরা বুঝতে পার।
৭৪	এ ঘটনার পর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে; পাথরের মত কিংবা তদাপেক্ষাও কঠিন। (অথচ) পাথরের মধ্যেও এমন আছে যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়; এমন আছে যা বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়তে থাকে! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবগত নন।
৭৫	(হে বিশ্বাসীগণ) তোমরা কি আশা কর যে তারা (ইহুদিরা) তোমাদের

	প্রতি আন্তরীক হবে (?) যখন তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবন করার পর তা বুঝে শুনেও পরিবর্তন করে? [৭৫-৭৯] [ইহুদিরা আল্লাহর ঐশী বাণীসমুহ নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন করে প্রচার করত সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৭৬	যখন তারা বিশ্বাসীদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস এনেছি।' আবার যখন তারা পরস্পর নিজেদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'পালনকর্তা (ঐশী বাণীর মাধ্যমে) তোমাদের কাছে যা ব্যাক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বলে দিচ্ছ? তবে তো তারা এ বিষয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদের বিপক্ষে যুক্তি পেশ করবে (তোমাদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার জন্য)। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?'
৭৭	তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে?
৭৮	তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা (মিথ্যে আশা নিয়ে) শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমান করে।
৭৯	তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' এবং এর বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা অর্জন করে। দূর্ভোগ তাদের জন্য! যা তাদের নিজেদের হাত রচনা করেছে এবং যা তারা এর বিনিময়ে অর্জন করেছে। [ইসরাইলিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। যারা তাদের ধর্মগ্রন্থসমুহ নিজেদের সুবিধা মত পরিবর্তন করে নিত।]
৮০	তারা বলে, 'অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না সামান্য কিছুদিন ব্যাতিত।' বল: তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে আল্লাহ কখনও তার অন্যথা করবেন না (?) না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জান না। [৮০-৮২] [সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে এমন ধারণার প্রচলন ছিল যে ভূল ও অন্যায় কাজ করা সত্বেও তাদের ধর্মীয় নেতারা কখনই নরকে প্রবেশ করবে না। কেননা তারা ইহুদি। যদিওবা কোন কারণে শাস্তি পেতেই হয়, তবে সে সামান্য কিছু দিনের জন্য। অতঃপর স্বর্গই তাদের জন্য নির্ধারিত।]
৮১	(বস্তুত সত্য হচ্ছে) যে পাপ করে তার পাপ তাকেই পরিবেষ্টন করে;

	তারাই অগ্নির অধিবাসী হওয়ার সত্যিকারের যোগ্য; তারা সেখানেই বসবাস করবে।
৮২	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।
৮৩	(স্মরণ কর) যখন আমি ইসরাইলের সন্তানদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা করবে না; পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলবে; উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দরীদ্রদের প্রাপ্য অর্থাৎ যাকাত প্রদান করবে। তখন তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক ব্যাতিত সকলেই অনাগ্রহী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। [৮৩-৮৬] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:২৭, ২:৮৩-৮৪, ২:৯৩, ৩:৮১-৮২, ৪:১৫৪-১৫৫, ৫:৭, ৫:১২-১৪, ৫:৭০-৭১, ৭:১৬৯-১৭২, ১৩:১৯-২৫, ৩৩:৭, ৪৭:২১]
৮৪	যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজেদের লোকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষী।
৮৫	তথাপি তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ। আবার যখন তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখন বিনিময় মূল্য নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করেছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ (তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি করা নিষিদ্ধ ছিল)। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু বিশ্বাস কর এবং কিছু অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করেছে পার্থিব জীবনে কেবল দূর্গতি ছাড়া তারা আর কি পুরস্কার লাভ করেছে? পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। [বন্দী মুক্তির বিষয়ে মুক্তিপণ গ্রহণে গ্রন্থে নির্দেশনা থাকলেও নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি করা গ্রন্থে নিষিদ্ধ। ফলে তারা সুবিধামতো গ্রন্থের কিছু বিশ্বাস করে এবং কিছু অবিশ্বাস করে এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।]
৮৬	এরাই হচ্ছে তারা যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে।

	এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং তাদেরকে কোন সহায়তাও প্রদান করা হবে না।
৮৭	অবশ্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। এটি সব সময় এমনই হয়েছে যে, যখনই (আল্লাহর দিক থেকে) তোমাদের জন্য কোন বার্তাবাহক এমন কিছু নিয়ে আগমন করেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি- তোমরা উদ্ধ্যত হয়েছ; কাউকে অস্বীকার করেছ এবং কাউকে হত্যা করেছ। [৮৭-৮৮]
৮৮	তারা বলে, আমাদের হৃদয় কঠোর। না, বরং তাদের অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা অল্পই বিশ্বাস করে।
৮৯	তাদের কাছে যা আছে (তাওরাত/বাইবেল) তাকে সত্যায়ন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন মহাগ্রন্থ (আল-কোরআন) এল, যদিও পূর্বে অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে তারা এর সাহায্যেই বিজয় কামনা করত, তথাপি যখন তাদের কাছে তা এল যে বিষয়টি তারা জানত (অর্থাৎ কোরআন সত্য ও সঠিক) এখন তারা তা অবিশ্বাস করছে। অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [৮৯-৯৩] [তাদের গ্রন্থে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে বাণী ছিল এবং তারা সেটি জানত সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৯০	কতই না মন্দ (!) যার কারণে তারা তাদের আত্মাকে বিসর্জন দিয়েছে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা তা অস্বীকার করেছে এ কারণে যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করেছে। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। [তারা মনে করে নবী হবে ইহুদিদের মধ্য থেকে এবং তারা অন্যদের প্রাপ্ত নবুয়তকে অস্বীকার করে। কেননা অইহুদিদেরকে তারা তাদের থেকে নিচু পর্যায়ের ভাবে।]
৯১	যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।' তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতেই বিশ্বাসী' এবং তার পরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে। যদিও এ গ্রন্থটি (কোরআন) সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে (তাওরাত/বাইবেল)। বল (হে মোহাম্মদ):

	যদি তোমরা তাতেই বিশ্বাসী হও, তবে কেন তোমরা ইতিপূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছ?
৯২	সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছিল। এরপরও তার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার জন্য) গো-বৎস বানিয়েছিলে। তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে।
৯৩	(স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে অতি উচ্চে তুলে ধরে বলেছিলাম যে, শক্ত করে ধারণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং শোন (আমার বাণী)। তারা বলল, 'আমরা শুনেছি এবং আমরা অমান্য করছি।' অস্বীকৃতি হেতু তাদের অন্তর (উপাসনার জন্য) গো-বৎস প্রীতিতে ডুবে ছিল। বল: যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের সে বিশ্বাস যা নির্দেশ করে তা কতই না মন্দ! [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
৯৪	বল (ইসরাইলিদের প্রতি): আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান যদি কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয় (যেমনটি তোমরা ভাব) এবং মানবজাতির অন্যান্যদের জন্য নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [৯৪-৯৬]
৯৫	কিন্তু তাদের নিজেদের হাত পূর্বে যা প্রেরণ করেছে (কৃতকর্ম/পাপকর্ম), সে কারণে কখনই তারা তা কামনা করবে না। আল্লাহ দুষ্কর্মাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।
৯৬	এবং তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভীরূপে, এমনকি পৌত্তলিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে হাজার বছর আয়ু কামনা করে। কিন্তু এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোন অর্থই বহন করবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছু দেখেন।
৯৭	বল (হে মোহাম্মদ): কে জিবরাঈলের শত্রু! এ কারণে যে সে-ই আল্লাহর আদেশে তোমার অন্তরে এই গ্রন্থ (কোরআন) পৌঁছে দিয়েছে, যা সত্যায়ন করে এর পূর্বে যেসব গ্রন্থ (তাওরাত, ঈঞ্জিল, যবুর) অবতীর্ণ হয়েছে তার; যা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদের ধারক। [৯৭-৯৮] [ইসরাইলিরা কেবল মোহাম্মদ (সাঃ) এবং বিশ্বাসীদেরকেই কটাক্ষ করত না; তারা অবতীর্ণ বাণীর বাহক জিবরাইল (আঃ)-কে নিয়েও কটাক্ষ

	করত। কেননা ঐশী বাণীসমূহ তাদের অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ ছিল। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৯৮	যে ব্যাক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর বার্তাবাহক এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু (সে যেন জানে যে) নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সে সব অবিশ্বাসীদের শত্রু।
৯৯	নিশ্চয়ই! আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। পথভ্রষ্টরা ব্যাতিত কেউ তা অস্বীকার করে না। [৯৯-১০১]
১০০	কি আশ্চর্য্য! যখনই তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সত্য হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
১০১	যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল আগমন করল- যে তাদের কাছে যা রয়েছে (তাওরাত/বাইবেল) সে গ্রন্থের সত্যায়নকারী, তখন গ্রন্থধারীদেরই একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল- যেন তারা জানেই না।
১০২	এবং তারা সোলায়মানের বিপক্ষে শয়তানরা মিথ্যেভাবে যা বলে বেড়াত তা অনুসরণ করত। সোলায়মান অবিশ্বাস করেনি বরং শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। (অবশ্য) তারা উভয়ে (ফেরেশতাগণ) এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে আমরা কেবল পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি অবিশ্বাসী হয়ো না (আল্লাহ প্রদর্শিত পথে)। তারা তাদের নিকট থেকে এমন যাদুবিদ্যা শিক্ষা লাভ করত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে; কিন্তু আল্লাহর আদেশ ব্যাতিত তারা তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার করে না তারা তাই শিক্ষা লাভ করে। তারা ভাল করেই জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিসর্জন দিত তা কতই না মন্দ যদি তারা জানত! [১০২-১০৩] [ইসরাইলিরা যখন তাদের শৌর্য্য-বীর্য্য সব হারিয়ে অধঃপতিত হয়েছে তখন তারা এ ধরণের যাদুবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পরে এবং প্রচার করে যে, সোলায়মান এমন বিদ্যার সাহায্যে এতকিছু অর্জন করেছে এবং তারাও মানুষকে সেসব বিদ্যা শিক্ষা দেয়। এভাবে তারা সঠিক পথ ছেড়ে সহজ উপার্জনের বিকল্প উপায় অবলম্বন করে।]

১০৩	যদি তারা (সঠিক পথে) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলত, তবে আল্লাহর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান পেত যদি তারা জানত!
১০৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা (রাসূলের প্রতি) 'রায়িনা' বল না 'উনযুরণা' বল এবং তোমরা শ্রোতা হও। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [ইসরাইলিরা রাসূলকে উপহাস করার জন্য কিছু দ্ব্যার্থবোধক শব্দ ব্যাবহার করার অপচেষ্টা করত সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। যেমন 'উনযুরণা' অর্থাৎ 'দয়া করে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' কিন্তু উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে 'রায়িনা' শব্দটি দ্ব্যার্থবোধক বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ফলে দুষ্টরা এর অপব্যাবহার করতে পারে। তাই দ্ব্যার্থবোধক অর্থ প্রকাশ করে বিশ্বাসীদেরকে তেমন শব্দ পরিহার করতে বলা হয়েছে।]
১০৫	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তথা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা পৌত্তলিক তাদের মনপুত নয় যে পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার (রাসূলের) প্রতি কোনরূপ কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশী তাকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের জন্য মনোনীত করেন। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী। [১০৫-১০৭]
১০৬	আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সব করতে সক্ষম? [কোরআন বলছে পূর্বের গ্রন্থসমুহ আল্লাহ প্রেরিত। আবার এ গ্রন্থও আল্লাহ প্রেরিত। একই আল্লাহ কিরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বার্তা প্রেরণ করেন? ইসরাইলিদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ বার্তা প্রদান করা হয়েছে।]
১০৭	তুমি কি জান না যে তিনিই আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের আর কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।
১০৮	তোমরাও (মুসলমানগণও) কি তোমাদের রাসূলকে তেমনিভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেমনিভাবে পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? যে কেউ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। [১০৮-১১০] [ইসরাইলিরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে মুসলিমদেরকে উত্তেজিত/ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করত এবং মুসলিমরা রাসূলের কাছে সে সব বিষয় জানতে চাইত- সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে; যেন মুসলিমরা অপ্রয়োজনীয়

	কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে। ইসরাইলিরা অতীতে মূসা (আঃ)-কেও এমনিভাবে জ্বালাতন করেছিল।]
১০৯	তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস স্থাপনের পরেও ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে চায়। আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।
১১০	উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং যে ভাল কাজটি তুমি তোমার জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে সেটি আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
১১১	তারা বলে কেউই স্বর্গে প্রবেশ করবে না যদি না সে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়। এটি তাদের নিজেদের মনের বাসনা। বল: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর। [১১১-১১৩]
১১২	(সত্য হচ্ছে) যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
১১৩	ইহুদিরা বলে, '(ধর্মের বিষয়ে অর্থাৎ জীবন বিধান বা জীবন পরিচালনার বিষয়ে) খ্রীষ্টানরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ করে না' এবং খ্রীষ্টানরা বলে, 'ইহুদিরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ করে না' অথচ তারা সকলে (একই) অবতীর্ণ গ্রন্থ (বাইবেল) পাঠ করে। এমনকি যাদের গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান নেই (আরবের পৌত্তলিকরা) তারাও এমনিভাবে উক্তি করে। তারা কোথায় মতবিরোধ করছে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।
১১৪	তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে উপাসনালয়সমূহে প্রবেশে বাঁধা দেয় এবং সেগুলির বিনাশ সাধনে চেষ্টা করে? এদের পক্ষেই বরং ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে উপাসনালয়ে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। [১১৪-১১৫] [ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যারা আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রবেশে মুসলিমদেরকে বাঁধা দিত তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।]

১১৫	পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহর। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
১১৬	তারা (খ্রীষ্টানরা) বলে, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি তো এসব থেকে পবিত্র! বরং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। [১১৬-১১৭]
১১৭	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা! যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন কেবল বলেন: ‘হও!’ এবং হয়ে যায়।
১১৮	যাদের সঠিক জ্ঞান নেই তারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন?’ অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। আমি অবতীর্ণ বাণী স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা নিশ্চিত (বিশ্বাসী)। [১১৮-১১৯] [সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষ শক্তি সব যুগে একই রকম কথা বলেছে এবং আচরণ করেছে।]
১১৯	(হে মোহাম্মদ) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্য (বার্তা/ধর্ম) সহ সু-সংবাদ দাতা এবং একজন সতর্ককারীরূপে। নরকবাসীদের সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না।
১২০	যে পর্যন্ত না তুমি (হে মোহাম্মদ) তাদের ধর্মের অনুসরণ কর, সে পর্যন্ত না ইহুদিরা না খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। বল: আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। যে জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছেছে, তার পরেও যদি তুমি তাদের ইচ্ছের অনুসরণ কর তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি না পাবে কোন রক্ষাকারী, না পাবে কোন সাহায্যকারী। [১২০-১২১]
১২১	আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে (যথার্থ অনুধাবন করে), তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।
১২২	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে আমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি! [১২২-১২৩]
১২৩	নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন থেকে যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে

	কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না। [প্রসঙ্গক্রমে এখানে এটি ইসরাইলিদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও বক্তব্যটি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য।]
১২৪	(স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে (ইসরাইলের পিতামহকে) তার পালনকর্তা নির্দেশ দিলেন পরীক্ষা করার জন্য এবং সে তা পূর্ণ করল; তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা মনোনীত করেছি।' ইব্রাহীম বলল, 'এবং আমার বংশধর থেকেও কি (নেতা হবে)?' তিনি বললেন, 'আমার অঙ্গীকার পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবে না।' [১২৪-১৪১] [আয়াত ১২৪-১৫২, ইব্রাহীম (আঃ) ও কা'বা ঘর নির্মাণের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪-১৪১, ২:২৫৮-২৬০, ৩:৬৫-৬৮, ৭:৭৪-৮৩, ১১:৬৯-৭৬, ১৪:৩৫-৪১, ১৫:৫১-৬০, ১৬:১২০-১২৩, ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩, ২২:২৬-২৭, ২৬:৬৯-১০৪, ২৯:১৬-২৭, ৩৭:৮৩-৯৯, ৪৩:২৬-৩০, ৫১:২৪-৪৬]
১২৫	যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম এই বলে যে, 'ইব্রাহীম যেখানে দাঁড়িয়েছে তোমরা সে স্থানকে উপাসনার স্থান নির্বাচন কর' এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে (ইব্রাহীমের বড় সন্তানকে) দায়িত্ব প্রদান করলাম এই বলে যে, 'তোমরা আমার গৃহকে পরিচ্ছন্ন কর তাদের জন্য যারা তাওয়াফকারী, যারা সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়, উপাসনাকালে নত ও সেজদায় পতিত হয়।'
১২৬	যখন ইব্রাহীম প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানের তুমি নিরাপত্তা বিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আহার্য্য দান কর।' আল্লাহ বললেন, 'যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করব কিছুকালের জন্য। অতঃপর আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগে বাধ্য করব'- পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি।
১২৭	এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈল যখন কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল, ইব্রাহীম প্রার্থনা করল, 'হে পালনকর্তা! আমাদের পালনকৃত দায়িত্ব গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবল তুমিই শ্রবনকারী, সর্বদ্রষ্টা।'
১২৮	'হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার প্রতি অনুগত থাকতে আমাদের অনুগ্রহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি কর এবং আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবল তুমিই ক্ষমা প্রদর্শনকারী,

	দয়ালু।'
১২৯	'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন বার্তাবাহককে জাগরিত কর, যে তাদের কাছে তোমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে দীক্ষা দেবে এবং তাদেরকে বিকশিত হতে সহায়তা করবে। তুমি, কেবল তুমিই পরাক্রমশালী, জ্ঞানী।'
১৩০	কে ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যাতিত যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে? অবশ্যই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই! পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত হবে।
১৩১	যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, 'সমর্পন কর!' সে বলল, 'আমি জগতসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে সমর্পন করলাম।'
১৩২	ইব্রাহীম তার সন্তানদেরকে একই নির্দেশনা দিয়েছিল এবং ইয়াকুবও (জ্যাকব বা ইসরাইল) বলেছিল, 'হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের জন্য এক (সত্য) ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ হিসেবে (আল্লাহর নিকট) নিজেকে সমর্পন না করে মৃত্যুবরণ কর না।'
১৩৩	তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের (জ্যাকব বা ইসরাইলের) মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে তার পুত্রদের বলে, 'আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে?' তারা বলল, 'আমরা তোমার উপাস্যের উপাসনা করব; যে উপাস্য তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের; তিনি এক এবং তার প্রতি আমরা নিজেদের সমর্পন করলাম।'
১৩৪	তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না।
১৩৫	তারা (গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়) বলে, 'তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হও, তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে।' বল (হে মোহাম্মদ): কখনই নয়, বরং আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা সমুন্নত এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
১৩৬	বল: আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের

	প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং তদীয় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীসমুহের ওপর এবং যা মূসা ও ঈসা গ্রহণ করেছে এবং অপরাপর সকল নবীগণ গ্রহণ করেছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না এবং আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পন করি।
১৩৭	এবং তারা যদি তেমনিভাবে বিশ্বাস করে যেমনিভাবে তোমরা বিশ্বাস কর তবে তারা সঠিক পথেই আছে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা অনমনীয় এবং তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবনকারী, সবজান্তা।
১৩৮	(বল) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই উপাসনা করি। [ইসরাইলিদের মধ্যে এমন প্রচলন ছিল যে যারা ‘জুডাইজম’ গ্রহণ করেছে তাদেরকে গোসল করিয়ে পূত-পবিত্র করান হত। যেন তার সকল পাপ ধুয়ে-মুছে যায় এবং নতুন রং ধারণ করে। পরবর্তীতে এটি খ্রীষ্টান ধর্মে ‘ব্যাপ্টিইজম’ নামে পরিচিতি পায়। নবজাত শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটি পালন করা হত। বস্তুত এসব নিয়ম-রীতির সাথে মুক্তি প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের বিষয়ে এসব নিয়ম-রীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাল কর্মই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
১৩৯	বল: তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিবাদ কর (?) যখন তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা? আমাদের জন্য আমাদের কাজ, তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ।
১৪০	তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং তদীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল? বল: এ বিষয়ে তোমরা ভাল জান না আল্লাহ? তার চাইতে অধিক অন্যায়কারী আর কে হতে পারে যে সাক্ষ্য প্রমাণকে গোপন করে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছে? তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। [ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব তাদের অনেক পরে ইহুদি, খ্রীষ্টান বা বিবিধ নামের নানাবিধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। বস্তুত এসব ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও পৃথিবীতে ভাল-মন্দ মানুষ ছিল। তাদের অনেকেই

	সৎকর্মপরায়ন ও আল্লাহর সুদৃষ্টিতে ছিল আবার অনেকে বিপথগামীও ছিল। সত্য হচ্ছে মানুষের ধর্ম প্রকৃত অর্থে একটি-ই এবং সেটি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করা তথা ইসলাম।]
১৪১	তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না।
১৪২	যারা অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা বলবে, 'কি বিষয় বিশ্বাসীদেরকে ফিরিয়ে নিল তাদের সেই কেবলা থেকে (যা ছিল জেরুজালেমমুখী) যা তারা পূর্বে অনুসরণ করত?' বল: পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। [১৪২-১৫২] [এ অংশে জেরুজালেম থেকে মক্কা অভিমুখে কেবলা পরিবর্তনের বিষয় বিবৃত হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য কেবলা-২:১৪২-১৫২, ৩:৯৬-৯৭]
১৪৩	এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি, যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ ও বার্তাবাহক সাক্ষীস্বরূপ হয় তোমাদের জন্য এবং আমি এজন্যই কেবলা পুণঃনির্ধারণ করেছিলাম যা তোমরা পূর্বে অনুসরণ করতে, যেন আমি জেনে নেই যে কে বার্তাবাহককে অনুসরণ করছে এবং কে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সত্যি বলতে এটি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা তাদের ব্যাতিত যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। এটি আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে নিরর্থক করে দেবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত স্নেহশীল, করুণাময়।
১৪৪	নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ, দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশায়) উর্ধ্বপানে তাকাতে দেখি। অতএব অবশ্যই এবার আমি তোমাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যেটি তোমার কাছে অধিক প্রিয়। অতএব তুমি উপাসনার পবিত্রতম স্থানের দিকে (কা'বা, মক্কা অভিমুখে) মুখ ফেরাও এবং (হে মুসলিম সম্প্রদায়) তোমরা যেখানেই থাক না কেন (যখন তোমরা উপাসনায় রত হও) এদিকেই মুখ ফেরাও। যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে (আহলে-কিতাব) তারা অবশ্যই জানে যে এটি পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) এবং সত্য। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন।
১৪৫	যদি তুমি গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের) কাছে সমুদয়

	নিদর্শন উপস্থাপন কর তবুও তারা তোমার কেবলা অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও। তারাও (ইহুদি ও খ্রীষ্টানরাও) একে অন্যের কেবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে নিশ্চয়ই! তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।
১৪৬	যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা তাকে (নতুন কেবলাকে) তেমনিভাবে চেনে-জানে, যেমনিভাবে চেনে-জানে তাদের সন্তানদের। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। [যেমনিভাবে চেনে জানে তাদের সন্তানদের- এখানে আরবী প্রবাদ ব্যাবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার সন্তানকে চিনতে ভূল করে না। তেমনিভাবে ইহুদি-খ্রীষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে কা'বা-ই কেবলা হওয়ার যথোপযুক্ত। কেননা কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন তাদের সকলের পূর্ব-পুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) অথচ জেরুজালেমের টেম্পল তারও ১৩০০ বছর পর হযরত সোলায়মান কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। ফলে এটিই কেবলা হওয়ার অধিক উপযুক্ত।]
১৪৭	সত্য/যথাযথ বার্তা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আগত (হে মোহাম্মদ)। অতএব তুমি (এ বিষয়ে) সন্দিহান হয়ো না।
১৪৮	প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে (উপাসনার জন্য)। অতএব একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর ভাল কাজে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
১৪৯	যে স্থান থেকেই তুমি উপাসনার জন্য আস না কেন (হে মোহাম্মদ), তোমার মুখ ফেরাও উপাসনার পবিত্রতম স্থানের (মসজিদ আল-হারামের) দিকে। এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সত্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নন।
১৫০	তোমরা উপাসনার জন্য যেখান থেকেই আস না কেন, মুখ ফেরাও মসজিদ আল-হারামের দিকে এবং তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন এদিকেই মুখ ফেরাও যেন এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ না থাকে, তাদের ব্যাতিত যারা অন্যায় করে- তাদের ভয় কর না; ভয় কর আমাকে! যেন আমি তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই; ফলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হও-
১৫১	যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন বার্তাবাহক

	প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে এবং তোমাদের বিকাশ এবং শিক্ষা দান করে অবতীর্ণ গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে এবং শিক্ষা দেয় এমন সব বিষয়ে যা তোমরা জানতে না।
১৫২	অতএব আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর না।
১৫৩	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন। [১৫৩-১৫৭]
১৫৪	যারা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) নিহত হয়, তাদের 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।
১৫৫	অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, কিছু ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবন এবং ফল ও ফসলের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে; তবে সু-সংবাদ দাও দৃঢ় প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীলদের-
১৫৬	যারা বিপদ এলে বলে, 'আমরা আল্লাহর এবং তারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তিত হব (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।'
১৫৭	তারাই সে সমস্ত লোক যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া। তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।
১৫৮	নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে তাদের জন্য এ দু'টিতে প্রদক্ষিন (সা'ঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু ভাল কাজ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা অবগত এবং তার কাজের প্রতিদানদাতা। [হজ্বের এ নিয়মের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় বিষয়টি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।]
১৫৯	পথ-নির্দেশনা যা আমি অবতীর্ণ করেছি গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তথ্য প্রমাণ গোপন করে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপ তাদের যারা অভিসম্পাত করার অধিকার/ক্ষমতা রাখে। [১৫৯-১৬০]
১৬০	তবে তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেদের সংশোধন করে অতঃপর সত্যকে প্রকাশ করে। এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমা প্রদর্শন করি। আমি ক্ষমা প্রদানকারী, পরম দয়ালু।
১৬১	যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীরূপে মৃত্যুবরণ করে তাদের প্রতি

	আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ও মানব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিসম্পাত। [১৬১-১৬২]
১৬২	তারা চিরকাল অভিসম্পাতের মাঝেই থাকবে। তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা ক্ষমাও পাবে না।
১৬৩	তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। [১৬৩-১৬৭]
১৬৪	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং মানুষের কল্যাণে নদীতে জলযান সমূহের চলাচলে, আকাশ থেকে বর্ষনকৃত পানি যা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেন তাতে এবং তার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সকল প্রকার জীবে, বাতাস প্রবাহের গতি প্রকৃতিতে এবং আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণকৃত মেঘমালা- এ সবই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন।
১৬৫	তথাপি মানব সম্প্রদায়ে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা তাদের উপাসনার জন্য আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছুকে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে যেমন ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে- (কিন্তু জেনে রেখ) যারা বিশ্বাসী আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। কতই না উত্তম হত যদি তারা পার্থিব কোন কোন দূর্যোগ প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর এবং শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠিন।
১৬৬	আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের অনুসরণ করে শেষ দিবসে তারা যখন তাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে- তাদের সকল লক্ষ্য/বাসনা (সম্পর্ক) ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হয়ে যাবে।
১৬৭	এবং যারা (তাদের) অনুসারী ছিল তারা (তখন) বলবে, 'যদি একবার পৃথিবীতে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করতাম যেমন (এখন) তারা আমাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করছে।' এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করে অনুতপ্ত করে তুলবেন এবং তারা আগুন থেকে কখনই বের হবে না।
১৬৮	হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও

	স্বাস্থ্যসম্মত এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [১৬৮-১৬৯]
১৬৯	সে তোমাদের ওপর কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশনা দেয় এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে বলতে বলে যা তোমরা জান না।
১৭০	যখন তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর' তারা বলে, 'আমরা তা-ই অনুসরণ করি যেভাবে আমাদের পিতা-পিতামহদের পেয়েছি।' কি! যদিও তাদের পিতা-পিতামহরা এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানত না এবং তাদের কোন পথ-নির্দেশনাও ছিল না (তবুও)! [১৭০-১৭১]
১৭১	এরূপ অবিশ্বাসীদের উপমা এমন যেন কেউ এমন কিছুকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া। বধির, মূক এবং অন্ধ ফলে তারা কিছুই বোঝে না।
১৭২	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সেসব ভাল বস্তু সামগ্রী আহার কর যেগুলি আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর প্রতি যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা কর। [১৭২-১৭৩]
১৭৩	তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব এবং রক্ত ও শুকরের মাংস এবং সে সব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যে অনন্যোপায় হয়ে তা করে, ইচ্ছেকৃত বা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে নয় তার জন্য সেটি পাপ নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১৭৪	নিশ্চয়ই! যারা প্রেরিত গ্রন্থের সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা অর্জন করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের বিকশিতও করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [১৭৪-১৭৬]
১৭৫	এরাই হল তারা যারা সঠিক দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে এবং ক্ষমার পরিবর্তে ক্রয় করে শাস্তি। আগুনের পানে ছুটে যাবার জন্য তারা কেমন অনড়!
১৭৬	এটি এজন্য যে, আল্লাহ এ গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ (যথাযথরূপে)। যারা গ্রন্থের মধ্যে মতপার্থক্যের কোন কারণ খুঁজে

	পায়/সন্ধান করে, তারা তাদের বিরোধীতায় সত্য থেকে বহুদূর বিচ্যুত।
১৭৭	সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সে-ই সঠিক পথ অবলম্বনকারী যে বিশ্বাস করে আল্লাহতে, শেষ দিবসে, ফেরেশতাদের ওপর, অবতীর্ণ গ্রন্থে এবং বার্তাবাহকগণের ওপর এবং যে তাঁকে ভালবেসে সম্পদ ব্যায় করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবি, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য এবং যারা যথাযথভাবে উপাসনা পালন করে এবং গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং অভাবে, বিপদ-আপদে ও চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই হল সত্যনিষ্ঠ। তারাই খোদাভীরু।
১৭৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস গ্রহণ করা (শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার নীতি) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মুক্ত ব্যাক্তির বদলায় মুক্ত ব্যাক্তি, দাসের বদলায় দাস এবং নারীর বদলায় নারী। অতঃপর তার (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তির) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয় তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সদয়তার সঙ্গে তাকে তার প্রদেয় (রক্তের বিনিময় মূল্য) প্রদান করবে। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ভার লাঘবকরণ এবং একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [১৭৮-১৭৯]
১৭৯	হে বোধসম্পন্ন মানুষ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন; যেন তোমরা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার।
১৮০	এটি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে সে তা ওসীয়ত করে যাবে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য (সমতা/ন্যায্যতার ভিত্তিতে) সদয়তার সঙ্গে। এটি একটি কর্তব্য তাদের সকলের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। [১৮০-১৮২]
১৮১	ওসীয়ত শোনার পর যদি কেউ তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করে তবে সে অপরাধ পতিত হবে তাদের ওপর যারা তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সবজান্তা।
১৮২	যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় কিংবা কোন অপরাধমূলক

	সিদ্ধান্তের আশংকা করে এবং তা পক্ষসমুহের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে সেটি তার জন্য কোন অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।
১৮৩	হে বিশ্বাসীগণ! রোযা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেন তোমরা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার। [১৮৩-১৮৭]
১৮৪	রোযা নির্দিষ্ট কতগুলি দিনের জন্য; তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে সমান সংখ্যক রোযা রেখে তা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য এটি অত্যান্ত কষ্টদায়ক হয় অর্থাৎ যারা রোযা রাখতে সক্ষম কিন্তু রাখে নাই তাদের জন্য রয়েছে কাফফারার সুযোগ। তারা এর পরিবর্তে একজন দরীদ্রকে খাদ্য দান করবে। যে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে ভাল কাজ করে অর্থাৎ অধিক সংখ্যককে আহার্য্য দান করে সেটি তার জন্য কল্যাণকর। তবে যদি রোযা রাখ তোমাদের জন্য সেটিই উত্তম যদি তোমরা জানতে।
১৮৫	রমযান মাস; যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে। যা শিক্ষা দেয় যথাযথ বা সঠিক পথে চলার এবং যা সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য নিরূপন করে দেয়। তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন অবশ্যপালনীয় রোযা রাখে। তবে যদি কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকে সে অন্য সময়ে (সমসংখ্যক) রোযা রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পথটিকেই নির্দেশ করেন; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রবর্তনের ইচ্ছে করেন না এবং প্রত্যাশা করেন যেন তোমরা রোযা পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
১৮৬	(হে মোহাম্মদ) যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় (তাদেরকে বল) আমি অতি সন্নিকটে। যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি শুনি এবং তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখুক। (অতএব তাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দাও হে মোহাম্মদ) যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে।

১৮৭	রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস তোমাদের জন্য নিয়মসিদ্ধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত যে তোমরা (এ বিষয়ে) আত্মপ্রতারণা করছিলে। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা আইনসিদ্ধ করেছেন তা কামনা/উপভোগ কর। পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত আসা পর্যন্ত এবং তাদের (স্ত্রীদের) স্পর্শ কর না (ই'তিকাফরত অবস্থায়); বরং গভীর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে মসজিদে তাঁর (আল্লাহর) উপাসনা কর। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। অতএব তাদের কাছেও যেও না। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণীসমুহ মানবজাতির সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করতে পারে।
১৮৮	তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস কর না এবং জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সম্পদের কিয়দাংশ অসৎ পন্থায় বিচার/শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।
১৮৯	(হে মোহাম্মদ) তারা তোমার কাছে জানতে চায় নতুন চাঁদের বিষয়ে। বল: এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সঠিক কাজ নয়; বরং সঠিক কাজ হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা সফল হতে পার। [আরবরা হজ্বের সময় এহরাম বাঁধা অবস্থায় সম্মুখ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না। দেয়াল টপকিয়ে কিংবা জানালা দিয়ে বা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। সেটিকে বারণ করা হয়েছে। কেননা প্রচলিত এসব রীতি ছিল কুসংস্কার।]
১৯০	লড়াই কর আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে), তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের বিপক্ষে), কিন্তু বিরোধীতার সূত্রপাত কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [১৯০-১৯৫]
১৯১	তাদেরকে (অবিশ্বাসী/শত্রু পক্ষকে) যেখানে পাও বধ কর এবং বের

	করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুত বিশৃংখলা তথা নিপীড়ন-নির্যাতন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা (ফিতনা) সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। তাদের সঙ্গে লড়াই কর না উপাসনার পবিত্রতম স্থানে (মসজিদ আল-হারামের সন্নিকটে) যতক্ষণ না তারা তোমাদের সঙ্গে সেখানে লড়াই করে। যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমন করে তবেই তাদেরকে বধ কর। এটিই অবিশ্বাসীদের পুরস্কার। [তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যখন মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের দ্বারা ভীষনভাবে নির্যাতিত ছিল। অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা ব্যাতিত তাদের আর কোন উপায় ছিল না।]
১৯২	যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১৯৩	এবং লড়াই কর যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র (বিশৃংখলার) অবসান হয় এবং আল্লাহর 'দ্বীন' তথা ধর্ম বা চলার যথাযথ/সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা পায়। যদি তারা (শত্রুপক্ষ) নিবৃত হয় তবে (জেনে রেখ) পথভ্রষ্টদের ব্যাতিত আর কারও প্রতি কোন শত্রুতা নেই। [ভূলপথগামী বা এক অর্থে অবিশ্বাসীদের ভূল পথ থেকে নিবৃত করার প্রতিনিয়ত উপায় উদ্ভাবন বা কৌশল নির্ধারণজনিত সংগ্রামও এ লড়াইয়ের অন্তর্ভূক্ত।]
১৯৪	নিষিদ্ধ মাসকে অবশ্যই সন্মানের চোখে দেখতে হবে যদি শত্রুপক্ষও সেটিকে সন্মানের চোখে দেখে। সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত। অতএব কেউ যদি নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করে এবং তোমাকে আক্রমন করে তবে তুমিও তাকে একইরূপে আক্রমন কর (কেননা সে তোমাকে আক্রমন করেছে)। তথাপি আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। [জ্বিলক্কাদ, জ্বিলহাজ্ব, মুহাররম ও রজব এ চার মাসকে নিষিদ্ধ মাস বা পবিত্র মাস বলা হত হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সময় হিসেবে। এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, খুন-খারাবি যে কোন মন্দ কাজ করা গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত; যেন হজ্বযাত্রীরা নিরাপদে কা'বায় গমনাগমন করতে পারে। এ নিয়ম ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছিল এবং আরবরা সেটি মেনে চলত।]
১৯৫	ব্যায় কর আল্লাহর পথে এবং নিজ হাতে নিজের জীবনকে ধ্বংস কর না। ভাল কাজ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।

১৯৬	তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরাহ পালন কর। যদি তোমরা বাঁধা প্রাপ্ত হও (তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে) তবে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য তাই তোমাদের ওপর ধার্য্য। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পরবে, কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা দান করবে অথবা কোরবানী করবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে তখন তোমাদের মধ্যে যারা হজ্বের প্রাক্কালে ওমরাহ পালন করতে চাও তবে যা কিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী করাই কর্তব্য। কিন্তু যারা কোরবানীর পশু পাবে না তারা হজ্বের দিনগুলির মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং ফিরে যাবার পর সাতটি রোযা রাখবে। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশনাটি তাদের জন্য যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদ আল-হারামের নিকটবর্তী বসবাস করে না। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ যে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর। [১৯৬-২০৩]
১৯৭	হজ্বের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে হজ্বের পূর্ণ নিয়ত করবে (জেনে রেখ যে) সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে নিরাভরণ নয়, নয় কোন অশোভন কাজ, না করা যাবে কোন ক্ষিপ্ত বাক-বিতণ্ডা। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর- হে বোধসম্পন্ন মানুষ!
১৯৮	তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় তোমাদের কোন পাপ নেই (ব্যাবসার মাধ্যমে)। অতঃপর যখন তাওয়াফের জন্য আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ'আরুল-হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ কর। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রান্ত।
১৯৯	অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস যেখান থেকে সবাই ফিরে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।

২০০	হজ্বের যাবতীয় ক্রিয়া সমাপ্ত হলে স্মরণ করবে আল্লাহকে। যেমন করে তোমরা স্মরণ কর নিজেদের পিতা-পিতামহদের কিংবা তার চেয়েও অধিক। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর।' বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।
২০১	তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা কর।'
২০২	তারা যা অর্জন করেছে তার একটি যথাযথ অংশ তাদের জন্য রক্ষিত আছে। আল্লাহ দ্রুত হিসেব নিষ্পন্নকারী।
২০৩	নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। যে তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে চলে যাবে তার জন্য কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করবে তার জন্যও কোন পাপ নেই; এটি তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ যে, তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে।
২০৪	মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যার পার্থিব জীবনের কথা তোমাকে চমৎকৃত করবে। সে নিজের মনের কথা বলতে আল্লাহকেও সাক্ষী রাখে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে অত্যান্ত কঠিন বিরোধীতাকারী। [২০৪-২০৭]
২০৫	যখন সে প্রস্থান করে তখন তার চেষ্টা থাকে অকল্যাণ করা এবং শস্যক্ষেত্র ও গবাদীপশু বিনষ্ট করা। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।
২০৬	যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে সতর্ক হও' তখন অহংকার তাকে পাপের পথে নিয়ে যায়। মূলত সে তার হিসেব এক নিকৃষ্টতর বিশ্রামাগারের জন্যই সম্পন্ন করে।
২০৭	মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ অত্যান্ত সদয়।
২০৮	হে বিশ্বাসীগণ! এসো তোমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রতি সমর্পন কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [২০৮-২০৯]
২০৯	এবং তোমাদের প্রতি পরিস্কার নির্দেশ আসার পরেও যদি তোমরা

	পদস্খলিত হও তবে জেনে রেখ আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।
২১০	তারা কেবল এ প্রতিক্ষায় আছে যে আল্লাহ ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে তাদের সামনে আসবেন, আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য। [২১০-২১৪]
২১১	ইসরাইলের সন্তানদের জিজ্ঞেস কর তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করেছি! কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ যে) শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।
২১২	যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে; তারা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে পুনরুত্থান দিবসে তারা অবিশ্বাসীদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে অপরিমিত দান করেন।
২১৩	(বস্তুত) মানুষ একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেন গ্রন্থ যথার্থ বার্তাসহ যেন বিতর্কমূলক বিষয়ে এটি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও গ্রন্থপ্রাপ্তরা পারস্পরিক বিদ্বেষ/ঘৃণাবশত বিভক্তি সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন।
২১৪	তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ এখনও সে সব মানুষদের পর্যায় অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। তাদের ওপর এসেছিল বিপদ ও কষ্ট ভূ-কম্পনের মত; এমনিভাবে তারা শিহরীত হয়েছিল যে আল্লাহর বার্তাবাহক এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রেখ, এখন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।
২১৫	তারা তোমার কাছে জানতে চায় (হে মোহাম্মদ): কি তারা ব্যায়

	করবে? বল: ভালর জন্য যাই তোমরা ব্যায় কর তা অবশ্যই হতে হবে পিতামাতার জন্য, নিকট আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, ইয়াতীম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মূসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।
২১৬	তোমাদের ওপর যুদ্ধ নির্দেশিত হয়েছে যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু হতে পারে যে, তোমরা কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছ কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আবার হতে পারে যে কোন একটি বিষয়কে পছন্দ করছ অথচ সেটি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। [২১৬-২১৮]
২১৭	তারা তোমার কাছে জানতে চায় (হে মোহাম্মদ) পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বিষয়ে। বল: যুদ্ধ করা এ সময়ে ভীষন বড় সীমালংঘন (দ্রষ্টব্য ২:১৯৪)। কিন্তু আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) মানুষকে বাঁধাদান ও তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদ আল-হারামে (গমনে) বাঁধাদান ও বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অপরাধ। নিপীড়ন-নির্যাতন ও বিশৃংখলা (ফিতনা) সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত: তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে কখনই বিরত হবে না যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদেরই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারী করতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে এরাই তারা যাদের সকল কাজ ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরাই নরকের প্রকৃত অধিকারী, তারা সেখানেই বসবাস করবে।
২১৮	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা হিজরত (অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ) করেছে ও আল্লাহর পথে কষ্ট/সংগ্রাম (জিহাদ) করেছে তাদেরই আল্লাহর দয়া প্রাপ্তির আশা রয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।
২১৯	তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। বল: এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে; তবে এগুলির পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় এবং তারা তোমার কাছে জানতে চায় (আল্লাহর পথে) কি তারা ব্যায় করবে? বল: নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যায়ের পর তা-ই ব্যায় করবে যা উদ্বৃত্ত। এভাবেই

	আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণী তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা ভাবনা কর- [২১৯-২২০]
২২০	ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে এবং তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে ইয়াতীমদের বিষয়ে। বল: তাদের বিষয়াদির সুব্যাবস্থা করা উত্তম। আর যদি তোমরা তোমাদের বিষয়াদি তাদের সঙ্গে একত্রিত করে নাও তবে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত: আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তিনি তোমাদের ওপর এ বিষয়ে অতিরিক্ত বোঝা আরোপ করতেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২২১	পৌত্তলিক নারীদের বিয়ে কর না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসী পৌত্তলিক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাকে মোহিত করে এবং তোমাদের কন্যাদের পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিবাহ দিও না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস আনে। একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসও একজন পৌত্তলিক পুরুষের তুলনায় অনেক ভাল যদিও সে আকৃষ্ট করে। তারা নরকের আগুনের দিকে আহবান করে; আর আল্লাহ আহবান করেন উদ্যান ও ক্ষমার দিকে। আল্লাহ তার অবতীর্ণ বাণী বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ তা স্মরণ করে।
২২২	(হে মোহাম্মদ) তারা তোমার কাছে জানতে চায় ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বল: এটি একটি অসুস্থতা। এ সময় নারীদেরকে একা থাকতে দাও। তারা পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করেছেন। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার অভিমুখে ফিরে এবং যারা পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্নবান। [২২২-২২৩]
২২৩	তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মতো। অতএব তোমার শস্যক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর। আর তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, (একদিন) তোমাকে তাঁর (আল্লাহর) সাক্ষাৎ লাভ করতেই হবে। বিশ্বাসীদেরকে সু-সংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ)।
২২৪	সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে, আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য পালনে এবং

	মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনে তোমার নিজের করা শপথ দ্বারা আল্লাহকে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড় করিও না। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন। [২২৪-২২৫]
২২৫	অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল।
২২৬	যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে শপথ/সিদ্ধান্ত নেয় তারা অবশ্যই চার মাস অপেক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা তাদের মন পরিবর্তন করে, তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [২২৬-২৩৭]
২২৭	আর যদি তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা যেন জানে যে আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন।
২২৮	তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাস (তিনটি ঋতুস্রাব/হায়েয) পর্যন্ত। এটি তাদের জন্য বিধিসম্মত নয় যে, আল্লাহ তার গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে যদি তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। সেক্ষেত্রে যদি তারা সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া তাদের স্বামীদের জন্য উত্তম। নারীদের সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর সদয়তার সঙ্গে; যদিও পুরুষের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।
২২৯	তালাক অবশ্যই দুইবার উচ্চারিত হতে হবে; অতঃপর নারীকে সম্মানের সঙ্গে রাখবে না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে মুক্ত করে দেবে। এটি বিধিসম্মত নয় যে তুমি তাকে যা দিয়েছ তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেবে; তবে যে ক্ষেত্রে উভয়েই আশংকা করে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে না সে ক্ষেত্র ব্যাতিত। অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারই কোন পাপ নেই। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। একে অতিক্রম কর না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তারাই বিপথগামী।
২৩০	অতঃপর যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী তার

	জন্য বিধিসম্মত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য কোন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তৎপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় তবে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই যদি তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখে। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। তিনি সেসব মানুষের জন্য এসব বিষয় তুলে ধরেন যাদের জ্ঞান/উপলব্ধিবোধ আছে।
২৩১	যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা নির্ধারিত ইদ্দত (অপেক্ষমান সময়) সমাপ্ত করে, তৎপর তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সদয়তার সঙ্গে গ্রহণ কর অথবা সহানুভুতির সঙ্গে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আটকে রেখে সীমালংঘন কর না। যারা এমনটি করবে নিশ্চয়ই! তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহর নির্দেশকে (তোমার আচরণ দিয়ে) হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না; বরং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন- গ্রন্থ ও জ্ঞান; যা দ্বারা তিনি তোমাদের অনুপ্রাণীত করেন। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিষয়েই সচেতন।
২৩২	যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাঁধাদান কর না। এটি একটি সতর্কবার্তা তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে। এটি তোমাদের জন্য অধিকতর সঠিক ও পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।
২৩৩	সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে যদি পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব। কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা যাবে না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। উত্তরাধিকারদের ওপরও দায়িত্ব এমনই। অতঃপর যদি পিতামাতা ইচ্ছে করে তবে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্তন্যপান ছাড়িয়ে নিতে পারে। তাতে তাদের

	কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজেদের সন্তানদেরকে দুধপান করাতে চাও সেক্ষেত্রে যদি তোমরা সদয়তার সঙ্গে সাব্যস্তকৃত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
২৩৪	তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন চার মাস দশ দিন নিজেদের অপেক্ষারত রাখে। অতঃপর যখন ইদ্দত (অপেক্ষমান সময়) পূর্ণ হবে তখন নিজের বিষয়ে নীতি সঙ্গত ব্যাবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।
২৩৫	আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা সে নারীদের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছে কর না। জেনে রেখ, তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অতএব তাঁর বিষয়ে সতর্ক থেক। জেন যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।
২৩৬	স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য এটি একটি দায়িত্ব।
২৩৭	আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, সেক্ষেত্রে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে যদি ক্ষমা করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। ক্ষমা করে দেয়া বিশ্বস্ততা/পবিত্রতার নিকটবর্তী। তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা যা কর আল্লাহ সব দেখেন।
২৩৮	তোমরা উপাসনার প্রতি যত্নবান হও বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের বিষয়ে এবং উপাসনায় রত হও আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়ে। [২৩৮-২৩৯] [মধ্যবর্তী নামায- খুব সম্ভবত ‘আসর’ নামাজ।]

২৩৯	যদি তোমরা কোনরূপ শংকায় থাক তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই উপাসনা সম্পন্ন কর। অতঃপর যখন নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা তোমরা পূর্বে জানতে না।
২৪০	তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তারা যেন স্ত্রীদেরকে বহিস্কার না করে তাদের খরচের বিষয়ে এক বছরের জন্য ওসিয়ত করে যায়। কিন্তু যদি স্ত্রীরা নিজ থেকে বেরিয়ে যায়, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার আছে এবং নারী যদি নিজের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যাবস্থা গ্রহণ করে তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। [২৪০-২৪২]
২৪১	তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া তাদের জন্য কর্তব্য যারা নিজেদের মন্দ কর্ম/পথ থেকে রক্ষা করে চলে।
২৪২	এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝতে পার।
২৪৩	তাদের কথা স্মরণ কর (হে মোহাম্মদ) যারা তোমাদের পূর্বে ছিল; মৃত্যুভয়ে তারা নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে দিয়েছিল; অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। আল্লাহ তাদেরকে বললেন, ‘মৃত্যু বরণ কর’। অতঃপর তিনি তাদেরকে ‘পুনর্জীবিত’ করলেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত সদয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ/স্বীকার করে না। [২৪৩-২৪৫] [এখানে ইসরাইলিদের মিশর ছেড়ে মহাপ্রস্থান ও কানান বা ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রবেশকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা ছিল হাজার হাজার। মৃত্যুভয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে। অতঃপর তাদেরকে যখন কানান দেশে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল মৃত্যুভয়ে তারা তা করতে অস্বীকার করেছিল। তারা যুদ্ধ করতে চায়নি। ফলে আল্লাহ তাদেরকে চল্লিশ বছর মরুতে উদভ্রান্তের মত ঘুরিয়েছেন। অতঃপর অস্বীকারকারী জনগোষ্ঠীর মৃত্যু ও নতুনদের উত্থান ঘটিয়েছেন। নতুন বংশধরেরা কানান বিজয় করেছিল। এটিকেই ‘মৃত্যুবরণ ও পুনর্জীবন’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে [লেখকের ‘বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল’ বই দ্রষ্টব্য]। বর্তমান পরিস্থিতিতেও (অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এর সময়কালেও) মক্কা থেকে নির্যাতিত হয়ে মদীনায় হিজরত করে আসার পর বিশ্বাসীরা যুদ্ধের অনুমতির জন্য প্রার্থনা করে আসছিল। কিন্তু যখন অনুমতি দেয়া হয় (দ্রষ্টব্য ২২:৩৯) তখন তাদেরও অনেকের ভেতরে মৃত্যভয় প্রবেশ করে। তাদের সামনে তাই

	ইসরাইলিদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে এমন আচরণের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে কারণে ইসরাইলিদের পতন ঘটেছিল।]
২৪৪	আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) লড়াই কর এবং জেনে রেখ আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।
২৪৫	এমন কে আছে (?) যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (কর্যে হাসানা) প্রদান করবে (দ্রষ্টব্য ৫৭:১১); ফলে আল্লাহ তাকে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই বৃদ্ধি/প্রশস্ততা দান করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।
২৪৬	স্মরণ কর মূসার পরবর্তী সময়ে ইসরাইলের নেতৃস্থানীয়দের কথা; কিভাবে তারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, 'আমাদের জন্য একজন নেতা নির্ধারন করে দিন যেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বলল, 'যদি যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় তবে কি তোমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে?' তারা বলল, 'কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না যখন নিজেদের বাসভূমি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিতাড়িত হয়েছি?' তথাপি যখন যুদ্ধের নির্দেশ হল স্বল্প সংখ্যক ব্যাতিত তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। দুষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই অবগত। [২৪৬-২৫১] [খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে যাজক স্যামুয়েল তখন বার্ধক্যে। ইসরাইল সে সময় বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। ইসরাইলবাসী তাঁকে তাদের জন্য একজন যোগ্য নেতা নির্ধারন করে দিতে বলে যে তাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় নেতৃত্ব দেবে। এখানে উদাহরণস্বরূপ সে প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়েছে।]
২৪৭	তাদের নবী বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন।' তারা বলল, 'কিরূপে আমাদের ওপর তার রাজত্ব হতে পারে যখন রাজত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী এবং সম্পদের দিক থেকেও সে সচ্ছল নয়।' নবী বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়েও তাকে প্রাচুর্য্য দান করেছেন।' আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টনকারী, সবজান্তা।' [স্যামুয়েল বেঞ্জামিন পরিবারের তালূতকে (বাইবেল অনুসারে সাউলকে) তাদের জন্য নেতা নির্ধারন করেন। তার সময়ে ইসরাইলকে অনেক শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়। মোয়াবাইটস, অ্যামোনাইটস, ইডিয়োমাইটস, অ্যামেলেকাইটস এবং বিশেষত ফিলিস্তিনীদের।]

২৪৮	এবং তাদের নবী আরও বলল, 'তার নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক (বাইবেলে উল্লেখিত 'আর্ক') আসবে তোমাদের চিত্ত সন্তুষ্টির জন্য এবং তাতে মূসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী থাকবে। ফেরেশতারা সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবে। নিশ্চয়ই! এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা (সত্যিকার) বিশ্বাসী হও।' [ইসরাইলবাসী উল্লেখিত এ আর্কটিকে অত্যান্ত পবিত্র মনে করে। এটি গডের সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকারনামার একটি প্রতীকস্বরূপ। তারা বিশ্বাস করে এটির বদৌলতে গড তাদের কাছে আগমন করবেন এবং বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। আর্কটিতে মোসেস ও হারুন পরিবারের কিছু পবিত্র সামগ্রী ছিল। সিনাই পর্বতে মোসেসকে প্রদত্ত পাথরের ফলক রয়েছে এতে। রয়েছে তোরাহর মূল কপি, যা মূসা (আঃ) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে যা ইসরাইলের লেভী বংশকে প্রদান করা হয়েছিল, যারা ধর্মীয় বিষয়াদি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। 'মান্না'র একটি বোতলও সংরক্ষিত ছিল এতে যেন পরবর্তীতে ইসরাইলের সন্তানেরা জানতে পারে যে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা মরুর বুকে কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছিল যেন তারা কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং খুব সম্ভবত মূসা (আঃ) এর বিখ্যাত সেই লাঠিটিও ছিল যা আল্লাহ তাঁকে অলৌকিক নিদর্শস্বরূপ দিয়েছিলেন। তালূতের রাজত্বের সাথে আর্কটিকে তারা পুনরায় ফিরে পাবে এটি ইসরাইলিদের চিত্তকে শান্ত করে। কেননা তারা যুদ্ধে এটি ফিলিস্তিনিদের কাছে হারিয়েছিল।]
২৪৯	অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে কেউ সেখান থেকে পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়। যে তার স্বাদ গ্রহন করবে না সে আমার দলভূক্ত; তবে যে নিজ হস্তে সামান্য আস্বাদ করে নেবে সে ব্যাতিত। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ব্যাতিত সবাই পানি পান করল। অতঃপর সে এবং তার বিশ্বাসী সঙ্গীগন যখন নদী অতিক্রম করল তারা বলল, 'আজকের দিনে জালূত (গোলিয়াথ, ফিলিস্তিনিদের বিখ্যাত পালোয়ান) এবং তার সৈন্য বাহিনীর (ফিলিস্তিন বাহিনীর) সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।' কিন্তু যারা জানত যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে

	কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেছে।' যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। [তালূতকে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে একটি নদী অতিক্রম করতে হয়। সে সময় এ পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান-ধৈর্য্যশীল সত্যিকার যোগ্যতা সম্পন্ন, নিবেদিত প্রাণ ও সাহসী যোদ্ধাদের চিহ্নিত করে নেয়া হয়।]
২৫০	এবং যখন তারা (যুদ্ধের) ময়দানে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন বলল, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্য্যশক্তি দাও এবং আমাদেরকে অবিচল রাখ এবং আমাদেরকে সাহায্য কর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে।' [ইসরাইল ও ফিলিস্তিন যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী অবস্থান নেয়। ফিলিস্তিনীদের পক্ষে বিশালদেহী পালোয়ান জালূত ইসরাইলিদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করছে। তার আহবান শুনে ইসরাইলিরা ভীত হয়!]
২৫১	আল্লাহর অনুগ্রহে তারা জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ (ডেভিড) জালূতকে (গোলিয়াথকে) হত্যা করল। আল্লাহ তাকে (দাউদকে) দান করলেন রাজত্ব ও জ্ঞান এবং তিনি যা চাইছিলেন তাকে তা শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল। [তালূত ঘোষনা করে যে, জালূতকে যে হত্যা করতে পারবে তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ এবং তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হবে। 'দাউদ' নামের অজ্ঞাত এক যুবক তালূতের নিকটবর্তী হয়। জালূতের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি চায়। তালূত তার বয়স এবং জালূতের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে তাকে অনুমতি দেয়া থেকে বিরত থাকে। দাউদ বার বার তার আগ্রহের কথা জানায়। এক পর্যায়ে তালূত নিজ হাতে দাউদকে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত করে দেয়। যুদ্ধে দাউদ জালূতের মত অভিজ্ঞ ও ফিলিস্তিনীদের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে হত্যা করে। ফিলিস্তিনীরা পালাতে শুরু করে। ইসরাইলিরা সাহসী হয়ে ওঠে। এ ঘটনার পর দাউদ ইসরাইলীদের কাছে অত্যান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।]
২৫২	এগুলি আল্লাহর বাণী যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) আমার বার্তাবাহকগণের অন্তর্ভূক্ত। [২৫২-২৫৩]
২৫৩	বার্তাবাহকগণের মধ্যে আমি একের ওপর অপরকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন (মোসেস), আবার কারও মর্যাদা তিনি করেছেন উচ্চতর এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমুহ দান করেছি এবং তাকে শক্তি

	দান করেছি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। আল্লাহ যদি তেমন ইচ্ছে করতেন, তবে স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর তাদের (বার্তাবাহকগণের) পরবর্তীরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা (ইসরাইলের সন্তানেরা) একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। [হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল ও জুডাহ নামে বিভক্ত হয়ে ইসারাইলের সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত করেছে। অবশেষে ধ্বংস হয়েছে।]
২৫৪	হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় কর, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন থাকবে না কোন লেনদেন না কোন বন্ধুত্ব, না কোন সুপারিশ। অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী/পথভ্রষ্ট।
২৫৫	আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; জীবন্ত, শাশ্বত/চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক! না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না নিদ্রা! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যাতিত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা আছে দৃষ্টির সামনে এবং দৃষ্টির অন্তরালে; অথচ তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা তাদের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে আনতে সক্ষম নয় তাঁর ইচ্ছে ব্যাতিত। তাঁর আসন (কুরসী) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে এবং সেগুলিকে ধারণ করে রাখতে তাঁকে কখনই ক্লান্তি স্পর্শ করে না। তিনি প্রেরণা সৃষ্টিকারী, মহান। [এ আয়াতটি আয়াত 'আল-কুরসি' নামে পরিচিত। কেননা এখানে আল্লাহর আসন সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'কুরসি' হচ্ছে আসন বা ইরেজীতে চেয়ার। এখানে আল্লাহর আসন প্রতীকী অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে যা দ্বারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বোঝান হয়েছে।]
২৫৬	ধর্মের বিষয়ে কোন জোর জবরদস্তী নেই। নিঃসন্দেহে সঠিক দিক-নির্দেশনা ভূল পথ থেকে সুস্পষ্ট/পৃথক হয়ে গেছে। যারা মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সব শোনেন, জানেন। [২৫৬-২৫৭]
২৫৭	যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের রক্ষাকর্তা/অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। আর যারা অবিশ্বাস করে

	তাদের অভিভাবক হচ্ছে মিথ্যে মূর্তী/তাগুদ। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হল আগুনের প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে।
২৫৮	তুমি কি দেখনি তাকে (নমরুদকে) যে পালনকর্তার বিষয়ে ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে বাদানুবাদ করেছিল যে আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন এবং যখন ইব্রাহীম বলল, ‘আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।’ সে বলল, ‘আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।’ ইব্রাহীম বলল, ‘নিশ্চয়ই! তিনি সূর্য্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।’ তখন সে অবিশ্বাসী বিমর্ষ হয়ে গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না। [২৫৮-২৬০] [ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মূর্তী ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর ইরাকের সে সময়ের হর্তাকর্তা ‘নমরুদ’ এর সঙ্গে তার বাদানুবাদের বিষয়টি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এ বাদানুবাদের পরে নমরুদ তাঁকে অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রক্ষা করেন। দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
২৫৯	অথবা তুমি কি তাকে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল? সে বলল, ‘কেমন করে আল্লাহ এ নগরকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন?’ আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, ‘কত কাল তুমি এভাবে ছিলে?’ সে (লোকটি) বলল, ‘আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ।’ তিনি বললেন, ‘তা নয়; বরং তুমি তো এক’শ বছর ছিলে। চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে- সেগুলি অবিকৃত রয়েছে এবং দেখ তোমার গাধাটির দিকে! তোমাকে আমি মানবজাতির জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করতে চাই। অস্থিগুলির দিকে লক্ষ্য কর- কিরূপে আমি এগুলিকে একটির সাথে অপরটিকে জুড়ে দেই, অতঃপর মাংসের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেই।’ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিস্কার হল তখন সে বলল, ‘এখন আমি বুঝতে পারছি আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।’ [জনপদটি কোনটি কিংবা ব্যাক্তিটি কে তা নিশ্চিত নয়। তবে শিক্ষনীয় নিদর্শনটি অনুধাবন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়টিও বিবেচ্য। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তুলে ধরে মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন।]

২৬০	যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর (মৃতের ভেতরে প্রাণের সঞ্চার কর)।' তিনি বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয়ই! তবে এটি এজন্য যেন আমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে।' তিনি বললেন, 'চারটি পাখি নাও। সেগুলিকে নিজের বশীভূত করে নাও, তৎপর একেকটি অংশকে একেকটি পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে দাও। অতঃপর সেগুলিকে ডাক। তারা তোমার নিকট দ্রুততার সঙ্গে চলে আসবে। জেনে রেখ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।'
২৬১	যারা আল্লাহর রাস্তায় (সত্য, ন্যায় ও মানবকল্যাণে) স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে তাদের উদাহরণ যেন একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্ম নেয়। প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, সর্বজ্ঞ। [২৬১-২৬৭]
২৬২	যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
২৬৩	দান করে কষ্ট দেয়ার চেয়ে সদয় কথায় ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম। আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশান্তিময়।
২৬৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের করা দানকে অর্থহীন করে দিও না সে ব্যাক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় করে লোক দেখানর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না। তার অবস্থা তেমন পাথরের মত যার ওপর ধূলো জমেছিল, অতঃপর এক বৃষ্টি আঘাত করে তাকে মসৃন ও শূন্য করে দিল। তারা যা অর্জন করেছে তার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।
২৬৫	যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের অন্তকরণকে শক্তিশালী করার জন্য, তাদের উদাহরণ যেন এক উচ্চ ভূমি যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা দ্বিগুন ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে হাল্কা বর্ষনই

	যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
২৬৬	তোমাদের কেউ কি এমন পছন্দ কর যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং তাতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছাবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে ঘূর্ণিবায়ু আসবে যাতে রয়েছে অগ্নি এবং বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ননা করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।
২৬৭	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে ভাল বস্তুটি ব্যায় কর এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যায় কর এবং দান করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট দ্রব্য ব্যায় করতে মনস্থ কর না যখন তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে সেটি নিয়ে নাও। জেনে রেখ, আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসার্হ।
২৬৮	শয়তান তোমাদেরকে নিঃস্ব করে দিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তোমাদের ওপর অশ্লীলতার নির্দেশনা দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সবজান্তা।
২৬৯	তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা (হিকমত) দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউই তা স্মরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না।
২৭০	তোমরা যা দান কর কিংবা দান করার ইচ্ছে পোষণ কর, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তা জানেন। ভূল-পথগামীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [২৭০-২৭৪]
২৭১	যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর সেটি ভাল; তবে তোমরা যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও এটি হবে তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের কিছু মন্দ কর্মফলকে তা দুরীভূত করবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।
২৭২	তাদেরকে সঠিক পথ গ্রহণ করাবার দায়িত্ব তোমার নয় (হে মোহাম্মদ), বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। ভাল

	কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যায় করা হয় না। ভাল কাজে তোমরা যা ব্যায় করবে তোমরা তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।
২৭৩	(দান) অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে (সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যানে) এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে বের হতে পারছে না। বিষয়সমুহ নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে না তারা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে তাদের আত্মসংযমের কারণে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনবে। তারা মানুষের কাছে অশোভনভাবে চায় না। তোমরা যে ভাল কাজেই অর্থ ব্যায় করবে আল্লাহ তা জানেন।
২৭৪	যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
২৭৫	যারা সূদ গ্রহণ করে (বিচার দিবসে) তারা এমনিভাবে দণ্ডায়মান হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। এ অবস্থার কারণ এই যে তারা বলে: ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদ নেয়ারই মত; অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এ সতর্কবার্তা পৌঁছেছে এবং বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার নিজের সে বিষয় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, (কিন্তু) যারা পুনরায় সূদ নেয়ায় লিপ্ত হয় তারাই আগুনে পতিত হবার প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানে বসবাস করবে। [২৭৫-২৮১]
২৭৬	আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং দানকে ফলপ্রসূ করেছেন। আল্লাহ অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পছন্দ করেন না।
২৭৭	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও দরীদ্রদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।
২৭৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর এবং সূদের যে

	সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।
২৭৯	যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই (সূদ ব্যাতিত)। অত্যাচার কর না তাহলে অত্যাচারিতও হবে না।
২৮০	ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি তোমরা ঋণ ক্ষমা করে দাও দান হিসেবে তবে তা খুবই উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর।
২৮১	এমন একদিনের বিপরীতে নিজেদেরকে রক্ষা কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।
২৮২	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋনের আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না যেমনটি আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন; তার উচিত তা লিখে দেয়া। ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে (লেখক) যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ-কম না করে। অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি কম বুঝে তেমন প্রকৃতির হয়, কিংবা দূর্বল অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয় তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে। সাক্ষী রেখ তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষ লোককে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, যাদেরকে তোমরা সাক্ষীরূপে অনুমোদন কর যেন একজন যদি ভুলে যায় তবে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন অবশ্যই তারা যেন অস্বীকার না করে। তোমরা মেয়াদ উল্লেখপূর্বক এটি লিখতে অলসতা কর না, সেটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্য হিসেবে অধিক নিশ্চিত এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দুরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা। তবে সেটি ব্যাতিত যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর। এক্ষেত্রে তোমরা সেটি না লিখে রাখলেও

	কোন অন্যায় হবে না। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রেখ এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর না। যদি তোমরা তা কর তবে সেটি হবে পাপ। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। [২৮২-২৮৩]
২৮৩	তোমরা যদি ভ্রমনে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস কর তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। সাক্ষ্য গোপন কর না। যে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপপূর্ণ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত।
২৮৪	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ এর জন্য তোমাদেরকে হিসেবের মুখোমুখী করবেন। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [২৮৪-২৮৬]
২৮৫	আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বাসীরাও তাই বিশ্বাস করে। তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহে এবং তাঁর বার্তাবাহকগণের প্রতি; আমরা আল্লাহর বার্তাবাহকদের কারও প্রতি কোনরূপ পার্থক্য করি না এবং বিশ্বাসীরা বলে, ‘আমরা শুনেছি এবং আমরা সেটি মেনে চলি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি তোমার ক্ষমা মঞ্জুর কর। নিশ্চয়ই! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।’
২৮৬	আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। তার জন্য ততটুকু যতটুকু সে নিজে অর্জন করেছে এবং তার বিপক্ষেও ততটুকুই বর্তায় যতটুকু সে পাবার যোগ্য। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোষী সাব্যস্ত কর না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা কোন নিদর্শনকে ভুল করে উপেক্ষা করি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ কর না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ কর না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা কর, পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমাদেরকে বিজয় দাও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর।’

৩. সূরা আল-ইমরান, আয়াত সংখ্যা-২০০, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Family of Imran'। বাংলায় যার অর্থ 'ইমরানের পরিবার'। সূরায় ইমরানের পরিবারের বিষয়ে আলোচনা থাকায় এমন নামকরণ করা হয়েছে। নামটি ৩৩ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। 'ইমরান' কে সে বিষয়ে পরবর্তীতে যথাস্থানে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে।

সূরায় মূলত পূর্বে যারা ঐশী গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি, তাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান জানান হয়েছে। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা যথাক্রমে তাওরাত (তোরাহ) ও ইঞ্জিল (গোসপেল) গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে।

সূরা আল বাকারায় ইহুদিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় খ্রীষ্টানদেরকেও আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে ঈসা (আঃ) বা জেসাস, মরিয়ম বা মেরী অর্থাৎ ঈসা নবীর মাতা এবং ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসীদের বিশ্বাস, আচরণ ও করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [২:১ দ্রষ্টব্য]
২	আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই; তিনি জীবন্ত, শাশ্বত; সর্বসত্তার ধারক! [২-৪]
৩	তিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ) সত্যসহ, যা স্বীকৃতি দেয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের যেমন তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।
৪	যুগে যুগে মানুষের দিক-নির্দেশনারূপে তিনি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন সঠিক ও ভূলের নির্দেশক। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করে তারা কঠিন বিপদের মুখোমুখী হবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, ভূল উৎপাটনে সক্ষম।
৫	ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। [৫-৬]
৬	তিনিই সেই আল্লাহ; যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে,

	যেমনিভাবে তিনি তুষ্ট হন তেমনিভাবে। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। (তিনি) সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।
৭	তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ) যেখানে বাণীসমুহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে– যেগুলি গ্রন্থের মূলভিত্তি এবং কতগুলি রূপক। যাদের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াসে রূপকের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। আল্লাহ ব্যাতিত সেসবের ব্যাখ্যা কেউ জানে না। তবে যারা জ্ঞানসম্পন্ন তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি বিশ্বাস এনেছি; এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' কেবলমাত্র বোধসম্পন্ন মানুষই সত্যিকার অর্থে বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। [কোরআনে অবতীর্ণ বাণীসমুহের মধ্যে যেগুলি সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে সেগুলিকে গ্রন্থের মূলভিত্তি বলা হয়েছে এবং যেসব বাণীর অর্থে অস্পষ্টতা আছে অর্থাৎ যেগুলির ব্যাখ্যা নানারকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে রূপক বা প্রতীকী বলা হয়েছে। যেমন– সৃষ্টি সম্পর্কিত বাণীসমূহকে রূপকের অন্তর্ভূক্ত বলা যেতে পারে।]
৮	'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যচ্যুত/দিশেহারা কর না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমি! কেবল তুমিই সবকিছুর দাতা।' [৮-১০]
৯	'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি অবশ্যই মানবজাতিকে একদিন একত্রিত করবে এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না।'
১০	যারা অবিশ্বাস করে (সেইদিন) তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোনই কাজে আসবে না। তারা হবে অগ্নির ইন্ধন।
১১	তাদের (অবিশ্বাসীদের) অভ্যাস ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মত। তারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করেছিল। তাই তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। (জেনে রেখ) শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর। [১১-১৩]
১২	(হে মোহাম্মদ) যারা অবিশ্বাস করে তাদের বল: তোমরা পরাভূত হবে এবং নরকে সমবেত হবে; এক অতি মন্দ বিশ্রামাগার।
১৩	নিশ্চয়ই! দুটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল। অপর দল ছিল

	অবিশ্বাসী। তারা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) চোখের দেখায় দ্বিগুন দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে নিজের সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন। নিশ্চয়ই! এর মাঝে শিক্ষনীয় আছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য (বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে)।
১৪	ভালবাসা থেকে উৎসারিত আনন্দকে মানবের জন্য আকৃষ্টকারী করা হয়েছে, যা আসে নারী ও সন্তান-সন্তুতি থেকে এবং স্তূপিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিশেষভাবে চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামার থেকে। এসবই পার্থিব জীবনের স্বস্তি। আল্লাহ! তাঁর কাছে আছে অতি উত্তম আবাস। [১৪-১৭]
১৫	বল: আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেব? আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত; সেখানে তারা বসবাস করবে; রয়েছে পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ সবই তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে। (জেনে রেখ) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।
১৬	এবং (তাদের জন্য) যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি থেকে রক্ষা কর,'
১৭	(এরাই) তারা (যারা) ধৈর্য্য-ধারণকারী, সত্যবাদী, অনুগত এবং সঠিক পথে ব্যায় করে/জমা করে না, রাতের গভীরেও ক্ষমা প্রার্থনা করে।
১৮	আল্লাহ নিজেই সাক্ষী যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং সুশিক্ষীত জ্ঞানী মানুষগণও সাক্ষী। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি পরিচালনা করছেন ন্যায়সংগত/ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [১৮-২০]
১৯	নিঃসন্দেহে! আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর (ইচ্ছে ও পথ-নির্দেশনার) প্রতি নিজেকে সমর্পন করা (অর্থাৎ ইসলাম)। যারা পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থ গ্রহণ করেছে (ইহুদি ও খ্রীষ্টান), সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষপ্রসূত সীমালংঘনের কারণে। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস করবে

	(দেখবে যে), নিশ্চয়ই! হিসেব গ্রহণে আল্লাহ অত্যান্ত দ্রুত।
২০	(হে মোহাম্মদ) যদি তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বল: আমি ও আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পন করেছি। আর যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) এবং যারা নিরক্ষর (পৌত্তলিক আরব) তাদের বল: তোমরাও কি (নিজেদের) সমর্পন করেছ? যদি তারা নিজেদের সমর্পন করে তবে তারা সঠিক পথেই আছে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।
২১	যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদেরকে যারা ন্যায়পরায়নতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দাও। [২১-২২]
২২	এরাই হল তারা যাদের সকল অর্জন ইহকাল ও পরকাল উভয়ালোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।
২৩	তুমি কি দেখনি যাদেরকে গ্রন্থের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, মীমাংসা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থের প্রতি আহবান করা হলে তাদেরই একদল কিরূপে এর বিরোধীতা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়? [২৩-২৫] [যাদেরকে গ্রন্থের কিছু প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বে যারা ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে ইহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি; যারা তাদের প্রাপ্ত গ্রন্থের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে।]
২৪	এটি এ কারণে যে তারা বলে, ‘অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না সামান্য কিছুদিন ব্যাতিত।’ তারা যেসব কথা উদ্ভাবন করে তা-ই তাদেরকে তাদের ধর্ম থকে বিচ্যুত করে। [সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে এমন ধারণার প্রচলন ছিল যে, ভূল ও অন্যায় করা সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় নেতারা কখনই নরকে প্রবেশ করবে না। কেননা তারা ইহুদি। যদিওবা কোন কারণে শাস্তি পেতেই হয় তবে সে অতি সামান্য কিছু দিনের জন্য। অতঃপর স্বর্গই তাদের জন্য সুনির্ধারিত। দ্রষ্টব্য- ৭:১৬৯]
২৫	সেদিন কেমন হবে যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করব যে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই; যেদিন প্রত্যেককেই সে যা অর্জন করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। [সত্য হচ্ছে- মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। মানুষের কর্মই তাকে উন্নীত করে কিংবা অধোঃপতিত করে অন্য কোন পরিচয় নয়। যারা ভাল

	কাজ করবে তাদের পরিণতি শুভ।]
২৬	বল: হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তুমি সার্বভৌম ক্ষমতা দান কর যাকে ইচ্ছে তাকে এবং তুমি সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও যার নিকট থেকে ইচ্ছে তার নিকট থেকে। তুমিই সম্মান দান কর যাকে ইচ্ছে তাকে এবং তুমি অপমানে পতিত কর যাকে ইচ্ছে তাকে। তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। তুমি সবকিছু করতে সক্ষম। [২৬-২৭]
২৭	তুমি রাতকে দিনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাও এবং দিনকে রাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাও এবং তুমিই মৃতের ভেতর থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবিতের ভেতর থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও এবং যাকে তুমি পছন্দ কর তাকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।
২৮	বিশ্বাসীগণের উপস্থিতিতে বিশ্বাসীগণ যেন তাদের ছেড়ে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করে আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, যদি না তা নিজেদের রক্ষার্থে নিরাপত্তার কারণে করা হয়, যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) দিক থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। জেনে রেখ, আল্লাহর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে (কর্মের জবাবদিহিতার জন্য)। [২৮-৩০]
২৯	বল (হে মোহাম্মদ): তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
৩০	সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে মুখোমুখী পাবে যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে এবং যা কিছু মন্দ করেছে; তখন প্রত্যেকেই কামনা করবে তার এবং তার কৃত মন্দ কর্মের ব্যবধানটি যদি অনেক দূরের হত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে সদয়।
৩১	বল (হে মোহাম্মদ, মানবজাতির প্রতি): যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর; আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [৩১-

	৩২]
৩২	বল: আল্লাহ এবং তার বার্তাবাহককে মান্য কর (অনুসরণ কর)। কিন্তু যদি তারা বিমুখতা প্রদর্শন করে তবে জেনে রেখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।
৩৩	নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম ও নূহ এবং ইব্রাহীম এর বংশধর ও ইমরানের বংশকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। [৩৩-৩৪] [আয়াত ৩৩-৬৪, মক্কা বিজয়ের পর হিজরী নয় সনে খ্রীষ্টানদের একটি দল মহানবীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহনের আহবান জানিয়ে আল্লাহর দিক থেকে এ বিবৃতি পাঠ করে শোনান হয়। যেখানে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসের বিষয়গুলিতে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়।]
৩৪	তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ শ্রবনকারী, সবজান্তা। ['ইমরান' হচ্ছে মূসা নবীর পিতা। যাকে বাইবেলে 'আমরাম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'হারুন' এবং 'মরিয়ম' (জেসাস এর মাতা নয়) হচ্ছে যথাক্রমে মূসা নবীর ভাই ও বোন। যাদেরকে বাইবেলে যথাক্রমে 'অ্যারন' ও 'মিরিয়াম' বলা হয়েছে। খ্রীষ্টানরা ঈসা নবী বা জেসাসকে গডের সন্তানরূপে গণ্য করে। ফলে তারা শিরক করে অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে অপরের অংশীদারীত্ব আরোপ করে যা ইসলামের দৃষ্টিতে এমনকি তাদের নিজেদের গ্রন্থ অনুসারেও অত্যান্ত গর্হিত কাজ। তাদের ভূল ধারণা দুর করে সঠিক বিশ্বাসে ফিরে আসার জন্য এখানে এ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।]
৩৫	যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবল তুমিই শ্রবনকারী, সবজান্তা।' [৩৫-৩৭] [৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত ইমরান এবং ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখিত ইমরান এক নয়। এখানে ইমরান নাম দ্বারা ঈসা নবীর মাতা মরিয়ম বা মেরীর পিতা কিংবা তার মাতার বংশকে বোঝান হয়েছে। বংশকে বলা হচ্ছে এ কারণে যে, তৎকালীন সময়ে বংশ পরিচয়ে অর্থাৎ পূর্বসূরীদের নাম ধরে ডাকারও প্রচলন ছিল। মাতার বংশকে বোঝান হয়েছে এমনটি বলা হচ্ছে, কেননা মরিয়ম বা মেরীর পিতার নাম নিশ্চিতভাবে জানা নেই।]
৩৬	অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি।' বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন সে কি প্রসব করেছে। সেই কন্যার মত কোন পুত্রও হয় না। আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম (মেরী, জেসাসের মাতা)। 'আমি তার ও তার

	সন্তানদের অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পন করছি।'
৩৭	অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে লালন-পালন করলেন উত্তমরূপে এবং তাকে জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই জাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখনই কিছু খাবার দেখতে পেত। জিজ্ঞেস করত 'মরিয়ম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এল?' সে বলত, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।'
৩৮	জাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করে বলল, 'হে, আমার পালনকর্তা! তোমার অনুগ্রহে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই! তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী।' [৩৮-৪১] [জাকারিয়া সম্পর্কে মরিয়ম বা মেরীর খালু হয় (বিষয়টি নিশ্চিত নয়)। অর্থাৎ জাকারিয়ার স্ত্রী এলিজাবেথ (নবী ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট এর মাতা) ও মরিয়ম বা মেরীর মা যাকে ৩৫ নং আয়াতে ইমরানের স্ত্রী বলা হয়েছে তারা সম্পর্কে পরস্পর বোন। জাকারিয়া জেরুজালেমে টেম্পলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। যেখানে মরিয়ম রাত দিন উপাসনারত থাকত। দ্রষ্টব্য জাকারিয়া- ৩:৩৮-৪১, ১৯:২-১১, ২১:৮৯-৯০]
৩৯	এবং যখন সে কক্ষে প্রার্থনার জন্য দাড়িয়েছে তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহহিয়া (জন দ্য ব্যাপ্টিষ্ট) সম্পর্কে যে মহান আল্লাহর এক নির্দেশের সত্যতা নিশ্চিত করবে (ঈসা নবীর আগমন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে); যে কোন নারীদের সংস্পর্শে আসবে না; যে সৎকর্মশীলদের নবী হবে।'
৪০	সে বলল, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা?' ফেরেশতারা বলল, 'তবুও তাই হবে! আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন।'
৪১	সে বলল, 'হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও।' সে (ফেরেশতা) বলল, 'তোমার জন্য নিদর্শন হল এই যে তুমি তিন দিন ইশারা-ইংগিত ব্যাতিত কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করবে।'
৪২	যখন ফেরেশতাগণ বলল, 'হে মরিয়ম (মেরী)! নিশ্চয়ই! আল্লাহ

	তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং সৃষ্টির সকল নারী সমাজের উর্ধ্বে তোমাকে স্থান দিয়েছেন। [৪২-৫১] [দ্রষ্টব্য ঈসা- ৩:৪২-৬৪, ১৯:৩৪-৪০, ৪৩:৫৭-৬৫]
৪৩	হে মরিয়ম! তোমার পালনকর্তার অনুগত হও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে সেজদা ও রুকু কর।'
৪৪	(হে মোহাম্মদ) এ হল অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমি তো তখন তাদের সঙ্গে ছিলে না যখন তারা প্রতিযোগিতা করছিল যে কে মরিয়মকে দেখাশুনার দায়িত্ব নেবে এবং তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা এ বিষয়ে বাদানুবাদ করছিল।
৪৫	(এবং স্মরণ কর) যখন ফেরেশতাগণ বলল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ তাঁর এক বাণীর মাধ্যমে তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন যার নাম মসীহ; মরিয়ম পুত্র (ঈসা বা জেসাস) ইহকাল ও পরকালে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এবং এমন একজন যাকে আল্লাহ ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।
৪৬	যখন সে মায়ের কোলে থাকবে এবং পূর্ণ বয়স্ক হবে তখন সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত।'
৪৭	সে (মেরী) বলল, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার সন্তান হবে, যখন কোন মরণশীল ব্যাক্তি আমাকে স্পর্শ করেনি?' সে বলল, 'এরূপই হবে। আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।' যখন তিনি কোন কিছু স্থির করেন কেবল বলেন, 'হও!' এবং হয়ে যায়।
৪৮	'এবং তিনিই তাকে শিখিয়ে দেবেন গ্রন্থ ও জ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল।
৪৯	এবং তাকে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন' (সে বলবে) 'নিশ্চয়ই! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনসহ আগমন করেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির সদৃশ্য আকৃতি তৈরী করি এবং তাতে ফুঁৎকার প্রদান করি এবং তা আল্লাহর নির্দেশে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে এবং আমি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করে দেই এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমরা যা আহার কর এবং যা ঘরে সঞ্চয় কর। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৫০	এবং (আমি এসেছি) আমার পূর্বে যা ছিল তার সত্যতা নিশ্চিত করতে যেমন- তাওরাত। এটি এজন্য যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সেসব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।
৫১	নিশ্চয়ই! আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা; অতএব তাঁর উপাসনা কর। এটি একটি সরল পথ।'
৫২	কিন্তু ঈসা যখন তাদের (ইসরাইলিদের) অবিশ্বাস সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারল তখন বলল, 'কে আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?' সঙ্গীরা বলল, 'আমরা আছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এনেছি এবং তুমি সাক্ষী থেক যে আমরা তাঁর প্রতি নিজেদের সমর্পন করেছি। [৫২-৫৪]
৫৩	হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ; আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। আমাদেরকে তাদের তালিকাভূক্ত করে নাও (যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষী)।'
৫৪	এবং তারা (অবিশ্বাসীরা) চক্রান্ত করেছে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।
৫৫	(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে তুলে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেয়ার ব্যাবস্থা গ্রহণ করব এবং যারা অবিশ্বাস করে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তাদেরকে আমি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপর স্থান দেব। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সবাইকে ফিরে আসতে হবে এবং তোমরা কোথায় মতপার্থক্য করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেব। [৫৫-৫৮]
৫৬	অতঃপর অবিশ্বাসীদের আমি ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি দেব। তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।
৫৭	এবং যারা বিশ্বাসী এবং ভাল কাজ করে তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আল্লাহ অন্যায়কারীদের ভালবাসেন না।'
৫৮	যা আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাই এ সবই অবতীর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য।

৫৯	নিঃসন্দেহে! ঈসাহর দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতই। তিনি তাকে ধূলো থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন, 'হও!' এবং সে হয়ে গেল। [৫৯-৬১] [খ্রীষ্টানরা ঈসা নবীকে গডের সন্তান বলে। তাদের ভূল ধারণা দুর করার জন্যই এখানে বাণীসমুহ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ সব পারেন। তিনি চাইলে শূন্য থেকেও সৃষ্টি করেন। যেমন করেছেন আদমকে। অতঃপর তাদেরকে সঠিক বিশ্বাসে ফিরে আসার আহবান জানান হয়েছে।]
৬০	(হে মোহাম্মদ) এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যবার্তা, অতএব তুমি সংশয়বাদীদের মত হয়ো না।
৬১	তোমার নিকট সত্য বার্তা পৌঁছুবার পর কেউ যদি তার (জেসাসের) বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করে তবে বল: এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের, তারপর আমরা সবাই বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যে বলছে।
৬২	নিঃসন্দেহে! এটিই হল সত্য বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ! তিনি হলেন পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। [৬২-৬৪]
৬৩	তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ অন্যায়কারীদের সম্পর্কে অবগত।
৬৪	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় (ইহুদি ও খ্রীষ্টান)! এসো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, আমরা তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং আমরা কেউই আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল: সাক্ষী থেক, আমরা হচ্ছি তারা যারা কেবল তাঁর নিকটই নিজেদের সমর্পন করেছি।
৬৫	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কেন তোমরা ইব্রাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? [৬৫-৬৮] [আয়াত ৬৫-১২০, ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে বিবৃত হয়েছে এবং তাদেরকে বর্তমানে প্রদর্শিত পথ অনুসরণের আহবান জানান হয়েছে। এছাড়াও মুসলিমদেরকে পূর্ববর্তীদের ঘটনা প্রবাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]

৬৬	শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে তা নিয়ে বিবাদ করতে, এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না সে বিষয়ে বিবাদ করছ কেন?
৬৭	ইব্রাহীম ইহুদি ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না, কিন্তু সে ছিল একজন সমুন্নত মানুষ যে নিজেকে সমর্পন করেছিল আল্লাহর প্রতি এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। [ইহুদি, খ্রীষ্টান নানান ধর্ম নবী ইব্রাহীমের অনেক পরে গড়ে উঠেছে। অথচ নানান নামে বর্ণিত ধর্মের এসব নানান পথ ব্যাতিতই তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। সঠিক পথপ্রাপ্ত। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি সমর্পিত এবং তিনি মূর্তীপূঁজক ছিলেন না। আল্লাহতে সমর্পন! এটিই সঠিক পথ।]
৬৮	নিশ্চয়ই! মানুষের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী (মোহাম্মদ) এবং যারা এই নবীর প্রতি বিশ্বাস এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম এবং আল্লাহ হচ্ছেন বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা/ অভিভাবক।
৬৯	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের) একটি দল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, বস্তুত তারা নিজেদের ব্যাতিত কাউকেই পথভ্রষ্ট করে না। কিন্তু তারা বোঝে না। [৬৯-৭২]
৭০	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কেন তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার কর যখন তোমরা নিজেরাই এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন কর?
৭১	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ কর এবং জেনে শুনে সত্য গোপন কর?
৭২	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের একদল বলে বিশ্বাসীদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও এবং দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, তাহলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে।
৭৩	(হে মোহাম্মদ) যে তোমার ধর্মকে (চলার পথকে) অনুসরণ করে না তাকে বিশ্বাস কর না। বল: নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। তোমরা এসব এ কারণে কর যে, তোমরা ভাব তোমরা যা লাভ করেছ (গ্রন্থ) তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে? ফলে পালনকর্তার সম্মুখে তারা তোমাদের ওপর যুক্তি উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। বল: অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি তা দান করেন যাকে ইচ্ছে তাকে। আল্লাহ

	পরিবেষ্টনকারী ও সর্বজ্ঞ। [৭৩-৭৪]
৭৪	তিনি যাকে ইচ্ছে নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম।
৭৫	গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমন মানুষ রয়েছে তোমরা যদি তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখ তারা যথারীতি ফেরত দেবে। আবার তাদের মধ্যে এমনও আছে যার কাছে কেবল একটি স্বর্ণের টুকরা গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না যদি না তার পেছনে লেগে থাকা হয়। এটি এজন্য যে তারা বলে, 'অইহুদিদের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।' তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে-শুনে মিথ্যে বলে। [৭৫-৭৭]
৭৬	আল্লাহ পছন্দ করেন তাকে যে নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে এবং যে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে; অবশ্যই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে।
৭৭	যারা ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্রয়ে আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার ও শপথ ভঙ্গ করে পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ না তাদের সঙ্গে কথা বলবেন, না তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন, না তাদের পরিশুদ্ধ হতে দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
৭৮	তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা গ্রন্থ পাঠ করে জিহ্বাকে পরিবর্তন করে বিকৃত উচ্চারণে; যেন তোমরা মনে কর তারা যা পাঠ করছে তা গ্রন্থ থেকেই পাঠ করছে। অথচ তা আদৌ গ্রন্থ থেকে নয় এবং তারা বলে, 'এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত' অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা জেনে-শুনেই আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ করে। [৭৮-৮০]
৭৯	এটি কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় যাকে আল্লাহ গ্রন্থ, জ্ঞান ও নবুওয়ত দান করেছেন যে সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও' বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা হয়ে যাও প্রাপ্ত গ্রন্থের অব্যাহত শিক্ষা দানের মাধ্যমে এবং তার নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যায়নের মাধ্যমে।'
৮০	এবং তার পক্ষে এ কথাও বলা সম্ভব নয় যে তোমরা ফেরেশতা এবং নবীগণকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ কর। আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করার পর সে কি তোমাদেরকে তা অবিশ্বাস করার উপদেশ দেবে?

৮১	আল্লাহ যখন নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এই বলে যে, 'আমি তোমাদেরকে যে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করেছি অতঃপর তোমাদের নিকট বার্তাবাহক আসবে তোমরা যে গ্রন্থ ধারণ কর তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকে সহায়তা করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি একমত এবং এ বিষয়ে আমি যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করছি তা গ্রহণ করেছ?' তারা বলল, 'আমরা একমত।' তিনি বললেন, 'তবে সাক্ষী থেক। আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।' [৮১-৮২] [বলা হয় যে, আল্লাহ সকল নবীগণের নিকট থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে এমন অঙ্গীকার নিয়েছিলেন সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
৮২	অতঃপর যারা এ থেকে ফিরে দাঁড়াবে তারাই হবে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী/সীমা লংঘনকারী।
৮৩	তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান করে যখন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে? [৮৩-৮৫]
৮৪	বল (হে মোহাম্মদ): আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব/ইসরাইল) এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ওপর, আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণ তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারও প্রতি কোনরূপ পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট নিজেদের সমর্পন করেছি।
৮৫	আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।
৮৬	কেমন করে আল্লাহ এমন লোকদের পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আল্লাহ বিপথগামীদের পথ প্রদর্শন করেন না। [৮৬-৮৯]
৮৭	এমন লোকের শাস্তি হল আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও মানুষের সম্মিলিত অভিসম্পাত।

৮৮	তারা এ অবস্থাতেই থাকবে। তাদের শাস্তি হালকা হবে না এবং তারা এ থেকে অবকাশও পাবে না;
৮৯	তবে তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সঠিক কাজ করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।
৯০	যারা বিশ্বাস আনার পর অবিশ্বাস করেছে, অতঃপর অবিশ্বাসীরূপে চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাদের প্রার্থিত ক্ষমা গৃহীত হবে না। এরা হচ্ছে তারা যারা ধ্বংসের পথে চলে গেছে। [৯০-৯২]
৯১	যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীরূপেই মৃত্যুবরণ করে, যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয় তবুও তেমন একজন থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।
৯২	তোমরা কখনই বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যায় কর যা তোমরা ভালবাস। তোমরা যা ব্যায় কর আল্লাহ তা অবগত।
৯৩	তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব (ইসরাইল) যেসব খাদ্য নিজের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম) করে নিয়েছিল, সেগুলি ব্যাতিত সব আহার্য্যই বনী-ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। বল: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর। [৯৩-৯৫]
৯৪	এরপরও যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে তারাই ভূল-পথগামী। [ইহুদিদের জন্য যেসব খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল মহানবী তার অনেক কিছু আইনসিদ্ধ করেছেন এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৯৫	বল: আল্লাহ সত্য বলেন। ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সত্যনিষ্ঠ। সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
৯৬	নিশ্চয়ই! সর্বপ্রথম ঘর (উপাসনালয়) যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটিই হচ্ছে এ ঘর যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত; এক আশীর্বাদপূর্ণ স্থান; মানুষের জন্য পথের দিশারী- [৯৬-৯৭]
৯৭	যেখানে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশনার নিদর্শনসমুহ। এমন এক স্থান যেখানে ইব্রাহীম উপাসনার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছে এবং যে এ ঘরে প্রবেশ করেছে সে নিরাপদ। মানুষের জন্য এ ঘরে হজ্ব করা আল্লাহর প্রতি এক কর্তব্য পালন যার সামর্থ রয়েছে। যে অবিশ্বাস করে সে যেন জানে যে,

	নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন। [জেরুজালেম থেকে মক্কায় মুসলিমদের কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে ইহুদিরা সমালোচনা করত। মূসা নবীর ৪৫০ বছর পর হযরত সোলায়মানের সময় প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসা কেবলারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। অথচ মূসা নবীর আগমনের ৯০০ বছর পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ) মক্কায় উপাসনার পবিত্র ঘর (কা'বা) প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলা হওয়ার ক্ষেত্রে এটিরই প্রাধান্য বেশী। সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বাক্কা হচ্ছে কা'বা যা মক্কায় অবস্থিত। দ্রষ্টব্য কেবলা- ২:১৪২]
৯৮	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কেন তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে অবিশ্বাস কর, অথচ তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ নিজেই তার সাক্ষী? [৯৮-৯৯]
৯৯	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কেন তোমরা আল্লাহর পথে বিশ্বাসীদেরকে বাঁধাদান কর এবং আল্লাহর পথে অসততা প্রবেশ করাবার উপায় সন্ধান কর যখন তোমরা নিজেরাই এ পথের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষী? বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন।
১০০	হে বিশ্বাসীগণ! যারা ইতিপূর্বে গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোন দলের অনুবর্তী হও তবে বিশ্বাস স্থাপনের পরও তারা তোমাদেরকে অবিশ্বাসী করে তুলবে। [১০০-১০১]
১০১	কেমন করে তোমরা অবিশ্বাসী হও যখন তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণীসমূহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহর রাসূল। যারা আল্লাহকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করবে অবশ্যই তারা সরল পথে পরিচালিত হবে।
১০২	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যথার্থতার সঙ্গে এবং মৃত্যুবরণ কর না নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন না করে। [১০২-১০৩] [আয়াত ১০২-১২০, বিশ্বাসীদের আচরণ ও করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।]
১০৩	তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে সহায়তার কথা স্মরণ কর যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। কিরূপে আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন! ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের ওপর অবস্থান করছিলে। তিনি তোমাদেরকে তা থেকে মুক্ত করেছেন।

	এভাবেই আল্লাহ তার অবতীর্ণ বাণীসমুহ তোমাদের নিকট স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেন যেন তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার।
১০৪	তোমাদের মধ্যে এমন একটা দলের সৃষ্টি হোক যারা আহবান জানাবে ভাল কাজের প্রতি এবং নির্দেশ দেবে সঠিক আচরণের এবং নিষেধ করবে অশোভন কাজের। এরাই তারা যারা সফল। [১০৪-১০৫]
১০৫	তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরেও বিবাদ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।
১০৬	সেদিন (বিচার দিবসে) কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি বিশ্বাস আনার পর অবিশ্বাসী হয়েছিলে? এবার সে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার স্বাদ আস্বাদন কর। [১০৬-১০৯]
১০৭	আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা থাকবে অনুগ্রহের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।
১০৮	এগুলি আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। যা তোমাদেরকে যথাযথভাবে পাঠ করে শোনান হচ্ছে। আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি কোনরূপ অন্যায়ের ইচ্ছে পোষণ করেন না।
১০৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।
১১০	তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাঁধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনবে। গ্রন্থপ্রাপ্তগণ যদি বিশ্বাস স্থাপন করত তবে তাদের জন্য মঙ্গলকর হত। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে বিশ্বাসী, তবে অধিকাংশই পাপাচারী। [১১০-১১২]
১১১	তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে (তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে) তবে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।
১১২	আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যাতিত তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা নেমে এসেছে। তারা

	তাদের পালনকর্তার রোষানল অর্জন করেছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ তারা ছিল অবাধ্য এবং সীমালংঘনকারী। [ইহুদিরা অন্যায়ভাবে তাদের নবীগণকে হত্যা করেছে সে প্রেক্ষিতে বলা হলেও এটি সকল জাতির জন্য শিক্ষনীয়।] [দ্রষ্টব্য ইসরাইল- ২:৪৭]
১১৩	(তবে) তাদের সবাই এক রকম নয়। গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমনও আছে যারা রাতের গভীরে অবিচলভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করে সেজদায় পতিত হয়ে। [১১৩-১১৫]
১১৪	তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সঠিক আচরণের নির্দেশ দেয় এবং অশোভন কাজকে নিষেধ করে এবং ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে। এরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী।
১১৫	তারা যে ভাল কাজই করুক না কেন তাদের সে ভাল কাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে দূরে থাকে আল্লাহ তাদের বিষয়ে অবগত। [মানুষের কর্মই তাকে উন্নীত করে কিংবা অধোঃপতিত করে অন্য কোন পরিচয় নয়। যারা ভাল কাজ করবে তাদের পরিণতি শুভ।]
১১৬	নিশ্চয়ই! যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোন কাজেই আসবে না। এরা নরকের আগুনের প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে। [১১৬-১১৭]
১১৭	পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যায় করে তার তুলনা হল যেমন হিমশীতল বায়ু; যে জাতি নিজেদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করে তা তাদের শস্যক্ষেত্রে আঘাত হানে ও বিনষ্ট করে। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোন অন্যায় করেন না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করে।
১১৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ব্যাতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না, যারা তোমাদেরকে ধ্বংস করতে এতটুকু ব্যাথাও অনুভব করবে না। তারা তোমাদের ক্ষতিকেই ভালবাসে। তাদের মুখে বিদ্বেষ ফুটে ওঠে কিন্তু তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে আছে তা আরও ভয়ংকর। আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। [১১৮-১২০] [ইহুদিদের মধ্যে সে সময়ে যারা হঠকারী আচরণ ও গুপ্তচরী করত তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]

১১৯	তোমরা তারা যারা তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সকল গ্রন্থে বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু যখন তারা পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের ওপর রোষ বশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বল: তোমরা নিজেদের আক্রোশেই ধ্বংস হতে থাক। আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তোমাদের অন্তরে কি লুক্কায়িত আছে।
১২০	তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তবে তাদের মন খারাপ হয়ে যায় এবং তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়। (কিন্তু) যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চল, তবে তাদের মন্দ ইচ্ছে তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। নিশ্চয়ই! তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।
১২১	(স্মরণ কর) প্রত্যূষে যখন তোমার পরিজনদের নিকট হতে বের হয়ে তুমি বিশ্বাসীদেরকে (ওহুদের) যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যাস্ত করছিলে, (বস্তুত) আল্লাহ (তো) সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [১২১-১২৩] [আয়াত ১২১-১৭২, ওহুদের যুদ্ধের পর একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এ যুদ্ধে পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে।]
১২২	যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন। আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।
১২৩	বস্তুতঃ বদরের যুদ্ধেও আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।
১২৪	(স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে বলছিলে, 'এটি কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করবেন- [১২৪-১২৭]
১২৫	তবে তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল এবং তারা যদি তোমাদেরকে অতর্কিতে আক্রমন করে, তবে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে প্রেরণ করবেন।'
১২৬	এর মাধ্যমে আল্লাহ শুধুমাত্র তোমাদেরকে সু-সংবাদ শুনিয়েছেন এবং

	চিত্তকে প্রশান্ত করেছেন। বস্তুতঃ বিজয় তো শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকেই হয়।
১২৭	(এটি বলা হয়েছে) অবিশ্বাসীদের একটি অংশকে ধ্বংস কিংবা লাঞ্ছিত করার জন্য যেন তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়।
১২৮	এটি কোনভাবেই তোমার বিষয় নয় (হে মোহাম্মদ) তিনি (আল্লাহ) তাদের (অবিশ্বাসীদের) ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দেবেন; তারা মন্দকর্ম সম্পাদনকারী। [১২৮-১২৯]
১২৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
১৩০	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সূদ নিও না দ্বিগুন, চতুর্গুন ক্রমবর্ধমান হারে। আল্লাহর প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন কর যেন তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার। [১৩০-১৩২]
১৩১	তোমরা সে আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৩২	এবং আল্লাহ ও বার্তাবাহককে অনুসরণ কর যেন তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার।
১৩৩	তোমরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা কর তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য এবং এমন এক উদ্যানের জন্য যা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সমান বিস্তৃত; যা তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে (এবং), [১৩৩-১৩৮]
১৩৪	যারা আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যায় করে স্বচ্ছলতাকালীন সময়ে এবং বিপদের সময়েও এবং যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে আল্লাহ (তেমন) সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন;
১৩৫	এবং যারা কখনও কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেকে কোন ভূলে জড়িয়ে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে- আল্লাহ ব্যাতিত কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন? তারা জ্ঞানতঃ যে ভূল করে তার পুনরাবৃত্তি করে না।

১৩৬	তাদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ রয়েছে তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও স্বর্গীয় উদ্যান; যার তলদেশে প্রস্রবণসমুহ প্রবাহিত; যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য অনুগ্রহপূর্ণ পুরস্কার।
১৩৭	তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে অনেক ধরণের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা অস্বীকার করেছে তাদের পরিণতির প্রকৃতিটি কেমন ছিল।
১৩৮	এটি মানুষের জন্য একটি ঘোষণা, একটি দিক-নির্দেশনা এবং একটি সতর্কবার্তা তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।
১৩৯	নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কর না। যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। [১৩৯-১৪৩] [ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যেখানে বদরের যুদ্ধে পরাজয়বরণ করেও অবিশ্বাসীরা হতাশ হয়নি, সেখানে আল্লাহর পথে থেকে বিশ্বাসীদের হতাশ হওয়ার কোন কারণই নেই।]
১৪০	যদি তোমরা (বিশ্বাসীরা) আহত হয়ে থাক তবে তারাও (অবিশ্বাসীরাও) তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলিকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি যেন পরিশেষে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে জানেন এবং তাদের মধ্য থেকে শহীদরূপে সাক্ষী বাছাই করে নেন। আল্লাহ ভূল-পথগামীদের ভালবাসেন না।
১৪১	এটি এ কারণে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের পরিশোধন (প্রমাণ) করে নেবেন এবং অবিশ্বাসীদের তিনি নির্মূল করবেন।
১৪২	তোমাদের কি ধারণা যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনও প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রাম/পরিশ্রম/প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং কারা প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীল?
১৪৩	মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়ার পূর্বে তোমরা তো তা কামনা করতে; এবার তো তোমরা সেটি স্বচক্ষে দেখলে।
১৪৪	মোহাম্মদ একজন বার্তাবাহক বৈ তো নয়! তার পূর্বেও অনেক বার্তাবাহক অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে কি সে মৃত্যুবরণ কিংবা নিহত হলে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? যে পশ্চাদপসরণ করে সে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারে না। যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। [১৪৪-১৪৮] [ওহুদের যুদ্ধে মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিহত হওয়ার

	সংবাদ ছড়িয়ে পরে। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১৪৫	কারও মৃত্যু হয় না আল্লাহর হুকুম এবং একটি পূর্ব নির্ধারিত সময় ব্যাতিত। যে দুনিয়ায় তার পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি এবং যে পরকালে প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে তাকেও সেভাবেই দেই। যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি পুরস্কার প্রদান করি। [যুদ্ধে যারা মৃত্যুভয়ে পলায়ন করেছে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের বড় কারণ ছিল শত্রুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ আহরণের লোভ। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রাপ্তি কিংবা পরকালে ভাল কিছুর প্রত্যাশা বিশ্বাসীদের আচরণ ও মানসিক দৃঢ়তা কোনদিকে থাকা বাঞ্ছনীয় এ আয়াতে তা ভেবে দেখার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
১৪৬	কত নবী ছিল যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে; আল্লাহর পথে যুদ্ধে তাদের ওপর যা পতিত হয়েছে তাতে তারা নত হয়নি, দুর্বল হয়নি, হীনবল হয়নি। আল্লাহ প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীলদেরকে ভালবাসেন।
১৪৭	তারা কেবল বলেছে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ যা কিছু অতিরঞ্জিত হয়ে গেছে আমাদের কাজে এবং আমাদেরকে দৃঢ় রাখ। অবিশ্বাসীদের ওপর আমাদেরকে বিজয় দাও।'
১৪৮	অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার দান করেন এবং পারলৌকিক পুরস্কার। যারা ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।
১৪৯	হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের কথা মেনে চল তবে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [১৪৯-১৫১]
১৫০	বরং আল্লাহই তোমাদের রক্ষাকর্তা এবং সাহায্যকারীরূপে তিনিই উত্তম।
১৫১	অবিশ্বাসীদের মনে আমি ভীতির সঞ্চার করব, কেননা তারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে বিষয়ে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ঠিকানা হল নরকের আগুন। অন্যায়কারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!
১৫২	আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন- যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারালে ও কর্তব্য স্থির করার বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হলে। তোমাদের অন্তর যা প্রত্যাশা করত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তা দেখার পর তোমরা

	অবাধ্য হলে। তোমাদের কারও কাম্য ছিল ইহকাল কারও কাম্য ছিল পরকাল। তাই তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে সরিয়ে দিলেন। তারপরেও তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ অত্যান্ত সদয়। [১৫২-১৫৫]
১৫৩	(স্মরণ কর) যখন তোমরা (পর্বতে) আরোহন করছিলে, কারও দিকে দৃষ্টিপাত করছিলে না; অথচ রাসূল তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন (যুদ্ধ করার জন্য)। অতঃপর তোমাদের ওপর নেমে এল শোকের পরে শোক যেন তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আল্লাহ তোমাদের কাজের বিষয়ে অবহিত।
১৫৪	অতঃপর শোকের পর (তিনি) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষন করলেন যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের একদল আচ্ছন্ন হয়ে ছিল এবং একদল অন্ধকার যুগের অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষন করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করে বলছিল যে, ‘আমাদের কি করার আছে?’ বল (হে মোহাম্মদ): সকল কারণই আল্লাহর হাতে। তারা তাদের অন্তরে যা কিছু (চিন্তা) লুকিয়ে রাখে সে সবও যেমন তারা বলে, ‘আমাদের যদি কিছু করার থাকত তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না।’ বল: তোমরা যদি নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই নিজেদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসত। আর এ সবই তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা পরীক্ষা ও পরিশোধন করার জন্য। আল্লাহ মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন।
১৫৫	তোমাদের যে দুটি দল যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল শয়তানই তাদের কোন কর্মের কারণে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল।
১৫৬	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা অবিশ্বাস করে এবং যখন তারা কোন অভিযানে বের হয় কিংবা যুদ্ধে যায় নিজেদের ভাইদেরকে বলে, ‘তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তাহলে নিহতও হত না আহতও হত না।’ যেন এর মাধ্যমে তাদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি হতে পারে। (অথচ) আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [১৫৬-১৫৮]

১৫৭	তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর (এমনকি) তোমরা যা কিছু সংগ্রহ কর না কেন আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।
১৫৮	তোমরা নিহতই হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তাতে কি (আসে-যায়) যখন আল্লাহর কাছেই সমবেত হবে?
১৫৯	আল্লাহর দয়ায় তুমি (হে মোহাম্মদ) তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন কোন কাজের সংকল্প কর তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা (তাঁর ওপর) ভরসা করে। [১৫৯-১৬০]
১৬০	যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সহায়তা করেন তবে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না এবং যদি তিনি তোমাদের ওপর থেকে সাহায্য তুলে নেন তবে আল্লাহর পরে এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের ভরসা রাখতে দাও।
১৬১	কোন নবীর পক্ষেই (মানুষের সঙ্গে) ছলনা করা সম্ভব নয়। যে তা করবে পুনরুত্থান দিবসে সে তার দায় সঙ্গে নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককেই পরিপূর্ণভাবে তার ফল প্রদান করা হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভুল করা হবে না। [১৬১-১৬৪] [শত্রুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ আহরণের জন্য যারা দায়িত্ব ফেলে নিজ অবস্থান থেকে ছুটে গিয়েছিল যার কারণে ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল, তারা বস্তুত পরবর্তীতে নবী কর্তৃক সম্পদের ন্যায়সম্মত বন্টনের বিষয়ে আস্থা রাখেনি। সে প্রসঙ্গে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
১৬২	যে আল্লাহর ইচ্ছের অনুগত সে কি তার সমান যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুত তার ঠিকানা হল অগ্নি। কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল!
১৬৩	আল্লাহর কাছে রয়েছে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর এবং তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
১৬৪	অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে বর্তাবাহক প্রেরণ করেছেন; যে তাদের জন্য তাঁর বাণীসমূহ পাঠ করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও

	জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়। তৎপূর্বে তারা ছিল পথভ্রষ্ট।
১৬৫	যখন তোমাদের ওপর একটি দূর্যোগ এসে পৌঁছাল অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, 'এটি কোথা থেকে এল?' তাদেরকে বল (হে মোহাম্মদ), 'এ কষ্ট তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে তোমাদের নিজেদেরই কারণে।' নিশ্চয়ই! আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল। [১৬৫-১৬৮]
১৬৬	যেদিন দু'দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলে সেদিন তোমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। এজন্য যেন বিশ্বাসীদেরকে জানা যায়,
১৬৭	এবং তাদেরকেও সনাক্ত করা যায় যারা হঠকার। তাদেরকে বলা হল, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর।' তারা বলেছিল, 'আমরা যদি জানতাম যে যুদ্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই মুখে তারা তাই বলে। আল্লাহ ভালভাবে জানেন যা তারা গোপন করে। [ওহুদের যুদ্ধে শত্রুদের তিন হাজার সৈন্যের বিপক্ষে মুসলমানদের এক হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে। কিন্তু হঠকারদের তিন'শ সৈন্যের একটি দল ফিরে চলে যায়। এখানে সে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
১৬৮	যারা ঘরে বসে থেকে ভাইদের বলে, 'যদি তারা (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে) আমাদের কথা শুনত তবে তারা নিহত হত না।' তাদেরকে বল (হে মোহাম্মদ): তবে তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকেই রহিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
১৬৯	যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল কিছু। [১৬৯-১৭২]
১৭০	আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনও তাদের সাথে এসে পৌঁছেনি (যারা এখনও মৃত্যুবরণ করেনি) তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে; এটি এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
১৭১	তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে আনন্দ প্রকাশ করে, কেননা

	আল্লাহ বিশ্বাসীদের কর্মের ফল বিনষ্ট করেন না।
১৭২	আহত হওয়ার পরেও যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার (সওয়াব)।
১৭৩	যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, ‘তোমাদের বিপক্ষে লোকেরা সমবেত হয়েছে; তাদেরকে ভয় কর।’ কিন্তু (ভীতিপ্রদ হুমকি) তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়তর করে দেয় এবং তারা বলে, ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক যার প্রতি আমরা ভরসা রাখি।’ [১৭৩-১৭৫] [মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমন করতে আসছে এমন রটনা ছড়াবার প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। বিশ্বাসীরা অগ্রগামী হয়েছিল কিন্তু পরিশেষে যুদ্ধ হয়নি। এটি ওহুদের যুদ্ধের পরের ঘটনা।]
১৭৪	অতঃপর বিশ্বাসীরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল (এবং) কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর ইচ্ছের অনুগত হল। আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম।
১৭৫	এটি শয়তানেরই কাজ যে নিজের অনুসারীদের মধ্যেই ভীতির সঞ্চার করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর না। যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও তবে আমাকে ভয় কর।
১৭৬	যারা অবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয় তারা যেন তোমাদের অন্তরকে আহত না করে। তারা আল্লাহকে বিন্দু পরিমাণ আহত করতে পারে না। বরং এটি আল্লাহরই ইচ্ছে যে, পরকালে তাদেরকে কোন প্রকার কল্যাণ দান না করা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [১৭৬-১৭৯]
১৭৭	যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
১৭৮	অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে নেতৃত্বের যে ক্ষমতা আমি তাদেরকে প্রদান করি তা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তাদেরকে কেবলমাত্র এ কারণেই নেতৃত্ব প্রদান করি যেন তারা পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
১৭৯	আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে তাদের বর্তমান অবস্থায় রাখবেন না। অবশ্যই তিনি ভালদের থেকে মন্দদের পৃথক করবেন। তবে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিতকরণের মাধ্যমে নয়। (লক্ষ্যার্জনে) জ্ঞান প্রাপ্তিতে

	তিনি তাঁর বার্তাবাহকরূপে যাকে ইচ্ছে বাছাই করেন। অতএব আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। যদি তোমরা বিশ্বাস কর ও (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চল, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।
১৮০	আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন যারা তা জমা করে, তারা যেন মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। না, এটি তাদের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর। তারা যা জমা করে পুনরুত্থান দিবসে সেটিই তাদের গলায় চিহ্ন হয়ে চিহ্নিতকরণে সহায়তা করবে। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্বত্বাধিকারী আল্লাহ এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত। [১৮০-১৮২] [সত্য ও ন্যায়ের পথে অর্থাৎ আল্লাহর পথে (মানব কল্যাণে/ভাল পথে) ব্যায় করার জন্য বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহীত করা হয়েছে। এটি সব সমাজে সকল মানুষের জন্যই শিক্ষনীয় ও করণীয়।]
১৮১	আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন (যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করতে বলা হয়েছে) যারা বলেছে, 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা অভাবমুক্ত!' তারা যা বলেছে এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখব এবং তাদেরকে বলা হবে, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।' [অবিশ্বাসী ইহুদিরা এভাবে মন্তব্য করত। যদিও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়েছে, তথাপি এটি সব সমাজে সকল মানুষের জন্যই শিক্ষনীয়। দ্রষ্টব্য ৫:৬৪, ৩৬:৪৭]
১৮২	এটি (শাস্তি) তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল যা তোমরা নিজ হাতে পূর্বে প্রেরণ করেছ। বস্তুত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর অত্যাচার করেন না।
১৮৩	যারা বলে যে, 'আল্লাহ আমাদেরকে এমন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস না করতে বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের নিকট এমন কোন কোরবানী নিয়ে আসে যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেবে।' তাদেরকে বল (হে মোহাম্মদ): আমার পূর্বে তোমাদের মাঝে বার্তাবাহকগণ অলৌকিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল যা তোমরা নিজেরাই বর্ণনা কর, (তবে) তখন কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে বল যদি সত্যবাদী হও? [১৮৩-১৮৫] [অগ্নি গ্রাস করে নেবে- নবুয়তের প্রমাণের জন্য এটি কোন বাধ্যতামূলক শর্ত নয়। মুলত ইহুদিরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মেনে না নেয়ার জন্যই এমনতর কথা বলত। যদিও বাইবেলে এমন উদ্ধৃতি রয়েছে তথাপি তারা তেমন নবীগণকেও মেনে নেয়নি।]

১৮৪	তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (হে মোহাম্মদ) তবে (জেনে রেখ) তোমার পূর্বেও যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল তারা তাদেরকেও অস্বীকার করেছিল।
১৮৫	প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং পুনরুত্থান দিবসে তোমরা যা অর্জন করেছ তার পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। যে অগ্নি থেকে রক্ষা পাবে এবং উদ্যানে প্রবেশ করবে সে সত্যিকার অর্থে বিজয় অর্জন করবে। পার্থিব জীবনের আনন্দ কেবলি মিছে মরিচীকা।
১৮৬	অবশ্যই তোমাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জন-সম্পদের মাধ্যমে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় ও পৌত্তলিকদের নিকট থেকে অনেক ভূল কথা শুনবে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং মন্দ পথ পরিত্যাগ করে চল তবে সেটি হবে আত্মপ্রত্যয়ী অন্তরজনিত বিষয়। [১৮৬-১৮৯]
১৮৭	(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন তাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পন করে বলেন যে, ‘তোমরা এ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে, গোপন করবে না।’ কিন্তু তারা সে নির্দেশ পেছনে ফেলে রেখে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা ক্রয় করে। নিশ্চয়ই! তারা যা অর্জন করে তা অত্যান্ত মন্দ। [তাওরাতের সঠিক শিক্ষা ইসরাইলের সন্তানদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোসেস তাদের ওপর এ দায়িত্ব প্রদান করে যায়।]
১৮৮	যারা আনন্দিত তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য এবং যে কাজ তারা পালন করে নাই তার জন্য প্রশংসীত হতেও ভালবাসে- ভেব না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদে আছে। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
১৮৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
১৯০	নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য, [১৯০-১৯৫]
১৯১	(তারাই বোধসম্পন্ন মানুষ) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে এবং বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল মহিমা তোমারই! আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি

	থেকে রক্ষা কর।
১৯২	হে আমাদের পালনকর্তা! যাকে তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে চাও তাকে অবশ্যই তুমি সংশয়াবৃত কর; অন্যায়কারীদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই।
১৯৩	হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারী বিশ্বাসের প্রতি আহবান করে বলছে: তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস আন! তাই আমরা বিশ্বাস এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপসমুহ মার্জনা করে দাও এবং আমাদের থেকে দোষ-ক্রটিসমুহ দুর করে দাও এবং আমাদেরকে মৃত্যু দাও সঠিক পথ অবলম্বনকারীরূপে।
১৯৪	হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও যা তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে। পুনরুত্থান দিবসে আমাদেরকে সংশয়াবৃত কর না। নিশ্চয়ই! তুমি প্রতিশ্রুতির অন্যথা কর না।’
১৯৫	অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের প্রার্থনা (এই বলে) গ্রহণ করে নিলেন যে, ‘পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী হোক আমি কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অপরের অংশ (পরস্পর এক)। অতঃপর যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজ দেশ থেকে উৎখাত করা হয়েছে এবং যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারণ করে দেব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত- আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম পুরস্কার।’
১৯৬	পার্থিব জীবনে অবিশ্বাসীদের সাফল্য দর্শন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে (হে মোহাম্মদ)। [১৯৬-২০০]
১৯৭	এটি হল অত্যান্ত সংক্ষিপ্ত আনন্দের জীবন। অতঃপর তাদের অবস্থান হবে নরক। এক অতি নিকৃষ্ট আবাস।
১৯৮	যারা আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরকালের জন্য নিরাপদ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও সম্ভাষন। যারা সঠিক পথে চলে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মজুদ রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

১৯৯	গ্রন্থপ্রাপ্তদের (ইহুদি-খ্রীষ্টানদের) মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে, যা কিছু তোমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা কিছু তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলির ওপর এবং আল্লাহর সামনে উপাসনারত অবস্থায় বিনয়াবনত থাকে (এবং) আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহের বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা অর্জন করে না। অবশ্যই তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। হিসেব সম্পাদনে আল্লাহ অত্যান্ত দ্রুত। [দ্রষ্টব্য ইসরাইল- ২:৪৭]
২০০	হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য্যধারণ কর এবং সবকিছুকে ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা কর। সর্বদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পার।

৪. সূরা আন-নিসা, আয়াত সংখ্যা-১৭৬, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Women’। বাংলায় যার অর্থ ‘নারী’। সূরায় নারী এবং পারিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। হিজরতের পর ৩-৫ বছরের মধ্যে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

হিজরতের পর তৃতীয় বছরে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সত্তুর জন যোদ্ধা শহীদ হন। এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকার ও ইয়াতীমদের বিষয়ে দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সূরায় পারিবারিক বিষয়াদি যেমন- বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, নারী অধিকার, উত্তরাধিকার, ইয়াতীমদের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরায় হঠকার এবং যারা সত্যের বাণী প্রচারে বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের বিষয়ে বিশ্বাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়, উপাসনাসহ আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি মানুষকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যার নামেই মানুষ একে অপরের নিকট অধিকার দাবী করে।

সূরায় ইয়াতীমদের বিষয় অত্যান্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা মূলত তাদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করে এবং তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে এবং এটি থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন এর সঙ্গিনীকে এবং তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগনিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট দাবী কর অধিকার এবং সেই গর্ভের (প্রতিও) যে তোমাকে বহন করেছে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।
২	ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। তোমার তত্ত্বাবধানে থাকা তাদের সম্পদের ভালটির সঙ্গে খারাপটির অদল-বদল কর না, কিংবা তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সঙ্গে মিশ্রিত করে তা গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই! এটি অত্যান্ত বড় পাপ। [২-৬]
৩	যদি তোমরা আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রাপ্য যথাথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে যাদের ভাল লাগে (তাদের মধ্য থেকে) তেমন মেয়েদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি। যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়সম্মত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তবে একটিই এবং তোমাদের অধিকারভূক্তদের মধ্য থেকেও। এতে তোমাদের ন্যায় বিচ্যুতির সম্ভাবনা অধিকতর কম হবে।
৪	আর তোমরা স্ত্রীদেরকে বিবাহজনিত মোহর/উপহার দাও। তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় তা থেকে তোমাদেরকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে পার।
৫	তাদের (ইয়াতীমদের) যে সম্পদ আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সঙ্গে সদয়তাপূর্ণ কথা বল।
৬	ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। অতঃপর যদি তুমি তাদেরকে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন দেখতে পাও তবেই তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ কর। তাদের সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্ত অপচয় করার মাধ্যমে গ্রাস কর না, কিংবা

	তারা বড় হয়ে যাবে আশংকা করে দ্রুত নিঃশ্বেষ করে ফেল না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের সম্পদ ব্যায় করা থেকে বিরত থাকবে। যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ব্যায় করতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যার্পন কর তখন তাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রেখ। হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।
৭	পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; সেটি অল্পই হোক কিংবা বেশীই হোক- একটি বৈধ অংশ। [৭-৮]
৮	সম্পতি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরীদ্র উপস্থিত হয় তখন তা থেকে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সঙ্গে সদালাপ কর।
৯	যারা দুর্বল/অক্ষম সন্তান-সন্ততি রেখে গেছে, যদি তারা তাদের বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করে তবে তারা যেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনের বিষয়টি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ন্যায়সংগত কথা বলে। [৯-১০]
১০	যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা মূলত তাদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করে এবং তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।
১১	আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) বিষয়ে আদেশ করেন যে, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক তবে তাদের জন্য উত্তরাধীকারের অংশের তিন ভাগের দুই ভাগ এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতামাতাই ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই-বোন থাকে তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এ সবই ওছিয়ত করার ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতামাতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী। [১১-১৪]

১২	তোমাদের স্ত্রীরা যে সম্পত্তি রেখে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তার অর্ধেক তোমাদের জন্য। যদি সন্তান থাকে তবে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য; ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং মৃতের বৈমাত্রেয় এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয়-ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর; যদি সেটি কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।
১৩	এগুলি আল্লাহ নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও বার্তাবাহকের আদেশ মান্য করে তিনি তাকে উদ্যানে প্রবেশ করাবেন; যেগুলির তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটি হল বিরাট সাফল্য।
১৪	যে কেউ আল্লাহ ও বার্তাবাহকের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
১৫	তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারিণী হিসেবে দোষারোপিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদেরকে তুলে নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ করেন। [১৫-১৬]
১৬	তোমাদের মধ্যে যে দু'জন ব্যাভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি প্রদান কর। যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে তবে তাদেরকে সেটি করতে দাও। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাকারী, দয়ালু।
১৭	আল্লাহ কেবলমাত্র তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন যারা অজ্ঞতা/ভূলবশত মন্দ কাজ করে; অতঃপর অনতিবিলম্বে আল্লাহর দিকে

	ফিরে আসে ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে। এদের প্রতিই আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সব সময়ের জন্য জান্তা, মহাজ্ঞানী। [১৭-১৮]
১৮	ক্ষমা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এবং যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, 'নিশ্চয়ই! আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি' এবং তাদের জন্যও নয় যারা অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
১৯	হে বিশ্বাসীগণ! নারীদেরকে জবরদস্তী উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয় এবং তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিয়দাংশ নিয়ে নেয়ার জন্য তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না (বিপত্তিতে ফেল না), যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তবে হয়ত তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। [১৯-২২] [জবরদস্তী উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়- অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার নিজের বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এটি উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বিষয়ের মত নয়।]
২০	যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছে কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদও দাও, তবুও তা থেকে কিছু গ্রহণ কর না। তবে কি তোমরা তা গ্রহণ করবে অপবাদ ও প্রকাশ্য অন্যায়ের মাধ্যমে?
২১	তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার (?) যখন তোমাদের একজন অন্য জনের নিকট গমন করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।
২২	যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ কর না; অতীতে যা ঘটে গেছে তা ব্যাতিত। নিশ্চয়ই! এটি সর্বসময়ের জন্যই অশ্লীল, ঘৃণিত এবং একটি মন্দ পথ।
২৩	তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সঙ্গে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে।

	যদি তাদের সঙ্গে সহবাস না করে থাক তবে তাদের কন্যাদের বিবাহে অন্যায় নেই (এবং) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা অতীতে যা হয়ে গেছে তা ব্যাতিত। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বদাই ক্ষমাশীল, দয়ালু। [২৩-২৫]
২৪	সকল বিবাহিত নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তাদের ব্যাতিত যারা তোমাদের অধিকারভূক্ত- বন্দী/ক্রীতদাসী। এটি তোমাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক জারিকৃত। যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ব্যাতিত আর সকলকেই তোমাদের জন্য বিধিসম্মত করা হয়েছে। তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে সততার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য; পাপ কাজের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাকে বিবাহের মাধ্যমে পেতে ইচ্ছে করবে তাকে তার নির্ধারিত অংশ প্রদান কর দায়িত্ব হিসেবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবজান্তা, জ্ঞানী।
২৫	তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি স্বাধীন বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না সে তোমাদের অধিকারভূক্ত বিশ্বাসী দাসীদের মধ্য থেকে বিয়ে করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। তোমরা পরস্পর এক। অতএব তাদেরকে তাদের নিজেদের লোকদের সম্মতিতে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এ শর্তে যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে; ব্যাভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিনী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে তবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যাবস্থা তাদের জন্য তোমাদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। তবে ধৈর্য্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
২৬	আল্লাহ তোমাদের কাছে (বিষয়সমূহ) ব্যাখ্যা করবেন এবং তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন তাদের উদাহরণের মাধ্যমে, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল এবং তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমার মধ্যে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ সবজান্তা, মহাজ্ঞানী। [২৬-২৮]
২৭	আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান; কিন্তু যারা অর্থহীন বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা ভীষনভাবে পথচ্যূত হও।
২৮	আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত বিধি নিষেধের ভার লঘু করতে চান,

	কেননা মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
২৯	হে বিশ্বাসীগণ! পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যাতিত তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং একে অন্যকে হত্যা কর না। আল্লাহ সর্বদা তোমাদের প্রতি দয়ালু। [২৯-৩১]
৩০	এবং যে তা করবে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্যায়ভাবে আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব। এটি আল্লাহর পক্ষে সর্বদাই সহজ।
৩১	যদি তোমরা বড় অন্যায় এড়িয়ে চল যা তোমাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।
৩২	এমন আকাঙ্ক্ষা কর না যেসবে আল্লাহ তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষের জন্য এটি একটি সৌভাগ্য যা সে অর্জন করেছে (সেটি তার প্রাপ্য অংশ) এবং নারীর জন্যও এটি একটি সৌভাগ্য যা সে অর্জন করেছে (সেটি তার প্রাপ্য অংশ)। (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কর না, বরং) আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সকল বিষয়েই সর্বজ্ঞ। [৩২-৩৩]
৩৩	পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা রেখে যায় সে সবের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সব সময়ের জন্যই সাক্ষী।
৩৪	পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল এজন্য যে আল্লাহ একের ওপর অন্যের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এজন্য যে পুরুষেরা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে। সুতরাং ভাল নারী হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তা রক্ষা করে। (এবং) যাদের বিষয়ে তুমি অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সতর্ক কর এবং তাদের শয্যা ত্যাগ কর ও কঠোর হও। অতঃপর যদি তারা মেনে চলে তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বসময়ে অতি উচ্চ, শ্রেষ্ঠ, মহান। [৩৪-৩৫]
৩৫	এবং যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা সংশোধন চায়

	তবে আল্লাহ তাদের এক মন করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।
৩৬	আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। তাঁর সঙ্গে অপর কাউকে অংশীদার গণ্য কর না। সদয় ব্যাবহার কর পিতামাতার সঙ্গে, নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে এবং ইয়াতীম, অভাবি, প্রতিবেশী আত্মীয়ের মধ্যে ও অনাত্মীয়ের মধ্যে, সহযাত্রী, মূসাফীর এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা গর্ব করে এবং দাম্ভিক ব্যাক্তিকে, [৩৬-৩৮]
৩৭	যারা নিজেদের সম্পদ জমা করে, অন্যকে লোভ করার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা গোপন করে (তারাই অহংকারী ও দাম্ভিক)। এমন অবিশ্বাসীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি অপমানজনক শাস্তি,
৩৮	এবং তারা (দাম্ভিকরা) স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানর উদ্দেশ্যে ব্যায় করে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না। যে শয়তানকে তার সাথী হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথী হল নিকৃষ্টতর সাথী।
৩৯	কি-ই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা বিশ্বাস করত আল্লাহ ও শেষ দিবসে এবং যদি ব্যায় করত তা থেকে যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন, যখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যথার্থই অবগত। [৩৯-৪২]
৪০	আল্লাহ কারও প্রতি একটি পিপড়ের ওজনের সমান পরিমাণও ভূল করেন না; যদি কোথাও একটু ভাল কাজও হয়ে থাকে তিনি তা দ্বিগুন করে দেবেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল পুরস্কার দান করবেন।
৪১	কিন্তু তখন কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেকের জন্য একজন সাক্ষী হাজির করব এবং তোমাকে হাজির করব এদের সাক্ষী হিসেবে?
৪২	সেদিন যারা বার্তাবাহককে অবিশ্বাস ও অমান্য করেছিল, তারা কামনা করবে যেন তারা জমিনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এবং তারা আল্লাহর নিকট থেকে কোন সত্যই গোপন করতে পারবে না।
৪৩	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক তখন উপাসনার ধারে-কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা যা উচ্চারণ কর তা বুঝতে সক্ষম হও এবং তখনও যখন তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক- গোসল না করা পর্যন্ত (তবে) ভ্রমণরত অবস্থা ব্যাতিত। যদি তোমরা অসুস্থ থাক কিংবা চলতি পথে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শৌচস্থান থেকে আসে

	কিংবা নারীর সংস্পর্শ থেকে আসে এবং পানির সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে কোন উচু স্থান থেকে পরিচ্ছন্ন মাটি নিয়ে তার দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল।
৪৪	তুমি কি দেখনি তাদের যাদেরকে গ্রন্থের কিছু প্রদান করা হয়েছে, অতঃপর কিভাবে তারা ভূলটিকে ক্রয় করে এবং তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে ভূল পথে নিয়ে যাওয়ার উপায় সন্ধান করে? [৪৪-৪৬] [যাদেরকে গ্রন্থের কিছু প্রদান করা হয়েছে- অর্থাৎ পূর্বে যারা ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, ইহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি; যারা তাদের প্রাপ্ত গ্রন্থের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে।]
৪৫	তোমাদের শত্রু কারা আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। বন্ধু হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।
৪৬	কোন কোন ইহুদি তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, 'আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি।' তারা আরও বলে, 'শোন, না শোনার মত।' মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, 'রায়িনা'। অথচ যদি তারা বলত, 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি' এবং (যদি বলত) 'শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ' তবে তাই হত তাদের জন্য উত্তম। সেটিই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের অবিশ্বাসের কারণে। তাই অতি অল্পসংখ্যক ব্যাতিত তারা বিশ্বাস করে না। [দ্রষ্টব্য- ২:১০৪]
৪৭	হে অবতীর্ণ গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, যা তোমাদের বর্তমান অধিকারভূক্ত গ্রন্থেরও স্বীকৃতি দেয়। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার পূর্বেই, যখন আমি মুখমণ্ডলসমুহকে বিকৃত করে পশ্চাৎদিকে বা পেছনদিকে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব, কিংবা অভিসম্পাত করার পূর্বেই যেমন অভিসম্পাত করা হয়েছিল 'সাব্বাথ' (শনিবার দিবস পালন) ভংগকারীদের। আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। [৪৭-৪৮] [দ্রষ্টব্য সাব্বাথ- ২:৬৫]
৪৮	নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমা করেন না যদি তার সঙ্গে কোন অংশীদারী আরোপ করা হয়। এটি ব্যাতিত তিনি সব ক্ষমা করে দেন যাকে ইচ্ছে তাকে। যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করল সে নিশ্চিতভাবেই এক মহা অন্যায় করল।

৪৯	তুমি কি দেখনি তাদের যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ বলে দাবী করে? এটি সঠিক নয়; আল্লাহ যাকে খুশী তাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের ওপর সামান্য পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না। [৪৯-৫০]
৫০	দেখ! আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে তারা মিথ্যে আরোপ করে! প্রকাশ্য অন্যায়রূপে এটিই যথেষ্ট।
৫১	তুমি কি দেখনি তাদের যাদেরকে গ্রন্থের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ৩:২৩), কি প্রকারে তারা কুসংস্কার ও প্রতিমাসমুহে বিশ্বাস করে এবং কি প্রকারে তারা মূর্তীপূঁজক অবিশ্বাসীদের (সম্পর্কে) বলে, 'এরা বিশ্বাসীদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে আছে।' [৫১-৫৭]
৫২	এরা হল তারা যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে অভিশাপ দিয়েছেন (হে মোহাম্মদ) তুমি তার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।
৫৩	তাদের কাছে কি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কোন অংশ আছে? তবে সেক্ষেত্রে তারা মানবজাতিকে একটি তিল পরিমাণও দিতে চাইত না।
৫৪	নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন সে জন্য তারা মানুষকে ঈর্ষা করে? অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।
৫৫	অতঃপর তাদের কেউ বিশ্বাস করেছিল কেউ অবিশ্বাস করেছিল। (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট। [ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর ইসমাঈলি ও ইসরাইলিদের একত্রে আল্লাহ বিশাল সম্রাজ্য দান করেছেন। নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন গ্রন্থ ও জ্ঞান। ফলে তাদের একে অন্যকে ঈর্ষা করা সমীচীন নয় সে অর্থে বলা হয়েছে।]
৫৬	যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করবে তাদেরকে আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের দেহের চামড়া জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার তা পরিবর্তন করে নতুন চামড়া দ্বারা আবৃত করব যেন তারা শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, জ্ঞানী।
৫৭	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের প্রবিষ্ট করাব স্বর্গীয় উদ্যানে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী/সঙ্গিনী। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করাব পর্যাপ্ত ছাঁয়াঘন স্থানে।

৫৮	নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তোমরা আমানতসমূহ মালিকগণের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং যদি তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদন কর তবে অবশ্যই তা কর ন্যায়সম্মতভাবে। আল্লাহ যে বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করেন তা কতই না উত্তম! নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [৫৮-৬৫]
৫৯	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর এবং মান্য কর বার্তাবাহককে এবং তাদেরকে মান্য কর যারা তোমাদের মধ্যে পরিচালন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি প্রত্যার্পন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে সত্যিকারের বিশ্বাসী হও। পরিশেষে এটিই কল্যাণকর এবং সবচাইতে যথাযথ।
৬০	তুমি কি তাদেরকে (হঠকারদেরকে) দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাসী। অথচ বিরোধীয় বিষয়ে তারা তাগূতের (তাগূত হচ্ছে যে কোন কিছু যা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে) কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যেন তারা তাকে মান্য না করে। শয়তান তাদেরকে ভূল পথে পরিচালনা করে পথভ্রষ্ট করে।
৬১	যখন তুমি তাদেরকে বলবে আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো- যা তিনি রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তখন তুমি দেখবে হঠকাররা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।
৬২	তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তাদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হয় তবে তাতে কি পরিণতি হবে! তখন তারা আল্লাহর শপথ নিয়ে তোমার কাছে এসে বলবে, 'কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যাতিত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।'
৬৩	এরা হল সে সমস্ত লোক যাদের অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ অবগত। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বল যা তাদের জন্য কল্যাণকর।
৬৪	আমি এ কারণেই রাসূল প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। যেসব লোক নিজেদের অনিষ্ট সাধন

	করেছে তারা যদি তোমার কাছে আগমন করত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, দয়াবানরূপে পেত।
৬৫	কিন্তু না, তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা বিশ্বাসী হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মিমাংসার ভার তোমার ওপর অর্পন করে এবং তোমার মীমাংসার বিষয়ে তাদের মনে কোন রকম দ্বিধা না থাকে এবং তা সর্বান্তকরণে মন থেকে গ্রহণ করে।
৬৬	যদি আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেড়িয়ে যাও তবে তারা তা করত না অল্প সংখ্যক ব্যাতিত। যদি তারা তাই করত যা তাদেরকে করতে অনুপ্রাণীত করা হয় তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গলকর হত এবং তাদেরকে সুদৃঢ় রাখার জন্যও উত্তম হত। [৬৬-৭০] [এখানে সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কাছে নির্দেশনা মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।]
৬৭	তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার দান করতাম
৬৮	এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।
৬৯	যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করবে, আল্লাহ তাদের এমন দান করবেন যে তাদের সঙ্গী হবে যারা নবী (যারা শিক্ষা দান করে), ছিদ্দীক (সমুন্নত এবং সত্য ও ন্যায়পরায়ন), শহীদ (সাক্ষী ও সত্যের পথে জীবন উৎসর্গকারী) এবং সালিহ (জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৎকর্মশীল) তারা। তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।
৭০	এটি হল আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবজান্তা।
৭১	হে বিশ্বাসীগণ! নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নাও, অতঃপর যারা পরীক্ষিত তাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর কর কিংবা সকলে সমবেতভাবে অগ্রসর হও। [৭১-৭৩] [আয়াত ৭১-১০৪, এখানে যুদ্ধকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধের পরে যখন সকল দিক থেকে মুসলিমদের আক্রান্ত হওয়ার পরিবেশ তৈরী হয় তখন এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।]
৭২	তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা কাজে বিলম্ব করবে এবং তোমাদের ওপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, 'আল্লাহ আমার প্রতি

	অনুগ্রহ করেছেন যে আমি তাদের সাথে যাইনি।’
৭৩	পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) ‘হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম।’
৭৪	পরকালের প্রত্যাশায় যারা পার্থিব জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে দাও। যে আল্লাহর পথে লড়াই করে সে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা বিজয় অর্জন করুক তার প্রতি আমি বিশাল পুরস্কার বর্ষন করব। [৭৪-৭৬]
৭৫	কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে যখন দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা ক্রন্দন করছে এই বলে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। ওহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন রক্ষাকারীকে প্রেরণ কর!’
৭৬	যারা বিশ্বাসী তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে)। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা লড়াই করে মূর্তি/পুত্তলিকার জন্য। অতএব শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। শয়তানের কৌশল চিরকালের জন্যই দুর্বল।
৭৭	তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘তোমাদের হাতকে সংযত রাখ, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং গরীবের নির্ধারিত অংশ প্রদান কর।’ অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হল, দেখ! তাদের মধ্যে একদল মানুষকেই এমনভাবে ভয় করতে লাগল যেমনভাবে আল্লাহকে ভয় করা হয়, কিংবা তার চেয়েও অধিক এবং বলে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! কেন আমাদের ওপর যুদ্ধের নির্দেশ দিলে? আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না!’ (হে মোহাম্মদ) তাদেরকে বল: পার্থিব জীবনের এ আরাম-আয়েশ তো ক্ষণস্থায়ী; পরকাল তার জন্য উত্তম যে মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং সেক্ষেত্রে তোমাদের ওপর একটি চুল পরিমান অন্যায়ও করা হবে না। [৭৭-৭৯]
৭৮	তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই, এমনকি

	যদি তোমরা কোন সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর। যদি তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তবে তারা বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।' আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ পতিত হয় তবে বলে, 'এটি হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে।' বল: সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। প্রকৃতপক্ষে এদের ভূলটি হচ্ছে– এরা কোন ঘটনা সংঘটনের কারণটি বুঝতে চেষ্টা করে না।
৭৯	(হে মানব) যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয় তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোন অকল্যাণ পতিত হয় তবে সেটি হয় মানুষের নিজের কারণে। (হে মোহাম্মদ) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি বার্তাবাহক হিসেবে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট।
৮০	যে বার্তাবাহককে মান্য করে সে আল্লাহকেই মান্য করে, কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি তাদের রক্ষাকর্তা/অভিভাবক কিংবা তত্বাবধায়করূপে। [৮০-৮২]
৮১	তাদের আনুগত্য তাদের মুখে। অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ (হঠকাররা) রাতের আঁধারে পরামর্শ করে সে কথার পরিপন্থী যা তুমি তাদেরকে বলেছিলে। কিন্তু আল্লাহ তাদের রাতের পরামর্শ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তুমি তাদের বিষয়ে নিস্পৃহতা অবলম্বন কর এবং ভরসা কর আল্লাহর ওপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।
৮২	তবে কি তারা কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে না? যদি এটি আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত তবে তারা এর মধ্যে যথেষ্ট অযথার্থতা/বৈপরীত্য খুঁজে পেত।
৮৩	যখন তাদের কছে কোন সু-সংবাদ কিংবা ভয়ের সংবাদ পৌঁছে তারা সেগুলিকে প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি সেগুলি পৌঁছে দিত বার্তাবাহক কিংবা তাদের শাসকদের নিকট যারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে সক্ষম, তবে অনুসন্ধান করে দেখা যেত। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা তোমাদের প্রতি বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় ব্যাতিত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত! [৮৩-৮৫]
৮৪	আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ কর; (সত্য হচ্ছে) তুমি তোমার নিজের ভিন্ন অন্য কারও কর্মের জন্য দায়ী হবে না!

	বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শক্তি-সামর্থকে খর্ব করে দেবেন। শক্তি-সামর্থে আল্লাহ অত্যান্ত প্রবল এবং শাস্তিদানে কঠোর।
৮৫	ভাল কাজে যে সহায়তা করে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং যে মন্দ কাজে সহায়তা করবে তার ফলাফলও তাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন।
৮৬	যখন কেউ তোমাদের সম্ভাষন করে তখন তাকে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় সম্ভাষন কর কিংবা সেটিই ফিরিয়ে দাও (সমপর্যায়ের)। নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ই বিবেচনায় নেন।
৮৭	আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পুনরুত্থান দিবসে সমবেত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর চাইতে আর কার বক্তব্য অধিক সত্য হতে পারে?
৮৮	তোমাদের কি হল যে হঠকারদের বিষয়ে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে, যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় (অবিশ্বাসের পথে) ফিরিয়ে দিয়েছেন! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। [৮৮-৯১] [এ অংশে মক্কা ও আরবের অন্যান্য এলাকার এমন কিছু হঠকার মুসলিমদের বিষয়ে বলা হয়েছে যারা হিজরত করেনি।]
৮৯	তারা চায় তারা যেমন অবিশ্বাস করেছে তোমরাও তেমনি অবিশ্বাস কর, যেন তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। যদি তারা ফিরে যায় (শত্রু অবস্থায়) তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও হত্যা কর (তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যখন মুসলিমরা ভীষনভাবে অত্যাচারিত হয়েছে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়ে তাদের টিকে থাকার মত আর কোন উপায় ছিল না)। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ কর না।
৯০	কিন্তু তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয় যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ অথবা যারা তোমাদের কাছে এমনভাবে আসে যখন তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং তোমাদের স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন তবে তোমাদের ওপর তিনি

	তাদেরকে ক্ষমতাবান করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিপক্ষে অপর কোন ব্যাবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি।
৯১	এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে যারা তোমাদের সাথে ও স্বজাতির সাথে শান্তি চায়। যখন তাদেরকে বিরোধীতার প্রতি মনোনিবেশ করান হয় তখন তারা তাতে নিপতিত হয়। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত না হয় এবং তোমাদের সাথে শান্তি স্থাপন না করে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। এদের বিরুদ্ধেই আমি তোমাকে (যুদ্ধের) সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছি।
৯২	একজন বিশ্বাসীর পক্ষে অপর কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কখনই সম্ভব নয় ভুলক্রমে ব্যাতিত। যে ব্যাক্তি ভুলক্রমে কোন একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে সে একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেবে এবং রক্তের বিনিময়-মূল্য প্রদান করবে নিহতের স্বজনদের যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। যদি নিহত ব্যাক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেবে এবং যদি সে তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে রক্তের বিনিময়-মূল্য অবশ্যই প্রদান করবে তার স্বজনদের এবং অবশ্যই একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে। যে ব্যাক্তির সে সামর্থ নেই সে অবশ্যই দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক ক্ষমা প্রাপ্তির ব্যাবস্থা। আল্লাহ সবজান্তা, প্রজ্ঞাময়। [৯২-৯৩]
৯৩	যে ব্যাক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে তার পুরস্কার চিরকালের জন্য নরক। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ; তিনি তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভীষন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।
৯৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের হও (তখন) সতর্ক থেক বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে এবং যে তোমাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দেয় তাকে বল না 'তুমি বিশ্বাসী নও' এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রাপ্তির কোন সুযোগ নিও না। আল্লাহর কাছে রয়েছে

	ভরপুর সম্পদ। আজ যার এ অবস্থা ইতিপূর্বে তোমরাও তো তেমনি ছিলে। কিন্তু তখন থেকেই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্ক থেক। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সদা সর্বদা অবহিত।
৯৫	গৃহে উপবিষ্ট বিশ্বাসী যাদের কোন সঙ্গত কারণ নেই এবং ঐ সকল বিশ্বাসী যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা পরিশ্রম করে আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায়। তবে প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। মহা-পুরস্কারের ক্ষেত্রে আল্লাহ পরিশ্রমীদেরকে উপবিষ্টদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [৯৫-৯৬]
৯৬	এগুলি তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।
৯৭	যারা নিজেদের অনিষ্ট করে তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম।' ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি এতটাই প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা দেশত্যাগ (হিজরত) করতে পারতে?' এদেরই বাসস্থান নরক; কত মন্দ স্থান! [৯৭-১০০]
৯৮	কিন্তু যেসব পুরুষ, নারী ও অসহায় শিশু কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও পায় না,
৯৯	আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।
১০০	যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে সে অনেক আশ্রয়স্থল ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে নিজ গৃহ থেকে বের হয় অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
১০১	যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর তখন উপাসনায় কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই! অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [১০১-১০৪]
১০২	(হে মোহাম্মদ) যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক এবং উপাসনার প্রস্তুতি

	নাও তখন একদলকে তোমার সঙ্গে (উপাসনায়) দাড়াতে দাও এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সঙ্গে রাখে (পরিস্থিতি বিবেচনায়)। অতঃপর যখন সেজদা সম্পন্ন হয় তখন তারা পেছনে সরে যাবে এবং অপর দলকে আসতে দাও যারা তাদের উপাসনা সম্পন্ন করেনি। তারা তোমার সঙ্গে উপাসনার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করবে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গে রাখবে। অবিশ্বাসীরা চায় যেন তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক ফলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমন করতে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন অন্যায় নেই। তবে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি রাখ। নিশ্চয়ই! আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।
১০৩	যখন তোমরা উপাসনার ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন কর তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা বিপদমুক্ত হও তখন যথাযথভাবে উপাসনা সম্পন্ন কর। নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা সম্পন্ন করতে বিশ্বাসীরা আদিষ্ট/নির্দেশিত হয়েছে।
১০৪	শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য কর না যদি তাতে তোমাদের কষ্টও হয়। নিশ্চয়ই! তারাও তোমাদের মতই কষ্টে আছে; কিন্তু তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে আশা কর তাদের সেটিও নেই। আল্লাহ সবজান্তা, প্রজ্ঞাময়।
১০৫	নিশ্চয়ই! আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ যেন আল্লাহ তোমাকে যা অবহিত করছেন তা দ্বারা তুমি মানুষের মধ্যে বিচার মিমাংসা কর। যাদের বিশ্বাস করা যায় না তাদের পক্ষ হয়ে তুমি কথা বল না। [১০৫-১১৫] [একজন মুসলিম ও একজন ইহুদির বিচার সংক্রান্ত ঘটনা। সাধারণত বিচারক রায় প্রদান করে উপস্থাপিত প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে। সে অনুযায়ী সমর্থকদের সমর্থন ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্র অনুসারে রায় হয় মুসলিম ব্যাক্তিটির পক্ষে। তবে অন্যায়টি ছিল মুসলিমের। বিষয়টি পরে জানা যায়। সে প্রেক্ষিতে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়।]
১০৬	এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১০৭	যারা নিজেদেরকে ভূল পথে চালিত করে তাদের পক্ষ হয়ে কথা বল না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তেমন একজনকে পছন্দ করেন না যে বিশ্বাসঘাতক ও পাপী।
১০৮	তারা মানুষ থেকে গোপন থাকতে চায় কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে গোপন থাকতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সঙ্গে আছেন যখন তারা

	রাত্রিতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টন করে রাখেন।
১০৯	পার্থিব জীবনে তোমরা তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলছ। কিন্তু পুনরুত্থান দিবসে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সঙ্গে কে কথা বলবে কিংবা কে তাদেরকে রক্ষা করবে?
১১০	যে অন্যায় কিংবা নিজের প্রতি ভূল করে, তথাপি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পাবে।
১১১	যে পাপ করে সে তা নিজের বিরুদ্ধেই করে। আল্লাহ সবজান্তা, প্রজ্ঞাময়।
১১২	যে ভূল কিংবা অপরাধ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের ওপরই মিথ্যে এবং প্রকাশ্য অপরাধের বোঝা বহন করে।
১১৩	(হে মোহাম্মদ) যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত তবে তাদের (পথভ্রষ্টদের) একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। কিন্তু তারা মূলত তাদের নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা তোমার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে সে সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।
১১৪	তাদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শই ভাল নয় সেটি ব্যাতিত যা দান করা, সদয়তা প্রদর্শন এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য করা হয়। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব কাজ করে আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব।
১১৫	সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীদের অনুসৃত পথ ব্যাতিত অন্য পথে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে নিজে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটি কতই না নিকৃষ্টতম স্থান!
১১৬	নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। এছাড়া তিনি সব ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছে তাকে। যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে সে ভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। [১১৬-১২১] [আয়াত ১০৫ এ উল্লেখিত ঘটনায় দোষী মুসলিম তার বোকামি বুঝতে

	না পেরে মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে যোগ দেয় ও প্রকাশ্য বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
১১৭	তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে,
১১৮	যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলেছিল, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার করে নেব।
১১৯	এবং তাদেরকে আমি ভূল পথে পরিচালিত করব এবং নিশ্চয়ই! আমি তাদের মধ্যে বাসনা জাগ্রত করব এবং নিশ্চিতভাবেই আমি তাদের নির্দেশনা দেব ফলে তারা 'পশুর কর্ণ ছেদ' করবেই এবং নিশ্চিতভাবেই আমি তাদের নির্দেশনা দেব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্ট সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করবে।' যে আল্লাহকে ছাড়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ এবং তার ক্ষতি প্রকাশ্যেই দেখা যাবে। [পশুর কর্ণ ছেদ- পৌত্তলিক আরবদের মাঝে এমন কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল যে, যদি কোন উট পাঁচটি কিংবা দশটি বাচ্চা প্রসব করে তবে তারা সেটির কর্ণচ্ছেদ করত এবং ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করত। তারা মনে করত উক্ত পশু দ্বারা কোন প্রকার কাজ করান আইনসিদ্ধ নয়। বস্তুত এগুলি ছিল কু-সংস্কার। যার সঙ্গে মঙ্গলামঙ্গলের কোনই সম্পর্ক নেই। অনুমানভিত্তিক তাদের নিজেদের সৃষ্টি করা এসব নিয়ম-রীতি মূলত শিরককে উৎসাহীত ও সহায়তা করত। যেগুলিকে তারা সন্তর্পনে কিছু অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করত।]
১২০	সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশ্বাস দেয়; শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়।
১২১	তাদের বাসস্থান নরক। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার স্থান পাবে না।
১২২	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব যেগুলির তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? [১২২-১২৪]
১২৩	এটি তোমাদের প্রত্যাশা কিংবা গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার ওপরও নির্ভর করবে না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে এবং

	আল্লাহর বিপক্ষে সে কোন রক্ষাকারী বন্ধু বা কোন সাহায্যকারীও পাবে না।
১২৪	যে ভাল কাজ করে পুরুষ হোক কিংবা হোক নারী এবং যদি সে বিশ্বাসী হয় তবে তারা উদ্যানে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণ অন্যায় করা হবে না।
১২৫	ধর্মের ক্ষেত্রে কে তার চেয়ে উত্তম যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে এবং ইব্রাহীমের ধারা অনুসরণ করে যে ছিল সমুন্নত? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। [১২৫-১২৬]
১২৬	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রাখেন।
১২৭	তারা তোমার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চায়। বল: গ্রন্থ যা তোমাদের নিকট পাঠ করে শোনান হচ্ছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বিষয়ে তোমাদের জন্য নির্দেশনা জারি করেন যে, মেয়ে ইয়াতীমদের ক্ষেত্রে যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত অধিকার প্রদান করতে চাও না কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ, তেমন অসহায়/দুর্বল ইয়াতীম শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যায়ের সঙ্গে ব্যাবস্থা নেবে। তোমরা যে ভাল কাজ করবে, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তা সব সময়ের জন্যই অবগত আছেন। [১২৭-১৩০]
১২৮	যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিলে তাতে কোন অন্যায় নেই। শান্তি স্থাপন হচ্ছে উত্তম। কিন্তু মনের মধ্যে লোভ বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে দূরে থাক, নিশ্চয়ই! আল্লাহ সদা সর্বদাই অবগত আছেন তোমরা যা কর।
১২৯	যদি তোমরা ইচ্ছে কর তথাপি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সকলকে ন্যায়সম্মত উপায়ে কখনই সমভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তবে অপরকে বিমুখ রেখে একজনের প্রতি ঝুঁকে পর না। যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে দূরে থাক, তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
১৩০	কিন্তু যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা

	প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আল্লাহ সব সময়ের জন্য সব পরিবেষ্টনকারী, সবজান্তা।
১৩১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আমি দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারী ও তোমাদের প্রতি, যেন তোমরা সকলেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। যদি তোমরা অবিশ্বাস কর, তবে নিশ্চয়ই! আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ সর্বদাই পরিপূর্ণ, প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী। [১৩১-১৩৫]
১৩২	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। রক্ষাকর্তারূপে আল্লাহই যথেষ্ট।
১৩৩	আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদের অপসারণ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে অন্যদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? আল্লাহ তা করতে সক্ষম।
১৩৪	যে পার্থিব জীবনে পুরস্কার কামনা করে সে যেন জানে যে পার্থিব জীবন ও পরকালের পুরস্কার আল্লাহরই নিকট। আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্ন শ্রোতা, দ্রষ্টা।
১৩৫	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর পথে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদান কর, যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও যায়। ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম। অতএব তোমরা কারও জন্য ব্যাথিত হয়ো না। কেননা তাতে তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার শংকা আছে। আর যদি তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হও কিংবা তাতে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবগত।
১৩৬	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর বার্তাবাহকের ওপর, অবতীর্ণ গ্রন্থের ওপর যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি এবং সে সমস্ত অবতীর্ণ গ্রন্থের ওপর যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর বার্তাবাহকগণ ও শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস করবে না সে নিশ্চিতভাবে ভীষনভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াবে। [১৩৬-১৪৭]

১৩৭	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারপর অবিশ্বাস করেছে, অতঃপর আবার বিশ্বাস করেছে এবং আবার অবিশ্বাস করেছে এবং তারপর অবিশ্বাসই বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না তাদেরকে কোন পথ প্রদর্শন করবেন।
১৩৮	হঠকারদের সু-সংবাদ দাও, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
১৩৯	যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের হাতে ক্ষমতা/সন্মান প্রত্যাশা করে? নিশ্চয়ই! সকল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।
১৪০	তিনি তোমাদের প্রতি গ্রন্থের মাধ্যমে এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিংবা কেউ তা নিয়ে বিদ্রূপ করছে, তখন তোমরা তাদের সঙ্গে উপবেশন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ হঠকার ও অবিশ্বাসী সকলকে নরকে একত্রিত করবেন।
১৪১	এরা এমনি হঠকার যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণে সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয় তবে তারা বলে, 'আমরাও কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আবার যদি অবিশ্বাসীদের আংশিক বিজয় হয় তবে বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি?' আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই বিশ্বাসীদের বিপক্ষে অবিশ্বাসীদের কোনরূপ উপায়ের (পথের) সন্ধান দেবেন না।
১৪২	নিশ্চয়ই! যারা হঠকার তারা আল্লাহকে প্রতারিত করার উপায়ের সন্ধান করে অথচ নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতারিত করে। তারা যখন উপাসনায় দণ্ডায়মান হয় তখন কেবল মুখে শব্দ উচ্চারণ করে লোক দেখানর জন্য; তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে না।
১৪৩	এদের অবস্থা দোদুল্যমান; না এদিক না ওদিক। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনই কোন পথ পাবে না।
১৪৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসীদের স্থলে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর

	না। তোমরা কি নিজেরদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?
১৪৫	নিশ্চয়ই! হঠকাররা নরকের অগ্নির সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি তাদের জন্য কোন সহায়তাকারী খুঁজে পাবে না,
১৪৬	তাদের ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর ধর্মকে পবিত্রতার সঙ্গে ধারণ করে। তারা থাকবে বিশ্বাসীদের সঙ্গে। আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে মহা-পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।
১৪৭	তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি আসে যায় যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর? আল্লাহ সর্বদাই সংবেদনশীল, সচেতন।
১৪৮	আল্লাহ মন্দ কথা উচ্চারণ পছন্দ করেন না; তবে কারও প্রতি অন্যায় হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্র ব্যাতিত। আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্ন শ্রবনকারী, জান্তা। [১৪৮-১৪৯]
১৪৯	যদি তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে ভাল কাজ কর এবং আপরাধ ক্ষমা কর তবে (জেন যে) নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বদাই ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী।
১৫০	নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহ ও তার বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও বার্তাবাহকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চায় এই বলে যে, ‘আমরা কিছু বিশ্বাস করি কিন্তু কিছু অবিশ্বাস করি’ এবং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, [১৫০-১৫২]
১৫১	এরাই প্রকৃতপক্ষে সত্যে অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
১৫২	কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের ওপর বিশ্বাস এনেছে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করে না তাদেরকেই আল্লাহ তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১৫৩	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আসমান থেকে তোমাকে সত্যিকারের গ্রন্থ নিয়ে আসতে বলে। বস্তুতঃ এরা মূসার কাছে বহুবার এর চেয়েও বড় কিছু চেয়েছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহকে দেখিয়ে দাও।’ তাদের দুষ্টুমির কারণে তাদের ওপর বজ্রপাত হয়েছে, অতঃপর

	তাদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শনের পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তথাপি আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। [১৫৩-১৬২]
১৫৪	তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উর্ধ্বে তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'অবনত মস্তকে প্রবেশ কর' এবং বলেছিলাম, 'সাব্বাথ (শনিবার দিবস পালন) বিষয়ে সীমালংঘন কর না।' তাদের নিকট থেকে আমি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। [দ্রষ্টব্য সাব্বাথ- ২:৬৫] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
১৫৫	অতঃপর তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, অন্যায়ভাবে বার্তাবাহকগণকে হত্যা করার কারণে এবং এ উক্তি করার কারণে যে, 'আমাদের হৃদয় কঠিন।' বস্তুত তা নয়; বরং তাদের অবিশ্বাসের কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরকে বদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তাদের অতি অল্পসংখ্যক ব্যাতিত কেউই বিশ্বাস স্থাপন করে না।
১৫৬	(এ সবই) তাদের অবিশ্বাসের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে
১৫৭	এবং তাদের একথা বলার কারণে যে, 'আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' যে ছিল আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি, না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেতে পেরেছে; বরং এটি তাদের কাছে তেমনটি প্রতীয়মান হয়েছে। নিশ্চয়ই! যারা এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তারা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে আছে। তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই কেবলমাত্র অনুমান করা ছাড়া। এটি নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।
১৫৮	বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ সর্বদাই মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
১৫৯	গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমন একজনও থাকবে না যারা মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং পুনরুত্থান দিবসে সে তাদের বিপরীতে একজন সাক্ষী হবে।
১৬০	ভূল কার্যকলাপ এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাঁধা দানের কারণে ইহুদিদের জন্য আমি বহু ভাল বস্তু নিষিদ্ধ করে দিয়েছি যা তাদের জন্য (পূর্বে) আইনসিদ্ধ ছিল

১৬১	এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরেও তাদের সূদ গ্রহণের কারণে এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করার কারণে। ঐসব অবিশ্বাসীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি।
১৬২	কিন্তু যারা জ্ঞানসম্পন্ন ও বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমার পূর্বে- বিশেষত যারা উপাসনায় মনযোগী, যারা গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা আল্লাহ ও পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে এদের প্রতি আমি বর্ষন করব মহা-পুরস্কার।
১৬৩	নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে অনুপ্রাণীত করেছি যেমনিভাবে অনুপ্রাণীত করেছিলাম নূহকে এবং তার পরের নবী-রাসূলদের এবং আমি অনুপ্রাণীত করেছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানকে। আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যবুর গ্রন্থ। [১৬৩-১৬৬]
১৬৪	এছাড়াও বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি যাদের বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে তোমার নিকট উল্লেখ করেছি এবং বার্তাবাহক যাদের বিষয়ে আমি তোমার নিকট উল্লেখ করিনি। আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।
১৬৫	বার্তাবাহকগণ সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। বার্তাবাহকগণকে এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে যেন তাদের প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোন যুক্তি না থাকে। আল্লাহ সর্বদাই পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।
১৬৬	আল্লাহ নিজেও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমার প্রতি তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি নিজ জ্ঞানেই করেছেন এবং এ বিষয়ে ফেরেশতাগণও সাক্ষী। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।
১৬৭	যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে তারা বিভ্রান্তিতে বিচরণ করছে। [১৬৭-১৭০]
১৬৮	নিশ্চয়ই! যারা অবিশ্বাস করে এবং ভূল কাজ করে আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের তিনি সরল পথে পরিচালিত করবেন না,
১৬৯	নরকের পথ ব্যাতিত; যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং সেটি করা আল্লাহর পক্ষে সর্বদাই সহজ।
১৭০	হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার সত্যবার্তা নিয়ে তোমাদের নিকট

	বার্তাবাহক এসেছে। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর সেটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা অবিশ্বাস কর তবে জেনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
১৭১	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! ধর্মের বিষয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি কর না এবং আল্লাহর বিষয়ে সত্য ব্যাতিত অন্য কিছু উচ্চারণ কর না। মসীহ- মরিয়ম পুত্র ঈসা কেবলি আল্লাহর প্রেরিত একজন বার্তাবাহক এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং রুহ- তাঁরই নিকট থেকে আগত। অতএব আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকগণে বিশ্বাস স্থাপন কর। একথা বল না যে 'আল্লাহ তিনের এক' একথা উচ্চারণ পরিহার কর! সেটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এক উপাস্য। সন্তান-সন্ততিজনিত বিষয় থেকে তিনি বহুদূরে। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। [১৭১-১৭৩]
১৭২	মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করে বা অহংকার করে তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।
১৭৩	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে তিনি পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করে বা অহঙ্কার করে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন রক্ষাকর্তা বা কোন সহায়তাকারী পাবে না।
১৭৪	হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি পৌঁছে গেছে। আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। [১৭৪-১৭৫]
১৭৫	যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তিনি তাদেরকে স্বীয় ক্ষমা ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার জন্য সরল পথ প্রদর্শন করবেন।
১৭৬	তারা তোমার নিকট থেকে একটি ঘোষণার প্রত্যাশা করে। বল: আল্লাহ তোমাদেরকে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন যে,

	যদি কোন পুরুষ মৃত্যুবরণ করে এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। তোমরা যেন ভুল না কর সে জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

৫. সূরা আল-মায়েদা, আয়াত সংখ্যা-১২০, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ 'The Table Spread (Food)'। যার বাংলা অর্থ 'টেবিলে ছড়ান (খাদ্য)'। সূরায় মায়েদা শব্দটি বিদ্যমান থাকায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। অপরাপর অনেক সূরার ন্যায় নামটি প্রতীকী। নামটি ১১২ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হিজরী সন ৬ এর শেষে অথবা ৭ এর প্রথম দিকে। যেহেতু ওমরাহ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকালের সমসাময়িক সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তাই সূরায় হজ্ব বিষয়ক আলোচনার উপস্থিতি দেখা যায়।

সূরায় বিধিসম্মত ও বিধিসম্মত নয় তেমন কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকে পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় ভুল করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আদম (আঃ) এর দুই সন্তানের দুঃখজনক ঘটনা সূরায় বিবৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইহুদি/অবিশ্বাসীদেরকে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এমন মন্দ আচরণের পুনরাবৃত্তিকরণ না করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা মহানবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের নিয়েও সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও অঙ্গীকার রক্ষা করা, বিধিসম্মত খাদ্য, বিবাহ, পরিচ্ছন্নতা, সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা, ন্যায়পরায়নতা, হত্যা, শাস্তি, সত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, ওছিয়ত এমনি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকের নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের। যে ভূল পথে চলে সে অপরের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যদি কেউ সঠিক পথে চলে। সকলকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনিই অবহিত

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
	করবেন মানুষ যা কিছু করেছে। অতঃপর মানুষ তার নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করবে।
১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার/করণীয়সমূহ পূর্ণ কর। চতুষ্পদ জন্তু খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সেগুলি ব্যাতিত যেগুলি তোমাদের কাছে বিবৃত করা হবে। এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাই নির্দেশ করেন যা তাঁকে তুষ্ট করে। [১-২] [আয়াত ১-১০, বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত তাদের করণীয়সমূহ যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।]
২	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, পবিত্র মাসসমূহ, কোরবানীর জন্য প্রেরিত ও চিহ্নিত পশু এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখী যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা এহরাম পরিত্যাগ কর তখন শিকার করতে পার (যদি ইচ্ছে কর)। যারা পবিত্র মসজিদে প্রবেশে তোমাদেরকে বাঁধা প্রদান করেছিল সেই সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও পরিশুদ্ধতা অর্জনে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে একে অন্যকে সহায়তা কর না। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
৩	তোমাদের জন্য খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে সব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং যা কন্ঠরোধে মারা হয়েছে, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে তবে যাকে তোমরা জবেহ করেছ তা ব্যাতিত এবং যা মূর্তী পূঁজার বেদীতে বলি দেয়া হয়। জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা নিষিদ্ধ। এসব ঘৃণিত কাজ। আজ অবিশ্বাসীরা তোমাদের ধর্মের (ক্ষতি সাধন করা) থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি

	আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। যে ক্ষুধার কারণে (নিষিদ্ধ খাবার খেতে) বাধ্য হয় ইচ্ছেকৃতভাবে নয় তা পাপ নয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [৩-৫]
৪	তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে (হে মোহাম্মদ) কি বস্তু তাদের জন্য বিধিসম্মত। বল: সকল ভাল বস্তুই তোমাদের জন্য বিধিসম্মত করা হয়েছে। যেসব শিকারী পশু-পাখিকে তোমরা শিকার ধরার প্রশিক্ষণ দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাও এবং তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! হিসেব গ্রহণে আল্লাহ অতিশয় দ্রুত।
৫	আজকের দিনে তোমাদের জন্য সকল ভাল বস্তুসমূহ বিধিসম্মত করা হল। গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের (ইহুদি-খ্রীষ্টানদের) খাদ্য তোমাদের জন্য বিধিসম্মত এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বিধিসম্মত। অনুরূপভাবে সতী-সাধ্বী বিশ্বাসী নারী এবং তোমাদের পূর্বে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের (ইহুদি-খ্রীষ্টানদের) সতী-সাধ্বী নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর সন্মানের সঙ্গে বসবাসের জন্য, কোনরূপ মন্দ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নয়। যে ব্যাক্তি বিশ্বাসকে অস্বীকার করে তার শ্রম বিফল এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।
৬	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা উপাসনার জন্য প্রস্তুতি নাও তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা হালকাভাবে মসেহ্ কর এবং পদযুগল গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। যদি তোমরা অপরিচ্ছন্ন হও তবে নিজেদের পরিচ্ছন্ন করে নাও। যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রী লোকের সংস্পর্শে আস কিন্তু পানি না পাও, তবে তোমরা কোন উচ্চস্থান থেকে পরিচ্ছন্ন মাটি সংগ্রহ করে নাও এবং তার দ্বারা স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনরূপ বোঝা আরোপ করতে চান না। তিনি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগহ পূর্ণ করতে চান যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭	তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি বর্ষন করেছেন এবং স্মরণ কর তাঁর প্রতি করা অঙ্গীকার (করণীয়সমুহ) যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ জানেন মানুষের অন্তরে যা আছে। [৭-১০] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না। সুবিচার কর সেটিই তোমাদের কর্তব্যের অধিক নিকটতম। আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ জ্ঞাত।
৯	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
১০	যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করে তারাই নরকের সত্যিকারের অধিকারী।
১১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের দিক থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের ভরসা রাখতে দাও। [আয়াত ১১-৩৪, মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে ইসরাইলিদের সতর্কীকরণের জন্য তাদের নিজেদের ইতিহাসের পূর্বেকার কিছু আচরণ ও কর্মফল ভোগের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।]
১২	আল্লাহ বনী-ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বার জন গোষ্ঠীগত নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, আমার বার্তাবাহকদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দাও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমুহ দুর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলির তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত। এরপরেও যে অবিশ্বাসী হবে সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত। [১২-১৪] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
১৩	অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের ওপর অভিসম্পাত

	করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা নিজেদের সুবিধামত শব্দসমুহের অর্থ পরিবর্তন করে নিত এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার একটি অংশ বিস্মৃত হয়েছে। তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া তুমি সকলকেই বিশ্বাসঘাতকরূপে পাবে। অতএব তাদেরকে সহ্য করে যাও এবং ক্ষমা কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।
১৪	যারা বলে আমরা খ্রীষ্টান আমি তাদের থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল তার কিছু অংশ বিস্মৃত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারণ করে দিয়েছি। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।
১৫	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! এবার তোমাদের কাছে আমার বার্তাবাহক এসেছে, গ্রন্থের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে তা প্রকাশ করে দিতে এবং অনেক বিষয় মার্জনা করতে। এবার তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আলোর দিশা এবং সহজ সরল গ্রন্থ। [১৫-১৬]
১৬	এর দ্বারা আল্লাহ তাদের পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় শান্তির পথ অন্বেষন করে এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশনায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।
১৭	নিশ্চয়ই! তারা অবিশ্বাসী যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। বল: যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তার জননী এবং ভূ-মন্ডলে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কে আছে যে আল্লাহর নিকট থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে? নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সবকিছুর ওপর আল্লাহর আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান। [১৭-১৯]
১৮	ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা বলে, ‘আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।’ বল: তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দান করেন? না, বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভূক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

১৯	হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! বার্তাবাহকগণের আগমনের কিছুদিন বিরতির পর এবার তোমাদের কাছে আমার বার্তাবাহক এসেছে, যে সহজ সরলভাবে তোমাদের কাছে বার্তাসমুহ পৌঁছে দেয় যেন তোমরা বলতে না পার যে, 'আমাদের কাছে কোন সু-সংবাদদাতা বা কোন সতর্ককারী আসেনি।' এবার তোমাদের কাছে সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে বার্তাবাহক আগমন করেছে। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
২০	(স্মরণ কর) যখন মূসা তার স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; কিরূপে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন যা তিনি তাঁর সৃষ্টির অপর কাউকেই দেননি। [২০-২৬] [আয়াত ২০-২৬, গডের নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইসরাইলের সন্তানদের দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। সেটি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
২১	হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পবিত্র সে ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন কর না তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' [ইসরাইলিদের মিশর ছেড়ে আসার পর কানান বা ফিলিস্তিন বা প্যালেষ্টাইন ভূমিতে প্রবেশের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ইসরাইল তখন ফিলিস্তিনের দক্ষিনে সিনাই উপত্যকার পারান মরুতে অবস্থান করছিল এবং মিশর ছেড়েছে ইতিমধ্যে দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে।]
২২	তারা বলল, 'হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করব না যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে চলে যায়। যখন তারা সেখান থেকে চলে যাবে তখন নিশ্চিতভাবেই আমরা প্রবেশ করব।' [ইসরাইল মিশর ছেড়েছে দু'বছর। প্রতিশ্রুত ভূমি কানানে প্রবেশ করতে হবে। শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। বিশ বছরের অধিক বয়সী সৈন্য সংখ্যা গণনা করা হয়। সংখ্যা ছয় লক্ষের অধিক। কাফেলা পারানের মরুতে অবস্থান নেয়। প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। কানান প্রবেশের পূর্বে সেখানকার খবর সংগ্রহের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়। চল্লিশ দিন পর তারা ফিরে আসে। জানা যায় সেখানকার অধিবাসীরা সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং সংখ্যায়ও অধিক। দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে অ্যামেলেকাইটস; পর্বতাঞ্চলে হিট্টি, জেবুসাইটস, অ্যামোরাইটস; সাগর তীর ও জর্ডান অঞ্চলে কানানাইটস এবং এছাড়াও রয়েছে বৃহদকায় আনাক জনগোষ্ঠী। সংবাদ সংগ্রহকারী দলের অধিকাংশ যুদ্ধের বিপক্ষে মত দেয়। এখানে

	সে বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে [লেখকের ‘বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল’ বই দ্রষ্টব্য।]
২৩	যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল তেমন স্পষ্টভাষীদের মধ্য থেকে দু’জন বলল, ‘তোমরা তাদের মোকাবেলা করে তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর। যখন তোমরা প্রবেশ করবে তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর ওপর ভরসা কর যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হও।’ [উপরোক্ত সংবাদ সংগ্রহকারী দলের সদস্য (বাইবেল মতে) কালেব ও জসূয়া (জসূয়া- মূসা আঃ এর পরে যে ইসরাইলিদের নেতৃত্ব দেয়) যুদ্ধের পক্ষে মত দেয়। তাদের মতে যুদ্ধের জন্য ইসরাইল তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।]
২৪	তারা বলল, ‘হে মূসা! আমরা কখনই সেখানে প্রবেশ করব না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা যাও এবং যুদ্ধ কর! আমরা এখানে বসে থাকব।’ [সংবাদ সংগ্রহকারী দলের অধিকাংশ যুদ্ধের বিপক্ষে মত দেয়। তারা বলে ওখানকার অধিবাসীরা ইসরাইলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। ইসরাইল তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তাদের এ বক্তব্য ইসরাইলের মনবল ধ্বংস করে দেয়। গড তাদের প্রতি ভীষনভাবে অসন্তুষ্ট হন।]
২৫	মূসা বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! এদের কারও ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, শুধু আমার নিজের ও নিজের ভাইয়ের ওপর ছাড়া। সুতরাং আমাদের ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন।’
২৬	(আল্লাহ) বললেন, ‘এ কারণেই এদের জন্য এ ভূমি/দেশ (কানান) চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হল। তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুড়ে বেড়াবে। অতএব পথভ্রষ্টদের জন্য দুঃখ কর না।
২৭	তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের (বাইবেল অনুসারে অ্যাবল ও কেইনের) সত্য ঘটনা বিবৃত কর। কিরূপে তারা উভয়েই উৎসর্গ নিবেদন করেছিল এবং তা একজনের নিকট থেকে গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের নিকট থেকে গৃহীত হয়নি। একজন (কেইন/কাবিল) অপরজনকে বলল: আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন (অ্যাবল/হাবিল) বলল: আল্লাহ শুধুমাত্র তাদের থেকেই গ্রহণ করেন যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে। [২৭-৩২] [মহানবী (সাঃ)-কে হত্যার যড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে ইসরাইলিদের সতর্কীকরণের জন্য ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের করা আচরণ ও আল্লাহ প্রদত্ত দিক-

	নির্দেশনার বিষয়টি এ ঘটনা বিবৃত কারার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। দ্রষ্টব্য আয়াত ১১]
২৮	যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।
২৯	বরং আমি মনে করি আমার প্রতি করা তোমার পাপের শাস্তি এবং তোমার নিজের পাপ তুমি তোমার নিজ কাঁধে বহন কর এবং অগ্নির অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত হও। এটিই পথভ্রষ্টদের শাস্তি।
৩০	কিন্তু তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।
৩১	অতঃপর আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করেন যেটি মাটি খনন করছিল যেন তাকে শিক্ষা দেয় যে ভাইয়ের শবদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল: হায়! আমি কি এই কাকের সমতূল্যও নই যে ভাইয়ের শবদেহ আবৃত করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হল।
৩২	এ কারণে আমি ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যাতিত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে সে যেন সমগ্র মানবজাতিরই জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার বার্তাবাহকগণ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছে, কিন্তু তারপরেও নিশ্চয়ই! অনেক লোক পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে।
৩৩	যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে যুদ্ধ করে এবং ভূমিতে অন্যায়/বিশৃংখলা/দুর্নীতি/হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বধ করা হবে অথবা শূলীতে চড়ান হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে; এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা; পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি- [৩৩-৩৪] [অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের জন্য এমন শাস্তির উল্লেখ করত, দ্রষ্টব্য ৭:১২৪, ২০:৭১, ২৬:৪৯।]
৩৪	তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৩৫	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আন্তরীক হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে কঠোর পরিশ্রম কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।
৩৬	যারা অবিশ্বাসী যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ তদানুরূপ আরও সম্পদ থাকে, আর এগুলির বিনিময়ে পুনরুত্থান দিবসে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় তবুও তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। [৩৬-৩৭]
৩৭	তারা নরকের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।
৩৮	চোর- পুরুষ হোক কিংবা নারী উভয় ক্ষেত্রেই হাত কেটে দাও। এটি তাদের নিজেদের কৃতকর্মের পুরস্কার। আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। [৩৮-৪০]
৩৯	তবে যে তার ভূল সম্পাদনের পর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৪০	তুমি কি জান না যে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল আল্লাহর? তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
৪১	হে বার্তাবাহক! যারা অবিশ্বাসের পানে ছুটে যেতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগীতা করে তাদের জন্য দুঃখ কর না। যারা মুখে বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করে না এবং ইহুদিদের মধ্যে যারা তোমার কাছে আসেনি এরা তেমন কারও পক্ষ হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে মিথ্যে বলার জন্য। তারা তাদের নিজেদের সুবিধামত শব্দগুলিকে পরিবর্তন করে নেয় এবং বলে, ‘যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও তবে গ্রহণ করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও তবে বিরত থেক।’ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তুমি তাকে আল্লাহর নিকট থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এরা তারা যাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আল্লাহ ইচ্ছে পোষণ করেন না। তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে ভয়ংকর শাস্তি। [৪১-৫০]
৪২	এরা মিথ্যে বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে। অবৈধ উপার্জনে লোভাতুর।

	অতঃপর (হে মোহাম্মদ) যদি তারা (ইসরাইলের সন্তানগণ) তোমার কাছে আসে (বিচার/মিমাংসার জন্য) তবে তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করে দেবে, নয়ত তা তোমার আওতার বাইরে বলে জানিয়ে দেবে। যদি তুমি আওতার বাইরে বলে জানিয়ে দাও তবে তারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি তুমি বিচারকার্য সম্পাদন কর তবে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে বিচার সম্পন্ন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়নদের ভালবাসেন।
৪৩	তারা তোমার কাছে কিরূপে বিচারের ভার ন্যাস্ত করবে যখন তাদের নিজেদের কাছেই রয়েছে ‘তাওরাত’? তাতে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ। এতদ্বসত্ত্বেও এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরা কখনই বিশ্বাসী নয়।
৪৪	আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে পথ-নির্দেশনা ও আলোর দিশা রয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহর বিশ্বস্ত নবীরা ইহুদিদের বিচার মিমাংসা করত। আরও করত রাব্বানীগণ (চিকিৎসক) এবং বিচারকগণ। কেননা তারা ছিল ঐশী গ্রন্থের নির্দেশনাবলী পরিপালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সাক্ষী। অতএব তোমরা মানুষকে ভয় কর না ভয় কর আমাকে। আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহের বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা ক্রয় কর না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তদানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারাই অবিশ্বাসী।
৪৫	আমি ঐ গ্রন্থে (তাওরাতে) তাদের (ইসরাইলিদের) জন্য লিখে দিয়েছি যে: প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় তাতে তার নিজেরই পাপ মোচন হয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তার মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পন্ন করে না তারা পথভ্রষ্ট।
৪৬	আমি তাদের পরে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। সে পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিল। আমি তাকে ‘ইঞ্জিল’ প্রদান করেছি। এতে পথ-নির্দেশনা ও আলোর দিশা রয়েছে। এটি পূর্ববতী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়ন করে। একটি দিক-নির্দেশনা এবং একটি সতর্কবার্তা তাদের প্রতি যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।
৪৭	ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন

	তদানুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী বিচার করে না তারাই পাপাচারী।
৪৮	আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব তুমি তাদের পারস্পারিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী বিচারকার্য কর এবং তোমার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই আমি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকে এক সম্প্রদায়ভূক্ত করে দিতেন। কিন্তু তোমরা বর্তমানে যেমন আছ তেমন করা হয়েছে যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব একে অন্যের সঙ্গে ভাল কাজে প্রতিযোগীতা কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন কোথায় তোমরা মতবিরোধ করতে।
৪৯	অতএব তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী বিচার কর; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না এবং তাদের থেকে সতর্ক থেক যেন তারা তোমাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যূত না করে যা আল্লাহ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। নিশ্চয়ই! মানুষের মধ্যে অনেকেই দুষ্ট প্রকৃতির।
৫০	তারা কি অন্ধকার যুগের বিচারকার্য প্রত্যাশা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম বিচারকার্য সম্পন্নকারী আর কে আছে?
৫১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই (একজন) হবে। আল্লাহ পথভ্রষ্টদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [৫১-৫৩]
৫২	যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, 'আমরা আশঙ্কা করি পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।' সেদিন দূরে নয় যেদিন সেটি ঘটবে যে আল্লাহ বিজয় দেবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা দেবেন- ফলে তারা অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।

৫৩	এবং বিশ্বাসীরা বলবে (গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে), 'এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে আমরা তোমাদের সাথে আছি?' তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।
৫৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে যাবে (জেনে রেখ), তার পরিবর্তে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি বিনম্র এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। আল্লাহর পথে তারা কঠোর সংগ্রাম করবে এবং তারা কোন নিন্দাকারীর নিন্দায় ভীত হবে না। এমনই হয় আল্লাহর অনুগ্রহ/আশীর্বাদ যা তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। আল্লাহ সব পরিবেষ্টনকারী, সবজান্তা। [৫৪-৫৬]
৫৫	তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর বার্তাবাহক এবং বিশ্বাসীরা যারা নামাযকে প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং (উপাসনায়) সেজদাবনত হয়।
৫৬	যারা আল্লাহ, তাঁর বার্তাবাহক এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।
৫৭	হে বিশ্বাসীগণ! গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস করে এবং খেলা মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও। [৫৭-৫৮]
৫৮	যখন তোমরা উপাসনার জন্য আহবান কর তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। কারণ তারা এমন এক দলভূক্ত যারা বোঝে না।
৫৯	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! তোমরা কি আমাদেরকে এছাড়া আর কোন কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং এ কারণে যে তোমাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট? [৫৯-৬৩]
৬০	বল: আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর কাছে আছে যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন (দ্রষ্টব্য ৭:১৬৬)? যারা মূর্তীর আরাধনা করেছে মর্যাদার দিক থেকে তারাই নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও

	বিচ্যুত। [ইসরাইলিরা এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পরে নিজেদের বিভেদের কারণে তাদের একদল মূর্তীর আরাধনার প্রচলন করে।]
৬১	যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, ‘আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।’ অথচ তারা অবিশ্বাস নিয়ে আসে এবং অবিশ্বাস নিয়েই ফিরে যায়। তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন।
৬২	এবং তুমি দেখবে তাদের অনেকেই পাপ ও সীমালংঘনে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষণে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করছে। অবশ্যই তারা যা করে তা অত্যান্ত মন্দ।
৬৩	ধর্মযাজক এবং পন্ডিতব্যাক্তিগণ কেন তাদেরকে মন্দ কথা বলতে এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত কোন কিছু ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা যা করে সেটিও মন্দ।
৬৪	ইহুদিরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বদ্ধ হয়ে গেছে।’ তাদেরই হাত বদ্ধ হোক এবং একথা বলার কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর (আল্লাহর) উভয় হস্ত অনুগ্রহ দ্বারা উম্মুক্ত। তিনি যেমন ইচ্ছে তা বর্ষন করেন। তোমার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে (অনুগ্রহস্বরূপ) তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারণ করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলন করে আল্লাহ তা নির্বাপন করে দেন। তারা ভূমিতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [৬৪-৬৬]
৬৫	যদি গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ (আহলে-কিতাবরা) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে রক্ষা করে চলত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।
৬৬	যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পরিপূর্ণরূপে পালন করত, তবে তারা ওপর-নীচ সকল দিক থেকেই যথাযথভাবে পরিপালিত হত। তাদের কিছুসংখ্যক সৎপথের অনুগামী কিন্তু অনেকেই মন্দ কাজ করে।

৬৭	হে বার্তাবাহক! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সকলকে জানিয়ে দাও। আর যদি তুমি তা না কর তবে জেন যে, তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন করেন না। [৬৭-৬৯]
৬৮	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! তোমরা (পথ-নির্দেশনার) কোন পথেই নও যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ (কোরআন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পালন কর। তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে (হে মোহাম্মদ), তার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের অনেকের মধ্যে অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। তবে অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃখবোধ কর না।
৬৯	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, সাঁবেয়ী (দ্রষ্টব্য ২২:১৭) এবং খ্রীষ্টান- যারাই আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে শেষ দিবসে এবং সঠিক কাজ করে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [দ্রষ্টব্য ইসরাইল- ২:৪৭]
৭০	আমি ইসরাইলের সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন বার্তাবাহক এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত হয়নি, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যে আরোপ করেছে এবং অনেককে হত্যা করেছে। [৭০-৭১] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
৭১	তারা ধারণা করেছে যে এর ফলে তাদের কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা ইচ্ছেকৃতভাবেই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। এতদ্বসত্তেও আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া পরবশ হলেন। এরপর এখনও তাদের অনেকেই ইচ্ছেকৃতভাবে অন্ধ ও বধির হয়ে থাকছে। আল্লাহ দেখেন তারা যা কিছু করে।
৭২	তারা অবশ্যই অবিশ্বাসী যারা বলে, 'মরিময় পুত্র মসীহ-ই আল্লাহ।' অথচ মসীহ নিজে বলেন, 'হে ইসরাইলের সন্তানেরা! আল্লাহর উপাসনা কর যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা।' নিশ্চয়ই! যে ব্যাক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থির করে আল্লাহ তার জন্য স্বর্গকে

	নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তার আবাসস্থল হচ্ছে অগ্নি। দুষ্টদের কোন সাহায্যকারী নেই। [৭২-৭৫]
৭৩	নিশ্চয়ই! তারা অবিশ্বাসী যারা বলে, 'আল্লাহ তিনের এক' অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা তেমন উক্তি করা থেকে নিবৃত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের ওপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।
৭৪	তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৭৫	মরিয়ম-তনয় মসীহ বার্তাবাহক ব্যাতিত আর কিছুই নয়। তার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক অতিক্রান্ত হয়েছে; তার জননী ছিল সত্যনিষ্ঠ একজন। তারা উভয়েই খাদ্য-খাবার খেত। দেখ, কিরূপে আমি তাদের জন্য আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ স্বচ্ছভাবে তুলে ধরি এবং দেখ, কিরূপে তারা সত্য বিচ্যূত হয়!
৭৬	বল: তোমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত এমন কিছুর উপাসনা কর যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন। [৭৬-৭৭]
৭৭	বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না এবং পূর্বের সম্প্রদায়ের যারা নিস্ফল প্রত্যাশা নিয়ে ভূল কাজ করেছে এবং অনেককে বিভ্রান্ত/পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছে তাদের অনুসরণ কর না।
৭৮	ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা দাউদ এবং মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। এটি এ কারণে যে, তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করত (এবং) [৭৮-৮১] [দ্রষ্টব্য ১৭:৪, ৭:১৬৭]
৭৯	তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে পরস্পরকে নিবারণ করত না। তারা যা করত তা ছিল অবশ্যই নিকৃষ্ট কর্ম।
৮০	তুমি দেখবে, তাদের অনেকেই অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারা তাদের জন্য পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তা অবশ্যই মন্দ। ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা শাস্তির মধ্যে বসবাস করবে [দ্রষ্টব্য ১৭:৪, ৭:১৬৭]।

৮১	যদি তারা আল্লাহ, তাঁর বার্তাবাহক ও তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত তবে তারা অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী।
৮২	সব মানুষের মধ্যে বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি ইহুদি ও পৌত্তলিকদের অধিক বিরোধীতাপূর্ণ পাবে এবং বন্ধুত্বে বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সবার চাইতে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবে যারা বলে, 'নিশ্চয়ই! আমরা খ্রীষ্টান।' এর কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে পন্ডিত ও সংসারত্যাগী এবং তারা অহংকার করে না। [৮২-৮৬]
৮৩	বার্তাবাহকের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা তা শ্রবন করে, তুমি দেখবে তাদের চোখ অশ্রু সজল হয়েছে; এটি এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা তখন বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব আমাদেরকেও সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভূক্ত করুন।
৮৪	কিরূপে আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে থাকতে পারি, অথচ প্রত্যাশা করি যে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত করবেন?'
৮৫	আল্লাহ তাদের এ উক্তির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটিই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।
৮৬	কিন্তু যারা অবিশ্বাসী এবং আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করেছে তারাই অগ্নির যথার্থ অধিকারী।
৮৭	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা উত্তম কোন কিছুকে নিষিদ্ধ কর না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধিসম্মত করেছেন এবং সীমা অতিক্রম কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [৮৭-৮৮] [আয়াত ৮৭-১০৮, বিধিসম্মত ও বিধিসম্মত নয় এমন বিষয় বিবৃত হয়েছে।]
৮৮	যে সব বস্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বিধিসম্মত ও উত্তম খাদ্যরূপে প্রদান করেছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।
৮৯	আল্লাহ তোমাদেরকে সে কাজের জন্য দায়ী করবেন না যে কাজে তোমাদের করা শপথ/প্রতিজ্ঞা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সে

	কাজের জন্য দায়ী করবেন যার জন্য তোমাদের করা শপথ আন্তরীক। শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ (কাফফারা) স্বরূপ দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করতে হবে; তেমন খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করতে হবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসীকে মুক্ত করে দিতে হবে। যে ব্যাক্তি এসবের সামর্থ্য রাখে না সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটি তোমাদের শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ যেন তোমরা তোমাদের শপথকে বজায় রাখ। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
৯০	হে বিশ্বাসীগণ! মদ ও জুয়া এবং প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য ব্যাতিত আর কিছু নয়। এগুলি থেকে দূরে থাক যেন তোমরা সফল হতে পার। [৯০-৯৩]
৯১	মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারণ করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ ও উপাসনা থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চায়। তবুও কি তোমরা তা করবে?
৯২	আল্লাহ এবং বার্তাবাহককে মান্য কর এবং সতর্ক হও! যদি তোমরা বিমুখ হও তবে জেনে রেখ, আমার বার্তাবাহকের দায়িত্ব শুধুমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয়া।
৯৩	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজ করে তারা (পূর্বে) যা গ্রহণ/ভক্ষণ করেছে সে জন্য তাদের কোন পাপ নেই। অতএব তোমার (প্রতিপালকের প্রতি) কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং ভাল কাজ কর। আবার বলি তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর। আরও একবার বলি: তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং সঠিক কাজ কর। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন।
৯৪	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছাতে পারে- যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব যে ব্যাক্তি এরপরও সীমা অতিক্রম করে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। [৯৪-১০০]
৯৫	হে বিশ্বাসীগন, তোমরা এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে বধ কর না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে-শুনে শিকারকে বধ করবে তার ওপর যা সে

	বধ করেছে তার সমান পশুর বিনিময় ধার্য্য হবে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যাক্তি এর মিমাংসা করবে- বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে অথবা কাফফারা হিসেবে কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদ করে। অতীতে যা হয়ে গেছে আল্লাহ সেটি ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় এমন করবে আল্লাহ তার প্রতিকার করবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, ভূল উৎপাটনে সক্ষম।
৯৬	তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে মনযোগী হও যার কাছে তোমরা সমবেত হবে।
৯৭	আল্লাহ সম্মানিত (পবিত্র) গৃহ কাবা, সম্মানিত মাসসমূ, উৎসর্গীকৃত পশু এবং উৎসর্গীকরণার্থে গলায় বিশেষভাবে চিহ্নিত পশুকে মানুষের কল্যাণের কারণস্বরূপ করেছেন। এর কারণ এই যে, যেন তোমরা জেনে নাও যে আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।
৯৮	জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর; তবে একই সঙ্গে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৯৯	বার্তাবাহকের দায়িত্ব শুধুমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর।
১০০	বল: মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষণ করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।
১০১	হে বিশ্বাসীগণ! এমন কিছু জানতে চেও না যা তোমাদের কাছে পরিব্যাক্ত হলে তোমাদেরকে বিব্রত করবে। যদি কোরআন অবতীর্ণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। [১০১-১০২] [এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছেন; বিশেষত যেসব বিষয়ের আদৌ কোন ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই এবং যা আত্মীক কিংবা আধ্যাতিক উন্নয়নের জন্যও উপকারী নয়।]

১০২	তোমাদের পুর্বে এরূপ কথা এক সম্প্রদায় জানতে চেয়েছিল। অতঃপর তারা সেসব বিষয়ে অবিশ্বাস করেছিল।
১০৩	আল্লাহ 'বাহিরা' 'সাইবা' 'ওয়াসীলা' এবং 'হামী' এমন ধরণের কোন কিছুকে নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু আবিশ্বাসীরা আল্লাহর বিষয়ে মিথ্যে বলে। তাদের অধিকাংশেরই বিচার-বিবেচনা নেই। [১০৩-১০৫] [এ আয়াতে ইসলামের অবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। তারা দেবতাদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কিংবা কোন মানত পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন নামে পশুদের উৎসর্গ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'বাহিরা'। 'বাহিরা' হচ্ছে সেই স্ত্রী উষ্ট্রী যার পাঁচটি সন্তান আছে এবং সর্বশেষটি পুরুষ। তারা এমন উষ্ট্রীর কর্ণচ্ছেদ করত এবং তাকে স্বাধীন করে দিত। তাকে দিয়ে কোন কাজ করান নিয়মসিদ্ধ নয় বলে মনে করত। তার দুধ পান করত না, বাহন হিসেবে ব্যাবহার করত না। সে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়াতে পারত। তেমনিভাবে 'সাইবা' 'ওয়াসীলা' এবং 'হামী' এদেরও রয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট।]
১০৪	যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান এবং বার্তাবাহকের দিকে এসো তখন তারা বলে, 'আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের পেয়েছি।' যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষেরা সঠিক জ্ঞান রাখত না এবং তাদের কোন দিক-নির্দেশনাও ছিল না (তবুও) কি তারা তাই করবে?
১০৫	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের। যে ভূল পথে চলে সে তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যদি তুমি সঠিক পথে চল। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি তোমাদেরকে জানাবেন তোমরা যা কিছু করতে।
১০৬	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রেখ। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যাক্তিকে সাক্ষী রেখ। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, 'আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না যদি এটি কোন আত্মীয়ও হয়, তবুও আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। অন্যথায় আমরা পাপী হব।'

	[১০৬-১০৮]
১০৭	অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় সাক্ষী কোন অন্যায় করেছে যা আশংকা করা হয়েছিল, তবে যাদের স্বার্থহানি হয়েছে তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যাক্তির নিকটতম দু'ব্যাক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে এই বলে শপথ করবে যে, 'অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যর চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এর অন্যথা হলে আমরা অবশ্যই ভূল-পথগামী হব।'
১০৮	এর ফলে আশা করা যায় যে তারা তুলনামূলক অধিকতর সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে, অন্যথায় আশঙ্কা থেকে যাবে যে তাদের নিকট থেকে শপথ নেয়ার পরও অন্যদের দেয়া শপথটিকেই গ্রহণ করা হবে। আল্লাহর প্রতি তোমাদের দায়িত্বের বিষয়ে অধিক মনযোগী হও এবং শোন, আল্লাহ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করেন না।
১০৯	যেদিন আল্লাহ সকল বার্তাবাহকগনকে একত্রিত করবেন অতঃপর বলবেন, 'তোমরা কেমন সাড়া পেয়েছিলে (মানব সম্প্রদায় থেকে)?' তারা বলবে, 'এ বিষয়ে আমাদের কোন (সঠিক) জ্ঞান নেই। আপনি, কেবল আপনিই অদৃশ্য বিষয়ের জান্তা।' [১০৯-১২০] [পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ এবং বার্তাবাহকগনের কথোপকথনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্য।]
১১০	আল্লাহ বলবেন, 'হে ঈসা- মরিয়ম পুত্র, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতে [দ্রষ্টব্য ১৯:২৯-৩০] এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাইলকে তোমা থেকে নিবৃত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী ছিল তারা বলল, 'এটি তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।'

১১১	এবং যখন আমি শিষ্যদের মনে জাগ্রত করলাম যে আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক তখন তারা বলল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম' এবং আপনি সাক্ষী যে, 'আমরা আনুগত্যশীল।'
১১২	যখন শিষ্যরা বলল, 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা, তোমার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন?' সে বলল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।'
১১৩	তারা বলল, 'আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে তুমি সত্য বলেছ এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।'
১১৪	ঈসা মরিয়ম পুত্র বলল, 'হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করুন। তা আমাদের জন্য, আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি তো আমাদের জীবনোপকরণ দান করেন। আপনিই তো শ্রেষ্ট জীবনোপকরণ দাতা।'
১১৫	আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয়ই! আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।'
১১৬	যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে ঈসা! মরিয়ম পুত্র! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আল্লাহ ব্যাতিত আমাকে এবং আমার মাতাকেও দুই উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'আপনি মহিমান্বিত! এটি আমার জন্য শোভনীয় নয় যে আমি এমন কথা বলি যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি কখনও বলে থাকি তবে অবশ্যই আপনি পরিজ্ঞাত; আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন কিন্তু আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই! আপনি, কেবল আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।
১১৭	আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি যা আপনিই আদেশ করেছ্ন (তা) এই যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনিই আমাকে লোকান্তরীত

	করলেন তখন থেকে আপনিই তাদের বিষয়ে ভালভাবে অবগত। আপনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।
১১৮	যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে নিশ্চয়ই! তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা কর (তবুও নিশ্চয়ই! তারা আপনারই দাস)। আপনি, কেবল আপনিই পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।'
১১৯	আল্লাহ বলবেন, 'আজ সেই দিন! যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে।' তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত যেখানে তারা চিরকালের জন্য নিরাপদ। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি (সন্তুষ্ট)। এটিই মহা সফলতা।
১২০	নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

৬. সূরা আল-আনআম, আয়াত সংখ্যা-১৬৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Cattle'। যার বাংলা অর্থ 'গবাদিপশু' বা 'চতুষ্পদ জন্তু'। সূরায় গবাদি পশু সম্পর্কিত কু-সংস্কার বিষয়ে কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত থাকায় সেখান থেকে এ নামটি নেয়া হয়েছে (আয়াত নং ১৩৬-১৩৯)। নামটি প্রতীকী। এমন নয় যে সূরায় গবাদিপশু বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সূরায় তাওহীদ, শিরক ও পুনরুত্থান দিবস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা অলৌকিক কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা ছাড়া অবতীর্ণ বার্তায় বিশ্বাস রাখতে চায় না। অথচ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আল্লাহর বিবিধ প্রকারের অগনিত নিদর্শন। এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে উদাসীন সে এসব থেকে কিছুই বুঝতে বা দেখতে পারবে না এবং কোন শিক্ষাও লাভ করতে পারবে না। বলা হচ্ছে পুনরুত্থান দিবস আসবে। তবে প্রত্যেক ঘোষণার বিপরীতে একটি সময় নির্ধারিত আছে। যথাসময়ে মানুষ তা জানতে পারবে। তখন আর অবকাশ পাওয়া যাবে না সংশোধিত হওয়ার এবং কোন সুযোগও থাকবে না।

মানুষকে তাই তার কর্ম ও তার পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভাল-মন্দ সকল মানুষকেই জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু যারা ভূল-পথগামী তারা পরবর্তী জীবনে স্বাচ্ছন্দ হারিয়ে ফেলবে। মানুষ যেন ভূল না করে সেজন্য এ সতর্কবাণী, মানুষেরই মঙ্গলার্থে। যথাসময়ে

মানুষ সত্যকে (পুনরুত্থান দিবস ও কর্মের হিসেব দান বা জবাবদিহিতার বিষয়ে) জানতে পারবে।

চারিদিকে অগনিত নিদর্শন। যে প্রত্যক্ষ করবে সে তার নিজের উপকারার্থেই করবে এবং যে অন্ধ হবে সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। বার্তাবাহকের কাজ বার্তা পৌঁছে দেয়া। কোন নিদর্শন নিয়ে আসা বার্তা বাহকের কাজ নয় এবং মানুষের ভাল-মন্দ করাও তাঁর কাজ নয়। বস্তুত সকল কর্মের বিধায়ক স্বয়ং আল্লাহ এবং মানুষের নিজের দায়িত্ব নিজের। তবে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল। ভূল করেও কেউ সঠিক পথে ফিরে এলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল পাবে।

সূরায় সামজে প্রচলিত ঘৃণিত কু-সংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। যেসবের উৎপত্তির উৎস শিরক। তাই শিরক না করতে বলা হয়েছে। কেননা যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে অর্থাৎ শিরক করে তারা অংশীদারদের মাধ্যমে অন্যায় ও ঘৃণিত কাজকে বৈধতা দেয়। যা আল্লাহ দেননি।

অবিশ্বাসীদের করা আচরণের প্রেক্ষিতে বিশ্বাসীদের সঠিক আচরণ ও করণীয় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে সূরায়। সূরায় সঠিক ও সরল পথের দিক-নির্দেশনা আছে। তবে সহজ-সরলকে সহজ-সরলভাবেই বুঝতে হবে। অতি চূলচেরা বিশ্লেষন অনেক ক্ষেত্রে সহজকেও জটিলতার মধ্যে ফেলে দেয়।

অবতীর্ণ গ্রন্থ সহজ, সরল ও সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয়। কিন্তু যারা এতে মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে অবশ্যই আল্লাহ তাদের বিষয়ে অবগত। প্রত্যেকেই তার নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে, কেউই অন্যের বোঝা বহন করবে না- সূরায় সে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোকে নিয়োজিত করেছেন। তথাপি অবিশ্বাসীরা স্বীয় পালনকর্তার সঙ্গে অন্যান্যকে সমতূল্য গণ্য করে। [১-৩]
২	তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের (প্রত্যেকের) জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বিশ্ব-জগতের

	জন্যও) একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর।
৩	তিনিই আল্লাহ নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও উচ্চারিত উভয় বিষয় জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তিনি তা জানেন।
৪	আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে তাদের কাছে এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ হয়নি যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। [৪-৬]
৫	তারা সত্যকে অস্বীকার করছে যখন তা তাদের কাছে পৌঁছেছে। বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে যা নিয়ে তারা উপহাস করে।
৬	তারা কি দেখে না যে, তাদের পুর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যাদেরকে আমি পৃথিবীতে তোমাদের চাইতে অধিক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আকাশ থেকে তাদের জন্য প্রচুর বর্ষন করেছি এবং তাদের তলদেশে নদীসমুহকে প্রবাহিত করে দিয়েছি। তথাপি আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।
৭	যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত- তবুও অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলত যে, 'এটি প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়।' [৭-৯]
৮	তারা বলে, 'তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা প্রেরণ করা হল না?' যদি আমি কোন ফেরেশতাকে প্রেরণ করতাম তবে বিষয়টি শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্য অবকাশও দেয়া হত না।
৯	যদি আমি ফেরেশতাকে (বার্তাবাহক) করে প্রেরণ করতাম, তবে তাকে মানুষের মত করেই পাঠান হত এবং তাদেরকে তেমন বিভ্রমেই ফেলতাম (সত্যের বিষয়ে) যেমন বিভ্রমে এখন আছে।
১০	নিশ্চয়ই! তোমার পূর্ববর্তী বার্তাবাহকগণের সঙ্গেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাদের সঙ্গে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা উপহাস করত। [১০-১২]
১১	বল: তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর; দেখ পরিত্যাগকারীদের কি পরিণাম হয়েছে?

১২	বল: নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা আছে তার মালিক কে? বল: আল্লাহ। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থান দিবসে একত্রিত করেন যে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।
১৩	রাত কিংবা দিনে যা কিছু স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [১৩-১৬]
১৪	বল: আমি (মোহাম্মদ) কি আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গণ্য করব- যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, যিনি সবাইকে আহার্য্য প্রদান করেন যাকে কেউ আহার্য্য দান করে না? বল: আমি আদিষ্ট হয়েছি তাঁর প্রতি সর্বাগ্রে নিজেকে সমর্পন করতে এবং (হে মোহাম্মদ) তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা পৌত্তলিক।
১৫	বল: আমি ভয় করি যদি আমি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচারণ করি তবে সেই মহাদিবসের শাস্তিকে।
১৬	যার নিকট থেকে ঐদিন (পুনরুত্থান দিবসে) এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে সত্যিকার অর্থেই তার প্রতি সেটি হবে আল্লাহর অনুকম্পা। এটিই বড় সাফল্য।
১৭	যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তবে তিনি ব্যাতিত তা অপসারণ করার কেউ নেই এবং যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করেন তবে (কেউ নেই যে তা প্রতিরোধ করতে পারে) তিনিই তো সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান। [১৭-১৮]
১৮	তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের ওপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।
১৯	বল (হে মোহাম্মদ): সাক্ষ্যদাতা হিসেবে সবচেয়ে মূল্যবান কে? বল: তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী। এ কোরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে তাদের সবাইকে সতর্ক করি। তোমরা কি এমন সাক্ষ্য বহন কর যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য উপাস্যও আছে? বল: আমি এমন কোন সাক্ষ্য বহন করি না। বল: তিনিই একমাত্র উপাস্য। তোমরা (তাঁর সঙ্গে) যে অংশীদারী আরোপ কর আমি তা থেকে মুক্ত। [১৯-২১]
২০	যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা তাকে জানে যেমন তাদের

	সন্তানদেরকে জানে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।
২১	তার চেয়ে বড় ভূলে আর কে আছে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে এবং তাঁর অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই! ভূল-পথগামীরা সফলকাম হবে না।
২২	যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা (আল্লাহর) অংশীদার সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে বলব, 'কোথায় সে অংশীদারেরা যাদেরকে তোমরা বিশ্বাস করতে?' [২২-২৪]
২৩	অতঃপর তাদের এটি বলা ছাড়া আর কোন অজুহাত থাকবে না যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আল্লাহর শপথ, আমরা কখনই পৌত্তলিক ছিলাম না।'
২৪	দেখ কিভাবে তারা নিজেদের বিপক্ষে মিথ্যে বলছে? এবং যেসব বিষয় তারা উদ্ভাবন করত তা তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।
২৫	তাদের কেউ কেউ তোমার কথা শ্রবন করে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরে আবরণ দিয়ে রেখেছি যেন তারা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও তারা বিশ্বাস আনবে না। কেননা তারা তোমার কাছে আসে বিতর্ক করার জন্য; অবিশ্বাসীরা বলে, 'এগুলি আর কিছুই না পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যাতিত।' [২৫-৩০]
২৬	এবং তারা মানুষকে এর শ্রবন থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও একে পরিহার করে চলে। তারা নিজেদেরকেই নিজেরা ধ্বংস করছে অথচ উপলব্ধি করছে না।
২৭	তুমি যদি দেখতে যখন তাদেরকে অগ্নির সম্মুখীন করা হবে এবং তারা বলবে, 'আহ! যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম; তবে আমরা পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীসমূহ অস্বীকার করতাম না, বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।'
২৮	না, বরং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে। যদি তাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হয় তথাপি তারা তাই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই! তারা মিথ্যে বলে।
২৯	এবং তারা বলে, 'এ পার্থিব জীবন ব্যাতিত আর কিছুই নেই। আমরা

	পুনরুত্থিত হব না।’
৩০	যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করান হবে, তিনি বলবেন, ‘এটি কি বাস্তব সত্য নয়?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের শপথ (এটি বাস্তব সত্য)।’ তিনি বলবেন, ‘অতএব শাস্তি আস্বাদন কর কেননা তোমরা অবিশ্বাস করতে।’
৩১	নিশ্চয়ই! তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যে মনে করেছে। এমনকি যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা কান্না করে বলবে, ‘হায়! আফসোস! এ বিষয়কে আমরা কতই না অবহেলা করেছি।’ তারা স্বীয় ভূলের বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। তারা যে বোঝা বহন করবে তা নিকৃষ্টতর বোঝা। [৩১-৩২]
৩২	পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক ব্যাতিত আর কিছু নয়। অথচ যারা আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে উত্তম আবাস। তোমরা কি বোঝ না?
৩৩	আমি ভালভাবেই জানি কিভাবে তাদের উক্তি তোমাকে কষ্ট দেয়। যদিও সত্যি বলতে তারা তোমাকে অস্বীকার করে না (হে মোহাম্মদ), পথভ্রষ্টরা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করে। [৩৩-৩৬]
৩৪	তোমার পূর্বেও অনেক বার্তাবাহককে অস্বীকার করা হয়েছে; তারা অস্বীকার ও নিন্দা-নির্যাতনের মুখে ধৈর্য্যধারণ করেছে যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছে। কেউ নেই যে আল্লাহর বাণী (আদেশ/সিদ্ধান্ত) পরিবর্তন করতে পারে। তোমার কাছে ইতিমধ্যে বার্তাবাহকগণের কিছু সংবাদ পৌঁছেছে।
৩৫	যদি তাদের বিমুখতা তোমাকে কষ্ট দেয় তবে (তাদেরকে সত্য বোঝাবার জন্য) তুমি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করে তাদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে এসো যদি সম্ভব হয়! যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি সকলকে তার দিক-নির্দেশনার মধ্যেই নিয়ে আসতেন। অতএব তুমি বোকাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।
৩৬	তারাই গ্রহণ করে যারা শ্রবন করে। মৃতদেরকে আল্লাহ উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।
৩৭	তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, ‘তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?’ বল: আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ

	করতে পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। [৩৭-৩৯]
৩৮	যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সকলে তোমাদেরই মত। গ্রন্থ লিপিবদ্ধকরণে কোন বিষয়কেই আমি উপেক্ষা করিনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সমবেত হবে।
৩৯	যারা আমার অবতীর্ণ নিদর্শনকে অস্বীকার করে তারা মূক ও বধিরের ন্যায় অন্ধকারে পতিত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন।
৪০	বল: তোমরা কি তোমাদের নিজেদের কথা ভেবে দেখেছ? যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নিপতিত হয়, কিংবা তোমাদের শেষ সময় উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? উত্তর দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [৪০-৪১]
৪১	না, বরং তোমরা তাঁকেই ডাক। অতঃপর তিনি যদি চান তবে তা দুর করে দেন যেহেতু তোমরা তাঁকে ডাক এবং তখন তোমরা যে সব অংশীদারীত্ব আরোপ কর তা ভুলে যাও।
৪২	আমি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতিও বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে আমি অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করেছিলাম যেন তারা বিনম্র হয়। [৪২-৪৫]
৪৩	কেবলমাত্র যখন তাদের কাছে আমার দূর্যোগ নেমে আসত তখন তারা বিনম্র হত! তারপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যেত এবং তারা যা করত শয়তান তাদের কাছে তা সুশোভিত করে প্রদর্শন করত।
৪৪	তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়ে গেল, তখন আমি তাদের প্রতি সবকিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। অতঃপর তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাতে যখন তারা অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তখন তাদের অজান্তেই অকস্মাৎ আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম এবং তারা নিরাশ হয়ে গেল।
৪৫	এভাবেই যারা ভুল পথে চলছিল তাদের সর্বশেষ শিকড়টিও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।
৪৬	বল: তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরকে বদ্ধ করে দেন তবে আল্লাহ

	ব্যাতিত তোমাদের এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদেরকে এগুলি পুনঃসংযোগ করে দেবে? দেখ, কিভাবে আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। [৪৬-৪৯]
৪৭	বল: তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহর শাস্তি আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের ওপর এসে পড়ে তবে পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ব্যাতিত আর কে ধ্বংস হবে?
৪৮	সুসংবাদাতা কিংবা সতর্কতা প্রদর্শনকারীরূপে ছাড়া আমি বার্তাবাহকদের প্রেরণ করি না। যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তার কোন শঙ্কা নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।
৪৯	যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাদেরকে তাদের কৃতকাজের জন্য দূর্যোগ স্পর্শ করবে।
৫০	বল (হে মোহাম্মদ, অবিশ্বাসীদের প্রতি): আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে এবং এটিও বলি না যে আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং আমি তোমাদের বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি আমাকে যা করতে অনুপ্রাণীত করা হয়। বল: অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তবে কি তোমরা চিন্তা করবে না? [৫০-৫১]
৫১	অতএব তাদেরকে সতর্ক কর যারা এ কারণে ভয় করে যে, তারা জানে তাদেরকে একদিন স্বীয় পালনকর্তার কাছে সমবেত হতে হবে এবং তাঁর পাশে তাদের কোন সাহায্যকারী কিংবা কোন সুপারিশকারী থাকবে না যেন তারা (মন্দ কাজ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৫২	তাদের ফিরিয়ে দিও না যারা সকাল-সন্ধ্যায় স্বীয় পালনকর্তার উপাসনার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের জন্য তোমাকে জবাবদিহি হতে হবে না, না তারা তোমার জন্য জবাবদিহি হবে যে তুমি তাদেরকে বিতাড়ন করবে; ফলশ্রুতিতে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। [৫২-৫৩] [সমাজের কথিত নিচু পর্যায়ের লোকেরা বিশ্বাসী হয়েছে বলে উপহাস করা হত। যেমন- হযরত বেলাল ও অন্যান্য। তারা মহানবীর সহচর। আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহককে এ ধরণের অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যকারীদের কথায় ভগ্নহৃদয় না হতে নির্দেশনা দেন। আল্লাহর অন্তহীন নিদর্শনের এটিও একটি নিদর্শন যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। দ্রষ্টব্য ১৮:২৮]
৫৩	এভাবেই আমি একদলকে দিয়ে অন্য দলকে পরীক্ষা করি যেন তারা বলে

	যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন?
৫৪	যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার কাছে আসবে বল: তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা দয়া প্রদর্শনের বিষয়টিকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারপর সঠিক কাজ করে, নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [৫৪-৫৫]
৫৫	এমনিভাবে আমি অবতীর্ণ বাণীসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি- যেন অপরাধীদের পথসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।
৫৬	বল: আমাকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর। বল: আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না। কেননা তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হব না। [৫৬-৬২]
৫৭	বল: আমি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর আস্থা রাখি যা তোমরা অস্বীকার কর। তোমরা যে বিষয়টি (পুনরুত্থান দিবস) শীঘ্রই প্রত্যাশা করছ তা আমার কাছে নেই। সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর। তিনি সত্য বলেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
৫৮	বল: যদি আমার কাছে তা থাকত যা তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাশা করছ, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা হয়ে যেত। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত।
৫৯	অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁরই কাছে। তিনি ব্যাতিত কেউই এ সম্পর্কে জানেন না। তিনি জানেন জলে ও স্থলে যা কিছু বিদ্যমান। একটি পাতাও ঝরে না অথচ তিনি তা জানেন। জগতের বিশাল অন্ধকারে একটি শস্য কণাও আর্দ্র কিংবা শুষ্ক ভূমিতে পতিত হয় না যার হিসেব সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে।
৬০	তিনিই তোমাদেরকে রাত্রিকালে সমবেত করেন এবং দিবসে তোমরা যা কিছু কর তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি দিবসে তোমাদেরকে উত্থিত করেন- যেন নির্দিষ্ট সময় পরিপূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা কিছু তোমরা করতে।

৬১	তিনিই স্বীয় বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেন তত্ত্বাবধানকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়; তখন আমার প্রেরিতরা তাকে গ্রহণ করে (মৃত্যু ঘটায়) এবং তারা তাদের কর্তব্য পালনে কোন অবহেলা করে না।
৬২	অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রতিপালক ন্যায়পরায়ন আল্লাহর নিকট পুনসংযোজন/প্রত্যান্বিত করা হবে। নিশ্চয়ই! মিমাংসা/বিচার তারই। তিনি দ্রুত হিসেব নিস্পত্তিকারী।
৬৩	বল: কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও সংগোপনে আহবান কর এই বলে যে, 'যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব।' [৬৩-৬৫]
৬৪	বল: আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা থেকে। তথাপি তোমরা অংশীদারী আরোপ কর।
৬৫	বল: তিনি তোমাদেরকে উর্ধ্বালোক কিংবা পাদদেশ থেকে কিংবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে একের দ্বারা অন্যকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন। দেখ, কিরূপে আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যেন তোমরা বুঝতে সক্ষম হও।
৬৬	তোমার সম্প্রদায় একে (পুনরুত্থান দিবসকে) অস্বীকার করছে (হে মোহাম্মদ) যদিও এটি সত্য। বল: আমাকে তোমাদের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়নি। [৬৬-৬৭]
৬৭	প্রত্যেক ঘোষণার বিপরীতে একটি সময় নির্ধারিত আছে এবং তোমরা তা জানতে পারবে।
৬৮	যখন তুমি তাদেরকে (অবিশ্বাসী/উপহাসকারীদেরকে) দেখ যে আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ নিয়ে ছিদ্রান্বেষনে লিপ্ত- তাদের নিকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও (হে মোহাম্মদ) যে পর্যন্ত না তারা প্রসাঙ্গন্তরে চলে যায়। যদি শয়তান তোমাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর ভূল-পথগামীদের সমাবেশে উপবেশন কর না। [৬৮-৭০]
৬৯	যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে এদের জন্য তারা দায়ী হবে না; তবে সতর্কবার্তা অবশ্যই প্রদান করতে হবে যেন তারাও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে।

৭০	তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দাও যেন সে যা অর্জন করেছে তাতে না সে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লাহ ব্যাতিত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং তাদের নিকট থেকে বিনিময় হিসেবে কোন কিছুই গ্রহণ করা হবে না। এরা নিজেদের নিস্ফল কাজ দ্বারা নিজেদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি কেননা তারা অবিশ্বাস করে।
৭১	বল: আমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত এমন কাউকে আহবান করব যে আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করার পরও আমরা কি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব ঐ ব্যাক্তির মত যাকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে- যদিও তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে, 'এসো, আমাদের কাছে।' বল: নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। আমরা জগতসমুহের পালনকর্তার নিকট নিজেদের সমর্পন করতে নির্দেশিত হয়েছি [৭১-৭৩]
৭২	এবং নির্দেশিত হয়েছি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে। তিনিই সে জন যার নিকট তোমরা সমবেত হবে।
৭৩	তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্য/সঠিকতা/যথার্থতার সঙ্গে। সেদিন যখন তিনি বলবেন, 'হও!' অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর উচ্চারিত বাণী/নির্দেশনাই সত্য। সেদিন তাঁরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।
৭৪	(স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বলল: তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ? নিশ্চয়ই! আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এবং তোমার সম্প্রদায় স্পষ্টতই ভূলপথগামী। [৭৪-৮৩] [আয়াত নং ৭৪-৮৩ পর্যন্ত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আরবরা বিশেষত কুরাইশরা তাদেরকে তাঁর বংশধর বিবেচনায় নিজেদেরকে গর্বিত মনে করত। মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাজ যে তাঁরই কাজের ধারাবাহিকতা সেটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করার আহবান

	জানান হয়েছে। তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না।]
৭৫	এভাবেই আমি ইব্রাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বিষয়সমুহ প্রদর্শন করতে লাগলাম যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের একজন হয়।
৭৬	যখন রাতের অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হল তখন সে একটি তারা দেখতে পেল। সে বলল, 'এটিই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমি ভালবাসি না সেই বস্তু যা অস্তমিত হয়।'
৭৭	অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল সে উচ্ছসিত হয়ে বলল, 'এটিই আমার প্রতিপালক।' কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল সে বলল, 'যদি না আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন করেন তবে নিশ্চিতভাবেই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।'
৭৮	এবং যখন সে সূর্য্যকে উদিত হতে দেখল বলল, 'এটি আমার পালনকর্তা; এটি বৃহত্তর!' কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয় তাঁর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ কর আমি সে সব থেকে মুক্ত।
৭৯	নিশ্চয়ই! আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।'
৮০	তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্কে বিবাদ করছ যখন তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরা তাঁর পাশে যাদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত কর আমি তাদেরকে ভয় করি না যদি না আমার পালনকর্তা তেমনটি চান। আমার পালনকর্তা প্রত্যেকটি বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি তবে চিন্তা ভাবনা করবে না?
৮১	যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার মনে কর তাদেরকে আমি কিরূপে ভয় করি যখন তোমরা ভয় কর না আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করতে; যে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ-পত্র অবতীর্ণ করেননি। অতএব উভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তা লাভের অধিকার কার অধিক বল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে?'
৮২	যারা বিশ্বাস করে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে ভূল দ্বারা আচ্ছন্ন করে না নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।

৮৩	এটি ছিল আমার যুক্তি যা আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছে তাকে জ্ঞানের মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করি। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, সচেতন।
৮৪	আমি তাকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি এবং তার সন্তানদের মধ্যে (পথ প্রদর্শন করেছি) দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি [৮৪-৯০]
৮৫	এবং জাকারিয়া, ইয়াহহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে। তারা সবাই ছিল সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত
৮৬	এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লূতকে। তাদের প্রত্যেককেই আমি সৃষ্টির সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি।
৮৭	আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃ-পুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।
৮৮	এমনই আল্লাহর পথ প্রদর্শন যা তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। যদি তারা অংশীদারী আরোপ করত তবে তাদের কাজ-কর্ম তাদের জন্য ব্যার্থ হয়ে যেত।
৮৯	তাদেরকে আমি গ্রন্থ, নির্দেশনা ও নবুয়ত দান করেছি। কিন্তু যদি তারা অবিশ্বাস করত তবে আমি এটি এমন কোন সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম যারা এতে অবিশ্বাসী হত না।
৯০	এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব তাদের পথ অনুসরণ কর। বল (হে মোহাম্মদ): আমি তোমাদের কাছে এর (অবতীর্ণ বাণীর) বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাই না। নিশ্চয়ই! এটি তাঁর সৃষ্টির প্রতি এক সতর্কবার্তা ভিন্ন আর কিছু নয়।
৯১	তারা আল্লাহর ক্ষমতাকে যথার্থরূপে পরিমাপ/অনুধাবন করতে পারেনি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।' বল (ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি যারা এরূপ বলে): ঐ গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছিল যা মূসা নিয়ে এসেছিল যা ছিল আলোর দিশা এবং মানব মন্ডলীর জন্য পথ-প্রদর্শকস্বরূপ যা তোমরা বিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে প্রদর্শন কর এবং বহুলাংশে গোপন কর এবং যার মাধ্যমে তোমরা এমন

	অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করেছ যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ জানতে না? বল: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দাও। [৯১-৯৪]
৯২	এটি (কোরআন) এমন একটি আশীর্বাদপুষ্ট গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের সত্যতা নিশ্চিত করে যেন তুমি মক্কা ও তার আশে পাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা তাদের উপাসনার বিষয়েও যত্নবান।
৯৩	ঐ ব্যাক্তির চাইতে বড় পথভ্রষ্টতার দোষে দোষী আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে এবং বলে, 'আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।' অথচ তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি এবং যে বলে, 'আল্লাহ যেমন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তেমনি অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি।' যদি তুমি দেখতে যখন পথভ্রষ্টরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকে এবং ফেরেশতারা হস্ত প্রসারিত করে বলে, 'বের কর স্বীয় আত্মা! আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সমূহকে অবজ্ঞা করতে।'
৯৪	আজ তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমনটি আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের বিষয়ে অংশীদার। আজ তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা অনুমান করতে তা ব্যার্থ হয়েছে।
৯৫	নিশ্চয়ই! তিনিই আল্লাহ, যিনি বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। তিনি জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন ও মৃতকে জীবন্ত করেন। তেমনই আল্লাহ। অতঃপর তোমরা কিরূপে বিপথগামী হচ্ছ? [৯৫-৯৯]
৯৬	তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষ ঘটান। তিনি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে হিসেব নির্ধারণের জন্য। এমনই পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর পরিমাপ নিরূপণ প্রক্রিয়া।

৯৭	তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছেন যেন তোমরা জলে ও স্থলে অন্ধকারের মাঝেও পথের দিশা পাও। আমি প্রেরিত বাণী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৯৮	তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যাক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য সামগ্রীক পরিবেশ ও তাতে প্রয়োজনীয় সব সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করেছেন। আমি প্রেরিত বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা অনুধাবন করে।
৯৯	তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ পাতা নির্গত করি যা থেকে ঘন গুচ্ছ শস্যদানা উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুঁয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার সৃষ্টি করি যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বৈসাদৃশ্য। ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সেগুলি ফলবান হয় এবং যখন তা পরিপক্ক হয়, নিশ্চয়ই! এগুলিতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য।
১০০	তারা (অবিশ্বাসীরা) জ্বিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে, অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং অজ্ঞতাবশত তাদেরকে আল্লাহর পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত তা থেকে তারা যা সাব্যস্ত করে। [১০০-১০৩]
১০১	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গী নেই, যখন তিনিই যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সব বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত?
১০২	তেমনি আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তাঁরই উপাসনা কর। তিনি সকল বিষয়ের প্রতিপালন করেন।
১০৩	দৃষ্টি/অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ধারণা/কল্পনা করতে সক্ষম নয়, অথচ তিনি সকল ধারণা/কল্পনাকে জানেন। তিনি সূক্ষ্দর্শী, সচেতন।
১০৪	তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব যে প্রত্যক্ষ করবে সে তার নিজের উপকারার্থেই করবে এবং যে অন্ধ হবে সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ নই। [১০৪-১০৮]

১০৫	এমনিভাবে আমি আমার নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তারা (অবিশ্বাসীরা) না বলে যে তুমি তো পড়ে নিয়েছ (পূর্বের গ্রন্থসমুহ, অর্থাৎ বাইবেল) এবং যেন আমি একে তাদের কাছে পরিস্কারভাবে ব্যাক্ত করি যাদের জ্ঞান আছে।
১০৬	তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার ভেতরে যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় তুমি তা অনুসরণ কর (হে মোহাম্মদ)। তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই এবং পৌত্তলিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
১০৭	যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা পৌত্তলিক হত না। আমি তোমাকে তাদের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত করিনি, না তুমি তাদের কারণে দায়ী হবে।
১০৮	যারা আল্লাহর পাশে অন্যদের আরাধনা করে তোমরা তাদেরকে উপহাস কর না, কেননা তাহলে তারাও ভূল করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে নিয়ে উপহাস করবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জাতি/সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের নিজ নিজ কাজ-কর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।
১০৯	তারা আল্লাহর শপথ নিয়ে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। বল: নিদর্শনাবলী আল্লাহর হাতে। কে তোমাদেরকে বোঝাবে যে নিদর্শনাবলী এলেও তারা বিশ্বাস করবে না? [১০৯-১১৩]
১১০	তারা যেমন এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তেমনি আমিও ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
১১১	যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতাম এবং যদি তাদের সঙ্গে মৃতরা কথা বলত এবং আমি যদি সব বস্তুকে তাদের সামনে এনে উপস্থিত করে সাজিয়ে রাখতাম, তথাপি তারা আল্লাহ তেমনটি না চাইলে বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তাদের অধিকাংশই অবুঝ।
১১২	এমনিভাবে আমি প্রত্যেক বার্তাবাহকের জন্য জ্বিন ও মানবরূপী শয়তানকে বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেছি। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্য একে অপরকে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার পালনকর্তা চাইতেন তবে তারা এ কাজ করত না। সুতরাং তাদেরকে

	তাদের পরিকল্পনামাফিক নিজেদের মত থাকতে দাও।
১১৩	তারা এটি এ কারণে করে যে, যাদের অন্তর পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর যেন সেদিকেই অনুগামী হয়; ফলে তারা যেন তাতেই তুষ্ট থাকে এবং তারা যেন তাই অর্জন করে যা তারা অর্জন করছে।
১১৪	(বল) আমি কি আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, যখন তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা নিশ্চিত জানে যে এটি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব (হে মোহাম্মদ) তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। [১১৪-১১৫]
১১৫	সত্য ও ন্যায়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী/নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপূর্ণ। এমন কিছুই নেই যে তাঁর বাণী/নির্দেশনার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তিনিই শ্রবনকারী, সর্বজ্ঞ।
১১৬	(হে মোহাম্মদ) যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চালিত করবে। তারা কিছুই অনুসরণ করে না অলীক কল্পনা ব্যাতিত এবং তারা যা করে তা কেবল অনুমান। [১১৬-১১৭]
১১৭	নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত যারা তাঁর পথ ছেড়ে ভূল পথে চলে এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও ভালভাবে জানেন যারা সঠিক পথে পরিচালিত।
১১৮	খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণ কর যার ওপরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। [১১৮-১২১]
১১৯	কিরূপে তোমরা সেটি আহার না করে থাকতে পার যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়- যখন তিনি যেগুলিকে তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন? কিন্তু সেগুলিও তোমাদের জন্য বৈধ যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক মানুষ নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে। তোমার প্রতিপালক সীমা অতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন।
১২০	তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়ই! যারা পাপ করেছে তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।
১২১	যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা থেকে আহার কর না; কেননা

	সেটি ঘৃণিত কাজ। নিশ্চয়ই! শয়তান তার অনুসারীদেরকে প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সঙ্গে বিবাদ করে। যদি তোমরা তাদের মান্য কর সত্যি বলতে তোমরাও পৌত্তলিক হয়ে যাবে।
১২২	যে মৃত ছিল আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন আলোর দিশা প্রদান করেছি যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চালিত হয়, সে কি ঐ ব্যাক্তির সমতূল্য যে অন্ধকারে আছে এবং সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের (ভূল) কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। [১২২-১২৪]
১২৩	আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের নেতৃত্বকে সুযোগ দিয়েছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করতে পারে। তারা তা করে, তবে তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই যায় যদিও তারা তা উপলব্ধি করে না।
১২৪	যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন পৌঁছে তখন তারা বলে, 'আমরা কখনই বিশ্বাস করব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রাপ্ত হই যা আল্লাহর বার্তাবাহকগণ প্রাপ্ত হয়েছেন।' আল্লাহ ভালভাবে জানেন কার কাছে তাঁর বার্তা প্রেরণ করতে হবে। আল্লাহর তরফ থেকে লাঞ্চনা ও কঠোর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে অপরাধীদের অপরাধের জন্য।
১২৫	আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পণের পথ প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান তাকে তিনি সংকীর্ণ অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন যেন সে আকাশে আরোহন করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের লাঞ্চনায় নিপতিত করেন। [১২৫-১২৭]
১২৬	আর এটিই তোমার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য বাণীসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছি।
১২৭	তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস। তিনি হবেন তাদের রক্ষাকর্তা কৃতকর্মের কারণে।
১২৮	যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন সেদিন বলবেন, 'হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে।' তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।' তিনি বলবেন,

	‘আগুন তোমাদের বাসস্থান। সেখানে তোমরা চিরকাল বসবাস কর’ যদি না আল্লাহ অন্য কিছু ইচ্ছে করেন। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।’ [১২৮-১৩১]
১২৯	এমনিভাবে আমি অন্যায়কারীদেরকে তাদের কৃত কর্মের কারণে একেক অপরের ওপর প্রভাবশালী করে দেব।
১৩০	(আল্লাহ বলবেন) ‘হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহক আগমন করেনি? যারা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, ‘আমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ (বস্তুত) পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে এটিও সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।
১৩১	এটি এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ অযৌক্তিকভাবে ধ্বংস করেন না যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞতা হেতু অন্যায় কাজ করে।
১৩২	প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী (মর্যাদার) বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা করে সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। [১৩২-১৩৫]
১৩৩	তোমার প্রতিপালক পরিপূর্ণ; করুণার আধার। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তিনি তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন- যেমন তিনি তোমাদেরকে উত্থিত করেছেন অন্য সম্প্রদায়ের বংশ থেকে।
১৩৪	নিশ্চয়ই! তোমাদের সঙ্গে যে বিষয়ের (পুনরুত্থান দিবসের) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা তা থেকে রক্ষা পাবে না।
১৩৫	বল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যা করছ করে যাও আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে কার পরিণাম শুভ। নিশ্চয়ই! পথভ্রষ্টরা কখনই সুফলপ্রাপ্ত হবে না।
১৩৬	আল্লাহ যেসব শস্য ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন সেগুলি থেকে তারা একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ধারণা/বিশ্বাস থেকে বলে, ‘এটি আল্লাহর অংশ এবং এটি আমাদের দিক থেকে তাঁর অংশীদারদের (কথিত দেবতাদের) জন্য।’ এভাবে তারা তাঁর

	অংশীদারদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এবং যে অংশ তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে তা অংশীদারদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা যেসব নিয়ম (প্রতিষ্ঠা) করে তা কতই না মন্দ! [১৩৬-১৪০] [এ অংশে সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কু-সংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। কেননা মানব জীবনে এসবের স্পষ্ট কুফল রয়েছে। উপরন্তু এগুলি অজ্ঞতার সাথেও সম্পর্কিত। পূর্ব-পুরুষ, গোষ্ঠী প্রধান কিংবা ধর্মগুরু তাদের মাধ্যমেই এসব নিয়মের গোড়াপত্তন হয়েছে। তারা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেনি বা করতে পারেনি। আবার সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব নিয়মের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেড় হয়ে আসাও সহজ ছিল না। আল্লাহর নির্দেশনার অনুসরণ মানুষকে এসব কু-সংস্কারের হাত থেকে মুক্তির উপায় করে দিয়েছে।]
১৩৭	এভাবেই অনেক পৌত্তলিকের দৃষ্টিতে তথাকথিত আল্লাহর অংশীদারেরা সন্তান হত্যাকেও তাদের (নিজেদেরে) দৃষ্টিতে শোভন/ন্যায়সম্মত করে দেয় যেন তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদের বিশ্বাস/ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা এমন করত না। অতএব তাদেরকে তাদের ধারণার মধ্যেই থাকতে দাও।
১৩৮	এবং তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে ছাড়া এগুলি কেউ খেতে পারবে না।' কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এগুলির ওপর তারা ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। এসবই আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যে রচনা। তারা যা উদ্ভাবন করে তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।
১৩৯	তারা বলে, 'এসব চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যা আছে তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের/মেয়েদের জন্য তা নিষিদ্ধ।' যদি তা মৃত হয় তবে তার প্রাপক হিসেবে সবাই সমান। তিনি তাদেরকে (আল্লাহর নামে) প্রতিষ্ঠিত এসব নিয়মের যথাযথ প্রতিফল দেবেন। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সচেতন।
১৪০	তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা নির্জ্ঞানতা বশতঃ নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষনের মাধ্যমে তারা তা নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথে পরিচালিত নয়।

১৪১	তিনিই লতা ও বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খর্জুর বৃক্ষ ও নানা প্রকারের স্বাদবিশিষ্ট শস্যক্ষেত্র এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যবিহীন। এগুলির ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং ফসল উত্তলনের সময় প্রাপ্য প্রদান কর এবং অপচয় কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। [১৪১-১৪৪]
১৪২	গবাদি পশুর মধ্যে কতগুলি বোঝা বহনকারী এবং কতগুলি খাদ্যস্বরূপ। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই! সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
১৪৩	আট জোড়া (নর ও মাদী)। এগুলির মধ্যে মেষের দু'টি ও ছাগলের দু'টি। বল: তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন অথবা উভয় মাদী? কিংবা যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ অবহিত কর। [সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। মানব জীবনে এসবের স্পষ্ট কুফল রয়েছে। উপরন্তু এগুলি অজ্ঞতার সাথেও সম্পর্কিত।]
১৪৪	এবং উটের দু'টি ও ষাঁড়ের দু'টি। বল: তিনি কি উভয় নর নিষিদ্ধ করেছেন, না উভয় মাদী? নাকি যা উভয় মাদীর গর্ভে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এ সকল নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যাক্তি অপেক্ষা আর কে অধিক ভ্রান্ত পথে আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা পোষন করে যা মানুষকে তার অজ্ঞতার কারণে ভূল পথে নিয়ে যায়? নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভূল-পথগামীদের পথ প্রদর্শন করেন না।
১৪৫	বল: যা কিছু বিধান অবতীর্ণ বাণীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন নিষিদ্ধ খাদ্য পাইনি কোন আহারকারীর জন্য যা সে আহার করে- মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস ব্যাতিত; কেননা এগুলি অপবিত্র/ঘৃণিত এবং যা অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকরণের কারণে। কিন্তু যে বাধ্য হয়ে করেছে, অবাধ্যতা কিংবা সীমালঙ্ঘন করে নয়, নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। [১৪৫-১৪৭]
১৪৬	ইহুদিদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং ষাঁড় ও মেষ এতদুভয়ের চর্বি নিষিদ্ধ করেছিলাম, সেগুলি ব্যাতিত যা পৃষ্টে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সঙ্গে মিলিত থাকে। তাদের

	অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। অবশ্যই আমি সত্য বলছি।
১৪৭	যদি তারা তোমার ওপর মিথ্যের দোষ আরোপ করে তবে বল: তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপি করুণার আধার। তাঁর রুদ্ররোষ অপরাধীদের ওপর থেকে কখনই অপসারিত হয় না।
১৪৮	যারা পৌত্তলিক তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন তবে আমরা (তাঁর সঙ্গে কোন) অংশীদারী আরোপ করতাম না এবং না আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এবং না আমরা কোন বস্তুকে নিষিদ্ধ করতাম।' এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যে আরোপ করেছে যতক্ষণ না আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। বল: তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যা আমাদেরকে দেখাতে পার। তোমরা কিছুই অনুসরণ কর না কেবল অনুমান ব্যাতিত। তোমরা শুধুই মিথ্যে বল। [১৪৮-১৫০]
১৪৯	সর্বশেষ পরিপূর্ণ যুক্তি/চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। যদি তিনি ইচ্ছে করতেন তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন।
১৫০	বল: তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন যারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ এগুলি নিষিদ্ধ করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবুও তুমি (মোহাম্মদ) তাদের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দেবে না এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না- যারা আমার অবতীর্ণ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা (অন্য কাউকে/কিছুকে) তাদের প্রতিপালকের সমতূল্য গণ্য করে।
১৫১	বল: এসো, আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই যেগুলি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত কর না, তোমরা পিতামাতার সঙ্গে সদয় ব্যাবহার করবে, দারিদ্রের কারণে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমি তোমাদের ও তাদের জন্য জীবিকা সরবরাহ করি; প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক ব্যাভিচারের কাছেও যেও না, যে জীবনকে আল্লাহ পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন সে জীবনকে হত্যা কর না কেবলমাত্র বিচারের ক্ষেত্র ব্যাতিত। এসবই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। [১৫১-১৫৩]
১৫২	ইয়াতীমের ধনসম্পদের কাছেও যেও না কেবলমাত্র তাদের জন্য কোন

	উত্তম ব্যাবস্থা করার জন্য ব্যাতিত যে পর্যন্ত না তারা উপযুক্তভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ন্যায্যতার সঙ্গে পরিপূর্ণ পরিমাপ ও পূর্ণ ওজন দাও। আমি কারও প্রতিই তার সাধ্যের অতীত কাজ/দায়িত্ব অর্পণ করি না। যখন তোমরা কোন কথা দাও তখন তার প্রতি সুবিচার কর (এমনকি) যদি সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর প্রতি করা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এসবই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা স্মরণ কর।
১৫৩	এবং তিনি তোমাদেরকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘এটিই আমার সরল পথ। অতএব এ পথ অনুসরণ কর। অন্য পথ অবলম্বন কর না।’ তা হলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এটিই তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করতে পার।
১৫৪	অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য, সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশনা ও দয়াস্বরূপ যেন তারা স্বীয় পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। [১৫৪-১৫৮]
১৫৫	এটি (কোরআন) একটি আশীর্বাদপুষ্ট গ্রন্থ যা আমি অবতীর্ণ করেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা কর- যেন তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।
১৫৬	এটি এ জন্য যে কখনও না তোমরা বল যে, ‘গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু`সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলির পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।’
১৫৭	কিংবা বল যে, ‘যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত আমরা এদের চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম।’ অতএব তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশনা ও দয়াস্বরূপ এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যাক্তির চাইতে অধিক অনাচারী আর কে হবে, যে আল্লাহর বাণীসমূহকে মিথ্যে বলে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যারা আমার বাণী সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আমি শাস্তি প্রদান করব তাদের বিমুখতার কারণে।
১৫৮	অবশ্যই তারা আর কিছু নয় শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে তাদের কাছে কোন ফেরেশতা আগমন করবে, কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন একটা

	নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। বল: তোমরা অপেক্ষা কর! নিশ্চয়ই! আমরাও অপেক্ষা করছি।
১৫৯	নিশ্চয়ই! যারা স্বীয় ধর্মের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব আদৌ তোমার নয় (হে মোহাম্মদ)। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পিত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। [১৫৯-১৬০]
১৬০	যে একটি ভাল কাজ করবে সে তার অনুরূপ দশগুন পাবে অথচ যে একটি মন্দ কাজ করবে সে তার সমান শাস্তিই পাবে এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।
১৬১	বল (হে মোহাম্মদ): নিশ্চয়ই! আমাকে আমার প্রতিপালক সরল পথে পরিচালিত করেছেন- একটি সঠিক ধর্ম, ইব্রাহীমের আদর্শ; যে ছিল একনিষ্ঠ/সমুন্নত এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। [১৬১-১৬৫]
১৬২	বল: আমার উপাসনা, আমার উৎসর্গ, আমার বেঁচে থাকা এবং আমার মরণ সব আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।
১৬৩	তাঁর কোন অংশীদার নেই আমি তেমনই আদিষ্ট হয়েছি এবং তাঁর প্রতি সমর্পনকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।
১৬৪	বল: আমি কি আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন প্রতিপালকের সন্ধান করব যখন তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? প্রত্যেকেই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কেউই অন্যের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই সকলের প্রত্যাবর্তন। তিনি তোমাদেরকে জানাবেন কোথায় তোমরা মতবিরোধ করতে।
১৬৫	তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের কাউকে মর্যাদায় অন্যদের ওপর সমুন্নত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যান্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭. সূরা আল-আরাফ, আয়াত সংখ্যা-২০৬, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরায় বিদ্যমান আরাফ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আয়াত নং ৪৬ থেকে

নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম হচ্ছে ‘The Heights’। যার বাংলা অর্থ ‘উচ্চ স্থান বা অবস্থান’ বলা যেতে পারে।

অবতীর্ণ বাণীতে মানুষকে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সূরায় আহবান জানান হয়েছে। অতীতে যারা অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করে ভূল কাজ করেছে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তান কেন এবং কিভাবে মানুষকে ভূল পথে চালিত করে সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে দম্ভ প্রদর্শন না করতে সতর্ক করা হয়েছে। বার্তাবাহকগণ আল্লাহর আশীর্বাদস্বরুপ। তাদের আনীত বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন মানবের জন্য মঙ্গলজনক। আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ না করতে বলা হয়েছে। বাস্তব জীবনে এর নানান খারাপ দিক আছে। কিন্তু অনেক মানুষ সেটি অনুধাবনে ব্যার্থ হয়।

আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টির সময় মানবজাতি আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সত্যের পথে মানুষকে আহবানের ক্ষেত্রে যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সে বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

অন্তরে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনের পথে এর অত্যাধিক সুফল রয়েছে। একইভাবে সকল প্রকার ও পর্যায়ের প্রশান্তির জন্যও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। সর্বপরি এর প্রয়োজনীয়তা আছে সকল প্রকার শক্তির উৎসরুপে যার শুরু অন্তর থেকে।

আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বারণ করা হয়েছে। মানুষ পুনরুত্থান সম্পর্কে জানতে চায়। মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণের পর যেমন সকল প্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে মৃতরাও উত্থিত হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের সময় উপস্থিত হবে তখন তারা একে না এক মূহুর্ত পিছিয়ে দিতে পারবে না এগিয়ে আনতে পারবে। এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। যথাসময়ে তিনি নিজেই তা প্রকাশ করে দেখাবেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে এটি একটি অত্যান্ত শক্তিশালী বিষয়। এটি মানুষের অজান্তে ব্যাতিত আসবে না।

আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত নিজের ভাল কিংবা মন্দ করা বিষয়ে বার্তাবাহকেরও কোন ক্ষমতা নেই। বার্তাবাহক কেবলি একজন সাধারণ সতর্ককারী এবং সু-সংবাদবাহক বিশ্বাসীদের জন্য।

যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা মানুষকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে। এটি সঠিক পথে চলার সহায়ক।

বলা হচ্ছে, কোরআন পালনকর্তার পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টি ও পথ-নির্দেশনা এবং এক দয়াস্বরূপ তাদের জন্য যারা বিশ্বাসী।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম সোয়াদ। [২:১ দ্রষ্টব্য]
২	এটি একটি গ্রন্থ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (হে মোহাম্মদ), অতএব এ বিষয়ে তোমার মনে যেন কোনরূপ সংকীর্ণতা/দ্বিধা-দ্বন্দ্ব/সন্দেহ না থাকে, এর মাধ্যমে যেন তুমি সতর্ক কর। বিশ্বাসীদের জন্য (এটি একটি) সতর্কবার্তা [২-৩]
৩	এবং তাই অনুসরণ কর (হে মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যাতিত আর কাউকেই রক্ষাকর্তা বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। (বস্তুত) তোমরা খুব অল্পই উপদেশ স্মরণ/গ্রহণ কর।
৪	কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল রাতে কিংবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। [৪-৫]
৫	যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হল, তখন তাদের এ কথা ছাড়া বলার আর কিছুই ছিল না যে, ‘নিশ্চয়ই! আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট।’
৬	যাদেরকে আমার বার্তা প্রদান করা হয়েছে অবশ্যই আমি তাদেরকে এবং বার্তাবাহকগণকেও প্রশ্ন করব। [৬-৯]
৭	অতঃপর আমি জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের কাছে তাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করব। বস্তুতঃ আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।
৮	সেদিনের (বিচার দিবসের) বিবেচনা হবে সত্যিকারের বিবেচনা। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে (ভাল কর্ম দ্বারা) তারাই হবে সফলকাম।
৯	এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই হবে এমন যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কেননা তারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার

	করেছিল (বুঝতে ব্যার্থ হয়েছিল)।
১০	আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সক্ষমতা দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার ব্যাবস্থা করেছি। তোমরা কি সামান্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর?
১১	আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তোমাদের অবয়ব প্রদান করেছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সেজদা কর!' সবাই সেজদা করেছে ইবলীস ব্যাতিত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। [১১-২৫] [দ্রষ্টব্য আদম- ২:৩০]
১২	আল্লাহ বললেন, 'আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি তখন কিসে তোমাকে সেজদা করতে বারণ করল?' সে বলল, 'আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।'
১৩	তিনি বললেন, 'তবে এখান থেকে নেমে যাও। এটি তোমার অহংকার প্রদর্শনের স্থান নয়। অতএব বের হয়ে যাও। তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা অধপতিত।'
১৪	সে বলল, 'আমাকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।'
১৫	আল্লাহ বললেন, 'যাদেরকে সময় দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত।'
১৬	সে বলল, 'আপনি যেমন আমাকে উদভ্রান্ত করেছেন, তেমনি আমিও তাদের জন্য আপনার সরল পথে অপেক্ষারত থাকব।
১৭	অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সম্মুখ, পেছন, ডান এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'
১৮	আল্লাহ বললেন, 'বের হয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। যে কেউ তোমার পথে চলবে, নিশ্চয়ই! আমি তোমাদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।' [দ্রষ্টব্য ৫০:৩০]
১৯	'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী স্বর্গীয় বাগানে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছে আহার কর, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেও না তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'
২০	অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করতে লাগল, যেন তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায় যা তাদের থেকে গোপন রাখা

	হয়েছিল। সে বলল, ‘তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষিদ্ধ রেখেছেন শুধুমাত্র এ জন্য যে, পাছে না তোমরা আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরজীবি।’
২১	এবং সে তাদের কাছে শপথ নিয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই, আমি তোমাদের একজন সুপরামর্শদাতা।’
২২	এইভাবে প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সে তাদেরকে পরিচালিত করল এবং যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল এবং তারা বাগানের কিছু পাতা জড়িয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের জন্য এ বৃক্ষ নিষিদ্ধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?’
২৩	তারা বলল, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে তো আমরা নিশ্চিতই নিঃশেষ হয়ে যাব।’
২৪	আল্লাহ বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস এবং জীবিকা আছে।’
২৫	তিনি বললেন, ‘তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।’
২৬	হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে দিয়েছি পোশাক-পরিচ্ছদ যেন তোমরা লজ্জা নিবারণ কর এবং দিয়েছি সাজ-সজ্জার নানাবিধ বস্ত্র; কিন্তু মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখার পরিচ্ছদ সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে। [২৬-২৭]
২৭	হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাকে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বের করে দিতে সফল হয়েছিল এবং তাদের থেকে তাদের সেই পরিচ্ছদ ছিন্ন করে দিয়েছিল যেন সে তাদের লজ্জাকে তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিতে পারে। নিশ্চয়ই! সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।
২৮	যখন তারা কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্ব-

	পুরুষদের এমনটি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের ওপর এ নির্দেশ দিয়েছেন।' বল: আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল যা তোমরা জান না। [২৮-৩০] [পৌত্তলিক আরবরা নগ্ন অবস্থায়ও তাদের উপাসনার কার্যাদি সম্পন্ন করত। সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।]
২৯	বল: আমার প্রতিপালক ন্যায়/সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং উপাসনাকালীন সময়ে তোমরা মুখমণ্ডল সোজা (লক্ষ্য স্থীর) রাখবে এবং বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে (আল্লাহকে) স্মরণ করবে। তিনি যেমন তোমাদেরকে সৃজন করেছেন তেমনি তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেবেন।
৩০	একদলকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করছেন যখন অপরদল ভ্রান্তপথ ধারণ করে আছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করছে যে তারা সঠিক পথেই পরিচালিত।
৩১	হে আদম সন্তান! উপাসনাকালে তোমরা সৌন্দর্য্য/পরিচ্ছন্নতা/পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখ। আহার কর, পান কর কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয়ই! তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। [৩১-৩৩]
৩২	বল: যে সৌন্দর্য/সাজ-সজ্জা/শোভাময়তা এবং ভাল যে কোন বিষয় বা বস্তু যা তিনি তাঁর বান্দাদের জীবনধারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তা নিষিদ্ধ করেছে? বল: এ সবই পুনরুত্থান দিবসে কেবল তাদের জন্যই হবে পার্থিব জীবনে যারা ছিল বিশ্বাসী। এভাবেই আমি আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ বিবৃত করি তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৩৩	বল: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র প্রকাশ্য ও গোপনীয় অশ্লীল বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন যা পাপ এবং অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, যার কোন অধিকার (মানুষকে) তিনি প্রদান করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।
৩৪	প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা একে না এক মূহুর্ত পিছিয়ে দিতে পারবে না এগিয়ে আনতে পারবে। [৩৪-৩৬]

৩৫	হে আদম সন্তান! যখন তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে বার্তাবাহক আগমন করে এবং তোমাদেরকে আমার বাণীসমূহ বিবৃত করে, তখন যে ব্যাক্তি মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সংশোধিত হয় তার ভয়ের কোন কারণ নেই না সে দুঃখপ্রাপ্ত হবে।
৩৬	যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করবে এবং অহংকার প্রদর্শন করবে তারাই অগ্নির অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।
৩৭	ঐ ব্যাক্তির চেয়ে অধিক ভ্রান্তিতে আর কে আছে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ করে কিংবা তার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে? তাদের জন্য তাদের গ্রন্থের লিপিবদ্ধ অংশ তারা পেয়ে যাবে যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ হরণের জন্য পৌঁছে এবং বলে, 'কোথায় তারা আল্লাহ ব্যাতিত যাদেরকে তোমরা আহবান করতে?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল।' [৩৭-৩৯]
৩৮	আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরাও অগ্নিতে প্রবেশ কর।' প্রতিবার যখনই এক সম্প্রদায় ওখানে প্রবেশ করবে তখন তারা অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি যখন তাতে সবাই পতিত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জান না।'
৩৯	পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, 'তবে তো আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বই নেই; অতএব শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের।'
৪০	নিশ্চয়ই! যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার প্রদর্শন করেছে তাদের জন্য আকাশের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা উদ্যানে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। [৪০-৪৩]
৪১	তাদের জন্য রয়েছে নরকাগ্নির শয্যা এবং ওপর থেকে আচ্ছাদন। এভাবেই আমি পথভ্রষ্টদেরকে শাস্তি প্রদান করি।

৪২	কিন্তু যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে- আমি কাউকেই তার সাধ্যের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেই না। তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে।
৪৩	তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখবোধ ছিল আমি তা দুর করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমুহ প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের বার্তাবাহকগণ আমাদের কাছে সত্য বার্তা নিয়ে এসেছিল।' বলা হবে, 'এটিই সেই উদ্যান। তোমরা এটি প্রাপ্ত হয়েছ তোমাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ।'
৪৪	জান্নাতবাসীরা দোযখবাসীদেরকে আহবান করে বলবে, 'আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি? তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছ?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে একজন ঘোষণা করবে, 'আল্লাহর অভিসম্পাত দুষ্টদের ওপর, [৪৪-৫৩]
৪৫	যারা আল্লাহর পথে বাঁধা দিত এবং তাতে কোন প্রকার ছলনার অন্বেষণ করত এবং যারা পরকালের বিষয়ে অবিশ্বাসী ছিল।'
৪৬	উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর/পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যদিও তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবে আকাংখা রাখে। [আরাফে অবস্থানকারীরা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় থাকবে। কেননা তাদের ভাল কাজ এতটা শক্তিশালী নয় যার জন্য তারা স্বর্গে যেতে পারে, আবার তাদের মন্দ কাজও এতটা দুর্বল নয় যার জন্য তারা নরকে গমন করবে না।]
৪৭	যখন তাদের দৃষ্টি নরকবাসীদের দিকে ফেরান হবে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ভূল-পথগামীদের অন্তর্ভূক্ত কর না।'
৪৮	আরাফবাসীরা যাদেরকে চিহ্ন দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের এত দলবল তোমাদের জন্য কি করেছে যাদের কারণে তোমরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে? তারা তোমাদের কোন কাজে আসেনি।'

৪৯	এরাই কি তারা যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ নিয়ে বলতে যে, ‘আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।’ (অথচ তাদেরকেই বলা হবে) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।’
৫০	নরকবাসীরা স্বর্গবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, ‘আমাদের ওপর কিছু পানি বর্ষন কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও।’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ এই উভয় বস্তু অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন,
৫১	যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।’ অতএব আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব; যেভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনসমুহকে অস্বীকার করেছিল।
৫২	আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, যা আমি জ্ঞানের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যা ছিল পথ-প্রদর্শক এবং বিশ্বাসীদের জন্য দয়াস্বরূপ।
৫৩	তারা কি এর পরিণাম দর্শনের প্রতীক্ষায় আছে? যেদিন তারা এর পরিণাম দেখতে পাবে সেদিন পূর্বে যারা এর বিষয়বস্তু ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালকের বার্তাবাহকগণ সত্য বার্তা এনেছিল। আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করা হবে যেন আমরা পূর্বে যা করেছিলাম তা থেকে ভিন্নতর কিছু করতে পারি?’ তারা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যেসব বিষয় উদ্ভাবন করত তা (তাদেরকে রক্ষা করতে) ব্যার্থ হয়েছে।
৫৪	নিশ্চয়ই! তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে/আসনে অধিষ্টিত হয়েছেন। তিনি রাত্রিকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যা অতি দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র তাঁরই নির্দেশের কারণে আজ্ঞাধীন। অবশ্যই সমস্ত সৃষ্টি ও নির্দেশনা তাঁরই। আল্লাহ মহিমাময়, যিনি জগতসমুহের প্রতিপালক। [৫৪-৫৬]
৫৫	হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক বিনম্রভাবে এবং

	সংগোপনে। নিশ্চয়ই! তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।
৫৬	পৃথিবীতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। তাঁকে আহবান কর ভয় মিশ্রিত আশা নিয়ে। নিশ্চয়ই! আল্লাহর করুণা/দয়া/অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়নদের প্রতি (সব সময়ের জন্যই) সন্নিকটবর্তী।
৫৭	তিনিই বায়ু প্রেরণ করেন তাঁর অনুগ্রহের সু-সংবাদবাহীরূপে ততক্ষণ, যতক্ষণ তা ভারী মেঘ বয়ে নিয়ে আসে। আমি এটিকে মৃত ভূমির দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণের ব্যাবস্থা করি। এর দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে আমি মৃতকেও উত্থিত করব। যেন তোমরা শিক্ষা লাভ কর। [৫৭-৫৮]
৫৮	উৎকৃষ্ট ভূমি থেকে পালনকর্তার নির্দেশে ফসল উৎপন্ন হয়; অন্যদিকে নিকৃষ্ট ভূমি থেকে মন্দ ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা কৃতজ্ঞ।
৫৯	নিশ্চয়ই! আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। (অন্যথায়) আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।’ [৫৯-৬৪] [আয়াত ৫৯-১৭১, পূর্বের বার্তাবাহকগণের যেমন- নোয়াহ, হুদ, সালেহ, লূত, শোয়েব, মূসা (আঃ) এর উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর বার্তা অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।] [নোয়াহ’র সম্প্রদায় ইরাকের অধিবাসী ছিল। তারাই প্রথম যারা পথচ্যুত হয়েছিল। আল্লাহকে কেউই অস্বীকার করত না, কিন্তু তারা শিরক করত অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব আরোপ করত। ধূর্ত লোকেরা এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কিছু সুবিধা লুটে নিত। যা বৈষম্য সৃষ্টির মূল চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করত। প্রত্যেক যুগেই এ একই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ) এর সময়েও আরবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এ উদাহরণগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য। উপস্থাপনা ভিন্ন হলেও এ জগতে যারাই আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিয়ে কথা বলে গেছে তারা একই বার্তা দিয়ে গেছে। কেননা এর পেছনে কিছু মানুষের একক কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত প্রাপ্তির লোভটাই কাজ করে। এসবের শেষ পরিণতিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে যা যুগে যুগে একইভাবে ঘটেছে। অথচ যারা এগুলি করে থাকে ধিক্কার ছাড়া তাদের চিরস্থায়ী কোন প্রাপ্তি নেই।] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯-৬৪, ১০:৭১-৭৪, ১১:২৫-৪৯, ২৩:২৩-৩০, ২৬:১০৫-১২২, ২৯:১৪-১৫, ৩৭:৭৫-৮২, ৫৪:৯-

	১৭, ৬৯:১১-১২, ৭১:১-২৮]
৬০	তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিরা বলল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।'
৬১	সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভ্রান্ত নই; আমি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত বার্তাবাহক।
৬২	আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই এবং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি যা তোমরা জান না।
৬৩	তোমরা কি এতে আশ্চর্য্যবোধ কর যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন আগমন করেছে, যে তোমাদেরকে সতর্ক করে যেন তোমরা মন্দ কর্ম/পথ থেকে বিরত হও এবং যেন তোমরা অনুকম্পা লাভ কর?'
৬৪	তারা তাকে অস্বীকার করেছিল। (ফলে) আমি তাকে এবং (তার সঙ্গে) নৌকাস্থিত সকলকে উদ্ধার করেছিলাম এবং যারা তাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে (পানিতে) নিমজ্জিত করেছিলাম। নিশ্চয়ই! তারা ছিল (এক) অন্ধ (সম্প্রদায়)।
৬৫	আ'দ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা মন্দ পথ পরিহার করবে না?' [৬৫-৭২] [আ'দ সম্প্রদায় আরবের অন্যতম একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। সমগ্র দক্ষিন আরবই এক সময় আ'দ সম্প্রদায়ের ভূমি নামে পরিচিত ছিল। ওমান থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায়/আহকাফে তারা বসবাস করত এবং সেখান থেকেই বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রন করত। তাদের বার্তাবাহক হুদ এর মাজার আজও বিদ্যমান বলে জানা যায়। সাত রাত্রি আট দিন তাদের ওপর দিয়ে প্রলয়ংকারী ঝড় বয়ে যায়।] [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫-৭২, ১১:৫০-৬০, ২৩:৩১-৪১, ২৬:১২৩-১৪০, ৪৬:২১-২৮, ৫৪:১৮-২২]
৬৬	তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানেরা বলল, 'আমরা তোমাকে নির্বোধরূপে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যেবাদী মনে করি।'
৬৭	সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত বার্তাবাহক।
৬৮	আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দেই এবং আমি

	তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত হিতোপদেশদানকারী।
৬৯	তোমরা কি আশ্চর্য্যবোধ কর যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন আগমন করেছে, যে তোমাদেরকে সতর্ক করে? স্মরণ কর, কিরূপে আল্লাহ নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি অধিক করেছেন! তোমরা আল্লাহর সকল অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।'
৭০	তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তবে তুমি যা দ্বারা আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর (শাস্তি) তা নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদী হও।'
৭১	সে বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলি নাম নিয়ে বিবাদ করতে চাও যা তোমরা নিজেরা সাব্যস্ত করেছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা; যে বিষয়ে আল্লাহ কোন সনদ/প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।' [দেব-দেবীদেরকে তাদের নিজেদের দেয়া বিভিন্ন নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন- কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ বাতাসের দেবতা, কেউ আগুনের ইত্যাদি।]
৭২	আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করেছিল এবং বিশ্বাসী ছিল না তাদের মূল উৎপাটন করে দিলাম।
৭৩	সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন এসে গেছে। এই 'উষ্ট্রী' আল্লাহর দিক থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। অতএব এটিকে আল্লাহর ভূমিতে নিজের মত চড়ে খেতে দাও। এটিকে আঘাত কর না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। [৭৩-৭৯] [আ'দ সম্প্রদায়ের পরে আরবে সামূদ সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিচিত প্রাচীন সম্প্রদায়। আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাদের অবস্থিতি ছিল। ঐ অঞ্চলটি আল-হিজর নামেও পরিচিত।

	মদীনা ও তাবুকের মাঝামাঝি। তারা পর্বতের পাথর কেটে খুব দক্ষতার সাথে ঘর তৈরী করত।] [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ১৫:৮০-৮৪, ২৬:১৪১-১৫৯, ২৭:৪৫-৫৩, ৫৪:২৩-৩২, ৯১:১১-১৫]
৭৪	এবং স্মরণ কর, আ'দ জাতির পরে তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান দিয়েছেন। তোমরা সমতল ভূমিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে বাসগৃহ নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না।'
৭৫	বিশ্বাসী যাদেরকে দুর্বল/দরিদ্র মনে করা হত তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় দাম্ভিক ব্যাক্তিরা তাদের কাছে জানতে চাইল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ তার পালনকর্তা কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বলল, 'আমরা তো তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী।'
৭৬	দাম্ভিকরা বলল, 'তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ আমরা তাতে অবিশ্বাসী।'
৭৭	তারা উষ্ট্রীটিকে বধ করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, 'হে সালেহ, যদি তুমি সত্যিই প্রেরিত হয়ে থাক তবে নিয়ে এসো তা (শাস্তি) যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর।'
৭৮	অতঃপর তাদেরকে ধ্বংস করল ভূমিকম্প। সকাল বেলা নিজ নিজ গৃহে সকলে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
৭৯	সালেহ তাদের নিকট থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গল কামনাকারীদেরকে ভালবাস না।'
৮০	আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? [৮০-৮৪] [লূত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাইয়ের ছেলে। নমরূদের সাথে বাদানুবাদের পরে (দ্রষ্টব্য ২:২৫৮) তারা একই সাথে ইরাকের অন্তর্গত 'উর' ছেড়ে কানানের পথে বের হয়। ইব্রাহীম (আঃ) হেবরনে এবং লূত জর্ডানের সোডম অভিমুখে চলে যায় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে।] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০-৮৪, ১১:৭৭-৮৩, ১৫:৬১-৭৭, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৫, ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫৪:৩৩-৪০]

৮১	তোমরা তো কাম-তৃপ্তি চরিতার্থ করার জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের নিকট গমন কর! তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়!’
৮২	এবং তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল, ‘এদেরকে শহর থেকে বহিস্কার করে দাও। এরা অতি পবিত্র থাকতে চায়।’
৮৩	আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রীকে ব্যাতিত। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল যারা রয়ে গিয়েছিল।
৮৪	আমি তাদের ওপর (প্রস্তর) বৃষ্টি বর্ষন করলাম। অতঃপর দেখ পথভ্রষ্টদের পরিণতি কেমন হয়েছে।
৮৫	মাদাইয়ান বা মিডিয়ানবাসীদের প্রতি আমি তাদের ভাই শোয়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্য কম দিও না এবং ভূ-পৃষ্টে সংস্কার সাধন করার পর অনর্থ সৃষ্টি কর না। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [৮৫-৯৩] [মাদাইয়ানবাসীরা ব্যবসায়ি সম্প্রদায় ছিল। তারা ইব্রাহীম (আঃ) এর তৃতীয় স্ত্রী কেতুরাহ’র পুত্র মিডিয়ান বা মাদাইয়ানের বংশধর। দ্রষ্টব্য- ২৬:১৭৭] [দ্রষ্টব্য মাদাইয়ান- ৭:৮৫-৯৩, ১১:৮৪-৯৫]
৮৬	বিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা প্রত্যেক ঘাটে বসে থেক না এবং আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি কর না এবং তাতে অসততার অনুসন্ধান কর না। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে অত্যল্প কিরূপে তিনি তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর, অনর্থ সৃষ্টিকারীদের কর্মের পরিণতির প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
৮৭	যদি তোমাদের কেউ ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং কেউ বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে আল্লাহর মীমাংসা আগমন না করা পর্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর। তিনিই শ্রেষ্ট মীমাংসাকারী।
৮৮	তার সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যাক্তিরা বলল, ‘হে শোয়েব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।’ শোয়েব

	বলল, 'যদি আমরা অপছন্দ করি তবুও?
৮৯	আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে পরিত্রান দেবার পর যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি তবে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যে অপবাদকারী হয়ে যাব। আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য সমীচীন নয়। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ মিমাংসা করে দাও। তুমিই শ্রেষ্ট মিমাংসাকারী।'
৯০	তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় অবিশ্বাসীরা বলল, 'যদি তোমরা শোয়েবকে অনুসরণ কর তবে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'
৯১	তাদেরকে ভূমিকম্প ধ্বংস করল। সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে তারা উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
৯২	(মনে হল) শোয়েবের প্রতি অস্বীকারকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়েবকে অস্বীকার করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হল।
৯৩	সে তাদের নিকট থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। অতঃপর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য কি করে আমি দু:খবোধ করতে পারি?'
৯৪	আমি কোন জনপদে কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করিনা, যতক্ষণ না জনপদের অধিবাসীদেরকে কষ্ট ও দুর্দশা দ্বারা আক্রান্ত করি যেন তারা বিনম্র হয়। [৯৪-১০২]
৯৫	অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তীত করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলতে শুরু করে যে, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ওপরও এমন সুখ-দুঃখ/আনন্দ-বেদনা এসেছে।' অতঃপর আমি এমন আকস্মিকভাবে তাদেরকে শাস্তি দেই (যে) তারা উপলব্ধি করতে পারে না (বিপদ/দুর্যোগ আঁচ করতেও পারে না)।
৯৬	যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাসী হত এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকত তবে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিন থেকে আমার অনুগ্রহসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সকল বার্তাবাহকগণকে)

	মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছে। অতএব তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিফলস্বরূপ আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।
৯৭	(এখনও কি তবে) এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর রাতের বেলা এসে পড়বে না যখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন?
৯৮	কিংবা জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিত যে, তাদের ওপর আমার শাস্তি দিনের বেলা এসে পড়বে না (অথচ) তারা তখন থাকবে খেলা-ধুলায় মত্ত?
৯৯	তারা (প্রত্যাখ্যানকারীরা) কি আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুতঃ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে কেউই নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে না তারা ব্যাতিত যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।
১০০	কোন দেশের জনগণের পর (অর্থাৎ মন্দ কর্মের কারণে সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পর) যারা ঐ দেশের উত্তরাধীকারী হয় এটি কি তাদের জন্য একটি ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন নয় যে, যদি আমি ইচ্ছে করি তবে আমি তাদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরসমুহকে আমি বদ্ধ করে দিতে পারি ফলে তারা শুনতেও পাবে না।
১০১	(হে মোহাম্মদ) এগুলি হল সে সব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি তোমাকে অবহিত করছি। তাদের বার্তাবাহকগণ নিশ্চিতভাবেই তাদের কাছে এসেছিল নিদর্শনসহ কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি; তারা পূর্বেই তাদেরকে অস্বীকার করেছিল। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তরসমুহকে বদ্ধ করে দেন (ফলে তারা শুনতে/উপলব্ধি করতে পারে না)।
১০২	তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অধিকাংশকেই আমি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি পথভ্রষ্টরূপে।
১০৩	তাদের পরে আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা তাকে প্রতিহত করেছে। অতঃপর দেখ অনাচারীদের কি পরিণতি হয়েছে! [১০৩-১২৬] [১০৩-১৭১] ['ফেরাউন' হচ্ছে পদবী বা উপাধি যার অর্থ 'সূর্য্য সন্তান'। মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনায় দু'জন ফেরাউনকে পাওয়া যায়। একজন হচ্ছে, 'রামসেস' যার সময়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং যার ঘরে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। অপরজন হচ্ছে, 'মিনেপটাহ' রামসেসের পুত্র যাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান করা হয়েছিল এবং ইসরাইলিদের মিশর

	ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিতে বলা হয়েছিল এবং পরিশেষে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের এক থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের ঘটনা।] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩-১৫৬, ১০:৭৫-৯৩, ১১:৯৬-৯৯, ১৪:৫-৮, ২০:৯-৯৮, ২৬:১০-৬৮, ২৭:৭-১৪, ২৮:৩-৪২, ৪০:২৩-৫৬, ৪৩:৪৬-৫৬, ৪৪:১৭-৩৩, ৭৯:১৫-২৬]
১০৪	মূসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত বার্তাবাহক
১০৫	এই শর্তে যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যাতিত বলি না। আমি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে আমার সাথে (মিশর ছেড়ে কানানে/ফিলিস্তিন ভূমিতে ফিরে) যেতে দাও।'
১০৬	সে (ফেরাউন) বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তবে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।'
১০৭	তখন সে (মূসা) তার নিজের হাতের লাঠিখানা নিক্ষেপ করল এবং সেটি এক সর্পে পরিণত হল।
১০৮	অতঃপর নিজের হাত বের করল যা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল।
১০৯	ফেরাউনের লোকেরা বলল, 'নিশ্চয়ই! সে বিজ্ঞ-যাদুকর।
১১০	সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অতএব এ বিষয়ে তোমাদের কি মত?'
১১১	তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে (হারুনকে) কিছুদিনের অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে লোক প্রেরণ করুন সকলকে সমবেত করার জন্য,
১১২	যেন তারা বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে।'
১১৩	যাদুকরেরা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, 'আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে যদি আমরা জয়লাভ করি?'
১১৪	সে বলল, 'হ্যাঁ এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে।'
১১৫	(অতঃপর) তারা (আগত যাদুকরেরা) বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি (যাদু প্রদর্শনের জন্য যা

	নিক্ষেপ করতে হয়)।'
১১৬	সে (মূসা) বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর।' যখন তারা নিক্ষেপ করল, তাতে সমবেত লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল।
১১৭	অতঃপর আমি মূসাকে বললাম, 'তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর' এবং এটি যাদুবলে তারা যা বানিয়েছিল সেগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।
১১৮	এভাবে সত্য প্রকাশিত হল এবং ভুল প্রতিপন্ন হল যা কিছু তারা করেছিল।
১১৯	তারা সেখানেই পরাজিত হল এবং ভীষনভাবে লাঞ্ছিত হল।
১২০	যাদুকরেরা সেজদায় পড়ে গেল
১২১	এই বলে যে, 'আমরা ঈমান আনছি জগতসমুহের পালনকর্তার প্রতি,
১২২	যিনি মূসা ও হারুনের পালনকর্তা।'
১২৩	ফেরাউন বলল, 'তোমরা কি তবে আমার অনুমতি দেয়ার পূর্বেই ঈমান আনলে! (তবে তো) এটি (একটি) প্রতারণা যা তোমরা এই নগরে প্রদর্শন করলে নগরবাসীকে বহিস্কার করার জন্য। শীঘ্রই তোমরা (এর ফলাফল) বুঝতে পারবে।
১২৪	অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককে শূলীতে চড়াব।'
১২৫	তারা বলল, 'মৃত্যুর পর আমাদেরকে তো নিজেদের পালনকর্তার নিকটেই ফিরে যেতে হবে।
১২৬	(তারা আরও বলল) তুমি তো আমাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চাও শুধু এ কারণে যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মৃত্যু দান কর তোমার প্রতি সমর্পনকারী (মুসলমান) হিসাবে।'
১২৭	ফেরাউনের সভাসদের প্রধান ব্যাক্তিরা বলল, 'তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনিভাবে ছেড়ে দেবে যে তারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীদেরকে উচ্ছেদ করে দেবে?' সে (ফেরাউন) বলল, 'আমি তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং স্ত্রীলোকদের জীবিত রাখব। বস্তুত আমরা তাদের ওপর ক্ষমতাবান।'

	[১২৭-১৩৭]
১২৮	মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই! এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনিই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তাকে এর উত্তরাধিকারী করেন এবং নিশ্চয়ই! কল্যাণ তাদের জন্যই যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে।'
১২৯	তারা বলল, 'তোমার আগমনের পূর্বে আমাদের দুর্দশা ছিল এবং তোমার আসার পরেও।' সে বলল, 'হতে পারে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের দুর্দশাগুলিকে নিঃশেষ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। অতঃপর দেখবেন তোমরা কেমন কর্ম কর।'
১৩০	অতঃপর আমি আক্রান্ত করেছি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ও ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
১৩১	কিন্তু যখনই তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হত তারা বলত, 'এটি আমাদের প্রাপ্য।' আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হত তবে মূসা ও তার অনুসারীদের অলক্ষুণে বলে অভিহিত করত। বস্তুত তাদের অলক্ষণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রানাধীন কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
১৩২	তারা বলতে লাগল, 'আমাদের ওপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস আনছি না।'
১৩৩	আমি তাদের প্রতি একের পর এক তুফান, পঙ্গপাল, কীট-পতঙ্গ, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি বহুবিধ নিদর্শন প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা ছিল দাম্ভিক। ফলে তারা অপরাধী গোষ্ঠীতে পরিণত হল।
১৩৪	যখনই তাদের ওপর দূর্যোগ নেমে আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সে বিষয়ে প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে এ দূর্যোগ সরিয়ে নাও তবে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাইলকে তোমার সঙ্গে ফিরে যেতে দেব।'
১৩৫	কিন্তু যখন আমি তাদের ওপর থেকে নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত দূর্যোগ প্রত্যাহার করে নিতাম যে পর্যন্ত পৌঁছান লক্ষ্য ছিল- তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।
১৩৬	অতঃপর আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে

	দিয়েছি। কেননা তারা আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অস্বীকার করেছিল এবং এ বিষয়ে তারা ছিল উদাসীন।
১৩৭	এবং যাদেরকে দুর্বল গণ্য করা হয়েছিল তাদেরকে আমি এ ভূ-খন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উত্তরাধিকার দান করেছি যেখানে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছি এবং তাদের ধৈর্য্যধারণের কারণে বনী-ইসরাইলের প্রতি তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যা কিছু তৈরী করেছিল সে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছি। [ফেরাউনের বিশাল সম্রাজ্য একদিকে সিরিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত এবং অপর দিকে ভূ-মধ্য সাগর থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।]
১৩৮	আমি বনী-ইসরাইলকে সাগর পার করে দিয়েছি। সেখানে তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল যারা ছিল মূর্তি পুজারী। তারা (বনী-ইসরাইল) বলল, 'হে মূসা! তাদের মূর্তির মত উপাসনার জন্য আমাদেরকেও মূর্তি বানিয়ে দাও।' সে (মূসা) বলল, 'নিশ্চয়ই! তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতা আছে। [১৩৮-১৪১] [মিশর থেকে পালিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইসরাইল সিনাই এর মরুতে আসে। এ পথে চলতে গিয়ে তারা এক স্থানে একটি মন্দিরে বিরাট মূর্তী দেখতে পায় যা ছিল মিশরীয়দের দ্বারা তৈরী। তখন তারাও তাদের জন্য এমন মূর্তী বানিয়ে দেয়ার কথা বলে। বস্তুত তাদের অনেকের মধ্যে তখনও এক আল্লাহর ধারণা সঠিকভাবে প্রবেশ করেনি। দাসত্বের জীবনে তাদের যে সব পালনীয় রীতি-নীতির প্রতি আসক্তি ছিল এ ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ।]
১৩৯	এরা যে পথে রয়েছে তা বিলুপ্ত হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা সবই নিস্ফল/ভূল!'
১৪০	সে (মূসা) বলল, 'তবে কি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহকে ছাড়া অন্য উপাস্যের সন্ধান করব যখন তিনিই তোমাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন?
১৪১	বরং (সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে উদ্ধার করেছি- যারা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। তা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি বিরাট পরীক্ষা।'
১৪২	মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি (নির্জনাবাস) নির্ধারণ করি এবং আরও

	দশ যুক্ত করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হয়। মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, 'আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে থাকবে। সঠিক কাজ কর কিন্তু বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পথে চল না।' [১৪২-১৪৭] [মিশর ছেড়ে চলে আসার পর গড মোসেসকে সিনাই পর্বতে আহবান করেন। এটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫০০ ফুট উচুতে। সেখানে গুহায় তিনি ৪০ দিন ও রাত অতিবাহিত করেন। গড কর্তৃক এটি ছিল প্রথম আহবান। এ সময় মোসেসের তিন বছরের বড় ভাই হারুন বা অ্যারন আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসরাইলিদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। গড এ সময় তাদের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।]
১৪৩	মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রভূ! আমাকে দর্শন দাও যেন আমি তোমাকে দেখি।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি সেটি স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন সেটি বিধ্বস্ত হল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন বলল, 'হে প্রভূ! পবিত্র তোমার সত্তা! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে এলাম এবং (সত্যিকার) বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।'
১৪৪	তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমার বার্তা প্রেরণ এবং তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার মাধ্যমে তোমাকে আমি মানব সম্প্রদায়ে সকলের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা দান করেছি তা ধারণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক।'
১৪৫	আমি তার জন্য ফলকে সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছি। বলেছি, 'এগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমার স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সঙ্গে পালনের নির্দেশ দাও। আমি তোমাকে পথভ্রষ্টদের অবস্থান সম্পর্কে জানাব।' [মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ দিন গডের সাথে নির্জনাবাসে ছিলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বিবিধ দিক-নির্দেশনা সম্বলিত দু'টি পাথরের ফলক দেন।]
১৪৬	আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেব যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদেরকে বড় প্রমাণ

	করার চেষ্টা করে এবং যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তারা তা বিশ্বাস করবে না। যদি তারা সঠিক পথ দেখে তবুও তারা সে পথ নিজেদের জন্য গ্রহণ করবে না। তারা ভূল পথ দেখলে সেটিকেই তাদের পথরূপে গ্রহণ করে নেয়। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।
১৪৭	যারা আমার অবতীর্ণ বার্তা এবং পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তাদের যাবতীয় কাজকর্ম অর্থহীন। তারা যেমন কর্ম করেছে তার (অনুরূপ) প্রতিদান ব্যাতিত আর কি কিছু পাবে?
১৪৮	এবং মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে (উপাসনার জন্য) একটি বাছুরকে বেছে নিল, যা তাদের নিজেদের অলংকারাদি দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং যা থেকে মৃদু ধ্বনিরও সৃষ্টি হচ্ছিল। তারা কি দেখে না যে সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও প্রদর্শন করছে না? (অথচ) তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল এবং পথভ্রষ্টে পরিণত হল। [১৪৮-১৫৩] [মূসা (আঃ) এর অনুপস্থিতিকালীন সময়ে তার সম্প্রদায় হারুনের কাছে এসে বলে আমাদেরকে গড বানিয়ে দাও যে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের পীড়াপীড়িতে হারুন তাদেরকে সোনা দিয়ে গরুর মূর্তী বানিয়ে দেয় এবং তাদেরকে শান্ত করে। এতে তারা আনন্দিত হয়। কিন্তু আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন।]
১৪৯	অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে তারা বিপথগামী হয়েছে তখন তারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদেরকে করুণা না করেন এবং ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।’
১৫০	তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এল রাগাম্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় তখন বলল, ‘আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই তোমরা তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিলে!’ সে (হাতের) ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলল এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। ভাই (হারুন) বলল, ‘হে আমার মায়ের পুত্র! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করার উপক্রম করেছিল। অতএব আমার ওপর শত্রুদেরকে আর বিজয়ী হতে দিও না। আমাকে অন্যায়কারীদের সারিতে গন্য কর না।’

১৫১	মূসা বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা কর আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার অন্তর্ভূক্ত কর। তুমিই তো সর্বাধিক করুণাময়।'
১৫২	যারা গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়েছে তাদের ওপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা নেমে আসবে। এমনিভাবে আমি মিথ্যে আরোপকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।
১৫৩	তবে যারা মন্দ কাজ করেও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে তারপরেও নিশ্চয়ই! তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
১৫৪	মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল। যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদের জন্য তাতে ছিল পথ-নির্দেশনা ও দয়া। [১৫৪-১৫৬]
১৫৫	মূসা স্বীয় সম্প্রদায় থেকে সত্তর জনকে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য বেছে নিল। তারপর যখন ভূমিকম্প দ্বারা তারা আক্রান্ত হল তখন বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি ইচ্ছে করতে তবে তাদেরকে পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমার সম্প্রদায়ের অবুঝ লোকেরা যা করেছে আমাদেরকে কি সে কারণে তুমি ধ্বংস করে দেবে? এসবই তো তোমার পরীক্ষা যা দ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট কর এবং যাকে ইচ্ছে সরলপথে পরিচালিত কর। তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা-অভিভাবক। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের ওপর দয়া কর। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ!' [ইসরাইলিরা গো-বৎস উপাসনা করে যে অপরাধ করেছে সে কারণে মূসা (আঃ) সত্তুর জন প্রতিনিধিকে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যায় এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যাক্ত করে। এ অংশটুকু বাইবেলে নেই। তবে পুনর্বার নতুন ফলক প্রদানের বিষয়টি আছে।]
১৫৬	(মূসা প্রার্থনা করে বলল হে আমাদের প্রতিপালক) 'আমাদের জন্য পৃথিবীতে ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও। নিশ্চয়ই! আমরা তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।' তিনি বললেন, 'আমি আমার শাস্তি দ্বারা যাকে ইচ্ছে তাকে আঘাত করি এবং আমার দয়া সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রাখে। আমি তা নির্ধারণ করব তাদের জন্য- যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে, দরীদ্রদের জন্য নির্ধারিত অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে

	বিশ্বাস করে।’
১৫৭	যারা বার্তাবাহককে (মহানবীকে) অনুসরণ করে- বার্তাবাহক যে না পড়তে জানে, না জানে লিখতে যার সম্পর্কে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণনা পাবে যা তারা নিজেরা ধারণ করে। সে তাদের নির্দেশ দেবে সঠিক কাজের এবং বারণ করবে যা মন্দ তা। সে তাদের জন্য যাবতীয় ভাল বস্তু বিধি-সম্মত ঘোষনা করবে এবং নিষিদ্ধ করবে শুধুমাত্র মন্দ বস্তুসমূহ এবং যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। অতঃপর যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাকে সন্মান প্রদর্শন করে এবং তাকে সহায়তা করে এবং সে আলোর পথ অনুসরণ করে যা তার সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে তারাই সফল। [১৫৭-১৫৮] [তারা অনেক ভাল কিছুকে অবৈধ এবং অনেক মন্দ বিষয়কে বৈধ করে নিয়েছিল। তাদের ধর্মীয় নেতা, বিচারকগন এবং নানান কুসংস্কার দ্বারা সাধারণ মানুষ যেভাবে আটকে ছিল নিয়মের এসব বোঝা থেকে মহানবী মানবজাতিকে মুক্তি দেবেন সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১৫৮	বল (হে মোহাম্মদ): হে মানবসম্প্রদায়! আমি আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক তোমাদের সকলের জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। অতঃপর আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকে বিশ্বাস স্থাপন কর- যে না পড়তে জানে, না জানে লিখতে- যে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ এবং তাঁর বাণীর ওপর; তার অনুসরণ কর যেন তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার।
১৫৯	মূসার সম্প্রদায়ে (ইহুদিদের মধ্যে) এমনও মানুষ আছে যারা সত্যপথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। [১৫৯-১৭১] [দ্রষ্টব্য ইসরাইল- ২:৪৭]
১৬০	আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে বা জাতিতে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি প্রার্থনা করল (সিনাই মরুতে) তখন তার কাছে এই বলে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, ‘স্বীয় যষ্টির দ্বারা পাথরে আঘাত কর!’ এবং সেখান থেকে বারটি প্রস্রবণ বের হল যেন প্রত্যেক গোত্র তাদের পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নেয় এবং আমি তাদের ওপর সাদা মেঘের ছাঁয়া দান করলাম এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ

	করলাম মান্না ও সালওয়া এই বলে যে, 'উত্তম যা কিছু আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি তা থেকে আহার কর।' তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। [সিনাই এর মরুতে ইসরাইলিদের সংখ্যা গননা করা হয়। তাদেরকে বারটি গোত্রে ভাগ করা হয়। ইযাকুব বা জ্যাকব বা ইসরাইলের বার সন্তানের মধ্যে দশ সন্তানের বংশধরদের নিয়ে দশটি গোত্র এবং জোসেফ বা ইউসুফের দুই সন্তানের বংশধরদের নিয়ে দুইটি গোত্র মোট বারটি গোত্রে ভাগ করা হয় এবং অ্যারন ও মোসেস যে গোত্রের অর্থাৎ লেভী বংশকে ধর্মীয় ও নানান সামাজিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে সকলের সাথে সংমিশ্রন করে দেয়া হয়। এটি অবশ্যই অলৌকিক একটি বিষয় যে, বিশ লক্ষের অধিক ইসরাইলি যারা সিনাই এর মরুতে ছিল তাদের পানির সরবরাহ, খাদ্যের সরবরাহ ও সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাবস্থা ভিন্ন বছরের পর বছর টিকে থাকা সম্ভব ছিল না [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]। দ্রষ্টব্য ২:৫৭]
১৬১	স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হল যে, 'এ নগরীতে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছে আহার কর এবং বল 'আমাদের ক্ষমা কর' এবং নতশিরে তোরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের পাপসমুহ ক্ষমা করে দেব। সৎকর্মীদেরকে আমি অধিক পুরস্কৃত করব।' [দ্রষ্টব্য ২:৫৮]
১৬২	কিন্তু অপরাধীরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বলল। তাদের ভূল কর্মের কারণে আমি আসমান থেকে তাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করলাম। [দ্রষ্টব্য ২:৫৯]
১৬৩	(হে মোহাম্মদ) তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর কিরূপে তারা 'সাব্বাথ' ভঙ্গ করেছিল। শনিবার উদযাপনের দিন বড় বড় মাছ কিরূপে তাদের নিকটে এসে দর্শন দিত! কিন্তু যেদিন তারা সাব্বাথ পালন করত না সেদিন তারা তাদের কাছে আসত না। এভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি কেননা তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। [দ্রষ্টব্য সাব্বাথ- ২:৬৫]
১৬৪	স্মরণ কর, যখন তাদের মধ্যে একদল বলল, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবে বা কঠোর শাস্তি দেবে তোমরা তাদেরকে উপদেশ দাও কেন?' তারা বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষী সাব্যস্ত হওয়া থেকে মুক্ত হতে এবং যেন তারা মন্দ কাজ ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।'

১৬৫	যারা মন্দ কাজকে নিষেধ করত, তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভূলে গেল তখন আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা ভূল কাজ করত তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করলাম কেননা তারা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির।
১৬৬	তারপর যখন তারা ঔদ্ধত্যসহকারে নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকল তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, 'তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।'
১৬৭	এবং স্মরণ কর যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষনা করলেন যে, তিনি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাদের (ইহুদিদের) ওপর এমন লোকদেরকে জাগরিত করতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান করতে থাকবে। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি বিধানকারী এবং নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের মন্দ আচরণের কারণে এমন সতর্কবার্তা রয়েছে যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ৫:৭৮-৮০]
১৬৮	এবং আমি তাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল আর কিছু রয়েছে তা থেকে দূরে! আমি তাদেরকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা ফিরে আসে।
১৬৯	এরপর এমন একদল আগমন করল যারা উত্তরাধিকারী হল পবিত্র গ্রন্থের; তারা এই নিকৃষ্ট পার্থিব জীবনের নানাবিধ উপকরণ আহরণ করল এবং বলল, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে' এবং এমনি ধরণের উপকরণ যদি আবারও তাদের সামনে উপস্থিত হয় তবে তারা তাও তুলে নেবে (পাপের পুনরাবৃত্তি করবে)। তাদের নিকট থেকে কি গ্রন্থে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে আল্লাহর বিষয়ে তারা সত্য ছাড়া আর কিছু বলবে না? অথচ গ্রন্থে যা আছে তা তারা পাঠ করেছে। যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তোমরা কি তা বোঝ না? [তারা এমন ধারণা পোষন করত যে, তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং তারা যাই করুক না কেন তা ক্ষমা হয়ে যাবে। ফলে তারা পাপ করতে দ্বিধাবোধ করত না। তারা গ্রন্থ পাঠ করেছে এবং তারা জানে যে গ্রন্থের কোথাও এমন বার্তা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এমন নিশ্চয়তা দেননি। আল্লাহ সম্পর্কে তারা সত্য ব্যাতিত বলবে না এমন প্রতিশ্রুতিও তারা এর মাধ্যমে ভঙ্গ করেছে।]

১৭০	যারা অবতীর্ণ গ্রন্থ সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চয়ই! আমি তেমন সংস্কারকারকদের শ্রম বৃথা যেতে দেই না।
১৭১	এবং স্মরণ কর, যখন আমি পর্বতকে তাদের ওপরে আচ্ছাদনের মত তুলে ধরলাম এবং তারা মনে করল যে এটি তাদের ওপর এসে পতিত হবে তখন আমি বললাম: ‘আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি (গ্রন্থ/দিক-নির্দেশনা) তা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং সেখানে যা আছে তা স্মরণ রেখ যেন তোমরা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার।’ [বাইবেলে বলা হয়েছে যে গড সিনাই পর্বতে নেমে আসেন। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, প্রকম্পিত হয়। ইসরাইলিরা এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। এখানে তারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তারা আল্লাহর প্রতি সমর্পনকারী হবে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে। তবে এটি কেবল ইসরাইলিদের জন্যই নয় এটি সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ফলে প্রত্যেককে এর জন্য জবাবদিহি হতে হবে। দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
১৭২	(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা আদমের সন্তানদের পৃষ্টদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করে আনেন এবং তাদের নিজেদের ওপর প্রতিজ্ঞা করান (এই বলে) যে, ‘আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?’ তারা বলে, ‘অবশ্যই! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ (এটি এজন্য যে) পুনরুত্থান দিবসে তোমরা যেন না বল যে, ‘এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।’ [১৭২-১৭৪] [এ অঙ্গীকার আদমকে সৃষ্টির সময় নেয়া হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। এ সময় ফেরেশতারাও উপস্থিত ছিল এবং আদমকে সেজদা করতে বলা হয়; মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ঘোষনা করা হয়। সকল মানুষ যারা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আগমন করবে তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। এ বিষয়ে আরও মতামত আছে।]
১৭৩	অথবা বল যে, ‘অংশীদারীত্বের প্রথা তো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা উদ্ভাবন করেছে। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তবে কি তাদের কর্মের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন যা পথভ্রষ্টরা করেছে?’
১৭৪	এভাবেই আমি অবতীর্ণ বাণীসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যেন তারা (সুপথে) ফিরে আসে।
১৭৫	তাদেরকে ঐ ব্যাক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করে শোনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন কিন্তু সে তা পরিত্যাগ করে, ফলে শয়তান তাকে জয় করে নেয় এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। [১৭৫-১৭৯]

১৭৬	আমি ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে পার্থিব জীবনের প্রতি ঝুঁকে পরে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। ফলে তার অবস্থা হয় কুকুরের মত। তাকে তাড়া করলে সে জিভ বেড় করে হাঁপাতে থাকে; আবার ছেড়ে দিলেও হাঁপাতে থাকে। যারা আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অস্বীকার করে তাদের অবস্থাও অনুরূপ। তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস বিবৃত কর যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে। [এখানে ব্যাক্তির নাম উল্লেখ নেই। তবে উদাহরণে যা বোঝান হয়েছে তেমন ক্ষেত্রে বক্তব্যটি সকলের জন্য প্রযোজ্য।]
১৭৭	তাদের উদাহরণ হল নিকৃষ্ট যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে।
১৭৮	আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই সঠিক পথে পরিচালিত হয়, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন সেই হয় ক্ষতিগ্রস্ত।
১৭৯	অনেক জ্বিন ও মানুষ এখনও নরকের আস্বাদ গ্রহণ করছে। তাদের অন্তর রয়েছে অথচ তার দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; না বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তাদের মধ্যে রয়েছে উদাসীনতা।
১৮০	উত্তম নামসমুহই আল্লাহর। সে নাম ধরে তাঁকে ডাক এবং তাদের সাহচর্য্য বর্জন কর যারা তাঁর নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে। তারা যা করে তার ফলস্বরূপ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [১৮০-১৮৩]
১৮১	যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা সত্য দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
১৮২	যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করে, ক্রমান্বয়ে তাদেরকে আমি এমন স্থান থেকে পরিচালনা করব যে বিষয়ে তারা ধারণাও করতে পারবে না।
১৮৩	তাদেরকে আমি অবকাশ/সময় দেই। নিশ্চয়ই! আমার কৌশল অতি সুনিপুণ।
১৮৪	তারা কি ভেবে দেখে না যে তাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই? সে তো কেবলি একজন সাধারণ সতর্ককারী। [১৮৪-১৮৮]
১৮৫	তারা কি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে ভেবে দেখে

	না এবং ভেবে দেখে না যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়েও যে, হতে পারে তাদের নির্ধারিত সময়ও সন্নিকটবর্তী? এরপর আর কোন বার্তায় তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে?
১৮৬	আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই। তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেন।
১৮৭	তারা তোমাকে সেই সময় (কেয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, 'কখন তা পতিত হবে?' বল: এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। যথাসময়ে তিনি নিজেই তা প্রকাশ করে দেখাবেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে এটি একটি অত্যান্ত ভয়ংকর/শক্তিশালী বিষয়। এটি তোমাদের অজান্তে ব্যাতিত আসবে না। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মনে হয় যেন তুমি এ বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত। বল: এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে; অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।
১৮৮	বল (হে মোহাম্মদ): আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত নিজের ভাল কিংবা মন্দ করা বিষয়েও আমার কোন ক্ষমতা নেই। অদৃশ্য বিষয়ে যদি আমার জ্ঞান থাকত তবে আমার সম্পদের প্রাচূর্য্য থাকত এবং বিপদ আমাকে স্পর্শ করত না। আমি কেবলি একজন সাধারণ সতর্ককারী এবং সু-সংবাদবাহক বিশ্বাসীদের জন্য।
১৮৯	তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে; অতঃপর সেটি থেকেই তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার মাঝে শান্তি/স্বস্তি খুঁজে পায়। যখন সে (পুরুষ) তাকে আবৃত করে সে (নারী) গর্ভধারণ করে হালকা অনুভবের সঙ্গে। সে যখন চলাফেরা করে বুঝতেও পারে না। কিন্তু যখন বোঝাস্বরূপ হয় তখন উভয়েই আল্লাহর নিকট এই বলে প্রার্থনা করে যে, 'যদি তুমি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল কিছু দান কর তবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।' [১৮৯-১৯৮]
১৯০	অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল কিছু দান করা হয়, তখন দানকৃত বিষয়ে তারা তাঁর (আল্লাহর) অংশীদার সাব্যস্ত করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের সাব্যস্ত করা অংশীদারী থেকে বহু উর্ধ্বে।
১৯১	তারা কি এমন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।
১৯২	তারা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, না নিজেকে সাহায্য করতে

	পারে।
১৯৩	তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানান কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান।
১৯৪	আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা তাদেরকে ডাক- তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।
১৯৫	তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা শুনতে পায়? বল: তোমরা তোমাদের (তথাকথিত) অংশীদারদেরকে ডাক, অতঃপর আমার বিপক্ষে পরিকল্পনা রচনা কর এবং আমাকে ছাড় দিও না।
১৯৬	আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ যিনি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। [মহানবীর প্রতি পৌত্তলিক আরবদের প্রদত্ত হুমকির প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে। তারা বলত, যদি তুমি আমাদের পূঁজনীয়দের বিষয়ে বলা বন্ধ না কর তবে তুমি তাদের রোষানলে পতিত হবে।]
১৯৭	তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে না নিজেদের রক্ষা করতে পারে।
১৯৮	তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহবান কর তবে তারা তার কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদেরকে দেখছই- তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখছে না।
১৯৯	ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সদয়তার নির্দেশনা দাও এবং অজ্ঞদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। [১৯৯-২০২]
২০০	যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই! তিনি শ্রবনকারী, মহাজ্ঞানী।
২০১	নিশ্চয়ই! যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে দূরে থাকে তাদের ওপর শয়তানের আবির্ভাব হলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়!
২০২	পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাইস্বরূপ- তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার

	দিকে নিয়ে যায় এবং ক্ষান্ত হয় না।
২০৩	তুমি যখন তাদের কাছে কোন অবতীর্ণ বাণী নিয়ে না যাও, তখন তারা বলে তুমি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমুকটি নিয়ে আসলে না। বল: আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যে অনুরণন আমার মধ্যে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সৃষ্ট হয়। এটি (কোরআন/অবতীর্ণ বাণী) তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টি ও পথ-নির্দেশনা এবং এক দয়াস্বরূপ তাদের জন্য যারা বিশ্বাসী। [২০৩-২০৪]
২০৪	যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তাতে মন দাও, অনুধাবনের চেষ্টা কর যেন তোমরা আশীর্বাদ/উপকার প্রাপ্ত হতে পার।
২০৫	এবং তুমি স্মরণ কর (হে মোহাম্মদ) তোমার পালনকর্তাকে- অন্তরে, ভয় মিশ্রিত নম্রতার সঙ্গে তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের অন্তরালে, সকালে ও সন্ধ্যায় এবং এ বিষয়ে তুমি মোটেও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না। [২০৫-২০৬]
২০৬	নিশ্চয়ই! যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর উপাসনায় অহংকার বোধ করে না; বরং তারা তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁকে সেজদা করে।

৮. সূরা আল-আনফাল, আয়াত সংখ্যা-৭৫, মদীনায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াতে উল্লেখিত আনফাল শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Spoils of War'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ'।

ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ বদর যুদ্ধের পরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরায় প্রধানত যুদ্ধ পরবর্তী একটি মূল্যায়ন রয়েছে। যুদ্ধ জয়ের বিষয়টি বস্তুত আল্লাহর দিক থেকে সেভাবে বিষয়টিকে ব্যাক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বন্টন, সন্ধি ও তার মর্যাদা রক্ষার বিষয়, যুদ্ধ ও শান্তি, যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে করণীয়, মুসলিমদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবিধ বিষয় সূরায় আলোচিত হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তারা তোমার কাছে জানতে চায় (হে মোহাম্মদ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিষয়ে।

	বল: যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হল আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে নাও। আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের নির্দেশ মান্য কর যদি তোমরা (সত্যিকার) বিশ্বাসী হও। [১-৩] [বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বন্টন নিয়ে নব্য মুসলিমদের মধ্যে যে বিবাদের সৃষ্টি হয় সে প্রেক্ষিতে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়।]
২	তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী- যাদের অন্তর ভয় অনুভব করে যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় এবং যখন আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে,
৩	এবং যারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও আমি যা দেই তা থেকে ব্যায় করে। [বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বন্টন বিষয়ে আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করার মাধ্যমে মন থেকে তা গ্রহণ করে নেয়ার জন্য বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।]
৪	তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী। তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [৪-৬]
৫	যেমন তোমার পালনকর্তা তোমাকে সত্য ও ন্যায়ের কারণে ঘর থেকে বের করেছেন, অথচ বিশ্বাসীদের এক দল (তাতে) সম্মত ছিল না।
৬	সত্য ও ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেন তারা দেখতে পাচ্ছে যে তারা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।
৭	স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দু'টি দলের একটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে দুর্বল দলটি হস্তগত হোক; অথচ আল্লাহ চাইলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করেন, [৭-১৪] [আয়াত ৭-১৯, তৎকালীন সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
৮	ফলে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যেকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেন যদিও অন্যায়কারীরা তা পছন্দ করে না।
৯	স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে এবং তিনি এই বলে উত্তর দেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য

	করব হাজার ফেরেশতা দ্বারা যারা একের পর এক আগমন করবে।
১০	আল্লাহ এর মাধ্যমে কেবল শুভ সংবাদ দান করেন যেন তোমাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। বস্তুত বিজয় তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিঃসন্দেহে! আল্লাহ মহাশক্তিধর, প্রজ্ঞাময়।
১১	এবং স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তি দানের জন্য এবং আসমান থেকে তোমাদের ওপর বারি বর্ষন করেন তোমাদেরকে পবিত্রকরণের জন্য এবং শয়তানের ভয় দুর করার জন্য এবং তোমাদের চিত্তকে সুদৃঢ় এবং ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য।
১২	স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব তোমরা বিশ্বাসীদের চিত্তসমূহকে স্থির/অবিচল রাখ। অবিশ্বাসীদের মনে আমি ভীতির সঞ্চার করে দেব। অতএব তোমরা আঘাত কর তাদের (শত্রুর) স্কন্ধে এবং আঘাত কর তাদের দেহের প্রতিটি অস্থিঃসন্ধিতে।'
১৩	এটি এজন্য যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে প্রতিহত করেছে (সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে)। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে নিঃসন্দেহে শাস্তি দানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।
১৪	অতএব শাস্তি আস্বাদন কর। জেনে রেখ যে, অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নরকের অগ্নি।
১৫	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে অবিশ্বাসীদের মুখোমুখী হবে তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। [১৫-১৯]
১৬	যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ দলের সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নেয়া ব্যাতিত সেদিন যে পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। তার ঠিকানা হল নরক। আর সেটি কত নিকৃষ্টতম স্থান!
১৭	(জেনে রেখ) তোমরা (মুসলমানগণ) তাদেরকে (শত্রুদেরকে) হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তুমি (মোহাম্মদ) যখন নিক্ষেপ করেছিলে তুমি নিক্ষেপ করনি বরং স্বয়ং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন; যেন তিনি বিশ্বাসীদেরকে ভালভাবে পরীক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে! আল্লাহ শ্রবনকারী; সর্বজ্ঞ। [যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সাঃ) শত্রুদের প্রতি মুঠোভর্তি বালি নিক্ষেপ করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১৮	এ তো গেল এবং জেনে রেখ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের কলা-কৌশলকে দুর্বল

	করে দেন।
১৯	(অবিশ্বাসীদের বল) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর তবে তোমাদের নিকট মীমাংসা এসে গেছে। যদি তোমরা বিরত হও (নির্যাতন করা থেকে) তবে তোমাদের জন্য সেটিই উত্তম, কিন্তু যদি তোমরা পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও তাই করব। তোমাদের দল-বল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের সঙ্গে আছেন।
২০	হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং (অবতীর্ণ বার্তা) শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। [২০-২৩]
২১	তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা বলে যে, 'আমরা শুনেছি' অথচ তারা শোনে না।
২২	নিশ্চয়ই! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব সেই মূক ও বধির যারা উপলব্ধি করে না।
২৩	আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা আছে বলে জানতেন, তবে তিনি তাদেরকে শোনার ক্ষমতা দিতেন। কিন্তু এখন যদি তাদেরকে শোনান হয় তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাবে। [হঠকারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
২৪	হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর প্রতি আহবান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের আহবানে সাড়া দাও। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন এবং তোমরা সকলে তাঁরই কাছে সমবেত হবে। [২৪-২৯]
২৫	নিজেদের রক্ষা কর আল্লাহ প্রদত্ত এমন শাস্তি থেকে যা তোমাদের মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট শুধুমাত্র তাদের ওপরেই পতিত হবে না। জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।
২৬	স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অত্যল্প, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিচিত ছিলে এবং ছিলে ভীত, এই বুঝি অন্যরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যায়; অতঃপর কিরূপে তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং স্বীয় সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৭	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর না এবং জেনে-শুনে তোমাদের নিজেদের বিশ্বাসও ভঙ্গ কর না।
২৮	জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।
২৯	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর; তিনি তোমাদেরকে দেবেন ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণ ক্ষমতা এবং তোমাদের মন্দ ভাবনা ও কর্ম থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম।
৩০	এবং (স্মরণ কর হে মোহাম্মদ) অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা তোমাকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করত, তখন তারা যেমন কৌশল অবলম্বন করত তেমনি আল্লাহও করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল হচ্ছে সর্বত্তম। [৩০-৩৩]
৩১	কেউ যখন তাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করে তখন তারা বলে, 'আমরা শুনেছি, ইচ্ছে করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তীদের ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'
৩২	তারা বলে, 'হে আল্লাহ! এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য হয়, তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষন কর, কিংবা আমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান কর।'
৩৩	আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তুমি (মোহাম্মদ) তাদের মাঝে অবস্থান কর এবং তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।
৩৪	তাদের এমন কি যুক্তি আছে যার কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, যখন তারা মসজিদ আল-হারামে যেতে (তাঁর বান্দাদের/বিশ্বাসীদের) বাঁধা প্রদান করে, অথচ তারা এর যথোপযুক্ত তত্বাবধানকারী নয়? এর যথোপযুক্ত তত্বাবধানকারী তো তারাই যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। [৩৪-৩৫]
৩৫	পবিত্র ঘরে (কা'বা গৃহে) তাদের (পৌত্তলিক/অবিশ্বাসীদের) উপাসনা বলতে বোঝায় কেবল শিস দেয়া এবং হাততালি দেয়া; এ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এবার নিজেদের কৃত অবিশ্বাসের শাস্তি আস্বাদন

	কর। [পবিত্র কা'বার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব এরূপ উপাসনাকারীদের হাতে থাকা সমীচীন নয় সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।]
৩৬	নিশ্চয়ই! অবিশ্বাসীরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যায় করে আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত করার জন্য। তারা ব্যায় করবে, তবে এটিই একসময় তাদের আক্ষেপের কারণ হয়ে দাড়াবে এবং তারা পরাভূত হবে। যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে নরকে সমবেত করা হবে। [৩৬-৩৭]
৩৭	এটি এজন্য যে, আল্লাহ ভালদের থেকে দুষ্টদেরকে পৃথক করবেন। দুষ্টদের সকলকে তিনি এক এক করে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে নরকে প্রেরণ করবেন। তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।
৩৮	অবিশ্বাসীদেরকে বল, যদি তারা (বিশ্বাসীদের অত্যাচার করা থেকে) বিরত হয়, তবে অতীতে যা কিছু ঘটে গেছে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তারা অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে (সতর্কবার্তারূপে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই। [৩৮-৪০]
৩৯	তাদের (অবিশ্বাসীদের) সঙ্গে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না তাদের করা নির্যাতন বন্ধ হয় এবং আল্লাহর ধর্ম (সত্য ও ন্যায়) প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই! তারা যা করে আল্লাহ তার সবই দেখেন।
৪০	যদি তারা বিমুখ হয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; কত উত্তম অভিভাবক! কত উত্তম সাহায্যকারী!
৪১	জেনে রেখ, যা কিছু তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পাবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তার নিকটাত্নীয়দের জন্য এবং ইয়াতীম-অসহায় ও মূসাফিরদের জন্য যদি (তোমরা সত্যিই) বিশ্বাস রাখ আল্লাহতে এবং সে মিমাংসাতে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সেদিন, যেদিন দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলে। আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল।
৪২	স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার এ প্রান্তে, আর তারা (শত্রু পক্ষ) ছিল দূরপ্রান্তে এবং উষ্ট্রারোহী দল তোমাদের থেকে নিম্ন ভূমিতে ছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা যুদ্ধ বিষয়ে পারস্পর কোন সিদ্ধান্ত নিতে, তবে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত। কিন্তু (যা ঘটার ছিল তাই ঘটেছিল) আল্লাহ এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন যা নির্ধারিত ছিল,

	যেন যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হয় এবং সত্য প্রকাশিত হয় এবং যে বেঁচে যাবার সে বেঁচে যায় এবং সত্য প্রকাশিত হয়। নিশ্চিতই, আল্লাহ শ্রবনকারী, সর্বজ্ঞ। [৪২-৪৪] [তৎকালীন সময়ে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে এখানে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
৪৩	স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে অবিশ্বাসীদের সংখ্যাকে অল্প করে দেখালেন; যদি সংখ্যায় অধিক দেখাতেন তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং কাজের ক্ষেত্রে বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই! তিনি জানেন যা কিছু মানুষের অন্তরে আছে। [মদীনা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময় এটি ঘটে।]
৪৪	অতঃপর তাদেরকে মোকাবেলা করার সময় তোমাদের চোখে তাদেরকে অল্প পরিমানে দেখালেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে দেখালেন অধিক, যেন আল্লাহ সে কাজ সম্পন্ন করেন যা নির্ধারিত ছিল। পরিশেষে সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।
৪৫	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা শত্রু বাহিনীর মুখোমুখী হও, তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার। [৪৫-৪৭]
৪৬	এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের নির্দেশ মান্য কর; পরস্পর বিবাদ কর না, কেননা তাতে তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং ধৈর্য্যশীল/আত্মপ্রত্যয়ী থাকবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ধৈর্য্যশীল/আত্মপ্রত্যয়ীদের সঙ্গে আছেন।
৪৭	তাদের মত হয়ো না, যারা দম্ভভরে নিজেদের অবস্থান থেকে বের হয়েছে লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের নিবৃত করতে, অথচ তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছুই পরিবেষ্টন করে আছেন।
৪৮	শয়তান যখন তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুশোভিত করে দিয়েছিল এবং বলেছিল যে আজকের দিনে কেউই তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না, আমি তোমাদের রক্ষাকর্তা। অতঃপর যখন উভয় দল মুখোমুখী হল তখন সে (শয়তান) এই বলে দ্রুত পালিয়ে গেল যে, তোমাদের বিষয়ে আমি নির্দোষ। নিশ্চয়ই! আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।

	[৪৮-৪৯]
৪৯	স্মরণ কর, যখন হঠকার এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তারা বলতে লাগল যে, 'এদের ধর্ম এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।' যে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে সে দেখবে যে আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। [স্বল্প সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা যখন কুরাইশদের মত বৃহৎ ও শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে লড়তে রওনা হয়, তখন অনেকে এভাবে মন্তব্য করেছিল সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৫০	যদি তুমি দেখতে কিভাবে ফেরেশতারা (নিহত) অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, 'দহন যন্ত্রনা ভোগ কর'। [৫০-৫২]
৫১	এই হল সে সবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের নিজ হাতে পূর্বে প্রেরণ করেছ। (জেনে রেখ) আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অত্যাচার করেন না।
৫২	তাদের পথ ফেরাউন এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মত; তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ তাই তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেন। নিঃসন্দেহে! আল্লাহ মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।
৫৩	এটি এজন্য যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না কোন জাতির প্রতি তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ, যদি না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। বস্তুত আল্লাহ শ্রবনকারী, সবজান্তা। [৫৩-৫৫] [অর্থাৎ মানুষ নিজেই যদি নিজের আচরণ দ্বারা নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ না করে, তবে আল্লাহ মানুষকে প্রদত্ত তাঁর অনুগ্রহ অপসারণ করেন না। এটি আল্লাহর সূত্র।]
৫৪	তাদের পথ ফেরাউন এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মত; তারা তাদের পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করেছিল এবং আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি; আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছি। এরা সবাই ছিল দুষ্ট-প্রকৃতির।
৫৫	নিশ্চয়ই! আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা অবিশ্বাসী/অকৃতজ্ঞ; তারা বিশ্বাস করবে না।
৫৬	যাদের সঙ্গে তুমি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর যখন প্রতিটি সুযোগেই তারা কৃত চুক্তি লংঘন করে- তারা মূলত (আল্লাহর প্রতি) তাদের দায়িত্ব পালন করে না। [৫৬-৫৮] [মদীনার ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। হিজরতের পর তাদের সঙ্গেই সর্বপ্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু তারা তাদের

	সঙ্গে কৃত পারস্পরিক মঙ্গলার্থে করা চুক্তির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করত না।]
৫৭	যদি তুমি তাদেরকে যুদ্ধে তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত কর যেন তাদের পশ্চাতে যারা আছে তারা ভীত হয় এবং স্মরণ রাখে।
৫৮	যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তবে তুমিও তোমার কৃত চুক্তি যথাযথভাবে বাতিল করে দেবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করেন না।
৫৯	অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে; নিশ্চয়ই! তারা বিশ্বাসীদেরকে কখনই হতবল করতে পারবে না। [৫৯-৬২]
৬০	তাদের (শত্রুর) মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ- যেন আল্লাহর শত্রু, তোমাদের শত্রু এবং অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না আল্লাহ জানেন, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। আল্লাহর পথে যা কিছু তোমরা ব্যায় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।
৬১	যদি তারা (অবিশ্বাসী/শত্রু পক্ষ) শান্তির পথে অগ্রসর হয় তবে তুমিও সে পথেই অগ্রসর হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই! তিনি শ্রবনকারী, সর্বজ্ঞ।
৬২	যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে নিশ্চয়ই! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে তাঁর সাহায্য দ্বারা সহায়তা করেছেন এবং বিশ্বাসীদের মাধ্যমেও।
৬৩	বিশ্বাসীদের অন্তরে তিনি প্রীতির সঞ্চার করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছু ব্যায় করতে তবুও তুমি তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিশ্চয়ই! তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৬৩-৬৪]
৬৪	হে নবী! তোমার জন্য এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।
৬৫	হে নবী! বিশ্বাসীদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়সংকল্প যোদ্ধা থাকে তারা দু'শ জনকে জয় করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশত জন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তারা জয়ী

	হবে হাজার অবিশ্বাসীদের ওপর; কেননা তারা (অবিশ্বাসীরা) এমন এক গোষ্ঠী যারা জ্ঞানহীন। [৬৫-৬৬]
৬৬	আল্লাহ এখন তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, কেননা তিনি জেনে নিয়েছেন যে তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা আছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত এক শত জন থাকে তবে তারা জয়ী হবে দু'শ জনের ওপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর অনুমোদনক্রমে জয়ী হবে দু'হাজারের ওপর। আল্লাহ দৃঢ়চিত্ত লোকদের সঙ্গে আছেন।
৬৭	পরিপূর্ণভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সমীচীন নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর অথচ আল্লাহ (তোমাদের জন্য) চান পরকাল। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। [৬৭-৬৯]
৬৮	একটি বিষয় যদি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না হত তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হত।
৬৯	যুদ্ধলব্ধ যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ তা বৈধ ও পরিচ্ছন্ন বিবেচনা করে ভোগ কর এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
৭০	হে নবী! তোমার করায়ত্ব যুদ্ধবন্দীদেরকে বল যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা আছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে বিনিময়ে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের থেকে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [৭০-৭১]
৭১	কিন্তু যদি তারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে- ফলে তিনি তাদের ওপর তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সুকৌশলী।
৭২	যারা বিশ্বাস (ঈমান) এনেছে, যারা দেশত্যাগ (বা হিজরত বা মক্কা ছেড়ে মদীনায় গমন) করেছে (অর্থাৎ মোহাজির), যারা নিজেদের জান ও ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম (তথা জেহাদ) করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করেছে (অর্থাৎ মদীনাবাসী, আনসার বা সহায়তাকারী) তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের নয় যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। তবে যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে

	তোমাদের সহায়তা কামনা করে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগীতার চুক্তি বিদ্যমান আছে তাদের বিপক্ষে নয়। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন। [৭২-৭৩]
৭৩	যারা অবিশ্বাসী তারা একে অপরের রক্ষাকর্তা; যদি তোমরা তেমন না হও তবে পৃথিবীতে সন্দেহ/দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে এবং মহা-বিপর্যয় ভীষনভাবে বিস্তার লাভ করবে।
৭৪	যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী (বা মক্কা) ছেড়েছে (মোহাজির) এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে (মদীনাবাসী, আনসার বা সহায়তাকারী) তারা হল সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [৭৪-৭৫]
৭৫	এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত। তবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রক্তের সম্পর্কজনিত আত্মীয়গণ পরস্পর অধিক নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই! আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সম্যক অবগত। [হিজরত পরবর্তীতে মুহাজির (দেশত্যাগী) ও আনসারদের (সহায়তাকারীদের) মধ্যে পরস্পর ভাই ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে ধারণা করে যে, তারা একে অপরের উত্তরাধিকার লাভ করবে। এ আয়াতের মাধ্যমে সে ভূল ধারণাকে রহিত করা হয়েছে। উত্তরাধিকার নির্ধারিত হবে রক্তের সম্পর্কের দ্বারা।]

৯. সূরা আত-তওবা, আয়াত সংখ্যা-১২৯, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Repentance'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'অনুতপ্ত হওয়া কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করা'। অপরাপর আলোচনার পাশাপাশি ক্ষমা প্রার্থনা ও তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়/শর্তসমুহ নিয়ে সূরায় আলোচনা রয়েছে (আয়াত নং ১০২ থেকে) তাই এ নামকরণ।

ইসলামের ইতিহাসে মক্কার অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তির ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে হতাশ হয়ে অবিশ্বাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে তাদেরকে কোনরূপ সুযোগ না দিয়েই অতর্কিতে মক্কা বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরেও হুনায়ুনের যুদ্ধক্ষেত্রে অবিশ্বাসীরা সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। আরবের অধিকাংশ অঞ্চল ইসলামের পতাকাতলে আসে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবের বিভিন্ন প্রান্তরে ইসলামের দাওয়াতসহ বিভিন্ন দল প্রেরণ করা হয়। একটি দল উত্তরে সিরিয়ার নিকটবর্তী খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় যারা রোমান সম্রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু তারা সকল নিয়ম ভঙ্গ করে ঐ দলের পনেরজন সদস্যকে হত্যা করে। এ ঘটনা তাবুক অভিযানের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ফলে সূরায় তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরায় তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি পৌত্তলিকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পৌত্তলিকদের সঙ্গে করা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা আসে এ সূরায় (তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে)।

কা’বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পৌত্তলিকদের নিকট থেকে বিশ্বাসীদের হাতে নেয়ার ঘোষণা আসে। এছাড়াও জিযিয়া কর, সন্ধি ও তার মর্যাদা রক্ষা, অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে সংগ্রামে অংশগ্রহণ, হঠকারদের প্রতি আচরণ, বিশ্বাসীদের গুণাগুণ ও আচরণ, বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশনা নানাবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এটি কোরআনের একমাত্র সূরা যে সূরার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ উচ্চারিত হয়নি।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই সব পৌত্তলিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা হল যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ ছিলে [১-৮] [চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে সেটি ভঙ্গ করা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ পারস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু অবিশ্বাসীরা সুযোগ পেলেই বিশ্বাসীদের সঙ্গে তেমনটি করত। তাই ঘোষণা দিয়ে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে করা চুক্তি রদ করার বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত নং ১-৩৭ পর্যন্ত সন্ধি বা চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও পৌত্তলিকদের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। সত্যের বাণী প্রচারে বাঁধাদানকারী অবিশ্বাসী পৌত্তলিক আরব, ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী শাসনকাল শুরুর পর হিজরী ৮ এ প্রথম, ৯ এ দ্বিতীয় ও ১০ এ তৃতীয় বা বিদায় হজ্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম হজ্বের সময় এ ঘোষনা মোহাম্মদ

	(সাঃ) এর পক্ষে পাঠ করা হয়। প্রথম হজ্ব দু'টিতে মোহাম্মদ (সাঃ) নিজে উপস্থিত ছিলেন না।]
২	এ ভূমিতে মুক্তভাবে চলাফেরা কর ((পৌত্তলিকগণ) চার মাস। অতঃপর জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ (তাঁর প্রদত্ত দিক-নির্দেশনার দিক থেকে) বিভ্রান্ত করে থাকেন। [চুক্তি রহিত করার পূর্বে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদেরকে চার মাস সময় দেয়া হয়েছে যেন তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা যুদ্ধ করবে বা দেশান্তরী হবে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, মহানবীকেও দেশান্তরী হতে হয়েছিল।]
৩	মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটি একটি ঘোষনা যে, আল্লাহ পৌত্তলিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর বার্তাবাহকও। অতঃপর যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখ, আল্লাহর নিকট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। অবিশ্বাসীদের মর্মান্তিক শাস্তির সু-সংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ)।
৪	পৌত্তলিকদের যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আছ এবং যারা তোমাদের সঙ্গে কোনরূপ ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। অবশ্যই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা দায়িত্ব পালন করে।
৫	অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমুহ অতিবাহিত হলে (যে চার মাস সময় দেয়া হয়েছে) পৌত্তলিকদের বধ কর তাদেরকে যেখানে পাও (তখনকার যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে) এবং তাদেরকে বন্দী কর, অবরোধ কর এবং তাদের সন্ধানে অপেক্ষমান থাক (যুদ্ধের প্রতিটি কৌশলগত অবস্থানে)। কিন্তু যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা (তওবা) করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬	পৌত্তলিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয়/নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দেবে যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্য যে, তারা এমন এক গোষ্ঠী যারা বোঝে না।
৭	যাদের সঙ্গে তোমরা উপাসনার পবিত্রতম স্থানে (মসজিদুল-হারমে) চুক্তি

	সম্পাদন করেছ তাদের ব্যাতিত আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের সঙ্গে পৌত্তলিকদের করা চুক্তি কিরূপে বজায় থাকবে? যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ থাকে তোমরাও তাদের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ থাক। নিঃসন্দেহে! আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে।
৮	কিরূপে বজায় থাকবে (আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের সঙ্গে পৌত্তলিকদের চুক্তি) যখন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলে তারা না তোমাদের সম্পর্কের না অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে? তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট।
৯	তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহের বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা অর্জন করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত রাখার চেষ্টা করে। তারা যা করে তা অতি মন্দ। [৯-১২]
১০	বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তারা না আত্মীয়তার না অঙ্গীকারের মর্যাদা দেয়। এরাই তারা যারা সীমালংঘনকারী।
১১	যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং দরীদ্রের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে তবে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই। আমি আমার অবতীর্ণ বাণী তাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যাদের জ্ঞান আছে।
১২	চুক্তি করার পরও যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কেননা তাদের এমন কোন শপথ নেই যার কারণে তারা নিবৃত হবে।
১৩	তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছে এবং তোমাদেরকে প্রথম আক্রমন করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [১৩-১৬]
১৪	তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর! আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন।
১৫	এবং তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভসমুহ দূরীভূত করবেন। আল্লাহ যার

	প্রতি ইচ্ছে ক্ষমাপরায়ন হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
১৬	তোমরা (যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছ) কি মনে কর যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ প্রকাশ করছেন তোমাদের মধ্যে কে সংগ্রাম করছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যাতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে? তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত।
১৭	পৌত্তলিকরা আল্লাহর ঘরের (কা'বা, মসজিদ আল-হারাম এর) রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকতে পারে না যখন তারা নিজেরাই নিজেদের অবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করছে (আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে)। তাদের সকল কর্ম বৃথা এবং তারা অগ্নিতে বসবাস করবে। [১৭-২২]
১৮	তারাই আল্লাহর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহতে ও শেষ দিবসে এবং সঠিকভাবে উপাসনা পালন করে ও দরীদ্রের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যাতিত অপর কাউকে ভয় করে না। এটি প্রত্যাশা করা যায় যে (কেবলমাত্র) তাদের দ্বারাই সম্ভব সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া।
১৯	তোমরা কি হজ্ব সমপন্নকারীদের পানি সরবরাহ করা ও আল্লাহর ঘরের (মসজিদ আল-হারামের) রক্ষণাবেক্ষণকে সেই সমতূল্য গণ্য কর যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) সংগ্রাম করে? আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সমান নয়। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শন করেন না।
২০	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, নিজেদের দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক অনেক ওপরে। এরাই তারা যারা সফলকাম।
২১	তাদের পালনকর্তা তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন দয়া ও গ্রহণযোগ্যতার এবং উদ্যানের; যেখানে তাদের জন্য আছে স্থায়ী সুখ ও প্রশান্তি।
২২	সেখানে তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে! আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।
২৩	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকেও অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ

	কর না যদি তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকেই অধিক শ্রেয় গণ্য করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে তারা ভূল-পথগামী। [২৩-২৪]
২৪	বল: তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর বার্তাবাহক ও তাঁর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) সংগ্রাম করা অপেক্ষা তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা কর এবং বাসস্থান যা তোমাদের অনেক পছন্দের- সে সব অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ভূল-পথগামীদের পথ প্রদর্শন করেন না।
২৫	আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই বিজয় দিয়েছেন, কিন্তু হুনায়ুনের দিন যেদিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে উৎফুল্ল ছিলে তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্তেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। [২৫-২৭] [তায়েফ ও মক্কার মাঝামাঝি হুনায়ুন উপত্যকায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিজরী ৮ সালে। মক্কা বিজয়ের পরেও অনেকগুলি সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্যের আধিক্য থাকা সত্বেও করুণ অবস্থা হয়েছিল যদিও পরিশেষে জয়লাভ করে।]
২৬	অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষন করেন তাঁর বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন এক বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এমনই হল অবিশ্বাসীদের কর্মফল।
২৭	অতঃপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
২৮	হে বিশ্বাসীগণ! পৌত্তলিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন উপাসনার পবিত্র স্থানে (মসজিদ আল-হারামে) না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
২৯	যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে অথচ আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে যেসব নিষিদ্ধ করেছেন সেসবকে

	নিষিদ্ধ গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) প্রদান করে। [ইসলামি রাজ্যে অমুসলিমদের সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ ও তাদের নিরাপত্তা বিধানে জিযিয়া কর ধার্য্য করার বিধান করা হয়।]
৩০	ইহুদিরা বলে, ‘ইজরা আল্লাহর পুত্র’ এবং খ্রীষ্টানরা বলে, ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র।’ এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীদের মত কথা বলে। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ। কিভাবে তারা সত্যচ্যূত হল! [৩০-৩৩] [হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পরে ব্যাবিলনের দ্বারা যখন জেরুজালেম ও পবিত্র উপাসনালয় ধ্বংস হয় তখন তারা (ইসরাইলিরা) তাদের পবিত্র গ্রন্থ ও বিধি-বিধান এবং তাদের জাতীয় ভাষা হিব্রুসহ মূল্যবান বহুকিছু হারিয়ে ফেলে। উজায়ের বা ইজরা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের সময়কালে পুনরায় তাওরাত লিপিবদ্ধ করে এবং বিধি-বিধানসমূহ পুনরুদ্ধার করে। তাই কিছু ইহুদি তাকে গডের সন্তানের মত গন্য করে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী বলতে মিশরীয়, গ্রীক, রোমান বা পারস্যের অধিবাসী যারা নানান কল্প-কাহিনীমূলক দেব-দেবতা সৃষ্টি করত যাদের দ্বারা এরা প্রভাবিত হয়েছে তাদেরকে বোঝান হয়েছে।]
৩১	তারা আল্লাহ ব্যাতিত পন্ডিত ও বৈরাগী এবং মসীহ, মরিয়মের পুত্রকেও তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা কেবল এক উপাস্যের উপাসনার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। অংশীদাররূপে তারা যা সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র!
৩২	তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপন করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান ব্যাতিত অন্য কিছু হতে দেবেন না; যদিও অবিশ্বাসীদের তা পছন্দ নয়।
৩৩	তিনিই তাঁর বর্তাবাহক প্রেরণ করেছেন পথ-নির্দেশনা ও সত্যধর্ম সহ যেন তিনি তা সকল ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন; যদিও অধিকাংশ পৌত্তলিকদের তা পছন্দ নয়।
৩৪	হে বিশ্বাসীগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পূঞ্জিভূত করে অথচ আল্লাহর পথে (সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়) ব্যায় করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দাও। [৩৪-৩৫]

৩৫	সেদিন নরকের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (বলা হবে), 'এগুলি তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এবার আস্বাদ গ্রহণ কর তার যা তোমরা জমা করতে।'
৩৬	নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এ সময়ে তোমরা নিজেদের প্রতি কোনরূপ ভূল কর না। পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর সর্বাত্মকভাবে যেমন তারাও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে। মনে রেখ, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা (তাঁর প্রতি) তাদের দায়িত্ব পালন করে। [৩৬-৩৭] [জ্বিলক্কাদ, জ্বিলহাজ্ব, মুহাররম ও রজব এ চার মাসকে নিষিদ্ধ মাস বা পবিত্র মাস বলা হয় হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সময় হিসেবে। এ সময়ে যুদ্ধ করা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবি যে কোন মন্দ কাজ করা গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত যেন হজ্বযাত্রীরা নিরাপদে কা'বায় গমনাগমন করতে পারে। এ নিয়ম ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে এবং আরবরা সেটি মেনে চলত।]
৩৭	এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ অবিশ্বাসের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে, ফলে অবিশ্বাসীরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এরা একে এক বছর হালাল করে নেয় এবং অন্য বছর হারাম করে নেয় যেন আল্লাহ যে মাসগুলি নিষিদ্ধ করেছেন তার গণনা পূর্ণ করে নিতে পারে এবং আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলিকেও হালাল করে নেয়। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। [পৌত্তলিক আরবরা তাদের সুবিধামত নিষিদ্ধ মাসকে সাধারণ মাসরূপে গন্য করত যে সময়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি রীতিসিদ্ধ ছিল। অতঃপর তারা আবার সাধারণ মাসকে নিষিদ্ধ মাসরূপে ঘোষনা করত। এভাবে তারা নিজেদের জন্য কিছু সুবিধা তৈরী করে নিত।]
৩৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হল যে যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হয় তখন মাটি আঁকড়ে বসে থাক? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পর্থিব জীবনেই অধিক পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? পরকালের তুলনায় পর্থিব জীবনের সুখ অতি নগণ্য। [৩৮-৪২] [আয়াত ৩৮-৭২, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবের বিভিন্ন প্রান্তরে ইসলামের

	দাওয়াতসহ বিভিন্ন দল প্রেরণ করা হয়। একটি দল উত্তরে সিরিয়ার নিকটবর্তী খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় যারা রোমান সম্রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু তারা সকল নিয়ম ভঙ্গ করে ঐ দলের পনের জন সদস্যকে হত্যা করে। এ ঘটনা তাবুক অভিযানের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ফলে সূরার এ অংশে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।]
৩৯	যদি তোমরা বের না হও (ন্যায়ের স্বপক্ষে যুদ্ধের জন্য) তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তিতে ফেলবেন (যা কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ পতিত হবে) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।
৪০	যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে মনে রেখ, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে অবিশ্বাসীরা বহিষ্কার করেছিল; সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল। সে তার সঙ্গীকে বলেছিল: বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি বর্ষন করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন বাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং অবিশ্বাসীদের কথাকে মূল্যহীন করে দিলেন। আল্লাহর কথা সদা সমুন্নত। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [মহানবী (সাঃ) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালীন সময়ের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর এবং শত্রুরা হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের সন্ধান করছিল।]
৪১	অভিযানে বের হও হালকা কিংবা ভারি সরঞ্জামের সঙ্গে এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে)। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।
৪২	যদি এটি নিকটবর্তী কোন অভিযান হত এবং যাত্রাপথ সহজ হত তবে তারা তোমার সহযাত্রী হত। কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তথাপি তারা এমন শপথ করে বলবে যে, 'আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যেচারী। [তাবুকের যুদ্ধ- এটি ছিল সিরিয়া অভিমুখে সুদূরের পথ।]
৪৩	আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন (হে মোহাম্মদ)। কারা সত্য কথা বলছে এবং কারা মিথ্যেচার করছে তাদের বিষয় প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেন

	তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? [৪৩-৪৫] [হঠকার যারা যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য মিথ্যে অজুহাত তৈরী করেছিল এবং মহানবী তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৪৪	যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, তারা জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম না করা পর্যন্ত তোমার নিকট থেকে অব্যাহতি কামনা করবে না। যারা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি দায়িত্বশীল আল্লাহ তাদের বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত।
৪৫	কেবল তারাই তোমার কাছে অব্যাহতি চায় (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে না এবং যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে ফলে সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।
৪৬	যদি তারা বের হবার সংকল্প করত তবে অবশ্যই তারা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু অভিযানে তাদের বের হওয়া আল্লাহরই পছন্দ নয়; তাই তাদেরকে নিবৃত রাখলেন এবং বলা হল, ‘যারা বসে আছে তোমরা তাদের সঙ্গে বসে থাক।’ [৪৬-৪৯]
৪৭	যদি তারা তোমাদের সঙ্গে বের হত তবে তারা তোমাদের সমস্যা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না এবং এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা তাদের কথা মান্যও করত। পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।
৪৮	পূর্ব থেকেই তারা বিভেদ সৃষ্টির সুযোগের সন্ধানে ছিল এবং তোমার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল যে পর্যন্ত না সত্য আগমন করল এবং আল্লাহ তাঁর নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের মন্দ বিষয়গুলি প্রকাশ করে দিলেন।
৪৯	তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, ‘আমাকে অব্যাহতি দিন (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) এবং আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন না।’ অথচ নিশ্চিতভাবেই এটি তারা যারা (এ অবস্থায়) ঝামেলার মধ্যেই পরে আছে। নিঃসন্দেহে! নরক অবিশ্বাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।
৫০	যদি তোমার মঙ্গল হয় (হে মোহাম্মদ) তারা মন্দবোধ করে এবং যদি তোমার কোন বিপদ হয় তবে তারা বলে, ‘আমরা পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছি’ এবং তারা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যায়। [৫০-৫২]

৫১	বল: (মঙ্গলামঙ্গল) কিছুই আমাদের ওপর পতিত হবে না (তা ব্যাতিত) যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন; তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে দাও।
৫২	বল: তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির জন্য অপেক্ষমান (মৃত্যু অথবা আল্লাহর পথে বিজয়)? অথচ আমরা অপেক্ষায় আছি যে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর; আমরাও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান রইলাম।
৫৩	বল: তোমরা স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যায় কর কিংবা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তোমরা সততই সত্যত্যাগী দল। [৫৩-৬০] [যারা যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কিছু আর্থিক সহায়তা করতে চেয়েছিল তেমন হঠকারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।]
৫৪	এবং তাদের অর্থব্যায় গৃহীত না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি অবিশ্বাসী; তারা উপাসনাকালে আগমন করে শৈথিল্যের সঙ্গে এবং দান করে অনিচ্ছাকৃতভাবে।
৫৫	অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে (হে মোহাম্মদ)। আল্লাহ এর দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করতে চান এবং তাদের আত্মা সে অবস্থায় দেহ ত্যাগ করবে যখন তারা থাকবে অবিশ্বাসী।
৫৬	তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তারা তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; তবে তারা তোমাদেরকে ভয় করে।
৫৭	তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা কিংবা মাথা গোঁজার ঠাই পেলে সেদিকে দ্রুত পলায়ন করবে।
৫৮	তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা দান (সদকা/সংগৃহীত যাকাত) বন্টনে তোমাকে দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে কিছু দেয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্টচিত্ত হয় এবং যদি তারা কিছু না পায় তবে দেখ তারা কেমন ক্ষুব্ধ!
৫৯	ভাল হত যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক তাদের যা দিয়েছেন তাতে এবং বলত, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ

	আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর বার্তাবাহকও। আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি।'
৬০	দান হল কেবল দরীদ্র, অভাবগ্রস্থ এবং যারা তা আদায় করে এবং সত্যের পথে নতুনভাবে আগতদের জন্য এবং বন্দী/দাসমুক্তি ও ঋণ ভারাক্রান্তদের ঋনের বোঝা লাঘবের জন্য এবং যারা আল্লাহর পথে শ্রম ব্যায় করে ও মূসাফিরদের জন্য; এটিই হল বিধান যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৬১	তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা নবীকে ক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করে এবং বলে, 'সে তো কেবলই একজন শ্রোতা।' বল: এমন একজন শ্রোতা যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং যে বিশ্বাসীদের প্রতি সত্যিকার অর্থেই আন্তরীক এবং বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহস্বরূপ। যারা আল্লাহর বার্তাবাহককে উত্তক্ত করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। [৬১-৬৩]
৬২	তারা তোমাদের (বিশ্বাসীদের) সামনে আল্লাহর শপথ নেয় তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারা যদি সত্যিই বিশ্বাসী হয়ে থাকে তবে (জেন যে) সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক এ সন্তুষ্টি প্রাপ্তির অধিকার রাখে।
৬৩	তারা কি জানে না যে যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরোধীতা করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নরক; তারা সেখানেই বসবাস করবে? এটিই হল চরম লাঞ্ছনা।
৬৪	হঠকাররা ভয় করে যে তাদের বিষয়ে না এমন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয়সমুহকে প্রকাশ করে দেয়। বল: বিদ্রূপ করতে থাক; আল্লাহ প্রকাশ করবেন যে বিষয়ে তোমরা শংকা করছ। [৬৪-৬৬]
৬৫	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তারা বলবে, 'আমরা তো (এসব) কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।' বল: তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর অবতীর্ণ বাণী এবং তাঁর বার্তাবাহককে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?
৬৬	কোন অজুহাত তৈরী কর না। তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাস করেছ। যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে ক্ষমা করেও দেই, তথাপি

	কাউকে শাস্তি দেব; কেননা তারা ছিল অপরাধী।
৬৭	হঠকার নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ; তারা ভূল কাজের নির্দেশ দেয় এবং সঠিক কাজকে নিষেধ করে। তারা (আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যায় করার ক্ষেত্রে) কৃপণতা করে। তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; ফলে তিনিও তাদের বিস্মৃত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে হঠকাররা সীমালংঘনকারী। [৬৭-৭০]
৬৮	হঠকার পুরুষ ও হঠকার নারী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ নরকের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা সেখানে বসবাস করবে। এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।
৬৯	তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত- যারা ছিল শক্তিতে তোমাদের চেয়েও অধিক এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতেও তোমাদের চেয়ে অধিকতর ছিল; তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। যেমন তোমরা তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছ- যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। তারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেরূপ লিপ্ত আছ। এরাই তারা যাদের সকল কর্ম পৃথিবী ও পরকালে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।
৭০	তাদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি- নূহ, আ'দ ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইব্রাহীমের সম্প্রদায় ও মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলিকে উল্টে দেয়া হয়েছিল (লূতের সম্প্রদায়)? তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকগন নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ এমন নন যে তাদের ওপর অন্যায় করবেন; তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অন্যায় করেছিল।
৭১	এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজকে নিষেধ করে। তারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে, দরীদ্রের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে। এদের ওপরই আল্লাহ দয়া বর্ষন করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। [৭১-৭২]
৭২	আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কানন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার

	তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমুহ। তারা সেখানে বসবাস করবে। কানন-কুঞ্জে থাকবে উত্তম বসবাসের ব্যাবস্থা এবং ততোধিক- আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা। এটিই হল মহাসাফল্য।
৭৩	হে নবী! অবিশ্বাসী ও হঠকারদের বিপক্ষে সংগ্রাম করে যাও! তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর। তাদের সর্বশেষ ঠিকানা হল নরক; পথ পরিক্রমার এক দূর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি। [৭৩-৮০] [আয়াত ৭৩-১২৯, এ অংশে তাবুক অভিযান শেষে একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা মহানবীর সঙ্গে তাবুক অভিযানে যোগদান করেনি তাদের এবং হঠকারদের বিষয়েও এ অংশে পর্যালোচনা রয়েছে।]
৭৪	তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে তারা ভুল কিছু বলেনি (কি বলেছে বিষয়টি নিশ্চিত নয়), অথচ তারা অবিশ্বাসের কথা বলেছে এবং মুসলমান হওয়ার পরও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তারা যা প্রত্যাশা করেছিল তা তারা পায়নি (কিছু হঠকার মুসলিমদের ক্ষতি হওয়ার প্রত্যাশা করেছিল)। আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করেছিলেন বলেই তারা বিরোধীতা করেছিল। যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সেটি তাদের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। বিশ্ব চরাচরে তাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা ও কোন সাহায্যকারী নেই। [হিজরতের কারণে মহানবীর মদীনা আগমনের ফলে মদীনা ও তার আশেপাশের লোকজনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেটিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে।]
৭৫	তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বলে আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার করেছিল যে, ‘যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন তবে অবশ্যই আমরা ব্যায় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত হব।’
৭৬	অথচ যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন তখন তারা জমা করতে শুরু করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।
৭৭	এরই ফলশ্রুতিতে তিনি তাদের অন্তরে সেদিন পর্যন্ত কপটতাকে স্থান করে দিয়েছেন যেদিন তারা তাঁর (আল্লাহর) সঙ্গে মিলিত হবে। এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার লংঘন করেছিল এবং এ কারণে যে তারা মিথ্যে বলেছিল। [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ৫:১২, ৩৩:৭]
৭৮	তারা কি জানে না যে আল্লাহ অন্তরের গোপন কথা ও ভাবনা সম্পর্কে

	অবগত এবং আল্লাহ সকল গোপন বিষয় জানেন?
৭৯	যারা সে সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে বিদ্রূপ করে যারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে দান করে, অথচ যাদের দেবার কিছু নেই শুধুমাত্র নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। (জেনে রেখ) আল্লাহ নিজেই তাদের প্রতি বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
৮০	তাদের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা নাও কর, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর (হে মোহাম্মদ), তথাপি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শন করেন না।
৮১	(যুদ্ধে না গিয়ে) পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর বার্তাবাহক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দিত; তারা জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে অপছন্দ করছে এবং বলছে, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বল: উত্তাপে নরকের আগুন প্রচণ্ডতম যদি তারা বুঝত। [৮১-৮৩]
৮২	অতএব তাদেরকে হাসতে দাও; তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তারা অধিক ক্রন্দন করবে।
৮৩	আল্লাহ যদি তোমাকে (অভিযান থেকে) তাদের কোন দলের মধ্যে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে অভিযানে বের হওয়ার অনুমতি কামনা করে তবে তুমি তাদেরকে বল: তোমরা কখনই আমার সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করতে বের হতে পারবে না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকা পছন্দ করেছ, অতএব পেছনে পড়ে থাক অকর্মণ্যদের সাথে।
৮৪	তাদের কারও মৃত্যু হলে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে না, কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না (হে মোহাম্মদ)। কেননা তারা আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহককে অবিশ্বাস করেছে। তারা মৃত্যুবরণ করেছে যখন তারা ছিল অন্যায়কারী। [৮৪-৮৫] [আবদুল্লাহ বিন উবে ইসলামের শত্রু ছিল। হঠকারীতায় চরম পর্যায়ের ছিল। কিন্তু তার ছেলে আন্তরীক মুসলিম ছিল। তাবুক অভিযানের কিছুকালের মধ্যে উবে'র মৃত্যু হলে সে মহানবীকে পিতার জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করে। সে প্রেক্ষাপটে এটি অবতীর্ণ হয়। যেন হঠকাররা ইসলামের বিপক্ষে আরও উৎসাহিত হতে না পারে।]

৮৫	তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ এর দ্বারা পৃথিবীতে তাদেরকে কেবল শাস্তি প্রদানের ইচ্ছে রাখেন এবং তারা মৃত্যুবরণ করবে অবিশ্বাসী হিসেবে।
৮৬	যখন এই মর্মে কোন সূরা অবতীর্ণ হয় যে তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সাথে একাত্ম হয়ে জেহাদ কর, তখন সম্পদশালীরা তোমার নিকট থেকে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমরা (নিস্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে চাই।' [৮৬-৮৯]
৮৭	তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত। তাদের অন্তরসমুহকে বদ্ধ করে দেয়া হয়েছে ফলে তারা বোঝে না।
৮৮	বার্তাবাহক এবং যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা সকলেই তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।
৮৯	আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণসমুহ। তারা তাতে বসবাস করবে। এটিই হল বিরাট কৃতকার্যতা।
৯০	মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে একদল এল যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং যারা আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে মিথ্যে বলেছিল তারা যেন (এ থেকে) নিবৃত্ত থাকতে পারে। যারা অবিশ্বাস করে তাদের ওপর বেদনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। [৯০-৯৩]
৯১	যারা দূর্বল, রুগ্ন, ব্যায়ভার বহনে অসমর্থ তাদের জন্য (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায়) কোন অপরাধ নেই যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে ভাল তাদের প্রতি অভিযোগ উত্থাপনের কোন পথ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৯২	আর না আছে তাদের ওপর কোন অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ যারা (স্বেচ্ছায়) এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি (মোহাম্মদ) তাদেরকে বাহন দান কর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে তার ওপর তোমাদেরকে সওয়ার করাব; তখন তারা অশ্রুশিক্ত হয়ে ফিরে গেছে এ কষ্ট নিয়ে যে তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যায় করবে। [যারা সত্যনিষ্ঠ অথচ যুদ্ধে যেতে

	পারেনি তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে।]
৯৩	অভিযোগ কেবল তাদের প্রতি যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের নিকট থেকে অব্যাহতি প্রত্যাশা করে। যারা পশ্চাতে থেকে যাওয়াদের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত। আল্লাহ তাদের অন্তরকে বদ্ধ করে দিয়েছেন, যেন তারা জানতেও না পারে (যে তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে)।
৯৪	তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে। বল: ছল কর না, আমি কখনও তোমাদের কথা শুনব না; আল্লাহ আমাকে তোমাদের বিষয়ে অবহিত করেছেন। এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই দেখবেন। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর কাছে যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনিই তোমাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তোমরা করছিলে। [৯৪-৯৬]
৯৫	যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ নিয়ে বলবে যেন তোমরা তাদের ক্ষমা করে দাও। (যদিও) তোমরা তাদের ক্ষমা কর- (তথাপি) নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র এবং তারা যা অর্জন করেছে তার পুরস্কারস্বরূপ তাদের আবাসস্থল হল নরক।
৯৬	তারা তোমাদের নিকট শপথ নিয়ে চাইবে যেন তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করে নাও। যদিও তোমরা তাদের গ্রহণ কর আল্লাহ অবশ্যই পথভ্রষ্টদেরকে গ্রহণ করবেন না।
৯৭	অবিশ্বাস ও হঠকারীতায় মরুবাসী বেদুইনরা অধিকতর কঠোর এবং আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সে সীমারেখা বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে তারা অত্যান্ত দক্ষ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়। [৯৭-৯৯]
৯৮	কোন কোন বেদুইন এমনও আছে যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ব্যায় করাকে অর্থদণ্ডরূপে গণ্য করে এবং তোমার ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায় থাকে (যেন অর্থ ব্যায় করা থেকে মুক্ত হতে পারে)। তাদের ওপরেই বিপর্যয় আসুক। আল্লাহ শ্রবনকারী, সবজান্তা।
৯৯	তবে বেদুইনদের মধ্যে কিছু আছে যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের করা ব্যায়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর

	বার্তাবাহকের আশীর্বাদ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। বাস্তবিকই এটি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
১০০	সর্বপ্রথম যারা দেশত্যাগ (হিজরত) করেছে (মুহাজির) এবং যারা তাদের সহায়তা দিয়েছে (মদীনাবাসী, আনসার/সহায়তাকারী) এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে- আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটিই মহাসাফল্য। [১০০-১০১]
১০১	মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমার আশে-পাশে আছে তাদের মধ্যে কিছু আছে হঠকার এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও হঠকারীতায় কিছু আছে অনড়। তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে শাস্তি দান করব দু'বার; তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহাশাস্তির দিকে।
১০২	কিছু রয়েছে যারা নিজেদের ভূল স্বীকার করেছে। তারা একটি ভাল কাজের সঙ্গে একটি মন্দ কাজকে মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [১০২-১০৬]
১০৩	তাদের সম্পদ থেকে দানস্বরূপ (সাদাকা) গ্রহণ কর যার মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র এবং বিকশিত করতে পার। তাদের জন্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রার্থনা তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।
১০৪	তারা কি জানে না যে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন এবং দান (সাদাকা) গ্রহণ করেন? আল্লাহ প্রার্থিত ক্ষমা গ্রহণকারী, করুণাময়।
১০৫	বল: তোমরা কাজ করে যাও! আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন এবং তাঁর বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীগণও। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞাতার নিকট। তিনি তোমাদেরকে জানাবেন তোমরা যা করতে।
১০৬	আবার কিছু রয়েছে যাদের বিষয় আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে;

	তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ সবকিছুই জানেন, প্রজ্ঞাময়।
১০৭	যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিরোধীতা, অবিশ্বাস ও বিভেদ সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও বার্তাবাহকের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে তাদের ঘাটিস্বরূপ ব্যাবহারের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ করেছে– তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করেছি।' আল্লাহ সাক্ষী বহন করছে যে তারা অবশ্যই মিথ্যে বলছে। [১০৭-১১০] [মদিনার হঠকারদের একটি দল সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে ইসলামের বিপক্ষে কাজ করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে। তার প্রেক্ষিতে কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়।]
১০৮	তুমি কখনই (প্রার্থনার জন্য) সেখানে দাঁড়াবে না। যে উপাসনালয়ের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটিই তোমার (প্রার্থনার জন্য) দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা নিজেদের পবিত্র রাখতে ভালবাসে। আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।
১০৯	যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন ও তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে সে উত্তম নাকি যে কোন গর্তের কিনারায় তা স্থাপন করেছে সে যা কিনা ধ্বসে পড়ার উপক্রম; ফলে তা তাকে নিয়ে নরকের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ অন্যায়কারীদের পথ দেখান না।
১১০	তাদের নির্মিত ঘর তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের কারণ হয়ে থেকে যাবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরসমুহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
১১১	নিশ্চয়ই! আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন; কেননা তাদের জন্যই রয়েছে উদ্যান। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে এবং হয় নিধন করবে, নয়ত জীবন বিসর্জন দেবে। এটি (ইহুদিদের) তাওরাত, (খ্রীষ্টানদের) ইঞ্জিল ও (মুসলমানদের) কোরআনে তাঁর প্রদত্ত এক সত্য প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক অগ্রগামি? অতএব তোমরা উৎফুল্ল হও সে লেনদেনের বিষয়ে যা তোমরা করেছ তাঁর (আল্লাহর) সঙ্গে। এটিই হল মহাসাফল্য। [১১১-১১২]

১১২	তারাই সফল যারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী, উপাসনাকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী- যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ নিষেধ করে এবং যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে তারাই বিশ্বাসী; তাদের সু-সংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ)।
১১৩	বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীদের উচিত নয় পৌত্তলিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদি তারা ঘনিষ্ট আত্মীয়ও হয়; (বিশেষত) এটি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা নরকবাসী। [১১৩-১১৪]
১১৪	ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে যা সে তার (পিতার) সঙ্গে করেছিল। অতঃপর যখন এটি স্পষ্ট হল যে সে (তার পিতা) আল্লাহর শত্রু, তখন সে (ইব্রাহীম) তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিল বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল। [ইব্রাহীম (আঃ) পিতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। দ্রষ্টব্য ১৯:৪৭, ২৬:৮৬, ৬০:৪]
১১৫	পথ প্রদর্শন করার পর আল্লাহ কোন জাতিকে কখনই পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তিনি এটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে তাদেরকে কি কি বিষয় পরিত্যাগ করে চলতে হবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সব বিষয়ে সচেতন। [১১৫-১১৬]
১১৬	নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের জন্য না কোন রক্ষাকর্তা না কোন সাহায্যকারী আছে।
১১৭	আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের (সহায়তাকারীদের) প্রতিও যারা কঠিন সময়ে নবীর সঙ্গে ছিল। যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। নিঃসন্দেহে! তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। [১১৭-১১৯] [মহানবীর বিশ্বস্ত সহযোগী যারা প্রথমে যুদ্ধে গমনে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের অন্তরের দুর্বলতাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল এখানে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১১৮	এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল (যখন শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা নেয়া হয়) এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল, আর তারা

	বুঝতে পারল যে আল্লাহ ব্যাতিত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যেন তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে! আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল। [এখানে পৃথকভাবে যে তিনজনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তারা প্রকৃতই বিশ্বাসী। এমনকি বদর যুদ্ধেও তাদের দু'জন অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাবুক অভিযান থেকে তারা অব্যাহতি চেয়েছিল। অভিযান শেষে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা নেয়া হয়। তাদেরকে সবকিছু থেকে বয়কট করা হয়। পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এখানে সে প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে।]
১১৯	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে যত্নবান হও এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ কর।
১২০	মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য এটি সঙ্গত নয় যে, আল্লাহর বার্তাবাহকের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া এবং তাদের নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে আল্লাহর পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা স্পর্শ করে এবং তাদের এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা অবিশ্বাসীদের মনে ক্রোধের উদ্রেক করে এবং শত্রুদের নিকট থেকে কোন কিছু প্রাপ্ত হওয়া- এর প্রত্যেকটি তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভাল কর্ম সম্পন্নকারীদের কর্মের ফল নষ্ট হতে দেন না। [১২০-১২১]
১২১	তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যায় করে, যত প্রান্তরই তারা অতিক্রম করে তার সবই তাদের অনুকূলে লেখা হয়ে যায়। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।
১২২	বিশ্বাসীদের সকলের একই সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। প্রত্যেক দলের কেবল একটি অংশ বের হওয়া সঙ্গত যেন তারা (যারা থেকে যায়) ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যখন তারা (অগ্রগামী দল) প্রত্যাবর্তন করে তখন তারা তাদের নিজেদের লোকদের সে বিষয়ে অবহিত করতে পারে যেন তারা সতর্ক থাকে। [১২২-১২৩]
১২৩	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায় এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা (তাঁর প্রতি) দায়িত্ব পালন করে।
১২৪	যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের (হঠকারদের) কেউ কেউ

	বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে? যারা বিশ্বাসী এটি তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিতও হয়েছে। [১২৪-১২৭]
১২৫	বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এটি তাদের সন্দেহ/কলুষতার সাথে সন্দেহ/কলুষতা আরও বৃদ্ধি করে এবং তারা অবিশ্বাসী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।
১২৬	তারা কি লক্ষ্য করে না যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয় (পরীক্ষা করা হয়); তবুও তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না কিংবা (কর্ণপাত) উপদেশ গ্রহণ করে না।
১২৭	আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে (ইশারায়) জানতে চায়, 'কেউ কি তোমাদেরকে লক্ষ্য করছে?' অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন! নিশ্চয়ই! তারা নির্বোধ।
১২৮	তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এসেছে একজন বার্তাবাহক। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা সহন করা তার জন্য কষ্টকর। সে তোমাদের জন্য পূর্ণ মঙ্গলকামী। বিশ্বাসীদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। [১২৮-১২৯]
১২৯	এতদ্বসত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ থাকে তবে বল: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। তাঁরই ওপর আমি আস্থা রাখি এবং তিনিই মহান আরশের/আসনের অধিপতি।

১০. সূরা ইউনুস, আয়াত সংখ্যা-১০৯, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরায় ইউনুস নবী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে এমন নয়। তবে তার নামের উল্লেখ রয়েছে তাই এ নামকরণ করা হয়েছে। অপরাপর অনেক সূরার ন্যায় এক্ষেত্রেও নামটি প্রতীকী।

অবতীর্ণ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সূরায় আহবান জানান হয়েছে। যিনি সৃষ্টি থেকে শুরু করে সবকিছুর লালন-পালনকর্তা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা জানতে চায় কখন সে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। বস্তুত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একটি সময় নির্ধারিত আছে,

যখন তাদের সময় উপস্থিত হবে তখন তারা একে না একদণ্ড পেছনে সরাতে পারবে না সামনে আনতে পারবে।

মানুষের কৃত অনাচার সেদিন তাদের নিজেদের বিপক্ষেই যাবে। পার্থিব জীবনের আকর্ষন ক্ষণস্থায়ী। বরং আল্লাহ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান। যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও অধিক।

পালনকর্তা চাইলে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করত। অতএব কাউকেই বিশ্বাস করাবার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এটি আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ আচরণ। যারা নিজেদের বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধি/জ্ঞান প্রয়োগ করবে না, যারা উদাসীনতা প্রদর্শন করবে তারা এ থেকে উপকৃত হতে পারবে না। তাদেরকে তাদের কর্মের/আচরণের ফল পেতেই হবে। সেটিও একটি উদ্দেশ্য। তবে মানুষকে সুপথের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে সে তা নিজেরই বিপক্ষে করে।

সূরায় আল্লাহর একত্ব, তাঁর প্রতি অংশীদারী আরোপকরণ প্রসঙ্গ, পরকাল নানাবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে তাদের অধিকাংশই যা করে তা কেবল অনুমান। নিশ্চিতভাবেই অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।

অবিশ্বাসীরা বলতে চায় কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত বাণী নয়। বস্তুত এর জ্ঞান তাদের আয়ত্বের বাইরে এবং এর বিশ্লেষণ/পরিণাম এখনও তাদের কাছে আসেনি। এমনই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও যারা অস্বীকার করেছিল। অতঃপর ভূল-পথগামীদের পরিণতি সকলেরই জানা।

আল্লাহর সৃষ্টিতে আছে নিদর্শন। যারা তাঁর সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করে তারা এ অবতীর্ণ বার্তার বিষয়সমুহও অনুধাবনে সক্ষম। যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও অধিক। যে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আল্লাহর বিচারের আগমন পর্যন্ত বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যধারণ করার জন্য সূরায় পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)

১	আলিফ, লা-ম, রা; এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাণী।
২	এটি মানুষের জন্য এক বিস্ময় যে তাদেরই মধ্য থেকে আমি অনুপ্রাণীত করেছি একজনকে এই বলে, 'সতর্ক কর মানুষকে এবং বিশ্বাসীদের সু-সংবাদ দাও যে তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।' অবিশ্বাসীরা বলে, 'নিঃসন্দেহে! এ এক যাদুকর।'
৩	নিশ্চয়ই! তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি তার আরশে/আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সবকিছুকে চালনা করে। তাঁর অনুমতি ব্যাতিত কেউই তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে না। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তাঁরই উপাসনা কর। ওহ! তোমরা কি স্মরণ করবে না? [৩-৬]
৪	তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক সঠিক প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই! সৃষ্টিকে তিনি প্রথমত অস্তিত্বে নিয়ে আসেন অতঃপর পুনরাবর্তন করেন, যেন তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে ভাল কাজ করে। অথচ যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানেয় পানি এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি কেননা তারা অবিশ্বাস করেছে।
৫	তিনিই সে মহান সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্য্যকে উজ্জল আলোকময়, চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং নির্ধারণ করেছেন এর জন্য বিবিধ ধাপসমূহ যেন তোমরা জানতে পার বছর এবং এর হিসেব। এ সবকিছুই আল্লাহ সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করেননি। তিনি তার অবতীর্ণ বাণী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৬	নিশ্চয়ই! রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন এ সবই হল তাদের জন্য নিদর্শন যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৭	নিশ্চয়ই! যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না, বরং পার্থিব জীবনকেই প্রত্যাশা করে এবং সেখানেই নিরাপদ অনুভব করে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, [৭-৮]
৮	তারা যা অর্জন করেছে তার ফলস্বরূপ তাদের আবাস হবে অগ্নি।
৯	অবশ্যই! যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের পালনকর্তা

	তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে– এমন উদ্যানের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। [৯-১০]
১০	সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে: পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ! এবং সেখানে তাদের শুভেচ্ছা হবে: সালাম (শান্তি)। আর তাদের সকল প্রার্থনার নির্যাস হবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (যিনি) জগতসমুহের প্রতিপালক!
১১	যদি আল্লাহ মানুষকে তার প্রাপ্য অকল্যাণ যা সে অর্জন করেছে তার ফলাফল অতি দ্রুত প্রদান করতেন, যেমনটি সে তার প্রাপ্য ভাল ফলাফলটিকে প্রত্যাশা করে তবে তাদের আশাই ছেড়ে দিতে হত। কিন্তু আমি কেবল তাদেরকেই তাদের নিজ গন্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে ব্যাতিব্যাস্ত রাখি যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না। [১১-১২]
১২	যখন দূর্ভাগ্য মানুষকে স্পর্শ করে সে তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু যখন আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করে দেই, তখন মনে হয় কখনও কোন কষ্টের মুখোমুখী হয়ে সে যেন আমাকে ডাকেইনি। যারা সীমালংঘন করে তাদের কর্ম তাদের কাছে এভাবেই সঠিক বলে প্রতীয়মান করে দেয়া হয়েছে।
১৩	তোমাদের পূর্বে আমি বহু গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যখন তারা ভূল পথে চলেছে। তাদের বার্তাবাহকগণ তাদের কাছে এসেছিল কিন্তু তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এভাবেই আমি দোষীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। [১৩-১৪]
১৪	তাদের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছি যেন আমি দেখি তোমরা কেমন কর্ম/আচরণ কর।
১৫	যখন তাদের কাছে আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না তারা বলে, ‘এটি ছাড়া অন্য কোন অবতীর্ণ বাণী নিয়ে আস অথবা এটিকে পরিবর্তন করে দাও।’ বল (হে মোহাম্মদ): আমার নিজের পক্ষে এটিকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কেননা আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার ভেতরে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। আমি যদি স্বীয় পালনকর্তাকে অমান্য করি তবে আমি এক কঠিন দিবসের শাস্তিকে ভয় করি। [১৫-১৭]
১৬	বল: যদি আল্লাহ চাইতেন তবে এটি (অবতীর্ণ বাণী) আমি তোমাদের সামনে পাঠ করতাম না, কিংবা তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত

	করতেন না। আমি তো ইতিপূর্বে আমার জীবনের পুরো সময়টা তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত করেছি। তাবুও কি তোমরা ভাববে না?
১৭	অতঃপর তার চেয়ে বড় ভূল-পথগামী আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে এবং তাঁর অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করে? দোষীরা কখনই সফল হবে না।
১৮	তারা (পথভ্রষ্টরা) উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না লাভ এবং তারা বলে, ‘এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।’ বল: তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত কর আসমান ও জমিনের মাঝে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন? তোমরা তাঁর সঙ্গে যে অংশীদার সাব্যস্ত কর তিনি সে সব থেকে পুতঃপবিত্র ও মহান। [১৮-১৯]
১৯	মানুষ একই গোষ্ঠীভূক্ত ছিল পরে তারা পৃথক হয়েছে। একটি কথা যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয়ে যেত, তবে তারা যে বিষয়ে মত পার্থক্য করছে তার মীমাংসা হয়ে যেত (দ্রষ্টব্য ৭:১৮, ১১:১১৯, ৩২:১৩, ৩৮:৮৫)।
২০	তারা বলে, ‘তার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কেন কোন নিদর্শন এল না?’ বল: অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহই জানেন। অতএব অপেক্ষা কর! আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম। [২০-২১]
২১	কিছু দূর্যোগ ভোগ করাবার পর যখন আমি আমার দয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই, তখনই তারা আমার অবতীর্ণ বাণীর বিপক্ষে নানান কৌশল রচনা করতে শুরু করে। বল: কৌশল রচনায় আল্লাহ অত্যান্ত দ্রুত। নিশ্চয়ই! তোমরা যে কৌশল রচনা কর আমার বার্তাবাহকেরা তা লিপিবদ্ধ করে রাখে।
২২	তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে। যখন তোমরা জলযানসমূহে আরোহন কর এবং সেটি অনুকূল হাওয়ায় তোমাদেরকে বয়ে নিয়ে যায় তাতে তারা উৎফুল্ল হয়। কিন্তু যখন তীব্র বাতাসে সর্বদিক থেকে ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা বুঝতে পারে যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখন তারা একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকে; তাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতি স্থাপন করে এবং বলে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর সত্যিকারভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ

	থাকব।’ [২২-২৩]
২৩	অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন, দেখ! তারা পৃথিবীতে অন্যায়-অনাচার করতে শুরু করে। হে মানুষ! তোমাদের কৃত অনাচার কেবল তোমাদেরই বিপক্ষে যাবে। পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব তোমরা যা কিছু করতে।
২৪	পার্থিব জীবনের প্রতিরূপ হচ্ছে তেমন- যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি, অতঃপর ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে আসে যা মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে। পৃথিবী যখন তার সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হয়ে ওঠে তখন জমিনের অধিকর্তারা ভাবে তারাই এসবের মালিক। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসে রাতে কিংবা দিনে, আমি এগুলিকে পরিণত করি স্তুপাকারে; মনে হয় যেন গতকালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি আমার নিদর্শনসমুহ বর্ণনা করি সেসব মানুষদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। [২৪-২৫]
২৫	আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছে তাকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন।
২৬	যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও অধিক। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল উদ্যানের প্রকৃত অধিকারী (হওয়ার যোগ্য), তারা সেখানেই বসবাস করবে। [২৬-২৭]
২৭	আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ, অসৎ কর্মের কারণে সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের আস্তরণ দিয়ে। এরা হল নরকের অগ্নির অধিকারী (হওয়ার যোগ্য)। তারা সেখানেই থাকবে।
২৮	যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব, অতঃপর যারা আমার অংশীদারিত্ব আরোপ করত তাদেরকে বলব, ‘তোমরা এবং তোমাদের কথিত অংশীদারেরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে যাও’; অতঃপর তাদের এককে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের কথিত অংশীদারেরা বলবে, ‘তোমরা তো আমাদের উপাসনা করনি। [২৮-৩০]

২৯	আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আমরা তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে অবগত ছিলাম না।'
৩০	সেখানে তারা প্রত্যেকে ইতিপূর্বে বারংবার যা কিছু করেছে তা জানতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক এবং তারা যা কিছু উদ্ভাবন করত তা ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হবে।
৩১	বল: কে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করে আসমান ও জমিন থেকে, কিংবা তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে? কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনে কিংবা কে মৃতকে জীবিত করে? কে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা করে? তারা বলবে, 'আল্লাহ!' অতঃপর বল, 'তবে কি তোমরা (তাঁর প্রতি) তোমাদের কর্তব্য পালন করবে না?' [৩১-৩৩]
৩২	এমনই আল্লাহ! তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। সত্যের পরে আর কি থাকতে পারে ভ্রান্তি ছাড়া? কিরূপে তোমরা সত্য বিমুখ হচ্ছ?
৩৩	যারা ভূল করে, তাদের সম্পর্কে তোমার পালনকর্তার বাণী এভাবেই সত্য প্রমানিত হবে যে তারা বিশ্বাস করবে না।
৩৪	বল: তোমাদের অংশীদারদের মাঝে (যাদের তোমরা আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্থ কর) এমন কেউ আছে কি যে সৃষ্টি করে অতঃপর পুনরাবর্তন করে? বল: আল্লাহ সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরাবর্তন করেন। অতঃপর কিভাবে তোমরা ভূল পথে চালিত হলে? [৩৪-৩৬]
৩৫	বল: আছে কি কেউ তোমাদের অংশীদারদের মাঝে (যাদের তোমরা আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্থ কর) যে সত্যের পথে পরিচালনা করে? বল: আল্লাহ সত্যের পথে পরিচালনা করেন। যে সঠিক পথ প্রদর্শন করে অনুকরণীয়/অনুসরণীয় হওয়ার দাবীদাররূপে সে অধিক যোগ্য, নাকি যে নিজে নিজে কোন পথ খুঁজে পায় না সে। তোমাদের কি হল? কিভাবে তোমরা বিচার-বিবেচনা কর?
৩৬	বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই যা করে তা কেবল অনুমান। নিশ্চিতভাবেই অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না। তারা যা করে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন।
৩৭	কোরআন এমন নয় যে আল্লাহ ব্যাতিত কেউ তা উদ্ভাবন করবে। এটি পূর্ববর্তীতে যা ছিল তার সত্যায়নকারী এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ

	যা মানবজাতির জন্য প্রদত্ত হয়েছে বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে- এতে কোনই সন্দেহ নেই। [৩৭-৪১]
৩৮	তারা বলে, 'সে এটি উদ্ভাবন করেছে?' বল: তবে তোমরা এর মত একটি সূরা নিয়ে আস, আর সাহায্যের জন্য আল্লাহ ব্যাতিত যাদেরকে নিতে সক্ষম হও সকলকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৩৯	কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করে। কেননা এর জ্ঞান তাদের আয়ত্বের বাইরে এবং এর বিশ্লেষণ/পরিণাম এখনও তাদের কাছে আসেনি। এমনই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও যারা অস্বীকার করেছিল। অতঃপর দেখ, ভূল-পথগামীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।
৪০	তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস রাখে না এবং তোমার পালনকর্তা অনাচারকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত।
৪১	যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে (হে মোহাম্মদ) তবে বল: আমার জন্য আমার কাজ, তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা নির্দোষ এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি নির্দোষ।
৪২	তাদের কেউ কেউ কান পেতে রাখে তোমার প্রতি; তুমি বধিরকে কিভাবে শোনাবে যদি সে বুঝতে না চায়? [৪২-৪৬]
৪৩	আবার কেউ কেউ তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কিভাবে পথ দেখাবে যদি তারা দেখতে না পায়?
৪৪	আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দু পরিমাণ ভূল করেন না; মানুষ নিজেই নিজের প্রতি ভূল করে।
৪৫	যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে, যদিও মনে হবে যেন তারা দিনের কেবল একটি মূহুর্ত সময় অতিবাহিত করেছে। নিঃসন্দেহে! যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়নি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৪৬	যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই (হে মোহাম্মদ) যা আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (শাস্তি) অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি তথাপি জেনে রেখ, আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। তারা যা করে আল্লাহ তার সাক্ষী।
৪৭	প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একজন বার্তাবাহক রয়েছে। যখন তাদের কাছে

	তাদের বার্তাবাহক উপস্থিত হয় তখন সঠিকভাবে বিচার সম্পন্ন হয়, আর তাদের ওপর কোনরূপ অন্যায় করা হয় না। [৪৭-৪৯]
৪৮	এবং তারা বলে: কখন সে প্রতিশ্রুতি (শাস্তি) পূরণ হবে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও?
৪৯	বল: আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ব্যাতিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একটি সময় নির্ধারিত আছে, যখন তাদের সে সময় উপস্থিত হয় তখন তারা একে না একদণ্ড পেছনে সরাতে পারবে না সামনে আনতে পারবে।
৫০	বল: তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে যদি তাঁর প্রদত্ত শাস্তি তোমাদের ওপর রাতে কিংবা (ব্যাস্ত) দিনে এসে উপস্থিত হয়, তবে এতে তাদের (এমন) কি (উপকার হবে) যে তারা এটিকে ত্বরান্বিত করতে চায়? [৫০-৫২]
৫১	তবে কি তারা তখন বিশ্বাস করবে যখন এটি তোমাদের ওপর পতিত হবে? কি! তখন বিশ্বাস করবে! অথচ তোমরা (অবিশ্বাসের সাথে) তা তরান্বিত করতে চাইতে?
৫২	অতঃপর অন্যায়কারীদেরকে বলা হবে, ‘চিরদিনের জন্য শাস্তির আস্বাদ গ্রহন কর; তোমরা যা কিছু অর্জন করেছ এটি তারই ফল।’
৫৩	তারা তোমার কাছে জানতে চায়, ‘এটি কি সত্যি?’ বল: অবশ্যই, আমার পালনকর্তার শপথ যে এটি সত্যি। আর তোমরা এর থেকে পালাতে পারবে না। [৫৩-৫৬]
৫৪	যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন প্রত্যেক অন্যায়কারী সমগ্র ভূ-মণ্ডলে যা আছে তার কাছে যদি সে পরিমাণ থাকে নিজের মুক্তির জন্য সেগুলি দিতে চাইবে এবং নিজের ভেতরে অনুতাপ করবে। কিন্তু তাদের বিচার হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং তাদের ওপর কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।
৫৫	যা কিছু রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সবই আল্লাহর। অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে তাদের অনেকেই জানে না।
৫৬	তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
৫৭	হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি

	এসেছে সতর্কবার্তা যা বিশ্বাসীদের জন্য অন্তরের রোগের নিরাময়স্বরূপ, একটি দিক-নির্দেশনা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ।
৫৮	বল: আল্লাহ প্রদত্ত এ অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার মাঝে তারা উৎফুল্ল থাকুক। কেননা এটি সম্পদ জমা করে রাখার চেয়ে উত্তম। [৫৮-৬০]
৫৯	বল: তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ হিসেবে দিয়েছেন তোমরা নিজেরাই সেগুলির কোনটিকে বিধি-সম্মত ও কোনটিকে বিধি-সম্মত নয় বলে সাব্যস্ত করেছ; বল: আল্লাহ কি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বল?
৬০	আল্লাহর প্রতি মিথ্যে অপবাদ আরোপকারীদের পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে কি ধারণা? আল্লাহ সত্যিই মানুষের প্রতি অত্যান্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
৬১	তুমি (মোহাম্মদ) যে কোন কাজেই ব্যাস্ত থাক না কেন এবং কোরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ করা না কেন, কিংবা (হে মানবসম্প্রদায়) যে কোন কাজই তোমরা কর না কেন আমি তোমাদের সে কাজের সাক্ষী যখন তোমরা সে কাজে লিপ্ত হও। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ ওজনের কিংবা তার চেয়ে ছোট বা তার চেয়ে বড় একটি কণাও নেই যা তোমার পালনকর্তা থেকে লুক্কায়িত থাকতে পারে। এ সবই নির্দিষ্ট গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।
৬২	নিশ্চয়ই! তারাই আল্লাহর বন্ধু যাদের ভেতরে ভয় প্রবেশ করে না এবং তারা মনকষ্টও পায় না, [৬২-৬৪]
৬৩	যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে,
৬৪	তাদের জন্য সু-সংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটিই হল মহাসফলতা।
৬৫	(হে মোহাম্মদ) তাদের কথা যেন তোমার মনকষ্টের কারণ হতে না পারে। নিশ্চয়ই! সকল ক্ষমতা আল্লাহর। তিনিই শ্রবনকারী, সবজান্তা। [৬৫-৬৭]
৬৬	সাবধান! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর অংশীদারদের উপাসনা করে তা আসলে কিছুই না, তারা নিজেদের কল্পনার পেছনে পড়ে আছে এবং তারা কেবল

	অনুমান করছে।
৬৭	তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন রাত্রি যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ কর এবং দিবসকে করেছেন দেখার সুবিধার জন্য। নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা মনযোগ প্রদান করে।
৬৮	তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, 'আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র! তাঁর এসবের প্রয়োজন নেই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল যা তোমরা জান না? [৬৮-৭০] [এ আয়াতে বিশেষত খ্রীষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যারা মনে করে 'জেসাস' আল্লাহর সন্তান।]
৬৯	বল: যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে তারা সফল হবে না।
৭০	পার্থিব জীবনের অংশ তাদের (যারা এমন কথা বলে), অতঃপর আমার নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। তাদের অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে আমি আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।
৭১	তাদের কাছে নূহের ঘটনা বিবৃত কর যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে আমার উপস্থিতি এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্কীকরণ যদি তোমাদের কাছে দুঃসহ মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখি। অতএব তোমরা এবং তোমাদের অংশীদারেরা নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করে নাও যেন তোমাদের করণীয় বিষয়ে তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার কর এবং (এমনকি) আমাকে অব্যাহতিও দিও না। [৭১-৭৪] [দ্রষ্টব্য নূহ-৭:৫৯]
৭২	কিন্তু যদি তোমরা বিমুখতা প্রদর্শন কর (তবে জেনে রেখ যে), আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করি না। আমার পারিশ্রমিক কেবল আল্লাহর বিবেচ্য বিষয় এবং আমি নির্দেশিত হয়েছি তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে যারা তাঁর প্রতি নিজেদের সমর্পন করে।'
৭৩	কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল। অতএব আমি তাকে এবং তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে (পৃথিবীতে) প্রতিনিধিত্ব দান করলাম; অপরাপর যারা আমার অবতীর্ণ বাণীকে

	অস্বীকার করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণতির প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
৭৪	উপরন্তু তার পরেও তার সম্প্রদায়ে আমি (অনেক) বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি; তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে; কিন্তু তবুও তারা সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত ছিল না যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছে। এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহকে বদ্ধ করে দেই।
৭৫	পরে আমি আমার নিদর্শনাবলী সহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে (ইসরাইল জাতির প্রতিনিধিরূপে) মূসা ও হারুনকে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা ছিল এক উদ্ধত ও অপরাধী গোষ্ঠী। [৭৫-৯৩] [দ্রষ্টব্য মূসা-৭:১০৩]
৭৬	আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য অগমন করল তারা বলল, 'এটি তো যাদু ব্যাতিত আর কিছু নয়।'
৭৭	মূসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে আগমন করেছে তখন তোমরা এ বিষয়ে এমন কথা বলছ? এটি কি যাদু? যারা যাদুকর তারা সফল হতে পারে না।'
৭৮	তারা বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছ যা আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকট থেকে, ফলে তোমরা দু'জন (মূসা ও হারুন) এ দেশে মহানে পরিণত হও? আমরা তোমাদের দু'জনকে বিশ্বাস করি না।'
৭৯	ফেরাউন বলল, 'দেশের প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরদের আমার কাছে নিয়ে এসো।'
৮০	যখন যাদুকরেরা এল মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করার (যাদু করার/প্রদর্শনের জন্য) তা নিক্ষেপ কর।'
৮১	এবং যখন তারা নিক্ষেপ করল মূসা বলল, 'তোমরা যা এনেছ তা যাদু। আল্লাহ এগুলিকে নিস্ফল করে দেবেন। আল্লাহ দুস্কর্মাদের কর্মকে উন্নিত করেন না।
৮২	আল্লাহ তাঁর বাণী/নির্দেশ দ্বারাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন যদিও অন্যায়কারীদের তা মনঃপুত নয়।'
৮৩	কিন্তু তার সম্প্রদায়ের একদল ব্যাতিত কেউ মূসার প্রতি বিশ্বাস আনল

	না এই ভয়ে যে, ফেরাউন ও তার দলবল তাদের নির্যাতন করবে। নিশ্চয়ই! ফেরাউন ছিল পরাক্রমশালী এবং অবশ্যই সে ছিল পথচ্যুত।
৮৪	মূসা বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস এনে থাক তবে তাঁরই ওপর ভরসা রাখ, যদি তোমরা সত্যিই আত্মসমর্পনকারী হও।'
৮৫	তারা বলল, 'আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ভূল-পথগামী সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্রে পরিণত কর না,
৮৬	এবং তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা কর।'
৮৭	আমি মূসা এবং তার ভাইকে (হারুনকে) এই বলে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, 'মিশরের মাটিতে তোমাদের জাতির জন্য বাসস্থান নির্ধারণ কর। তোমাদের গৃহগুলিকে উপাসনালয় কর এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং বিশ্বাসীদের সু-সংবাদ দাও।'
৮৮	মূসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন এবং তার দলবলকে সম্পদ ও পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ- হে আমাদের প্রতিপালক! এ কারণেই তারা তোমার পথ থেকে মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে! হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরসমুকে কাঠোর করে দাও যেন তারা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'
৮৯	তিনি বললেন, 'তোমাদের প্রার্থনা শোনা হয়েছে। তোমরা দু'জন সরল পথে অটল থাক এবং তাদের পথে চল না যাদের সঠিক জ্ঞান নেই।'
৯০	আমি বনী-ইসরাইলকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী দুরাচার ও সীমালংঘনহেতু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে (সাগরে) ডুবতে বসেছে। তখন সে চিৎকার করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি যে তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কোন মা'বুদ নেই যার ওপর বনী-ইসরাইল ঈমান এনেছে। আমি তাদেরই অন্তর্ভূক্ত যারা তাঁর প্রতি সমর্পনকারী।'
৯১	কি! এখন একথা বলছ! অথচ ইতিপূর্বে তুমি বিরোধীতা করছিলে এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।

৯২	আজ আমি তোমাকে (ফেরাউনকে) তোমার দেহের মাধ্যমে সংরক্ষণ করব যেন তোমার পরবর্তীদের জন্য তুমি এক নিদর্শন হও। তবে অধিকাংশ মানুষই আমার প্রদত্ত নিদর্শনের প্রতি উদাসীন।
৯৩	আমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে দান করেছি উত্তম আবাসস্থল এবং তাদেরকে প্রদান করেছি উত্তম জীবনোপকরণ। তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না আমার প্রদত্ত জ্ঞান সম্বলিত বার্তা তাদের কাছে এসেছে। নিঃসন্দেহে, তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন যে বিষয়ে তাদের মতবিরোধ হয়েছে।
৯৪	তোমার প্রতি আমি যা অবতীর্ণ করেছি সে বিষয়ে তুমি (মোহাম্মদ) যদি সন্দিহান হও তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বে গ্রন্থ পাঠ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার নিকট সত্য বার্তা এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। [৯৪-৯৮] [এখানে 'তাদেরকে জিজ্ঞেস কর' বলতে ইসরাইলের সুশিক্ষিত লোকদের কথা বোঝান হয়েছে। মূসা (আঃ) এর অনুসারী হিসেবে নবুয়ত প্রাপ্তি বিষয়ে তাদের পূর্বধারণা ছিল। যে ধারণা আরবদের মাঝে ছিল না। ফলে তারা অবতীর্ণ বার্তার বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হত এবং সন্দেহ পোষণ করত।]
৯৫	এবং তুমি তাদেরও দলভূক্ত হয়ো না যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করে। তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।
৯৬	যাদের বিষয়ে তোমার পালনকর্তার সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা বিশ্বাস করবে না।
৯৭	যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও না, যতক্ষণ না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
৯৮	(আহ্!) যদি একটিও জনপদ থাকত (অতীতে যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের সকলের মধ্যে) যারা বিশ্বাস করত এবং তাদের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হত ইউনুসের সম্প্রদায়ের মত! যখন তারা (ইউনুসের সম্প্রদায়) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আমি তাদের ওপর থেকে পার্থিব জীবনের হীনতাজনিত শাস্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম। [খ্রীষ্টপূর্ব ৮৬০-৭৮৪ সময়কালে ইহুদিদের বার্তাবাহক ইউনুস ইরাকে প্রেরিত হয়েছিলেন আসিরিয়ানদের প্রতি; তারাই ইউনুসের সম্প্রদায় নামে পরিচিত। খুবই প্রাচীন শহর 'নাইনভে' তাদের

	রাজধানী ছিল। ইরাকের মশুল শহরের বিপরীতে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ইউনুস নবী তার সম্প্রদায়ে আল্লাহর শাস্তির বাণী প্রদান করেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ ব্যাতিতই সে স্থান ত্যাগ করেন। যখন তারা শাস্তির কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন। পরবর্তীকালে ব্যাবিলনের সহায়তায় মিডিয়ান রাজা আসিরিয়া আক্রমন করে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে। আসিরিয়ার রাজা তার প্রাসাদ ও নিজেকে অগ্নিদগ্ধ করে। এখানেই তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটে। দ্রষ্টব্য ইউনুস- ১০:৯৮, ২১:৮৭-৮৮, ৩৭:১৩৯-১৪৮, ৬৮:৪৮-৫০]
৯৯	যদি তোমার পালনকর্তা চাইতেন তবে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করত। তুমি কি (মোহাম্মদ) যতক্ষণ না তারা নিজেরা বিশ্বাস স্থাপন করছে তাদের বিশ্বাস করাবার জন্য বাধ্য করবে? [৯৯-১০০]
১০০	কারও পক্ষেই বিশ্বাস আনা সম্ভব নয় আল্লাহর সম্মতি ব্যাতিত। তিনি সন্দেহ/অস্বচ্ছতা/অপরিচ্ছন্নতা আরোপ করেন তাদের ওপর যারা বুদ্ধি/জ্ঞান প্রয়োগ করে না।
১০১	বল: চেয়ে দেখ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কি রয়েছে! কিন্তু কোন নিদর্শন এবং কোন সতর্কবার্তাই কাজে আসবে না তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করবে না। [১০১-১০৩]
১০২	তারা কি তাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের অনুরূপ ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করছে? বল: তবে প্রতীক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।
১০৩	পরিশেষে এমনিভাবে যেমনটি অতীতে ঘটেছে আমি আমার বার্তাবাহক ও বিশ্বাসীদের রক্ষা করি। বিশ্বাসীদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তায়।
১০৪	বল (হে মোহাম্মদ): হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হও তবে জেনে রেখ: আমি তাদের উপাসনা করি না, আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা যাদের উপাসনা কর। কিন্তু আমি উপাসনা করি আল্লাহর যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি নির্দেশিত হয়েছি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে। [১০৪-১০৭]
১০৫	তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ (হে মোহাম্মদ) এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ

	করে।
১০৬	এবং আল্লাহ ব্যাতিত এমন কাউকে ডাকবে না যে তোমার ভাল করতে কিংবা মন্দও করতে সক্ষম নয়। যদি তুমি এমন কাজ কর তবে তুমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।
১০৭	যদি আল্লাহ তোমার ওপর কোন দুর্দশা আরোপ করেন তবে তিনি ব্যাতিত কেউ নেই যে তা দুর করতে পারে এবং যদি তিনি কল্যাণ প্রদানের ইচ্ছে করেন তবে তাঁর অনুগ্রহকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান তাকেই দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১০৮	বল: হে মানবসম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য বার্তা পৌঁছেছে। অতএব যে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে সে তা নিজেরই বিপক্ষে করে। আমি (মোহাম্মদ) তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ নই। [১০৮-১০৯]
১০৯	(হে মোহাম্মদ) তাই অনুসরণ কর নির্দেশনারূপে যা তোমাকে অনুপ্রাণীত করে এবং আল্লাহর বিচারের আগমন পর্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কর। তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম বিচারক।

১১. সূরা হুদ, আয়াত সংখ্যা-১২৩, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরায় হুদ নবী সম্পর্কে আলোচনা থাকায় এ নামকরণ হয়েছে।

অবতীর্ণ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সূরায় আহবান জানান হয়েছে। শিরক না করার কথা বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে, পরকালে কৃতকর্মের হিসেব ও বিচারের কথা বলা হয়েছে। পূর্বের নবীদের উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

কোন বিষয়েই সীমালংঘন করতে বারণ করা হয়েছে। যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দেন না। আল্লাহ চাইলে সকলকেই বিশ্বাসী বা সঠিক পথে চালিত করতেন। কিন্তু তিনি মন্দদেরকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবেন। এটি তাঁর একটি প্রতিশ্রুতি।

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদেখা যাবতীয় গোপন বিষয়ই আল্লাহর। তাঁর কাছেই সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তন। অতএব কেবমাত্র তাঁরই উপাসনা করার জন্য

বলা হয়েছে এবং তাঁর ওপরই সকলের ভরসা রাখা উচিৎ। এটিই সঠিক পথ। নিশ্চয়ই! মানুষ যা করে সে বিষয়ে তিনি অনবহিত নন।	
আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ, লা-ম, রা [দ্রষ্টব্য ২:১]; এটি এমন এক গ্রন্থ যার অবতীর্ণ বাণীসমুহ নির্ভূল/যথার্থ এবং সবিস্তারে বর্ণিত। এটি এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। [১-৪]
২	আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা অন্য কারও উপাসনা কর না। নিশ্চয়ই! আমি (মোহাম্মদ) তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সতর্ককারী ও সু-সংবাদদাতা।
৩	তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ক্ষমা-প্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপোকরণ প্রদান করবেন। তিনি তাঁর অনুগ্রহ তাদের দান করেন যারা অধিক ভাল কাজ সম্পাদনকারী। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের ওপর এক মহা-দিবসের বিপদের আশঙ্কা করি।
৪	আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।
৫	নিশ্চয়ই! তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট থেকে লুকাতে পারে। শোন, তারা যখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে কিংবা প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয়ই! তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত আছে। [৫-৬] [যারা মহানবীকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
৬	পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই জীবিকার জন্য সবাই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তিনি জানেন তাদের আবাস ও প্রশান্তির স্থানসমুহ। সবকিছুই তাঁর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।
৭	তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে; তাঁর আসন ছিল পানির ওপরে; যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে কর্ম ও আচরণে

	তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। (হে মোহাম্মদ) যদি তুমি তাদেরকে বল যে, 'নিশ্চয়ই! মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে!' তবে অবিশ্বাসীরা নিশ্চিতভাবেই বলবে যে, 'এটি তো স্পষ্ট যাদু!' [৭-৮]
৮	যদি আমি একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে নিশ্চয়ই তারা বলবে, 'কি কারণ শাস্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছে?' শুনে রাখ, যেদিন তাদের ওপর শাস্তি এসে পড়বে সেদিন তা ফিরে যাবার নয়; তারা যে বিষয়ে উপহাস করে তাই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।
৯	যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহের কিছুটা আস্বাদন করাই, অতঃপর তা উঠিয়ে নেই তবে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। [৯-১১]
১০	এবং যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ কষ্টের পরে তাকে সুখ ভোগ করতে দেই তখন সে বলে, 'আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে,' সে আনন্দে আত্মহারা হয়। অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে যায়।
১১	তারা ব্যাতিত যারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং ভাল কাজ করে; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।
১২	তবে কি তুমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ বর্জন করবে? ফলে তোমার মন যেন ছোট হয়ে আসে তাদের এ কথায় যে, 'তার ওপর কেন কোন ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তার সঙ্গে কেন কোন ফেরেশতা আসেনি?' তুমি তো কেবলি সতর্ককারী মাত্র; সবকিছুর কার্য নির্বাহক আল্লাহ। [১২-১৪]
১৩	এবং তারা বলে, 'কোরআন তুমি উদ্ভাবন করেছ?' বল: তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও (সাহায্যের জন্য) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
১৪	অতঃপর যদি তারা তোমার কথা পূরণ করতে অপারগ হয় তবে জেনে রেখ যে, এটি কেবলমাত্র আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরও জেনে নাও যে, আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব এখন কি তোমরা তাদের দলভূক্ত হবে যারা সমর্পন করে?
১৫	যে পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। [১৫-১৬]
১৬	এরাই হল সে সব লোক পরকালে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই।

	তারা এখানে যা কিছু করে সব নিরর্থক; আর যা কিছু অর্জন করে সব নিস্ফল।
১৭	যে তার পালনকর্তা প্রদর্শিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর আস্থা রাখে এবং তাঁর প্রেরিত একজন সাক্ষীও (মোহাম্মদ) যখন তা বিবৃত করে এবং এর পূর্বে মূসার গ্রন্থও যখন একটি উদাহরণ ও দয়াস্বরূপ (সে কি তার সমতূল্য যে তা করে না)? তারাই বিশ্বাসী এবং সম্প্রদায়ের যারা তা অবিশ্বাস করে অগ্নিই তার নির্দিষ্ট স্থান। অতএব তুমি এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ো না। নিঃসন্দেহে, এটি (কোরআন) তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।
১৮	তাদের চেয়ে ভূল-পথগামী আর কে হতে পারে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ করে? এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যে আরোপ করেছিল।' শুনে রাখ, পথভ্রষ্টদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে, [১৮-২৪]
১৯	যারা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয় আর তাতে ত্রুটি খুজে বেড়ায় এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী,
২০	পৃথিবীতেও তাদের পলায়নের স্থান ছিল না এবং আল্লাহ ব্যাতিত তাদের কোন সাহায্যকারীও ছিল না। তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; তারা শুনতেও পেত না এবং দেখতেও পেত না,
২১	এরাই সে সমস্ত লোক যারা নিজেদের বিনষ্ট করেছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করেছিল তা তাদেরকে ব্যার্থ করে দিয়েছে।
২২	পরকালে নিশ্চিতভাবেই এরা হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।
২৩	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনম্রতা প্রকাশ করে তারাই হবে উদ্যানের প্রকৃত অধিকারী, তারা সেখানেই বসবাস করবে।
২৪	উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হল যেমন- অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবন শক্তিসম্পন্নের মত; তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না?
২৫	আমি নূহকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি (সে বলল) 'নিশ্চয়ই! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত সতর্ককারী। [২৫-৪৯] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]

২৬	তোমরা আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা করো না। আমি তোমাদের জন্য এক যন্ত্রনাদায়ক দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।’
২৭	তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী নেতৃস্থানীয়রা বলল, ‘আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মরণশীল মানুষ ব্যাতিত আর কিছুই দেখছি না; এবং আমাদের মধ্যে নিচু পর্যায়ের লোকজন ছাড়া আর কাউকেই তোমার অনুসরণ করতে দেখছি না এবং আমাদের ওপর তোমাদের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্বও দেখছি না। না, বরং আমরা তোমাকেই মিথ্যেবাদী মনে করি।’
২৮	সে (নূহ) বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখ, যদি আমি আমার পালনকর্তার সুস্পষ্ট প্রমানের ওপর আস্থা রাখি এবং তাঁর পক্ষ থেকে যদি তিনি আমাকে অনুগ্রহ দান করেন, তারপরেও যদি তা তোমাদের চোখে না পড়ে তবে কি আমি তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও?
২৯	হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে এজন্য কোন ধন-সম্পদ চাই না; আমার প্রতিদানের বিষয়টি একান্তই আল্লাহর। যারা বিশ্বাস করে আমি তাদের উপেক্ষা করতে পারি না। অবশ্যই তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং আমি তোমাদেরকেই এক অজ্ঞ সম্প্রদায়রূপে দেখতে পাচ্ছি।
৩০	হে আমার জাতি! কে আমাকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে যদি আমি তাদেরকে উপেক্ষা করি? তোমরা কি চিন্তা করবে না?
৩১	আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে এবং একথাও বলি না যে, আমি অদৃশ্যের খবর রাখি; কিংবা একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা অবহেলিত তাদের সম্পর্কে আমি বলি না যে আল্লাহ কখনই তাদের কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। অন্যথায় অবশ্যই আমি ভূল-পথগামী হব।’
৩২	তারা বলল, ‘হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে বিবাদ করেছ এবং অনেক কলহ করেছ। এখন তুমি সেই শাস্তি নিয়ে আস যা দ্বারা তুমি আমাদের সতর্ক কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।’
৩৩	সে বলল, ‘যদি আল্লাহ চান তবে কেবলমাত্র তিনিই তা নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

৩৪	আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিতে চাইলেও আমার পরামর্শ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'
৩৫	অথবা তারা কি বলে যে, তুমি এটি রচনা করেছ? বল: যদি আমি এটি রচনা করে থাকি তবে সে অপরাধ আমার, কিন্তু তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
৩৬	নূহ এর প্রতি (এই বলে) প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হলো যে, 'যারা ইতিমধ্যেই বিশ্বাস এনেছে তারা ব্যাতিত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ বিশ্বাস করবে না। অতএব তাদের কারণে বিমর্ষ হয়ো না।
৩৭	তুমি আমার দৃষ্টির গোচরে এবং আমারই প্রত্যাদেশ অনুসারে একটি নৌকা নির্মাণ কর এবং ভূল-পথগামীদের পক্ষ হয়ে তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। নিশ্চয়ই! তারা নিমজ্জিত হবে।'
৩৮	সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিরা তার পার্শ্ব দিয়ে যেত তারা তাকে উপহাস করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর তবে আমরাও (একদিন) তোমাদের তেমন উপহাস করব যেমন উপহাস তোমরা করছ।
৩৯	অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কার ওপর আসে এবং কার ওপর চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে।'
৪০	এভাবেই অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে পৌঁছাল এবং ভূ-তল থেকে পানি নির্গত হল আমি বললাম, 'সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং তোমার পরিবারের সদস্যদের তাদের ব্যাতিত যাদের বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সকল বিশ্বাসীদেরকে নৌকায় তুলে নাও।' বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যকই তার সাথে বিশ্বাসী হয়েছিল।
৪১	সে বলল, 'তোমরা এতে আরোহন কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, পরম দয়ালু।'
৪২	নৌকা তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে এবং নূহ তার পুত্রকে যে নিভৃতে একাকী দাড়িয়ে ছিল আহবান করে বলল, 'হে বৎস! এসো, আমাদের সাথে আরোহন কর এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থেকো না।'
৪৩	সে বলল, 'আমি কোন পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা

	করবে।’ নূহ বলল, ‘আজকের দিনে আল্লাহর নির্দেশ থেকে কোন রক্ষাকারী নেই সে ব্যাতিত যাকে তিনি দয়া করেন।’ অতঃপর তাদের মাঝে ঢেউ এল এবং সে নিমজ্জিতদের একজন হল।
৪৪	এবং বলা হল– ‘হে পৃথিবী! তোমার পানি গ্রাস করে নাও,’ ‘হে আকাশ! মেঘমুক্ত হও’ পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ সম্পন্ন হল। নৌকা জুদী পর্বতে স্থিত হল এবং বলা হল, ‘অন্যায়কারীরা ধ্বংস হোক।’
৪৫	নূহ তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভূক্ত; নিশ্চয়ই! আপনার প্রতিশ্রুতিও সত্য, নিশ্চয়ই আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!’
৪৬	তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘হে নূহ! নিশ্চয়ই! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয়। নিশ্চয়ই! সে দুরাচার! অতএব যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমার কাছে আবেদন কর না। আমি তোমাকে সতর্ক করছি যেন তুমি না আবার অজ্ঞদের দলভূক্ত হয়ে যাও।’
৪৭	সে (নূহ) বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই এমন প্রার্থনা করা হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।’
৪৮	তাকে বলা হল, ‘হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণসহ, তোমার নিজের প্রতি এবং যেসব সম্প্রদায় তোমার সাথে আছে তাদের প্রতিও। অপরাপর সম্প্রদায়সমূহকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দেব। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।’
৪৯	এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবহিত করি। তুমি নিজে থেকে এটি জানতে না, না তোমার সম্প্রদায় এটি ইতিপূর্বে জানত। অতএব ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ)। শুভ পরিণাম তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৫০	আ’দ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই! তোমরা তো কেবল মিথ্যে উদ্ভাবন করছ।

	[৫০-৬০] [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
৫১	হে আমার জাতি! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো তাঁরই বিবেচ্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝবে না?
৫২	হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে আস; তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে প্রচুর (অনুগ্রহ) বর্ষন করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।'
৫৩	তারা বলল, 'হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই; আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদেরকে বর্জন করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই।'
৫৪	আমরাও তো এটি বলি যে, 'আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ (শক্তি) দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' সে (হুদ) বলল, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যাদের অংশীদার সাব্যস্ত কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,
৫৫	তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া। অতএব তোমরা সকলে মিলে আমার অনিষ্ট করার চেষ্টা কর এবং আমাকে অবকাশও দিও না।
৫৬	আমি আল্লাহর ওপর নিশ্চিতভাবে আস্থা রাখি যিনি আমার এবং তোমাদের পালনকর্তা। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তার পথ- সরল পথ।
৫৭	তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তবে জেনে রেখ) আমি তোমাদের কাছে সে বার্তা পৌঁছিয়েছি যে জন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা সকল কিছুর তত্ত্বাবধানকারী।'
৫৮	যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি নিজ দয়ায় হুদ এবং তার সঙ্গী বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করি এবং তাদেরকে রক্ষা করি এক কঠিন শাস্তি

	থেকে।
৫৯	এ ছিল আ'দ জাতি; যারা তাদের পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বার্তাবাহকগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে।
৬০	এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছে অভিশপ্ত এবং পুনরুত্থান দিবসেও; নিশ্চয়ই! আ'দ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছিল। (জেনে রেখ) হুদের সম্প্রদায় আ'দ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে।
৬১	সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর দিকে ফির। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা সন্নিকটেই আছেন; তিনি সাড়া দানকারী।' [৬১-৬৮] [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৬২	তারা বলল, 'হে সালেহ! ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সে সবের পূঁজা করতে না কর যা আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা করে এসেছে? তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ে আহবান কর সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।'
৬৩	সে (সালেহ) বলল, 'হে আমার জাতি! তোমরা ভেবে দেখ, যদি আমি আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর (কাজ করে) থাকি এবং যদি তাঁর নিকট থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে থাকি তবে কে আমাকে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করছ না।
৬৪	হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর জমীনে (নিজের মত) বিচরণ করে খেতে দাও এবং এর কোন অনিষ্ট কর না। তাহলে তোমরা অচিরেই শাস্তিতে পতিত হবে।'
৬৫	কিন্তু তারা এটিকে বধ করল। সালেহ বলল, 'তোমরা নিজেদের বাসগৃহে তিন দিন উপভোগ করে নাও। এটি এমন এক সতর্কবার্তা যা মিথ্যে হবে না।'

৬৬	অতঃপর যখন আমার প্রদত্ত শাস্তি উপস্থিত হল তখন আমি সালেহ ও তার সঙ্গী বিশ্বাসীদেরকে নিজ দয়ায় রক্ষা করি এবং রক্ষা করি সেদিনের লাঞ্ছনা হতে। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা তিনি সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।
৬৭	ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের ঘিরে ধরল। ভোর হতেই তারা নিজ নিজ গৃহে উপুর হয়ে পড়ে রইল;
৬৮	যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। নিশ্চয়ই! সামূদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অবিশ্বাস করেছিল। সামূদ জাতির প্রতি অভিশাপ রয়েছে।
৬৯	এবং অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইব্রাহীমের কাছে সু-সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম' এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কাবাবকৃত গো-বৎস নিয়ে এল! [৬৯-৭৬] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৭০	কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হস্ত আহার্য্যের দিকে প্রসারিত হচ্ছে না তখন তাদের প্রতি তার অবিশ্বাস হল এবং মনে মনে তাদের বিষয়ে ভয় অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় কর না। আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' [লূত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাইয়ের ছেলে। ইব্রাহীম (আঃ) কানান বা ফিলিস্তিন ভূমি এবং লূত জর্ডান অঞ্চলে বসবাসরত ছিল।]
৭১	যখন আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের; তার স্ত্রী সন্নিকটে দাড়িয়েছিল- সে হেসে ফেলল।
৭২	সে বলল, 'দূর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি; আমার স্বামীও বৃদ্ধ; এ তো ভারী আশ্চর্য্য কথা।' [বাইবেল মতে আইজ্যাক বা ইসহাকের জন্মের সময়কালে ইব্রাহীম (আঃ) এর বয়স ছিল এক শ বছর এবং সারাহ'র বয়স ছিল নব্বই বছর।]
৭৩	তারা বলল, 'তুমি আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসিনী, তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও প্রভূত আশীর্বাদ রয়েছে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রশংসার্হ, জ্যোতির্ময়।'
৭৪	অতঃপর যখন ইব্রাহীম এর ভীতি দূরীভূত হল এবং সে সু-সংবাদ প্রাপ্ত হল, তখন সে আমার সাথে বাদানুবাদ করল লূত এর সম্প্রদায় সম্পর্কে।

	[লূতের সম্প্রদায় ভীষণভাবে পাপাচারে লিপ্ত ছিল।]
৭৫	ইব্রাহীম অবশ্যই ধৈর্য্যশীল, কোমল হৃদয় ও সতত আল্লাহমুখীন।
৭৬	(বলা হল) হে ইব্রাহীম, 'এটি পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের ওপর সে শাস্তি অবশ্যই পতিত হবে যা কখনই প্রতিহত হবার নয়।'
৭৭	যখন আমার প্রেরিত বার্তাবাহকগণ লূত এর নিকট উপস্থিত হল- সে তাদের আগমনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল এবং বুঝতে পারছিল না কিভাবে তাদের রক্ষা করবে। সে বলল, 'এটি একটি কঠিন দিবস।' [৭৭-৮৩] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
৭৮	তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা ঘৃণিত কাজে তৎপর ছিল। লূত বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার কন্যারা রয়েছে তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের সামনে আমাকে হেয় কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই।'
৭৯	তারা বলল, 'তুমি ভাল করেই জান যে তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আর আমরা কি চাই তাও তুমি অবশ্যই জান।'
৮০	সে বলল, 'তোমাদের প্রতিহত করার যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি কোন সুদৃঢ় সহায়তা গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম!'
৮১	অতিথি ফেরেশতারা বলল, 'হে লূত! আমরা তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত বার্তাবাহক। এরা তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। অতএব তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে যাও। কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী; নিশ্চয়ই! তার ওপরও তা পতিত হবে যা ওদের ওপর পতিত হবে। প্রত্যুষই তাদের প্রতিশ্রুত সময়; ভোর কি খুব সন্নিকটে নয়?'
৮২	অতঃপর যখন আমার আদেশ এল আমি জনপদটির ওপর দিক নীচে করে দিলাম এবং তার ওপর ক্রমাগত কঙ্কর-প্রস্তর বর্ষন করলাম।
৮৩	যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেটি পাপিদের থেকে খুব দূরেও নয়।
৮৪	মিডিয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল,

	‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এক সর্বগ্রাসী দিনের দূর্যোগের আশঙ্কা করছি। [৮৪-৯৫] [দ্রষ্টব্য মাদাইয়ান-৭:৮৫]
৮৫	হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং মানুষকে প্রাপ্য দ্রব্য কম দিয়ে ভূল কাজ করো না এবং অন্যায় কাজের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।
৮৬	যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ প্রদত্ত উদ্বৃত্তই তোমাদের জন্য উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ নই।’
৮৭	তারা বলল, ‘হে শোয়েব! তোমার উপাসনার পথ কি এটাই বলে যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা উপাসনা করত? অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ নিজেদের মত যেভাবে ব্যাবহার করি তা ছেড়ে দেব? তুমি তো সহিষ্ণু! সৎপথের পথিক।’
৮৮	সে (শোয়েব) বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখ, যদি আমি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণ অনুসারে (কাজ করে) থাকি এবং তিনি যদি নিজ থেকে আমাকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করে থাকেন (তবে কি আমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারি)? আমি নিজে তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি চাই না তোমাদের পশ্চাতে আমি নিজেই সে কাজে লিপ্ত হই। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার মঙ্গল তো আল্লাহরই হাতে। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে আসি।
৮৯	হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন পাপ না করায়, ফলে নূহ বা হুদ অথবা সালেহ এর সম্প্রদায়ের মত শাস্তি তোমাদের ওপর পতিত হয়। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়।
৯০	তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁরই পানে ফিরে আস। নিশ্চয়ই! আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, স্নেহময়।’
৯১	তারা বলল, ‘হে শোয়েব! তুমি যা বল আমরা তার অনেক কিছুই বুঝি

	না এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল ব্যাক্তিরূপে মনে করি। তোমার স্বজনেরা না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের বিপক্ষে তুমি কোন শক্তিশালী ব্যাক্তি নও।’
৯২	শোয়েব বলে, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনেরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ। নিশ্চয়ই! তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
৯৩	হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি নেমে আসে এবং কে মিথ্যে বলে? অতঃপর দেখ, আমিও তোমাদেরকে দেখছি।’
৯৪	যখন আমার আদেশ এল আমি শোয়েব ও তাঁর সঙ্গী বিশ্বাসীদেরকে নিজ করুণায় রক্ষা করি। পাপিষ্ঠদের ওপর বিকট গর্জন পতিত হল। ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
৯৫	যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। মিডিয়ানবাসীদের পরিণাম ছিল ধ্বংস, যেমন পরিণাম ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের।
৯৬	এবং আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ, [৯৬-৯৯] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৯৭	ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। তথাপি তারা ফেরাউনের নির্দেশে চলতে থাকে; অথচ ফেরাউনের কোন কথা ন্যায়সঙ্গত ছিল না।
৯৮	পুনরুত্থান দিবসে সে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে নরকের আগুনের দিকে চালিত করবে। আ-হ! আশাহত এক স্থান যেদিকে তারা পরিচালিত হবে।
৯৯	এ জগতেও তারা অভিশপ্ত ছিল এবং পুনরুত্থান দিবসেও; নিরাশাজনক এক প্রতিফল যা তাদেরকে দেয়া হবে।
১০০	এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত যা আমি (হে মোহাম্মদ) তোমার কাছে বিবৃত করেছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোনটিকে নির্মূল করা হয়েছে। [১০০-১০৯]
১০১	তাদের প্রতি আমি কোন অবিচার করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে। আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তারা যেসব

	অংশীদারদেরকে ডাকত যখন তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এল তখন তাদের কেউই কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল।
১০২	তোমার পালনকর্তা যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন তখন এমনই হয় তাঁর শাস্তি। নিশ্চয়ই! তাঁর শাস্তি অত্যান্ত বেদনাদায়ক, বড়ই কঠোর।
১০৩	নিশ্চয়ই! এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। সেটি এমন এক দিন যেদিন সব মানুষকেই সমবেত করা হবে। সেদিনটি হবে উপস্থিতির দিন।
১০৪	আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য সেটি স্থগিত রাখি কেবল এ কারণে যে, এর জন্য পূর্ব নির্ধারিত একটি সময় আছে।
১০৫	যেদিন সেটি আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কোন কথা বলবে না। সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান।
১০৬	যারা হতভাগ্য হবে তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে; সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করবে।
১০৭	সেখানে তারা ততদিন থাকবে যতদিন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থাকবে তোমার প্রতিপালকের অন্য কোন ইচ্ছে ব্যাতিত। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।
১০৮	আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা থাকবে উদ্যানের মাঝে; তারা সেখানে ততদিন থাকবে যতদিন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থাকবে তোমার প্রতিপালকের অন্য কোন ইচ্ছে ব্যাতিত। সুনিশ্চিত পুরস্কার।
১০৯	অতএব তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে বিষয়ে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না (হে মোহাম্মদ)। তারা কেবল তাদেরই উপাসনা করে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা সচরাচর যাদের উপাসনা করেছে। আর নিশ্চয়ই! আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য শাস্তি কিছুমাত্র না কমিয়ে পুরোপুরিই প্রদান করব।
১১০	নিশ্চয়ই! আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে মিমাংসা হয়ে যেত। তারা এ (কোরআনের) বিষয়ে এক গভীর/অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে। [১১০-১১৩]

১১১	নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে তার অর্জনের ফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। তারা যা করে তিনি সে বিষয়ে অবগত।
১১২	অতএব তুমি এবং যারা তোমার সঙ্গে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছে এবং যারা সীমালঙ্ঘন করে না তোমরা সোজা পথে চল যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর তিনি (আল্লাহ) তা দেখেন।
১১৩	যারা ভূল-পথগামী তাদের প্রতি ঝুঁকবে না। অন্যথায় তোমাদেরকেও অগ্নি স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কোন রক্ষাকর্তা নেই। অতঃপর তোমরা সাহায্যও পাবে না।
১১৪	দিনের দুই প্রান্তেই উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই! ভাল কাজ মন্দ কাজকে দূরীভূত করে। এটি একটি সতর্কবার্তা মনযোগীদের জন্য। [১১৪-১১৫]
১১৫	ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ); নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভালদের প্রাপ্য পারিশ্রমিককে বিনষ্ট হতে দেন না।
১১৬	তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমুহের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে রক্ষা করেছি যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাঁধা দিত। আর সীমালংঘনকারীরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণ করত। তারা ছিল অপরাধী। [১১৬-১১৯]
১১৭	সত্যি বলতে তোমার পালনকর্তা অন্যায়ভাবে কোন জনবসতিকে ধ্বংস করেন না যদি সেখানকার বসবাসকারীরা সঠিক পথে চলে।
১১৮	যদি তোমার পালনকর্তা তেমন ইচ্ছে করতেন তবে অবশ্যই সব মানুষকে তিনি একই জাতিসত্তায় পরিণত করতেন; তথাপি তাদের মতপার্থক্য দুর হত না,
১১৯	তোমার পালনকর্তা যাদেরকে দয়া করেছেন তারা ব্যাতিত এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমার পালনকর্তার কথাই পূর্ণ হবে যে, 'অবশ্যই আমি (ভূলপথগামী) জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে নরককে পূর্ণ করব।' [দ্রষ্টব্য ৭:১৮, ৩৮:৮৫]
১২০	বার্তাবাহকগণের যে সকল ঘটনার বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি তা এ জন্য যে, এর দ্বারা তোমার অন্তরকে দৃঢ়তা দান করি। আর এভাবেই তোমার নিকট মহাসত্য ও প্রেরণা এবং বিশ্বাসীদের জন্য

	সতর্কবার্তা এসেছে। [১২০-১২৩]
১২১	যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বল, তোমরা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কাজ করে যাও। নিশ্চয়ই! আমরাও কাজ করছি,
১২২	এবং তোমরাও অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।
১২৩	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদেখা যাবতীয় গোপন বিষয়ই আল্লাহর। তাঁর কাছেই সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তন। অতএব তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে তিনি অনবহিত নন।

১২. সূরা ইউসুফ, আয়াত সংখ্যা-১১১, মক্কায় অবতীর্ণ। ইউসুফ নবীর নাম অনুসারে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরায় ইউসুফ নবীর ঘটনা বা বলা যায় প্রকারান্তরে ইসরাইল জাতির যেসব ঘটনা আজ আমরা জানি তার মূল বা গোড়ার রহস্য বা উৎসের ইতিহাস এখানে আলোচিত হয়েছে।

ছোট্ট একটি অন্যায়ের ঘটনার মত মনে হতে পারে, কিন্তু এটিই পরবর্তীতে বিশাল আকার বা ইতিহাসের রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে কেবল একটি জাতিকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাই আমরা ইসরাইল জাতির ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষনীয় অনেক কিছু জানতে পারছি। বস্তুত সকল জাতি, সকল রাষ্ট্রে এমনকি সকল পরিবারেও এমনি অগনিত ছোট ছোট অন্যায় বা অপরাধের ঘটনা ঘটে চলেছে যা কারও অন্তরের অতি ক্ষুদ্র ইর্ষাবোধ বা স্বার্থ কিংবা কোন সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হতে পারে; কিন্তু সেটিই এক সময় মহীরুহ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

যারা অপরাধ করে কিংবা ন্যায্যতা ভঙ্গ করে একবার লাভবান হয়ে যায়, তারা বিষয় বা ঘটনাগুলিকে পরবর্তীতে ছোট্ট/সামান্য/ক্ষুদ্র বলে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে কৃত অপরাধ ঢাকার জন্য, কিংবা নিজেদের রক্ষা করার জন্য। ক্ষুদ্র আসলে ক্ষুদ্র নয়। যেমন চোখে দেখা যায় না তেমন ক্ষুদ্র পরমাণুর শক্তিও ক্ষুদ্র নয়।

ছোট্ট ঘটনাটিই পরবর্তী ঘটনাগুলিকে ঘটায়। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হতে থাকে। অতঃপর মানুষ এ খেলায় আটকে যায়। মানুষ নানান অপ্রয়োজনীয় ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ এ অপ্রয়োজনীয় কাজগুলিই পরবর্তীতে বা বাস্তবে অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বড় কাজ বা দায়িত্বশীলতা বলে প্রতীয়মান হয়। অতঃপর অপ্রয়োজনীয় জাগতিক কাজে

অধিক সময় নষ্ট হয়। শান্তি আসে না। আল্লাহকে স্মরণের সময়ও পাওয়া যায় না। আল্লাহ এভাবেও মানুষকে পরীক্ষা করেন যে, কে সত্যকে চেনে জানে বা বোঝে এবং কে উদাসীন?

যারা গভীর দৃষ্টি দিয়ে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করে তারা বুঝতে পারে যে, তুচ্ছ এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু আহরণ করার আছে। কিন্তু মানুষ শিক্ষা নেয় না, কিংবা বলা যায় জানা সত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে নিজের/নিজেদের কু-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে না পারার কারণে।

সে কারণেই উপাসনা এত গুরুত্বপূর্ণ; যা মানুষকে আল্লাহতে সমর্পন করতে শেখায়। কু-প্রবৃত্তিসমুহ দমনে সহায়ক। অন্যথায় পার্থিব জীবনের নানান আকর্ষনের হাতছানি মানুষকে সুপথে চলতে দেবে না। এ বিষয়টিই রূপক অর্থে শয়তানের হাতছানি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কেননা মানুষের নিজেকেই নিজের চালাতে হয় শয়তান চালায় না; সে চালাতে পারেও না; এমনকি সে সেটি করতে সক্ষমও নয়। আল্লাহ মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন; তথাপি যে যেদিকে যেতে চায় আল্লাহ তার সেদিকে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। তাই মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের ফল তার নিজের। ওপরের কথাগুলির মর্মার্থ ঘটনাটি পাঠ করার পরে অনুধাবন করা সহজ হবে বলে মনে করি। এ সূরার অন্তর্নিহিতে আছে অনেক সত্য ও শিক্ষনীয় বিষয়।

অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, ইসরাইলিরা কেন মিশর গমন করেছিল। কেননা তারা জানত যে, আরবদের কাছে ইসরাইলিদের এ ঘটনা সুপরিচিত নয়। তারা এর মাধ্যমে মোহাম্মদ (সাঃ) কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। সূরায় সে বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ফলে সূরায় ইউসুফ নবীর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ রয়েছে। যে ঘটনার সূত্র ধরে ইসরাইলিরা একদিন মিশর গমন করেছিল। এ ঘটনাই পরবর্তীতে যেমন ইসরাইলিদের ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছে, তেমনি নাড়া দিয়েছে মানব ইতিহাসকেও।

মিশরে হযরত ইউসুফের গমন, কারাগারে আবদ্ধ থাকা, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মিশরে প্রতিষ্ঠা লাভ করা, তারপর ইসরাইলিদের সকলের মিশর গমনের বৃত্তান্ত এখানে উঠে এসেছে। অতঃপর ইউসুফের তিরোধানেরও অনেক অনেক বছর পর ইসরাইলিরা মিশরে ফেরাউনের দ্বারা অত্যাচারিত হতে

থাকে। ফলে মূসা নবীর আবির্ভাব ঘটে। ফেরাউনের চরম বিরোধীতা সত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে কানান বা ফিলিস্তিন বা প্যালেষ্টাইন ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। যেখানে ইসরাইল জাতির পূর্ব-পুরুষ ইয়াকুব (ইসরাইল), ইসহাক এবং ইব্রাহীম (আঃ) এক সময় বসবাস শুরু করেছিলেন। বাইবেল মতে, গড ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদেরকে এ ভূমি প্রদান করার প্রতিশ্রুত দেন।

ইউসুফ নবীর ঘটনার কারণে কিভাবে ইসরাইল জাতি কানান ছেড়ে মিশর গমন করেছিল- সূরার আয়াত নং ৩ থেকে ১০৩ পর্যন্ত সে ঘটনার বিবরণ রয়েছে। মূল ঘটনাটি তাওরাতে/বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে।

সূরাটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এ ঘটনাটি না জানলে কোরআনে ইসরাইলিদের নিয়ে করা আলোচনাগুলি বুঝতে অসুবিধা হবে। কেননা অত্র অঞ্চলে ইসরাইলীদের নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির গোড়াপত্তন হয়েছে এখান থেকে। শুধুমাত্র কোরআন অধ্যায়ন করে তাদের ঘটনাগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে না। কেননা কোরআনে উদাহরণ হিসেবে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটনাগুলি আলোচিত হয়েছে। কোরআন থেকে বিষয়গুলি তারাই বুঝতে পারবে যাদের এ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা আছে। অন্যদেরকে বুঝতে হলে কমপক্ষে বাইবেলের তাওরাত পাঠ করতে হবে। তাই একজন সাধারণ পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে এখানে সংক্ষেপে কেবল প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় তুলে ধরা হল-

ইরাকের 'উর' নামক স্থানে ইব্রাহীম (আঃ) এর বাসভূমি। সেখানের লোকেরা ছিল মূর্তীপূঁজক। তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর পিতাও মূর্তীর পূঁজারী ছিল। তাঁর (তথাকথিত) সমাজ বিরোধী বিশ্বাসের কারণে নমরুদ তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন।

এ ঘটনার পর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে লূতসহ তিনি দেশান্তরী হন। কানানের (ফিলিস্তিন ভূমির) সেচেম এ এলে আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর বংশদরদেরকে এ ভূমি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রী সারাহ ছিল বন্ধ্যা। স্ত্রীর অনুরোধে মিশরীয় পরিচারিকা হাগার বা হাজেরার মাধ্যমে তিনি সন্তান নেন। সন্তানের নাম 'ইসমাঈল'। তখন তাঁর বয়স ৮৬ বছর। অতঃপর আল্লাহর কৃপায় সারার গর্ভেও সন্তান আসে। তার নাম 'ইসহাক' বা 'আইজ্যাক'। তখন তাঁর বয়স এক শ বছর এবং স্ত্রী সরাহ'র বয়স নব্বই।

আইজ্যাকের ঘরে সন্তান আসে। নাম 'ইয়াকুব' বা 'জ্যাকব'। ইয়াকুব বা

জ্যাকবই হচ্ছে 'ইসরাইল'। ইসরাইল নামের অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহর দাস'। ইসরাইল তার মা রেবেকার ভাই লাবানের দুই মেয়ে লিয়াহ ও রাচেলকে বিবাহ করে। রাচেল লিয়াহ'র ছোট, সুন্দরী কিন্তু বন্ধ্যা।

লিয়াহ সাত সন্তানের জন্ম দেয়- রিউবেন, সায়মন, লেভী (মূসা (আঃ) এ বংশের উত্তরসূরী), জুডাহ, ইসাচার, জেবুলুন ও এক কন্যা দিনাহ। বন্ধ্যা রাচেল তার পরিচারিকার মাধ্যমে দু'টি সন্তান নেয়- ড্যান ও নাফতালি। লিয়াহও তার পরিচারিকার মাধ্যমে দু'টি সন্তান নেয়- গ্যাড ও আসের।

অবশেষে বন্ধ্যা রাচেলের ঘরে সন্তান আসে। সন্তানের নাম 'ইউসুফ'। তাদের সর্বশেষ সন্তান বেঞ্জামিনের জন্মের সময় রাচেলের মৃত্যু হয়। ইসরাইলের বার সন্তান থেকে তাদের বারটি বংশের উৎপত্তি। আলোচনাটি পরবর্তী ঘটনাসমূহ বুঝতে সহায়তা করবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম রা। এগুলি সহজবোধ্য গ্রন্থের বাণী। [১-৩] [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	নিশ্চয়ই! আমি এটিকে (কোরআনকে) আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।
৩	কোরআনের এ অংশ অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে আমি তোমার কাছে উত্তম ঘটনা বিবৃত করছি। অবশ্যই ইতিপূর্বে তুমি এ বিষয়ে অনবহিত ছিলে।
৪	যখন ইউসুফ পিতাকে (জ্যাকব/ইয়াকুব/ইসরাইলকে) বলল, `পিতা, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি তাদেরকে দেখেছি তারা আমাকে সেজদা করছে।' [৪-৭]
৫	সে (পিতা) বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার ভাইদের নিকট এ স্বপ্ন বর্ণনা কর না। তাহলে তারা তোমার বিপক্ষে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই! শয়তান মানুষের অবধারিত শত্রু।
৬	এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা/নিগুঢ়তত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবারের প্রতি, যেমন তিনি তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

৭	অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনাতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষনীয়) রয়েছে।
৮	(স্মরণ কর) যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) বলল, 'অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই (বেঞ্জামিন) আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, যদিও আমরা সকলেই তার সন্তান। নিশ্চয়ই! আমাদের পিতা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' [৮-১০]
৯	(তাদের একজন বলল) 'ইউসুফকে হত্যা কর; কিংবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস ফলে পিতার মনোযোগ তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে; অতঃপর তোমরা (যথেষ্ট সময়ও পাবে) তার নিকট নিজেদেরকে সৎকর্মপরায়নরূপে তুলে ধরতে।'
১০	তাদের মধ্য থেকে একজন (বাইবেল অনুসারে রিউবেন/জুডাহ) বলল, 'ইউসুফকে হত্যা কর না; বরং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে ফেলে দাও যেন কোন যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'
১১	তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) বলল, 'পিতা! কেন আপনি ইউসুফের বিষয়ে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? নিশ্চিতভাবেই আমরা তার ভাল সহচর। [১১-১৪]
১২	আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন; সে আনন্দ করবে, খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার প্রতি যত্নবান থাকব।'
১৩	সে (পিতা) বলল, 'সত্যি বলতে এটি আমাকে কষ্ট দেয় যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে কোন নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে যখন তোমরা তার প্রতি থাকবে উদাসীন।'
১৪	তারা (ভাইয়েরা) বলল, 'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব!'
১৫	অতঃপর তারা (ভাইয়েরা) যখন তাকে নিয়ে চলল এবং কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, আমি তার (ইউসুফের) অন্তরে (এ বার্তা) প্রদান করলাম যে, 'নিশ্চয়ই! একদিন তুমি তাদের এ কর্মকান্ডের কথা তাদেরকে জানাবে যখন তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।' [১৫-১৮] [ঘটনাটি যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৯০০ বছর পূর্বের। ইউসুফের বয়স তখন সতের/আঠার বছর।]

১৬	তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) রাতে ক্রন্দনরত অবস্থায় তাদের পিতার কাছে এল।
১৭	তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্য কথা বলছি।’
১৮	এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। সে (পিতা) বলল, ‘এটি কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে অন্য কিছুতে মোহাচ্ছন্ন করেছে। ধৈর্য্যধারণ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আমি কেবল আল্লাহর সাহায্যই কামনা করতে পারি।’
১৯	সে পথে একটি যাত্রীদল এল (বাইবেল অনুসারে ইসমাইলিয়দের একটি কাফেলা) এবং তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে কূপে তার বালতি ফেলতেই বলে উঠল, ‘সৌভাগ্য আমাদের! এখানে তো দেখছি এক কিশোর!’ তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে লুকিয়ে ফেলল। তারা যা করছিল আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। [১৯-২২]
২০	তারা তাকে সামান্য কিছু রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিল। বস্তুত তারা তার বিষয়টিতে খুব বেশী গুরুত্ব দিল না।
২১	মিসরে যে ব্যাক্তি তাকে ক্রয় করল সে তার স্ত্রীকে বলল, ‘একে সসম্মানে রাখ। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিতে পারি।’ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে (মিশরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম যেন তাকে (পূর্বে দেখা) স্বপ্নের মর্মার্থ অনুধাবনের বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি। আল্লাহ তাঁর নিজ কার্যসাধনে/লক্ষ্য অর্জনে অপ্রতিরোধ্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
২২	যখন সে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হল তখন তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবেই আমি ভালদের পুরস্কৃত করে থাকি।
২৩	সে যে রমণীর ঘরে ছিল সে তাকে প্ররোচিত করতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে বলল, ‘এসো!’ সে (ইউসুফ) বলল, ‘আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; তিনি (তোমার স্বামী) আমার প্রভূ। তিনি আমাকে সন্মানের সাথে রেখেছেন। নিশ্চয়ই! সীমা

	লংঘনকারীরা কখনই সফল হয় না।' [২৩-৩৫]
২৪	সেই রমণী তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই আমি এভাবে তাকে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই! সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।
২৫	তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং সে ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। উভয়ে রমণীর স্বামীকে দরজার কাছে পেল। সে (রমনী) বলল, 'যে ব্যক্তি আপনার পরিজনের সাথে মন্দ কাজের বাসনা করে তাকে কারাগারে প্রেরণ করুন, কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে?'
২৬	ইউসুফ বলল, 'সে-ই আমাকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করেছে।' রমণীর পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে তবে রমনী সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যেবাদী।
২৭	এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে তবে রমনী মিথ্যেবাদিনী এবং সে সত্যবাদী।'
২৮	অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন তখন সে বলল, 'নিশ্চয়ই! এটি তোমাদের (নারীদের) ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক।
২৯	হে ইউসুফ! এখান থেকে মুখ ফেরাও এবং হে নারী! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিঃসন্দেহে তুমি অপরাধিনী।'
৩০	নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের (শাসনকর্তার) স্ত্রী তার যুবক দাসকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করেছে। সে তার প্রেমে উম্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।
৩১	যখন সে (রমনী) তাদের আলোচনা শুনল সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজ সভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল, 'ইউসুফ এদের সামনে চলে এসো।' যখন তারা তাকে দেখল, তারা তার গরিমায় অভিভূত হল এবং নিজ হস্ত কর্তন করল। তারা বলল, 'এ তো মানব নয়। কোন মহান ফেরেশতা।'
৩২	রমনী বলল, 'এ-ই সে, যার কারণে তোমরা আমাকে দোষারোপ

	করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত রেখেছে। আমি যা আদেশ দেই সে যদি তা না করে তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।'
৩৩	ইউসুফ বলল, 'হে পালনকর্তা! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।'
৩৪	তার পালনকর্তা তার প্রার্থনা শ্রবন করলেন এবং তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।
৩৫	এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল।
৩৬	তার সাথে কারাগারে দু'জন যুবকও প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি মদ নিংড়াচ্ছি।' অপরজন বলল, 'আমি দেখলাম যে নিজ মস্তকে রুটি বহন করছি এবং পাখিগুলি সেখান থেকে খাচ্ছে।' আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বল। আমরা তোমাকে (এ বিষয়ে) ভাল/বিজ্ঞ মনে করছি। [৩৬-৪২]
৩৭	সে (ইউসুফ) বলল, 'তোমাদেরকে প্রত্যহ যে আহার্য্য দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি এর ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি সেসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী।
৩৮	আমি আমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে কোন কিছুকে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার গন্য করি। এটি আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্ত অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না।
৩৯	হে কারাগারের সঙ্গীরা! (বল) পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য (থাকা) ভাল না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ (থাকা ভাল)?
৪০	তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে নিছক কতগুলি নামের উপাসনা কর যেগুলি তোমরা এবং তোমাদের পিতা-পিতামহরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের বিষয়ে কোন প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও

	বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যাতিত অন্য কারও উপাসনা কর না। এটিই সরল/সঠিক/শাশ্বত ধর্ম বা চলার পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে/বোঝে না।
৪১	হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জকে শুলে চড়ান হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলে এ হল তার সিদ্ধান্ত।’
৪২	যে ব্যাক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে সে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বলল, ‘তোমার প্রভুর কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে।’ কিন্তু শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনা করার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।
৪৩	বাদশাহ বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী; যাদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং কতগুলি শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক।’ [৪৩-৫৭]
৪৪	তারা বলল, ‘এটি অর্থহীন স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই।’
৪৫	দু’জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে ব্যাক্তি মুক্তি পেয়েছিল দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলে সে বলল, ‘আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর (কারাগারে যেতে দাও)।’
৪৬	এবং (যখন সে কারাগারে ইউসুফের কাছে পৌঁছাল) সে বলল, ‘হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী- তাদেরকে ভক্ষণ করছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ; তুমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল যেন আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করতে পারি।’
৪৭	সে বলল, ‘তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কর্তন করবে, তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাদ্যরূপে ব্যাবহার করবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষসহ রেখে দেবে।
৪৮	এরপর আসবে কঠিন সাতটি বছর; এ দিনের জন্য পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তা খাদ্যরূপে ব্যাবহার করবে, তবে অল্প পরিমাণ যা তোমরা

	সংরক্ষণ করবে তা ব্যাতিত।
৪৯	এর পর আসবে একটি বছর- সে বছর প্রচুর ফসল উৎপাদন হবে এবং তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।'
৫০	বাদশাহ বলল, 'তাকে (ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো।' দূত যখন তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বলল, 'তুমি তোমার প্রভূর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে রমণীগণ তাদের হস্ত কর্তন করেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।'
৫১	বাদশাহ রমণীদের কাছে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছিল যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ করা থেকে প্ররোচিত করেছিলে?' তারা বলল, 'আল্লাহ মহান! আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না।' আযীয-পত্নি বলল, 'সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ করা থেকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং সে সত্যবাদী।'
৫২	ইউসুফ বলল, 'এটি এজন্য (জানতে চেয়েছি) যে, যেন আযীয জানতে পারে আমি গোপনে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে সফল হতে দেন না।
৫৩	আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই! মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে সে ব্যাতিত যার প্রতি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ রয়েছে। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।'
৫৪	বাদশাহ বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব' এবং যখন সে তার সাথে মতবিনিময় করল তখন বলল, 'নিশ্চয়ই! তুমি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ।'
৫৫	ইউসুফ বলল, 'আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই, আমি এর একজন দক্ষ তত্ত্বাবধায়করূপে থাকব (নিজেকে প্রমাণ করব)।'
৫৬	এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে (মিশরে) প্রতিষ্ঠা দান করেছি। নিজ ইচ্ছেনুযায়ী সেখানে তার সকল কিছুর ওপর কর্তৃত্ব ছিল। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছে পৌঁছে দেই। আমি ভাল কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার বিনষ্ট হতে দেই না, [ইউসুফের বয়স তখন

	তিরিশ বছর। নয় বছর কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিল।]
৫৭	এবং ঐসব ব্যাক্তিদের জন্য পরকালে রয়েছে উত্তম পুরস্কার যারা বিশ্বাস করে ও মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৫৮	অতঃপর ইউসুফের ভাইয়েরা এল। তারা তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনতে পরল কিন্তু তারা তাকে চিনল না। [৫৮-৯৮] [অত্র অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে খাদ্যের বড় অভাব। মিশরে খাদ্যের সরবরাহ ছিল। যেটি ইউসুফের দক্ষ ব্যাবস্থাপনার কারণে সম্ভব হয়েছিল। ইউসুফ তখন সে দেশের কর্তৃত্বে। ফেরাউন ব্যাতিত তার ওপরে আর কারই কর্তৃত্ব ছিল না। ইউসুফের ভাইয়েরা কানান থেকে মিশরে খাদ্য সংগ্রহের জন্য আসে।]
৫৯	সে যখন তাদেরকে রসদ প্রস্তুত করে দিচ্ছিল তখন বলল, 'তোমাদের আরেক ভাইকে (বেঞ্জামিনকে) আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি অতিথিপরায়ন?
৬০	যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য আর কোন বরাদ্ধ নেই এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হবে না।'
৬১	তারা বলল, 'আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে তা করতেই হবে।'
৬২	এবং সে (ইউসুফ) ভৃত্যদেরকে বলল, 'তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও যেন তারা গৃহে পৌঁছে বুঝতে পারে; ফলে তারা পুনর্বার আসবে।'
৬৩	তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য-শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে (বেঞ্জামিনকে) আমাদের সাথে প্রেরণ করুন; যেন আমরা খাদ্য শস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই ভালভাবে তার হেফাজত করব।'
৬৪	সে (তাদের পিতা) বলল, 'আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই (ইউসুফ) সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? আল্লাহই উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'
৬৫	এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল তখন দেখতে পেল যে তাদেরকে তাদের পণ্যমুল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা এর চেয়ে অধিক আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত

	পণ্যমূল্য; আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্য রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং আমরা আরও এক উষ্ট্রী বোঝাই অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য আনব। এখন যা এনেছি তা অত্যল্প।’
৬৬	সে (পিতা) বলল, ‘তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে যদি না তোমরা সবাই একান্তই অসহায় হয়ে যাও।’ অতঃপর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল তখন সে বলল, ‘আমাদের মধ্যে যা কথা হল আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা।’
৬৭	ইয়াকুব বলল, ‘হে আমার পুত্রগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর না, পৃথক পৃথক তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশনা কেবলমাত্র আল্লাহরই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।’
৬৮	তারা যখন তাদের পিতার কথামত প্রবেশ করল, এটি আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে তাদের কোন কাজে আসলো না। তবে এটি ইয়াকুবের মনের একটি বাসনা ছিল যা সে পূর্ণ করেছে এবং নিশ্চয়ই! সে ছিল এক জ্ঞানের আধার যাকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক মানুষই তা জানে না।
৬৯	যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে (ইউসুফ) আপন ভ্রাতাকে (বেঞ্জামিনকে) নিজের কাছে রাখল। বলল, ‘নিশ্চয়ই! আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ কর না।’
৭০	অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, ‘হে কাফেলার লোকজন তোমরা অবশ্যই চোর।’
৭১	তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল, ‘তোমাদের কি হারিয়েছে?’
৭২	তারা বলল, ‘আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটি এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ রসদ পাবে’ এবং ‘আমি (ইউসুফ) এর জামিন।’
৭৩	তারা বলল, ‘আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান যে আমরা অনর্থ ঘটাতে

	এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না।’
৭৪	তারা বলল, ‘যদি তোমরা মিথ্যে বল তবে তার শাস্তি কি?’
৭৫	তারা বলল, ‘শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা অপরাধীদের এভাবেই শাস্তি দেই।’
৭৬	অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের পূর্বে তাদের থলেসমূহ তল্লাশী করতে শুরু করল এবং পরিশেষে সেই পাত্র সহোদরের থলে থেকে বের করল। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। কেননা বাদশাহী আইনে সে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না যদি না আল্লাহ ইচ্ছে করেন। আমি যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপরে আছে একজন অধিকতর জ্ঞানী/সর্বজ্ঞানী (আল্লাহ)।
৭৭	তারা বলল, ‘যদি সে চুরি করে থাকে তবে তার এক সহোদরও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিল।’ তখন ইউসুফ প্রকৃত বিষয় নিজের মনে রাখল এবং তাদেরকে জানাল না। মনে মনে বলল, ‘তোমরা লোক হিসেবে নিতান্ত মন্দ এবং তোমরা যা বল আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন।’
৭৮	তারা বলল, ‘হে আযীয (শাসনকর্তা), তার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে সদয় মনে করি।’
৭৯	সে বলল, ‘যার কাছে আমরা আমাদের বস্তু পেয়েছি তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তাহলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব।’
৮০	অতঃপর যখন তারা নিরাশ হয়ে গেল তখন নির্জনে পরামর্শ করতে বসল। তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ জন বলল, ‘তোমরা কি জান না যে পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছিলে? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোন ব্যাবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যাবস্থাপক।
৮১	তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও’ এবং বল, ‘পিতা আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা কেবল ততটুকু বলছি যতটুকু আমাদের জানা আছে; অজানা/অদৃশ্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই।
৮২	জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ

	কাফেলাকে যাদের সঙ্গে আমরা এসেছি। নিশ্চয়ই, আমরা সত্য বলছি।’
৮৩	সে বলল, ‘কিছুই না, তোমরা মনগড়া একটি কথা নিয়ে এসেছ। এখন ধৈর্য্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’
৮৪	এবং তাদের দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, ‘হায় আফসোস! ইউসুফের জন্য।’ দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। অসহনীয় মনস্তাপে সে ছিল ক্লিষ্ট।
৮৫	তারা বলল, ‘আল্লাহর শপথ, আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না যে পর্যন্ত না মরণাপন্ন হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ করেন।’
৮৬	সে বলল, ‘আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি তোমরা তা জান না।
৮৭	হে বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই! আল্লাহর রহমত থেকে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যাতিত আর কেউই নিরাশ হয় না।’
৮৮	অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছাল তখন বলল, ‘হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।’
৮৯	ইউসুফ বলল, ‘তোমরা জান কি, তোমরা তোমাদের অপরিণামদর্শীতা/ অজ্ঞতার কারণে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলে?’
৯০	তারা বলল, ‘তবে কি তুমিই ইউসুফ!’ সে বলল, ‘আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই! যে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহ তেমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।’
৯১	তারা বলল, ‘শপথ আল্লাহর, নিশ্চয়ই! আল্লাহ আমাদের চাইতে তোমাকে অধিক পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম।’
৯২	সে বলল, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ

	তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়ালুদের চাইতে অধিক দয়ালু।
৯৩	তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি পিতার মুখমন্ডলে বিছিয়ে দিও; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'
৯৪	যখন কাফেলা রওয়ানা হল তখন পিতা বলল তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না মনে কর তবে বলি, 'নিশ্চিতরূপেই আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।'
৯৫	(আশেপাশের) সবাই বলল, 'আল্লাহর শপথ, আপনি তো সেই পুরোনো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।'
৯৬	অতঃপর যখন সু-সংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং জামাটি তার মুখমণ্ডলে বিছিয়ে দিল সে (যেন) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না?'
৯৭	তারা বলল, 'পিতা! আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই! আমরা অপরাধী ছিলাম।'
৯৮	সে বলল, 'সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালূ।'
৯৯	অতঃপর যখন তারা (ইসরাইল ও তার সন্তান-সন্ততিরা কানান দেশ ছেড়ে মিশরে) ইউসুফের কাছে এসে পৌঁছাল, ইউসুফ পিতামাতাকে গ্রহণ করে নিল এবং বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় শান্তি চিত্তে মিশরে প্রবেশ করুন।' [৯৯-১০১] [বিশ বছর পর তারা আবার একত্রিত হয়। ইউসুফ মিশরে তাদেরকে গোসেন নামক স্থানে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। মূসা (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত প্রধানত তারা সেখানেই বসবাস করে।]
১০০	সে পিতামাতাকে উচ্চ আসনে আসীন করাল। সকলেই তাদের সন্মানে সেজদাবনত হল। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এই হচ্ছে আমার পূর্বেকার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা পালনকর্তা যাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কেননা তিনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল (কানান) থেকে (মিশরে) নিয়ে এসেছেন। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা যা চান কৌশলে সম্পন্ন

	করেন। নিশ্চয়ই! তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’
১০১	(ইউসুফ বলল) ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে কিছু ক্ষমতা দান করেছ এবং আমাকে বিবিধ ঘটনার তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়েছ। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা! তুমিই আমার রক্ষাকর্তা ইহকাল ও পরকালে। আমাকে মৃত্যুদান কর তোমার প্রতি একজন সমর্পনকারীরূপে এবং আমাকে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত কর।’ [ভাইদের মধ্যে সংঘটিত এ ঘটনার কারণে একদিন ইসরাইলিদের মিশরে প্রবেশ ঘটে। অনেক বছর পর ফেরাউন দ্বারা অত্যাচারিত হলে তারা মূসা (আঃ) এর নেতৃত্বে মিশর ছেড়ে গড কর্তৃক তাদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমি কানান দেশে ফিরে আসে। যেদিন তারা মিশরে প্রবেশ করেছিল (বাইবেল অনুসারে) সেদিন তারা ছিল সর্বমোট ৭০ জন। মিশরে ফেরাউনের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মূসা (আঃ) এর নেতৃত্বে ফিরে আসার কালে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ লক্ষ বা ততোধিক।] [দ্রষ্টব্য ২:২৭]
১০২	(হে মোহাম্মদ) এগুলি অদৃশ্যের খবর যা আমি তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। তুমি তো তখন তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাদের পরিকল্পনা স্থীর করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। [১০২-১০৮]
১০৩	তুমি যতই চেষ্টা/প্রত্যাশা কর না কেন অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করার নয়।
১০৪	তুমি তো এর (অবতীর্ণ বাণীর) জন্য তাদের কাছে কোন বিনিময় মূল্য চাইছ না। এটি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এক উপদেশ বার্তা বৈ আর কিছু নয়।
১০৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন (শিক্ষনীয় ঘটনা), যা তারা (মানুষ) পাশ কেটে চলে যায় ফিরেও তাকায় না!
১০৬	অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু একই সঙ্গে (আল্লাহর প্রতি) অংশীদারীত্বও আরোপ করে।
১০৭	তারা কি এ বিষয়ে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবে যে, আল্লাহর প্রেরণকৃত কোন দূর্যোগ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে না, অথবা তাদের কাছে হঠাৎ পুনরুত্থান দিবস এসে যাবে না যখন তারা থাকবে সে বিষয়ে উদাসীন?
১০৮	বল: এটিই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে আহবান করি নিশ্চিত

	জ্ঞানে। আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ পবিত্র! এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।
১০৯	তোমার পূর্বেও যতজনকে বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছি, তারা সবাই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি অনুপ্রাণীত করেছি। তারা কি ভ্রমণ করে দেখে না যে তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কি পরিণতি হয়েছে? সংযমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তোমরা কি বোঝ না? [১০৯-১১০]
১১০	এমনকি বার্তাবাহকগণ যখন নৈরাশ্যে পতিত হত এবং এরূপ ধারণা পোষণ করত যে তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। অতঃপর আমি যাদেরকে চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার রুদ্ররোষ অপরাধী গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিহত হয় না।
১১১	তাদের ঘটনাবলীতে জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য আছে শিক্ষনীয়। এটি মনগড়া কোন কথা নয়। বরং পূর্বেকার গ্রন্থের (তাওরাত/বাইবেলের) সমর্থন এবং সকল কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, পথ-নির্দেশনা এবং পালনকর্তার দয়া; তাদের জন্য যারা বিশ্বাসী।

১৩. সূরা আর-রাদ, আয়াত সংখ্যা-৪৩, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ ‘The Thunder’। বাংলায় যার অর্থ ‘বজ্র বিদ্যুৎ’। যদিও সূরায় বজ্রপাত নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। নামটি প্রতীকী। সূরায় শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে এবং সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ বাণী সত্য, অথচ মানুষ তা গ্রহণ করছে না/বুঝতে চাইছে না। বলা যায় এটি সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের অধীন। মানব জীবনও পরিপূর্ণ কোন নিয়ম বা লক্ষ্যের বাইরে নয়। যারা তেমনটি ভাববে এবং নিয়ম বিচ্যুত হবে তারা নিয়মের স্বাভাবিকতায়ই তাদের কর্মের অবধারিত ফল প্রাপ্ত হবে। সেভাবেই সৃষ্টির সকল নিয়ম সাজানো। মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা বলে যদি রাসূলের প্রতি কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হত? মনে হয় যেন তাহলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। বার্তাবাহকের কাজ বার্তা পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরে কি আছে তা জানেন। মানুষকে নিজ জ্ঞানেই বিশ্বাস করতে হবে। নিজ প্রচেষ্টাই সঠিক পথে চলতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ

ব্যাতিত কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করা বার্তাবাহকের কাজ নয়। যদিও জগতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিদর্শন। যারা অস্বীকারকারী/উদাসীন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে উপকার লাভ করতে পারবে না। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্যই একটি সময় নির্ধারিত আছে, মানুষকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরায় আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে বারণ করা হয়েছে, যা পার্থিব জীবনে অশান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর স্মরণ মানব মনে প্রশান্তির কারণ। যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য আছে শুভ পরিণাম। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে সমগ্র মানব সম্প্রদায় সঠিক পথে পরিচালিত হত। কিন্তু অবিশ্বাসীদেরকে তিনি তাদের ভূল কর্মের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন।

অবিশ্বাসীরা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বার্তাবাহক মনে করতে চায় না। কিন্তু প্রেরিত গ্রন্থসমূহ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে সত্যিকার অর্থেই তারা নিজ জ্ঞানের কারণেই এ বিষয়ে সাক্ষী।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলি কোরআনের বাণী। যা কিছু তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।
২	আল্লাহ! যিনি উর্ধ্বালোকে স্থাপন করেছেন নভোমন্ডলীকে দৃশ্যমান কোন কিছুর সহায়তা ব্যাতিত। অতঃপর তিনি আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিয়মানাধীন করে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। অবতীর্ণ বিষয়সমূহ তিনি বিস্তারীতভাবে তুলে ধরেছেন যেন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে নিশ্চিত হও। [২-৭]
৩	তিনিই ভূ-মণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি ফলই তিনি জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।

	তিনি রাত্রিকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই! এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা ভাবনা করে।
৪	পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন শস্য-ক্ষেত্র এবং আছে আঙ্গুরের বাগান ও উর্বর ভূমি এবং রয়েছে খর্জুর যা একই প্রকারের আবার বিভিন্ন প্রকারের অথচ সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত। কতগুলিকে কতগুলির চাইতে উৎকৃষ্ট করে সৃষ্টি করি। নিশ্চয়ই! এগুলির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা (গবেষনা/বৈজ্ঞানিক গবেষনা) করে।
৫	যদি তুমি বিস্মিত হও তবে তাদের একথাই বিস্ময়কর যে তারা বলে, 'যখন আমরা মাটি হয়ে যাব তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হব?' এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী; এদের গলায় লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরা নরকে বসবাস করবে। [লৌহ-শৃংখল রুপক অর্থে বোঝান হয়েছে যা কু-প্রবৃত্তি ও অজ্ঞতার শৃংখলকে বুঝিয়েছে।]
৬	এরা তোমার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল (শাস্তি) ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ তাদের পূর্বে অনুরুপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। তথাপি নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সংঘটন সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শনে অনেক বেশী উদার এবং নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা শাস্তিদানেও কঠোর। [অবিশ্বাসীরা উপহাস করে এখনই তাদের ওপর প্রতিশ্রুত শাস্তি নিয়ে আসতে বলার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
৭	অবিশ্বাসীরা বলে, '(আ-হ!) তার (মোহাম্মদের) প্রতি যদি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হত!' তুমি কেবলই একজন সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথ-প্রদর্শক প্রেরিত হয়েছে।
৮	প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে আছে এবং গর্ভাশয়ে যা শোষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আল্লাহ তার সবই জানেন এবং তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়বস্তুই সুনির্দিষ্ট পরিমাপে পরিমাপিত। [৮-১১] [অর্থাৎ নিদর্শন প্রদর্শনেরও যথাযথ সময় আছে।]
৯	তিনি সকল অদৃশ্য/গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত; তিনি মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।
১০	তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক অথবা সশব্দে প্রকাশ করুক;

	রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করুক কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক সবই তাঁর নিকট সমান।
১১	তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে প্রত্যেকের অগ্রে ও পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তার তত্বাবধান/অনুসরণ/প্রহরায় নিয়েজিত। নিশ্চয়ই! আল্লাহ কোন মানুষ/সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আল্লাহ যদি কোন মানুষ/সম্প্রদায়ের বিপদ চান তবে কেউ নেই যে তা প্রতিহত করতে পারে, না তিনি ব্যাতিত তাদের কোন রক্ষাকর্তা আছে।
১২	তিনিই তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বজ্র বিদ্যুৎ- ভয় ও আশা সঞ্চারণের জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। [১২-১৫]
১৩	বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং সব ফেরেশতাগণও করে সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।
১৪	সত্যের আহবান কেবলমাত্র তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যারা অন্যদেরকে ডাকে তারা তাদের প্রতি কোন সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেরূপ যেমন- কেউ দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে আছে যেন পানি তার মুখে এসে পৌঁছে যায়। অথচ পানি কখনই পৌঁছুবে না। অবিশ্বাসীদের আহবান নিস্ফল।
১৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, ঠিক যেমনিভাবে তাদের ছাঁয়া সকালে ও সন্ধ্যায় পতিত হয়। [সৃষ্টির সূত্র বা নিয়মটিই এমন যে এটি হতে বাধ্য যদিও অনেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না।]
১৬	বল (হে মোহাম্মদ): নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা কে? বল: আল্লাহ! বল: তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যাতিত এমন কাউকে তোমাদের রক্ষাকর্তারূপে সাব্যস্ত করছ যারা তাদের নিজেদেরই ভাল কিংবা মন্দ করার অধিকারী নয়? বল: অন্ধ কি চক্ষুষ্মানের সমান অথবা অন্ধকার কি সমান আলোর? তবে কি তারা আল্লাহর এমন অংশীদার স্থির করছে যারা সৃষ্টি করেছে তেমন যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যে কারণে সৃষ্টিসমূহ তাদের কাছে সদৃশ্য প্রতীয়মান হচ্ছে? বল: আল্লাহ সবকিছুর

	স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। [১৬-১৮]
১৭	তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, ফলে ভূমিতে স্রোতধারা প্রবাহিত হয় সুনির্দিষ্ট পরিমাপে এবং প্লাবন স্ফীত ফেনারাশি নিয়ে ওপরে আসে। অলঙ্কার ও তৈজসপত্র তৈরীর জন্য সেগুলিকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয়, সেখানেও তেমনই ফেনারাশি উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ফেনা তো শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে অবশিষ্ট থেকে যায়। আল্লাহ এভাবেই দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করেন।
১৮	যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় তারা আশীর্বাদপুষ্ট। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সঙ্গে সমপরিমাণ আরও দেয়া হয় মুক্তিপণস্বরূপ তথাপি তাদের জন্য রয়েছে কঠোর হিসেব। তাদের আবাস হবে নরক। এক জঘন্য আবাসস্থল।
১৯	যে ব্যাক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যাক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে যারা বোধসম্পন্ন। [১৯-২৫]
২০	এরা এমন যারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। [সৃষ্টির শুরুতে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি করেছে অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না সে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩]
২১	এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসেবের আশঙ্কা রাখে। [সম্পর্ক বলতে সকল ধরণের সামাজিক সম্পর্ককে বোঝান হয়েছে।]
২২	যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য্যধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যায় করে এবং ভাল দ্বারা মন্দকে জয় করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম-
২৩	তা হচ্ছে বসবাসের উদ্যান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল পিতা-পিতামহ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।
২৪	বলবে, ‘তোমাদের ধৈর্য্যের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

	আর তোমাদের এ পরিণাম কতই না চমৎকার!’
২৫	যারা আল্লাহর সঙ্গে করা দৃঢ় অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
২৬	আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে সংকুচিত করেন। তারা (মানুষ/অবিশ্বাসীরা) পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত। অথচ পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ পরকালের জীবনের তুলনায় অতি সামান্য বৈ তো নয়।
২৭	অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তার প্রতি যদি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হত!’ বল: আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যে তাঁর দিকে ফিরে তাদের সকলকে তিনি তাঁর দিকে পথ প্রদর্শন করেন- [২৭-২৯]
২৮	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।
২৯	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সঠিক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে আনন্দদায়ক জীবন এবং তাদের পরিণামও শুভ।
৩০	এমনিভাবে তোমাকে আমি একটি জাতির মধ্যে প্রেরণ করেছি (হে মোহাম্মদ), তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাদের নিকট তা পাঠ করার জন্য। তাদের পূর্বে অনেক জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল: তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। [৩০-৩২]
৩১	যদি কোন বাণীর পক্ষে এমন সম্ভব হত যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা জমিন খণ্ডিত হয় কিংবা মৃতরা কথা বলে তবে সেটি এ কোরআন যার পক্ষে তা করা সম্ভব হত। কিন্তু সকল কাজের নির্দেশনাই আল্লাহর। বিশ্বাসীরা কি জানে না যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করতেন? অবিশ্বাসীরা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় বিপর্যস্ত হতে থাকবে অথবা তাদের আশেপাশে বিপর্যয় নেমে আসবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুত

	সময় আসে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না।
৩২	অবশ্যই তোমার পূর্বেও বার্তাবাহকদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে দীর্ঘ সময় সহ্য করা হয়েছে। পরিশেষে আমি তাদের শাস্তি প্রদান করেছি এবং দেখ, কেমন বেদনাদায়ক ছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি!
৩৩	তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক- যিনি সকল বিষয় অবগত (তিনি কি অপরাপর ইলাহদের মত)? তথাপি তারা আল্লাহর প্রতি অংশীদার সাব্যস্ত করে। বল: 'তাদের পরিচয় দাও।' তোমরা কি তাঁকে (আল্লাহকে) পৃথিবীর এমন কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে চাও যা তিনি জানেন না? নাকি এটি কথা বলার কোন ধরণ? না, বরং অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের পরিকল্পিত চক্রান্তকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত রাখা হয়েছে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই। [৩৩-৩৫]
৩৪	দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে দূর্যোগ এবং অবশ্যই পরকালের জীবন কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই।
৩৫	যারা তাদের কর্তব্য পালন করে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত উদ্যানের প্রতিরূপ এমন যে, তার নিম্নদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছাঁয়াও। এটি তাদের প্রতিদান যারা তাদের কর্তব্য পালন করে, অথচ অবিশ্বাসীদের পুরস্কার অগ্নি।
৩৬	যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বল: আমি শুধুমাত্র এভাবেই আদিষ্ট হয়েছি যে আমি যেন আল্লাহর উপাসনা করি, তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার আরোপ না করি। আমি তাঁর দিকেই আহবান করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। [৩৬-৩৭]
৩৭	এমনিভাবেই আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় সুচিন্তিত নির্দেশ/ বিধানরূপে অবতীর্ণ করেছি। তোমার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর (হে মোহাম্মদ), তবে আল্লাহর হাত থেকে তোমার কোন সাহায্যকারী কিংবা রক্ষাকারী নেই।

৩৮	তোমার পূর্বে আমি অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন বার্তাবাহককেই এমন প্রদান করা হয়নি যে, আল্লাহর নির্দেশ ব্যাতিত তারা কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্যই একটি সময় নির্ধারিত আছে। [৩৮-৩৯]
৩৯	আল্লাহ যা ইচ্ছে নির্মূল করেন এবং যা ইচ্ছে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নির্দেশ প্রদানের মূলগ্রন্থ তাঁরই কাছে। [পূর্বের অবতীর্ণ গ্রন্থ থাকা সত্বেও একই আল্লাহর তরফ থেকে আবার নতুন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা কি? অবিশ্বাসীদের এমন জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
৪০	আমি তাদের (অবিশ্বাসীদের) সঙ্গে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কোনটি যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই কিংবা তোমাকে উঠিয়ে নেই (হে মোহাম্মদ), তথাপি তোমার কর্তব্য কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং হিসেব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। [৪০-৪২]
৪১	তারা কি দেখে না যে কিরূপে আমি চতুর্দিক থেকে তাদের সীমানাকে সঙ্কুচিত করে আনছি? যখন আল্লাহ আদেশ করেন তাঁর সে আদেশকে নিরোধ করার কেউই নেই। তিনি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। [সত্যের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পরছে, মিথ্যে সংকুচিত হয়ে আসছে তথাপি অবিশ্বাসীরা তাদের দূর্যোগের নিদর্শনসমুহ দেখতে পাচ্ছে না সে অর্থে বলা হয়েছে।]
৪২	তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত/কৌশল রচনা করেছে। কিন্তু সকল পরিকল্পনা তো আল্লাহরই হাতে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যাক্তি যা কিছু অর্জন করে। অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে কাদের জন্য রয়েছে স্বর্গীয় আবাসস্থল।
৪৩	অবিশ্বাসীরা বলে, 'তুমি আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক নও।' বল: আমার এবং তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যাক্তি যার আছে গ্রন্থ সম্পর্কিত জ্ঞান।

১৪. সূরা ইব্রাহীম, আয়াত সংখ্যা-৫২, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরায় ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উচ্চারিত হয়েছে বিধায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। এমন নয় যে সূরায় কেবলমাত্র তার জীবনী আলোচিত হয়েছে। অপরাপর সূরা সমুহের নামের মত এ নামটিও এখানে প্রতীকী। সূরার ৩৫ নং আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উচ্চারিত হয়েছে।

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য। তাই বার্তাবাহকগণকে স্বজাতি বা মাতৃভাষায়ই প্রেরণ করা হয়ে

থাকে, যেন তারা তাদের সম্প্রদায়কে প্রদত্ত বার্তা পরিস্কারভাবে বোঝাতে পারে।

সূরায় অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে অধিক ভালবাসে, তাদের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমুহের যারা সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করেছিল তাদের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ। এসব পরিণতি ছিল আল্লাহর প্রতি তাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফল, অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে মন্দ কাজ করার ফল।

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল যথাযথভাবে (সত্যদ্বারা) সৃষ্টি করেছেন। যারা তাদের অপকর্মের দ্বারা যথাযথ নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটিয়ে সেটি বিনষ্ট করতে চাইবে (সত্য বিচ্যূত হবে), তিনি তাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তাদের স্থলে নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন। এটি মানুষের প্রতি একটি সতর্কবার্তা।

শয়তানই মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত করে। অথচ বিচার দিবসে সে ভূলপথগামীদের দায় নেবে না সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরায় আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে অকৃতজ্ঞ হতে বারণ করা হয়েছে। মানুষ যখন আল্লাহর সমকক্ষ কোন উপাস্য দাঁড় করায় সেটিই অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতা একটি ভয়ঙ্কর বিনাশ সৃষ্টিকারী কর্ম/শক্তি। আল্লাহ যে অপকর্মকে কোনভাবেই ক্ষমা করেন না।

যারা আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর কারণে মানব কল্যাণে ব্যায় করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর কাছে করা ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বার্তাবাহকগনের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আল্লাহ রক্ষা করেন। অতএব যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে তাদের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং বোধসম্পন্ন মানুষ যেন বিষয়সমুহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সূরায় তেমন বিষয়কে উৎসাহিত বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ

	করেছি (হে মোহাম্মদ) যেন তুমি মানব সম্প্রদায়কে তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আস পরাক্রান্ত, প্রশংসার্হ প্রতিপালকের পথে- [১-৪]
২	তিনি আল্লাহ! যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর অধিকর্তা। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি-
৩	যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে অধিক পছন্দ করে, আল্লাহর পথ (সত্য ও ন্যায়ের পথ) থেকে মানুষকে নিবৃত করে এবং তাতে অসততার অন্বেষন করে- তারা পথভ্রষ্ট (বস্তুত তারাই অবিশ্বাসী)।
৪	আমি কখনই বার্তাবাহক প্রেরণ করিনি তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী ব্যাতিত যেন তারা তাদের বার্তা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে সুপথে পরিচালনা করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।
৫	আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী সহ এই বলে প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আস এবং তাদেরকে আল্লাহর উল্লেখযোগ্য দিবসগুলি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই! এর মাঝে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। [৫-৮] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩] [মূসা (আঃ) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে ইসরাইলিদেরকে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ঐতিহাসিক সকল ঘটনাসমুহ এবং আল্লাহর নির্দেশনাসমুহ স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন যে, যদি তারা কৃতজ্ঞ হয় তবে আল্লাহ তাদের প্রতি আরও অনুগ্রহ বর্ষন করবেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হলে ভয়ংকর শাস্তিতে পতিত হতে হবে। সমগ্র মানবজাতির জন্যই এ বক্তব্যে শিক্ষনীয় আছে।]
৬	যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। তারা তোমাদেরকে অত্যান্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাস্তি দিত; তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত। তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এটি ছিল এক বিরাট পরীক্ষা।
৭	যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই! আমার শাস্তি হবে কঠোর।'
৮	মূসা বলল, 'তোমরা এবং এমনকি পৃথিবীর বুকে সবাই যদি নিজেদের

	অকৃতজ্ঞ প্রমাণ কর তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।’
৯	তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাসের জ্ঞান পৌঁছেনি: নূহ এর সম্প্রদায়, আ’দ ও সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের? তাদের বিষয়ে আল্লাহ ব্যাতিত কেউ জানে না। তাদের বার্তাবাহকগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং বলেছিল, ‘তোমরা যে বিষয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা বিশ্বাস করি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে আহবান কর সে বিষয়ে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ আছে।’ [৯-১৭]
১০	তাদের বার্তাবাহকগণ বলেছিল, ‘আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যেন তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করে দেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন।’ তারা বলত, ‘তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা কি আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও যার উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ করত? তবে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস।’
১১	তাদের বার্তাবাহকগণ বলেছিল, ‘আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপরে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যাতিত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; বিশ্বাসীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা চাই।
১২	কি করে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা না করে থাকতে পারি যখন তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন? তোমরা আমাদেরকে যে উৎপীড়ন করেছ তার জন্য অবশ্যই আমরা ধৈর্য্যধারণ করব। ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।’
১৩	অবিশ্বাসীরা বার্তাবাহকগণকে বলত, ‘আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে।’ তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা বার্তা প্রেরণ করলেন যে, ‘আমি ভূল-পথগামীদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।
১৪	তাদের পর আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠা করব। এটি তাদের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার সতর্কবার্তাকে ভয় করে।’

১৫	বার্তাবাহকগণ (আল্লাহর) সহায়তা চাইতে লাগল এবং প্রত্যেক উদ্ধত ব্যার্থ মনোরথ হল।
১৬	তাদের সম্মুখে রয়েছে নরক। তাদেরকে পূঁজ মেশানো পানি পান করান হবে-
১৭	যা সে পান করবে কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু যন্ত্রনা আসবে কিন্তু সে মরবে না। অতঃপর কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
১৮	যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাই ভস্মের মত। (যেমন) ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ফলে তারা যা অর্জন করে তার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এটিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যার্থতা। [১৮-২০]
১৯	তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যকে ভিত্তি করে (যথাযথভাবে)? যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন
২০	এবং এটি আল্লাহর পক্ষে খুব কঠিন কিছু নয়।
২১	(বিচার দিবসে) সকলেই আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম তোমরা কি এখন আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?' তারা বলবে, 'যদি আমরা আল্লাহর পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করতাম তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করতাম। এখন ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা ধৈর্য্যধারণ করি একই, আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।' [২১-২২]
২২	যখন সব কাজের মিমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কিন্তু ব্যার্থ হয়েছি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন ক্ষমতাই ছিল না ততটুকু ব্যাতিত যতটুকু আমি তোমাদেরকে বলেছি এবং তোমরা আমাকে মান্য করেছ। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ কর না বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নই; এমনকি তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছিলে আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই! পথভ্রষ্টদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক

	শাস্তি।'
২৩	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে পালনকর্তার অনুমতিক্রমে বসবাস করবে। সেখানে তাদের সম্ভাষন হবে: সালাম (শান্তি)। [২৩-২৭]
২৪	তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন: একটি ভাল বাণী হল একটি ভাল বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা প্রশাখা অতি উচ্চে পৌঁছে যায়।
২৫	সে পালনকর্তার নির্দেশে প্রতি মৌসুমে ফল প্রদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য এমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যেন মানুষ অনুসরণ করে।
২৬	এবং মন্দ বাক্যের উদাহরণ হল মন্দ বৃক্ষ, যাকে মাটি থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে যার কোন স্থিতি নেই।
২৭	আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় বাণী দ্বারা সুনিশ্চিত/সুদৃঢ়/সুপ্রতিষ্ঠিত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আল্লাহ ভূল-পথগামীদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ তা করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।
২৮	তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিপরীতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আলয়ের পথে নিয়ে যায়- [২৮-৩১]
২৯	(এমনকি) নরকের দিকে? তারা সেখানে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট আবাস।
৩০	এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ স্থির করে যেন তারা তাঁর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যূত করতে পারে। বল: জীবন উপভোগ করে নাও! তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে।
৩১	আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বল: উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করতে/রাখতে এবং আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যায় করতে, ঐদিন (বিচার দিবস) আসার পূর্বে যেদিন থাকবে না কোন চলাচল না কোন বন্ধুত্ব।
৩২	তিনিই আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপন্ন করেন এবং জলযানসমূহকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন যেন

	তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন [৩২-৩৪]
৩৩	এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন চন্দ্র ও সূর্য্যকে; তাদেরকে একটি নিয়মের অধীন করেছেন এবং রাত ও দিনকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন।
৩৪	যে সকল বস্তু তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর তবে তোমরা তা গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই! মানুষ অত্যান্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।
৩৫	(স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে নিরাপদ করে দও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূঁজা থেকে দূরে রাখ। [৩৫-৪১] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৩৬	হে আমার পালনকর্তা! এ সকল প্রতিমা অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত/ বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে-ই আমার দলভূক্ত, কিন্তু অবাধ্যতা করলে নিশ্চয়ই! তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৩৭	হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে; হে আমাদের পালনকর্তা! (এটি) এজন্য যে, তারা যথাযথভাবে উপাসনা করবে। অতঃপর তুমি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা করে দাও যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
৩৮	হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি জান যা কিছু আমরা গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহর কাছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নয়।
৩৯	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা প্রার্থনা শ্রবনকারী।
৪০	হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যথাযথ উপাসনাকারী করে দাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার প্রার্থনাকে গ্রহণ কর।
৪১	হে আমাদের পালনকর্তা! হিসেব গ্রহণের দিনে আমাকে, আমার পিতা-

	মাতাকে এবং সকল বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো।'
৪২	দুষ্টরা যেন মনে না করে যে তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত। বরং তিনি তাদেরকে ঐ দিন (পুনরুত্থান/বিচার দিবস) পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন যেদিন চক্ষুসমূহ স্থীর/বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যাবে। [৪২-৪৭]
৪৩	ভীত-বিহ্বল চিত্তে উর্ধ্বপানে চেয়ে তারা ছুটে আসবে। তাদের দৃষ্টি তাদের নিজেদের দিকেও ফিরে তাকাবে না এবং তাদের অন্তর উদাস হয়ে যাবে।
৪৪	মানুষকে সেই দিনের জন্য সতর্ক কর যেদিন তাদের ওপর শাস্তি পতিত হবে এবং যারা ভুল কাজ করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন যেন আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং বার্তাবাহকগণের অনুসরণ করতে পারি।' (বলা হবে) তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলতে না যে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে (পরকালে) যেতে হবে না?
৪৫	অথচ তোমরা বাস করতে তাদেরই বাসভূমিতে যারা নিজেদেরকে ভুল পথে চালিত করেছে এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম সেটিও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের সকল দৃষ্টান্তই উপস্থাপন করেছিলাম।
৪৬	তারা তাদের চক্রান্ত করেছিল কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহর অজানা ছিল না। যদিও তাদের কূট-কৌশল ছিল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত।
৪৭	অতএব ভেব না আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশালী, ভুল উৎপাটনে সক্ষম।
৪৮	যেদিন পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হবে ভিন্নরূপে এবং পরিবর্তন করা হবে নভোমণ্ডলকে এবং তারা সকলেই আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে যিনি এক ও পরাক্রমশালী, [৪৮-৫২]
৪৯	তুমি ঐদিন অপরাধীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে।
৫০	তাদের বস্ত্র হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।
৫১	যেন আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।
৫২	এটি মানুষের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা এই মর্মে যে, তারা যেন এর দ্বারা সতর্ক হয় এবং তারা যেন জানতে পারে যে তিনি একমাত্র উপাস্য এবং বোধসম্পন্ন মানুষ যেন তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

১৫. সূরা আল-হিজর, আয়াত সংখ্যা-৯৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ 'The Stoneland'। বাংলায় যার অর্থ 'পাথুরে ভূমি' বলা যেতে পারে। সূরায় হিজরের বাসিন্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখান থেকে এ নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের প্রতি শান্তনার বাণীও রয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে চলার সকল প্রকার পথ প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু শয়তান মানুষকে ভূল পথে চলতে প্ররোচিত করে। সূরায় এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর যে ভূল করবে তার জন্য রয়েছে নরক বা শাস্তি। বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যধারণ করার জন্য বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা যথাসময়ে তাদের মন্দ কর্মের প্রাপ্য পেয়ে যাবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম রা। এগুলি মহাগ্রন্থের বাণী এবং সহজবোধ্য। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এমনও হতে পারে যে কখনও অবিশ্বাসীরা আন্তরীকভাবে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হত! [২-৩]
৩	তাদেরকে খেতে ও জীবন উপভোগ করতে দাও এবং ভ্রান্ত আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক। অতি সত্বর তারা সবকিছুই জানতে পারবে,
৪	এবং আমি কখনই কোন জনপদ ধ্বংস করি না তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সময় ব্যাতিত। [৪-৫]
৫	কোন সম্প্রদায়ই তার নির্দিষ্ট সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে না কিংবা পিছিয়েও দিতে পারে না। [মোহাম্মদ সত্যিই আল্লাহর বার্তাবাহক হলে তাদের অবিশ্বাসের কারণে দ্রুত শাস্তি নেমে আসছে না কেন? অবিশ্বাসীদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৬	এবং তারা বলে, 'হে ঐ ব্যাক্তি (মোহাম্মদ)! যার প্রতি সতর্কবার্তা অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয়ই! তুমি একজন উম্মাদ। [৬-৯]
৭	যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কেন তুমি আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নিয়ে আসছ না?'

৮	আমি ফেরেশতাদের যথার্থ কারণ ব্যাতিত প্রেরণ করি না এবং সেক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদেরকে অবকাশ দেয়া হত না।
৯	আমি! আমি স্বয়ং (আল্লাহ) এ সতর্কবার্তা অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই! আমি নিজেই এর রক্ষাকর্তা।
১০	আমি তোমার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মাঝে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, [১০-১৫]
১১	কিন্তু কখনই তাদের কাছে কোন বার্তাবাহক আসেনি যাদের নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।
১২	এমনিভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে এ ধরণের আচরণ বদ্ধমূল করে দেই।
১৩	তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস আনবে না। যদিও অতীতে (শাস্তির) উদাহরণ আছে।
১৪	যদি আমি তাদের জন্য আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই এবং তারা তাতে আরোহন করে,
১৫	তবুও তারা এ কথাই বলবে যে, ‘আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটান হয়েছে; না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।’
১৬	এবং অবশ্যই নভোমণ্ডলে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং আমি তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি [১৬-১৮]
১৭	এবং আমি একে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করেছি,
১৮	তবে সে ব্যাতিত যে চুরি করে কিছু শুনে পালিয়ে যায়; অতঃপর তার পশ্চাদ্ধাবন করে অগ্নিকুন্ড। [সাধারণ মানুষের বিশ্বাস শয়তানরা সর্বত্র চলাচল করতে পারে। কিন্তু বলা হচ্ছে একটি পর্যায়ের পরে উর্ধ্বজগতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। শয়তান চেষ্টা করে কোন কিছু আহরণ করার জন্য, কিন্তু খুব সামান্যই সফল হয়। অর্থাৎ এটি শয়তানদের আনীত কোন বাণী নয়, যেমনটি অবিশ্বাসীরা বলার/প্রচার করার চেষ্টা করে।]
১৯	আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করার ব্যাবস্থা করেছি। [১৯-২৫]
২০	আমি তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার উপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও

২১	এবং কোন বস্তু নেই যা আমার কাছে ভান্ডারে সংরক্ষিত নেই। আমি সুনির্ধারিত পরিমাণে তা প্রেরণ করি।
২২	আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি; অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি; এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। এটি তোমরা নও যাদের কাছে এর ভান্ডার রয়েছে।
২৩	আমিই জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।
২৪	এবং আমি জানি তোমাদের মধ্যে কে অগ্রগামী এবং অবশ্যই আমি পশ্চাদগামীদেরকেও জানি।
২৫	তোমার পালনকর্তা তাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই! তিনি প্রজ্ঞাবান, অবগত।
২৬	আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি [২৬-২৭]
২৭	এবং জ্বিনকে পূর্বেই সৃজন করেছি অতি উষ্ণ আগুন থেকে।
২৮	(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্ট মানবজাতি সৃষ্টি করব। [২৮-৪৩] [দ্রষ্টব্য আদম- ২:৩০]
২৯	অতঃপর যখন আমি তাকে সৃজন করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তাকে সেজদা করো।’
৩০	ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল,
৩১	ইবলীস ব্যাতিত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্বীকৃতি জানাল।
৩২	আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলিস! তোমার কি হল যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালে?’
৩৩	সে বলল, ‘আমি এমন নই যে একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।’
৩৪	আল্লাহ বললেন, ‘তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত
৩৫	এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিবস পর্যন্ত অভিসম্পাত।’
৩৬	সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।’
৩৭	আল্লাহ বললেন, ‘যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত,

৩৮	সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'
৩৯	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব,
৪০	তাদের ব্যাতিত যারা সঠিকতার সঙ্গে একান্তই আপনার অনুরক্ত।'
৪১	আল্লাহ বললেন, 'আমার কাছে আসার এটি একটি সহজ পথ।
৪২	বিভ্রান্ত! যারা তোমার পথে চলবে, তারা ব্যাতিত আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনই ক্ষমতা নেই
৪৩	এবং নিশ্চিতভাবেই নরক হবে তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান। [অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করার জন্য ঘটনাটি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
৪৪	এর সাতটি তোরণ আছে। প্রত্যেক তোরণের জন্য রয়েছে নির্ধারীত অংশ।' [৪৪-৪৮]
৪৫	নিশ্চয়ই! যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে, তারা বাগান ও নির্ঝরণীসমুহের মাঝে থাকবে।
৪৬	বলা হবে, 'এগুলিতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকরে প্রবেশ কর।'
৪৭	এবং তাদের অন্তরে যেরূপ বিদ্বেষই থাকুক না কেন আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত মুখোমুখী আসনে বসবে।
৪৮	সেখানে তাদের ঘাম/অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না।
৪৯	(হে মোহাম্মদ) তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে আমি অত্যান্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু [৪৯-৫০]
৫০	এবং এটিও জানিয়ে দাও যে, আমার প্রদত্ত শাস্তি অত্যান্ত যন্ত্রনাদায়ক/ভয়ানক শাস্তি।
৫১	তুমি তাদেরকে ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা শুনিয়ে দাও। [৫১-৬০] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৫২	যখন তারা তার গৃহে আগমন করল এবং বলল, 'সালাম।' (কিভাবে) সে বলল, 'আমরা তোমাদের বিষয়ে ভীত।'
৫৩	তারা বলল, 'ভয় করো না। আমরা তোমাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সু-সংবাদ দিচ্ছি।'
৫৪	সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সু-সংবাদ দিচ্ছ যখন আমি

	বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি?’
৫৫	তারা বলল, ‘আমরা তোমাকে সত্য সু-সংবাদ দিচ্ছি! অতএব তুমি নিরাশ হয়ো না।’
৫৬	সে বলল, ‘পালনকর্তার দয়া থেকে পথভ্রষ্টরা ব্যাতিত আর কে নিরাশ হয়?’
৫৭	সে (ইব্রাহীম) বলল, ‘অতঃপর তোমাদের আর কি কাজ আছে, হে আল্লাহর প্রেরিতগণ?’
৫৮	তারা বলল, ‘আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।
৫৯	তবে লূতের পরিবার-পরিজন নয়। আমরা অবশ্যই তাদেরকে রক্ষা করব,
৬০	তার স্ত্রী ব্যাতিত। তার বিষয়ে আমরা স্থির করেছি যে সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের দলভূক্ত হবে।’
৬১	অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূত পরিবারে এল, [৬১-৭৭] [দ্রষ্টব্য লূত-৭:৮০]
৬২	সে বলল, ‘তোমরা তো (আমার কাছে) অপরিচিত।’
৬৩	তারা বলল, ‘না বরং আমরা তোমার কাছে ঐ বিষয় নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে তারা (নগরবাসী) বিবাদ করে।
৬৪	আমরা তোমার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।
৬৫	অতএব তুমি রাতের কোন এক সময়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেরিয়ে যাও এবং তুমি তাদের পশ্চাদানুসরণ করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। তোমরা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হও সেখানে যাও।’
৬৬	আমি লূতকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাই যে (যারা ভূল কাজ করেছে) প্রত্যূষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।
৬৭	নগরবাসী (নতুন অতিথিদের) বার্তা পেয়ে উল্লসিত হয়ে আগমন করল।
৬৮	লূত বলল, ‘তারা আমার অতিথি। অতএব আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কর না।
৬৯	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লজ্জায় ফেল না।’
৭০	তার বলল, ‘আমরা কি তোমাকে সকলকে আশ্রয় দিতে বারণ করিনি।’

৭১	সে বলল, 'যদি তোমরা একান্তই কিছু করতে চাও তবে এই আমার কন্যারা উপস্থিত।'
৭২	তোমার প্রাণের শপথ (হে মোহাম্মদ)! তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।
৭৩	অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় এক মহানাদ তাদেরকে ধ্বংস করল।
৭৪	আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর তপ্ত প্রস্থরের-কঙ্কর বর্ষন করলাম।
৭৫	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।
৭৬	নিশ্চয়ই! জনপদটি লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে আজও বিদ্যমান।
৭৭	নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে। [অবিশ্বাসীরা ফেরেশতা নিয়ে আসার জন্য বলে। সে প্রেক্ষিতে ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা তারা যখন আসে তখন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে। তখন আর অবকাশ পাবার সুযোগ নেই। এছাড়াও সতর্ক বাণীর প্রতি অস্বীকারকারীদের পরিণাম সম্পর্কেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
৭৮	নিশ্চয়ই! গহীন বনের/আয়কা'র অধিবাসীরাও দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। [৭৮-৭৯] [তাবুকের পূর্ব নাম আয়কা। এর অর্থ ঘন বন। দ্রষ্টব্য আয়কা- ২৬:১৭৭]
৭৯	আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয়টিই পথিপার্শ্বে প্রকাশ্যে অবস্থিত।
৮০	নিশ্চয়ই! হিজরের বাসিন্দারা আমার বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল। [৮০-৮৪] [আল-হিজর সামূদ সম্প্রদায়ের রাজধানী ছিল। মদীনা থেকে তাবুকের পথে এটি অবস্থিত। দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৮১	আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা উপেক্ষা করেছিল।
৮২	তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত যেখানে তারা (নিরাপদে) বসবাস করত।
৮৩	অতঃপর এক প্রত্যূষে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল,
৮৪	এবং যাকে তারা অর্জন বলে গণ্য করে হিসেব কষত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।
৮৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা আমি সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয়ই! পুনরুত্থান দিবস আসবে। অতএব পরম সৌজন্যের সঙ্গে তুমি (মোহাম্মদ) তাদের ক্ষমা কর। [৮৫-৮৯]

৮৬	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা- তিনিই মহা-জ্ঞানসম্পন্ন স্রষ্টা।
৮৭	আমি তোমাকে সাতটি পুনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দান করেছি।
৮৮	(হে মোহাম্মদ) বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে ভোগ বিলাসের যেসব উপকরণ আমি দান করেছি তুমি সেসব দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং সে কারণে মনকষ্টও অনুভব করবে না। বিশ্বাসীদের প্রতি আচরণ নম্র কর,
৮৯	এবং বল: নিশ্চয়ই! আমি কেবলমাত্র একজন সাধারণ সতর্ককারী।
৯০	যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের ওপর, [৯০-৯৩]
৯১	যারা কোরআনকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করেছে। [ইসরাইলিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা তাওরাতকে বিভক্ত করেছে।]
৯২	তোমার পালনকর্তার শপথ তাদের প্রত্যেককে আমি প্রশ্ন করব,
৯৩	তারা যা করেছে সে বিষয়ে।
৯৪	অতএব তুমি যা নির্দেশিত হয়েছ তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দাও এবং পৌত্তলিকদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও। [৯৪-৯৬]
৯৫	বিদ্রূপকারীদের জন্য তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ট।
৯৬	যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে তারা অতি সত্তর জানতে পারবে।
৯৭	আমি জানি যে তুমি তাদের কথায় কখনও হতোদ্যম হয়ে পর। [৯৭-৯৯]
৯৮	অতএব তুমি পালনকর্তার মহিমা প্রকাশ কর এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত হও যারা সেজদা করে,
৯৯	এবং পালনকর্তার উপাসনা কর যে পর্যন্ত না অবশ্যম্ভাবী কিছু আসে।

১৬. সূরা আন-নাহল, আয়াত সংখ্যা-১২৮, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ ‘The Honey Bees’। বাংলায় যার অর্থ ‘মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি’। আয়াত নং ৬৮ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। নামটি প্রতীকী।

সূরায় মানুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর নিদর্শন বা পথ-নির্দেশনা ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে; অতঃপর তাঁর প্রতি মানুষকে কর্তব্য পালনের আহবান জানান হয়েছে।

আল্লাহ যার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন সে যেন তা অস্বীকার

না করে সূরায় সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি কেউ তেমনটি করে তবে বার্তাবাহকের কাজ ন্যূনতম সঠিক বার্তাটি পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকারের সম্ভাবনা। যেমন রয়েছে রোগ প্রতিরোধের উপায়।

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না বস্তুত তারা অহংকার প্রদর্শন করে। যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে এবং মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করবে। তিনি অন্যায়কারীদেরকে অবকাশ দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা একে না এক মূহুর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না পারবে ত্বরান্বিত করতে।

যারা ভূল কাজ করবে তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না- সূরায় সে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদয়তা এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্টপ্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন- মানুষকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহর পথে ভূল বা অন্যায় কাজ করার অবকাশ নেই।

সূরায় খাদ্যের বিষয়েও নির্দেশনা রয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

শপথের বিষয়ে বলা হয়েছে। একদল অপর দলের চেয়ে লাভবান হওয়ার জন্য মানুষ প্রায়শই পরস্পরিক শপথসমুহকে প্রবঞ্চনার বাহানারূপে ব্যাবহার করে। পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য শপথসমূহকে ব্যাবহার করতে বারণ করা হয়েছে। সামান্য লাভের আশায় আল্লাহর নামে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ এর দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। অতএব শপথের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

যারা বিশ্বাস করে এবং পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে তাদের ওপর শয়তানের কোনই ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা কেবল তাদের ওপর যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে, শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজেরাই তাকে মান্য করে। যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে অধিক প্রিয় মনে করে পরকালে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সূরায় মানুষকে আল্লাহর পথে বা সত্যের পথে আহবান করার জন্য বলা হয়েছে। পালনকর্তার পথে মানুষকে জ্ঞানের মাধ্যমে, যুক্তিসম্মত উপায়ে এবং উত্তম পন্থায় আহবান করার জন্য বলা হয়েছে। সর্বপরি, ধৈর্য্যধারণ করার জন্য বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আল্লাহর নির্দেশ আসবেই। অতএব তোমরা তা (শাস্তি) ত্বরান্বিত করতে চেও না। তারা যেসব শরীক সাব্যস্ত করে সে সব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। [১-৪]
২	তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে তার কাছে তাঁর প্রেরণা সৃষ্টিকারী নির্দেশসহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন এই বলে: মানুষকে সতর্ক কর; আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর।
৩	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যকে ভিত্তি করে (যথাযথভাবে)। তারা (অবিশ্বাসীরা) তাঁর সঙ্গে যেসব শরীক সাব্যস্ত করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে।
৪	তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিরোধীতাকারী(!)।
৫	তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত নিবারক উষ্ণ বস্ত্রের উপকরণ ও অনেক উপকারীতা আছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা খাদ্যরূপে ব্যাবহার কর, [৫-৯]
৬	গোধূলি লগ্নে যখন তোমরা এদের চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও তোমরা এদের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর।
৭	এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় সেই ভূমিতে, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যাতিত পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয়ই! তোমাদের পালনকর্তা অত্যান্ত সদয়, ক্ষমাপ্রবণ।
৮	তোমাদের আরোহন ও শোভা বৃদ্ধির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না।
৯	সরল পথের নির্দেশনা আল্লাহর এবং পথগুলির মধ্যে সব সরল নয়। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন।

১০	তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যাতে তোমরা পশুচারণ কর। [১০-১৬]
১১	এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খর্জুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
১২	তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত। নিশ্চয়ই! এতে বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে,
১৩	এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রং-বেরঙের বিবিধ বস্তু, সেগুলিতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা (গবেষনা) করে।
১৪	তিনিই জলরাশিকে সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন সেখান থেকে তাজা মাংস আহরণ করতে পার এবং আহরণ করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে, যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং তার অনুগ্রহ স্বীকার কর।
১৫	এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত/প্রদর্শিত হও।
১৬	এবং তিনি পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের সন্ধান পায়।
১৭	যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার সমতূল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করবে না? [১৭-১৯]
১৮	এবং যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১৯	আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। [তবে কি আল্লাহ তাদের জানেন না যারা তাঁর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে? তবে কেন তিনি তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন? বলা হচ্ছে, আল্লাহ সব জানেন তথাপি তিনি সকলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন। সকলেই তাঁর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই তাঁর দয়া ও রহমত আছে। তবে তিনি ভূল পথগামীদের

	সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চান।]
২০	যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃজিত। [২০-২৩]
২১	তারা মৃত; প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে জানে না।
২২	তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। তবে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর তা বুঝতে অনীহা প্রকাশ করে; তারা অহংকার করে।
২৩	নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই! তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।
২৪	যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের পালনকর্তা কি অবতীর্ণ করেছেন?' তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।' [২৪-২৭]
২৫	ফলে পুনরুত্থান দিবসে তারা তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদেরও কিছু পাপভার যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে বিপথগামী করেছে। আহ্! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা যা তারা বহন করবে।
২৬	তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে উপর থেকে তাদের ওপর ছাদ ধ্বসে পড়েছে এবং শাস্তি তাদের ওপর এমনভাবে এসেছে যে তারা জানতেও পারেনি।
২৭	অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার অংশীদারেরা যাদের কারণে তোমরা আমার পথ-নির্দেশনার বিরোধীতা করতে?' যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই! আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দূর্গতি রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।'
২৮	নিজেদের ওপর অত্যাচার বা ভূল করতে থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে, তারা তখন (আল্লাহর প্রতি) নিজেদেরকে পরিপূর্ণ সমর্পন করে বলে যে, 'আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না।' কিন্তু না, তোমরা যা করতে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। [২৮-৩২]
২৯	অতএব নরকের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর অনন্তকাল বাসবাসের জন্য। ঔদ্ধ্যত্যদের আবাসস্থলরূপে তা কতই না নিকৃষ্ট!
৩০	সৎকর্মপরায়নদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের পালনকর্তা কি অবতীর্ণ করেছেন?' তারা বলবে, 'মহা-কল্যাণ।' যারা এ জগতে সৎকাজ করে

	তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। সৎকর্মশীলদের আবাস কতই না প্রশান্তিময়!
৩১	বসবাসের উদ্যান! যেখানে তারা প্রবেশ করবে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনী নদীসমুহ প্রবাহিত; সেখানে তাদের জন্য তাই রয়েছে যা তারা প্রত্যাশা করে। এমনিভাবে আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেন যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৩২	পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে তারা বলে, 'তোমাদের প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে স্বর্গীয় উদ্যানে প্রবেশ কর।'
৩৩	তারা (অবিশ্বাসীরা) কি অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা পালনকর্তার (শাস্তির) কোন নির্দেশ পৌঁছাবে? তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি অবিচার করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল। [৩৩-৩৪]
৩৪	তাদের মন্দ কাজের শাস্তিই তাদের ওপর পতিত হয়েছিল এবং তারা যে বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।
৩৫	পৌত্তলিকরা বলে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও উপাসনা করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন কিছুই আমরা নিষিদ্ধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছিল। বার্তা বাহকেরা কি কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য জিজ্ঞাসীত হবে? [৩৫-৩৭]
৩৬	আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি এই বলে যে, 'আল্লাহর উপাসনা কর এবং মিথ্যে উপাস্য পরিত্যাগ কর।' অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন এবং কিছু সংখ্যক ভূলটিকে ধারণ করে। যাই কর, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অস্বীকারকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।
৩৭	যদি তুমি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হও, তথাপি যে নিজেকে ভূল পথে চালিত করে আল্লাহ তাকে পথ দেখান না। তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।
৩৮	তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না।' কিন্তু না, এটি তাঁর একটি প্রতিশ্রুতি

	যা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। [৩৮-৪০]
৩৯	যেন তিনি তা প্রকাশ করেন যে, কোন বিষয়ে তারা মতানৈক্য করেছিল এবং যেন অবিশ্বাসীরা জানতে পারে যে তারা মিথ্যে/ভূল বলেছিল।
৪০	এবং আমার নির্দেশনা, যখন আমি কোন কিছু করার ইচ্ছে করি কেবল বলি: হও! এবং তা হয়ে যায়। [যারা মনে করে পুনরুত্থান একটি অসম্ভব বিষয় তাদের উদ্দ্যেশ্যে এটি বলা হয়েছে।]
৪১	যারা আল্লাহর কারণে নির্যাতিত হয়ে গৃহত্যাগ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম আবাস দেব এবং নিশ্চিতভাবেই পরকালের পুরস্কার আরও অধিক যদি তারা জানত। [৪১-৪২] [বিশ্বাসী হওয়ার কারণে অত্যাচারিত হয়ে যাদেরকে মক্কা ছাড়তে হয়েছে তাদের অন্তরে প্রশান্তি দেবার জন্য এ বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে।]
৪২	এরাই সুদৃঢ়! আত্মপ্রত্যয়ী এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে।
৪৩	তোমার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই বার্তাবাহকরূপে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম; অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমাদের জানা না থাকে; [৪৩-৪৪] [আল্লাহ কি তাদেরই মত একজন মানবকে তাঁর বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করবে? মক্কার পৌত্তলিকদের এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
৪৪	প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং তোমার কাছে আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মানুষকে ঐসব বিষয় বিবৃত কর যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে।
৪৫	যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ বোধ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন না, কিংবা তাদের কাছে এমন স্থান থেকে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত? [৪৫-৪৭]
৪৬	কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে ধ্বংস করবেন না ফলে তাদের পলায়নেরও স্থান থাকবে না?
৪৭	কিংবা তিনি তাদের ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলবেন না? সত্যি বলতে তোমাদের পালনকর্তা অত্যান্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল।
৪৮	তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না যার ছাঁয়া আল্লাহর প্রতি

	বিনীতভাবে সেজদাবনত হয়ে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে? [৪৮-৫০]
৪৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু সৃষ্ট জীব আছে আল্লাহকে সেজদা করে এবং ফেরেশতাগণও এবং তারা অহংকার করে না।
৫০	তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যে আদেশ পায় তা করে।
৫১	আল্লাহ বলেন: তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ কর না। উপাস্য কেবলমাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। [৫১-৫৬]
৫২	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য সর্বদা তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত আর কাউকে ভয় করবে?
৫৩	তোমরা যে স্বস্তিই উপভোগ কর না কেন তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আবার যখন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তাঁরই নিকট তোমরা ক্রন্দন কর।
৫৪	অতঃপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দুরীভূত করে দেন, তখন তোমাদেরই একদল স্বীয় পালনকর্তার সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে।
৫৫	মনে হয় যেন সেই অনুগ্রহ অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব জীবন উপভোগ করে নাও! সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।
৫৬	তারা আমার দেয়া জীবনোপোকরণ থেকে তাদের জন্য (যাদেরকে অংশীদার মনে করে) একটি অংশ নির্ধারণ করে (উৎসর্গ করার জন্য), যে বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর! তোমরা যে অপবাদ আরোপ কর (আল্লাহর প্রতি) সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।
৫৭	তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে- তিনি পবিত্র! মহিমান্বিত! তাদের জন্য তাই যা তারা কামনা করে। [৫৭-৬৪]
৫৮	(অথচ) যখন তাদের কেউ কন্যা সন্তানের জন্মের সু-সংবাদ পায়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।
৫৯	তাকে শোনান সংবাদের গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। ভাবে, অপমান সহ্য করে হলেও তাকে জীবিত রেখে দেবে নাকি মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। তাদের বিচার-বিবেচনা অত্যান্ত

	নিকৃষ্ট।
৬০	যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট প্রকৃতির এবং আল্লাহর উদাহরণ মহত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৬১	যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে হিসেব নিতেন, তবে তিনি ভূ-পৃষ্ঠে জীবন্ত কোন কিছুকেই ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা সেটি না এক মূহুর্ত বিলম্বিত করতে পারবে, না পারবে ত্বরান্বিত করতে।
৬২	তারা আল্লাহর জন্য এমন কিছু সাব্যস্ত করে যা তারা নিজেরাই অপছন্দ করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যে প্রকাশ করে বলে যে কল্যাণ তাদেরই জন্য। নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে অগ্নি এবং সর্বাগ্রে তাদেরকেই নিক্ষেপ করা হবে।
৬৩	শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ আবার সে-ই তাদের অভিভাবক। অতএব তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
৬৪	আমি তোমার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তাদের কাছে ব্যাখ্যা কর কোথায় তারা মতবিরোধ করছে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এক পথ-নির্দেশনা ও দয়াস্বরূপ।
৬৫	আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, তদ্দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই! এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা শ্রবন করে। [৬৫-৬৭]
৬৬	এবং নিশ্চয়ই! গবাদি পশুদের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্ত থেকে নিঃসৃত দুগ্ধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।
৬৭	এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য তৈরী কর যাতে অবশ্যই বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
৬৮	তোমার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে এই বলে নির্দেশ দেন যে, ‘পর্বতে, বৃক্ষে এবং মানুষের বসবাসস্থলে গৃহ নির্মাণ কর, [৬৮-৬৯]
৬৯	অতঃপর সর্বপ্রকার ফল থেকে আহার কর এবং আপন পালনকর্তার

	উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও।' তার উদর থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
৭০	আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা বয়সের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে- ফলে তারা যা জেনেছিল (জ্ঞান অর্জন করেছিল) তার কিছুই আর তাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [৭০-৭৪]
৭১	আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা যেন কোন অবস্থাতেই তাদের অধীনস্থদের স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু না দেয় যার ফলে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?
৭২	আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপোকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৭৩	এবং তারা আল্লাহ ব্যাতিত এমন কিছুর উপাসনা করে, যে তাদের জন্য ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য জীবনোপকরণ প্রদানের অধিকার রাখে না এবং ক্ষমতাও রাখে না।
৭৪	অতএব আল্লাহর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য সাব্যস্ত কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।
৭৫	আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন- কারও অধীনস্ত এক দাসের; কোন কিছুর ওপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই এবং অপর একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি, যে তা থেকে মুক্তভাবে ব্যায় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে; উভয়ের অবস্থা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না। [৭৫-৭৭]
৭৬	আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন- দু'ব্যাক্তির একজন মূক; কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের ওপর বোঝাস্বরূপ। তাকে যেদিকে পাঠান হয় সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি তার সমান যে

	ন্যায়সম্মত নির্দেশ প্রদান করে এবং সরল পথে চলে।
৭৭	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গোপন রহস্য একমাত্র আল্লাহর কাছে এবং পুনরুত্থান দিবসের বিষয়টি চোখের একটি পলক ফেলার মত কিংবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
৭৮	আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমনভাবে বের করে এনেছেন যে, তোমরা তার কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর যেন তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। [৭৮-৮৩]
৭৯	তারা কি উড়ন্ত পাখিকে দেখে না? এগুলি আকাশের শূন্যগর্ভে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলিকে আগলে রাখে না। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
৮০	আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেছেন তোমাদের আবাসস্থল এবং চতুস্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের জন্য তাঁবুর ব্যাবস্থা। তোমরা এগুলিকে সফরকালে ও অবস্থানকালে (সহজে ব্যাবহার উপযোগী) পাও। পশম, চুল ও লোম দ্বারা ব্যাবহারের সামগ্রী তৈরীর ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন তোমাদের স্বস্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।
৮১	আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের দিয়েছেন সূর্য্য থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাবস্থা, পর্বতে তোমাদের আশ্রয়ের স্থান এবং তোমাদের জন্য পোশাক তৈরীর ব্যাবস্থা করেছেন যা শরীর থেকে তাপ বের হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয় এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর প্রতি নিজেদেরকে সমর্পন কর।
৮২	অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে মোহাম্মদ) তোমার কাজ হল শুধুমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয়া।
৮৩	তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত তথাপি তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।
৮৪	ভাব সেদিনের কথা- যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব; সেদিন অবিশ্বাসীদের কোন উপায় থাকবে না এবং তারা সংশোধনের জন্যও অনুমতি প্রাপ্ত হবে না। [৮৪-৯০] [প্রত্যেক সম্প্রদায়ে প্রেরিত বার্তাবাহক অথবা তার অনুসারীরা সাক্ষ্য দেবে যে, বার্তাবাহকগণ তাদের

	নিজ নিজ সম্প্রদায়ে আল্লাহর একত্ব, আল্লাহর সাথে অংশীদারী আরোপ না করা এবং যে কোন প্রকার কুসংস্কারের বিষয়ে বিচার দিবসে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করার মাধ্যমে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন; কিন্তু অবিশ্বাসীরা কেবলমাত্র তাদের অজ্ঞতা হেতুই নয় বরং ইচ্ছেকৃতভাবেও মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে।]
৮৫	যারা ভূল পথে চলেছে তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।
৮৬	যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেছিল তারা যখন ঐ সব বস্তুসমূহকে দেখবে যাদেরকে তারা অংশীদার সাব্যস্ত করত তখন বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! এরাই তারা যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে আহবান করতাম। কিন্তু তখন তারা এই বলে উধাও হয়ে যাবে যে তোমরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী।'
৮৭	সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে এবং তারা যেসব মিথ্যে উদ্ভাবন করত তার সবকিছুই নিস্ফল হয়ে যাবে।
৮৮	যারা অবিশ্বাসী এবং আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী আমি তাদেরকে শাস্তির পর শাস্তি বাড়িয়ে দেব। কেননা তারা (জগতে) অশান্তি সৃষ্টি করত।
৮৯	(তাদেরকে সতর্ক কর, হে মোহাম্মদ) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিপক্ষে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব এবং তাদের বিষয়ে তোমাকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থাপন করব। (সে কারণেই) আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ, পথ-নির্দেশনা ও দয়াস্বরূপ এবং সু-সংবাদ প্রদান করেছি তাদের জন্য যারা আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পন করে।
৯০	নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদয়তা এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্টপ্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা বিষয়সমুহে মনযোগ প্রদান কর।
৯১	তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং আল্লাহকে জামিন করে শপথ নিশ্চিত করার পর তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। [৯১-৯২]

৯২	তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে মজবুত করে সূতো পাকানোর পর সে পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমরা একদল অপর দলের চেয়ে লাভবান হওয়ার জন্য তোমাদের পরস্পরিক শপথসমুহকে প্রবঞ্চনার বাহানারূপে ব্যাবহার করে থাক। আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। পুনরুত্থান দিবসে অবশ্যই তিনি বিষয়সমুহ প্রকাশ করবেন যে বিষয়ে তোমরা মতপার্থক্য করতে।
৯৩	আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।
৯৪	পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে ব্যাবহার কর না। তা হলে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পা ফসকে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাঁধাদান করার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। [৯৪-৯৭]
৯৫	সামান্য লাভের আশায় আল্লাহর নামে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহর কাছে এর চাইতেও উত্তম কিছু আছে তোমাদের জন্য যদি তোমরা জানতে।
৯৬	তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে কখনও তা শেষ হবে না। যারা ধৈর্য্যধারণ করে আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের ভাল কাজের প্রতিফলস্বরূপ যা তারা করত।
৯৭	যে ভাল কাজ করে হোক পুরুষ কিংবা স্ত্রী, যদি সে বিশ্বাসী হয় আমি তাকে ভাল জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব।
৯৮	যখন তোমরা কোরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। [৯৮-১০০]
৯৯	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে তাদের ওপর তার কোনই ক্ষমতা নেই।
১০০	তার ক্ষমতা কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং যারা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি অংশীদার সাব্যস্ত করে।
১০১	যখন আমি একটি অবতীর্ণ বাণীর স্থলে অপর একটি বাণী উপস্থিত করি (বস্তুত) আল্লাহই ভাল জানেন কি তিনি অবতীর্ণ করছেন; তারা বলে,

	‘নিশ্চয়ই! তুমি নিজে উদ্ভাবন করেছ।’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। [১০১-১০৫]
১০২	বল: একে পবিত্র ফেরেশতা (রুহ-উল-কুদ্দুস/জিবরাইল/গাব্রিয়েল) পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন বিশ্বাসীদের নিশ্চিত করতে এবং পথ-নির্দেশনা হিসেবে ও সু-সংবাদস্বরূপ তাদের জন্য যারা নিজেদের সমর্পন করে।
১০৩	আমি তো ভালভাবেই জানি যে তারা বলে, ‘তাকে জনৈক ব্যাক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ)। [অবিশ্বাসীরা অনারব কিছু ক্রীতদাসের প্রতি ইংগিত করে এমন মিথ্যে অভিযোগ রচনা করার প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ২৫:৪-৫]
১০৪	যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
১০৫	মিথ্যে কেবল তারাই রচনা করে যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না; কেবল তারাই মিথ্যেবাদী।
১০৬	আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের পর যে অবিশ্বাস করে, সে ব্যাতিত যার ওপর জবরদস্তী করা হয় অথচ তার অন্তর বিশ্বাসেই অটল থাকে, (কিন্তু) যার অন্তর অবিশ্বাসেই তৃপ্ত হয় সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। [১০৬-১০৯]
১০৭	এটি এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।
১০৮	এরাই তারা যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু আল্লাহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং এরাই উদাসীন।
১০৯	বলা বাহুল্য পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
১১০	যারা অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ করেছে, জেহাদ করেছে এবং ধৈর্য্যধারণ করেছে, নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা এর পরেও (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১১০-১১১]
১১১	(স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন প্রত্যেক ব্যাক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যাক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের ওপর কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

১১২	আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত; সেখানে প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত। অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। [১১২-১১৩] [এ জনপদটির বিষয় নিশ্চিত নয়। তবে কেউ কেউ মনে করে এটি মক্কা। সেখানে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটেছিল।]
১১৩	তাদেরই মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল আগমন করেছিল। উপরন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল এবং নিশ্চিতই তারা ছিল ভূল-পথগামী।
১১৪	আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব বিধিসম্মত ও উত্তম বস্তু খাদ্য হিসেবে প্রদান করেছেন তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই উপাসনাকারী হও। [১১৪-১১৯]
১১৫	তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন কেবলমাত্র রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি সীমালঙ্ঘন না করে অনোন্যোপায় হয়ে করে তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১১৬	এমন কথা বল না যা বলার তুমি যোগ্যতা রাখ না এবং যা দ্বারা ভূলভাবে বলা হয়: 'এটি হালাল এবং ওটা হারাম।' ফলস্বরূপ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে আরোপ করা হয়। নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে আরোপ করে তারা সফল হবে না।
১১৭	তারা সংক্ষিপ্ত সুখ ভোগ করে নিক। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
১১৮	ইহুদিদের জন্য আমি কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম যা ইতিপূর্বে তোমার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অন্যায় করত।
১১৯	যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে তোমার পালনকর্তা তার পরেও তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১২০	নিশ্চয়ই! ইব্রাহীম ছিল এক আদর্শের উপমা/প্রতীক/দৃষ্টান্তস্বরূপ; সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল আল্লাহরই অনুগত; সমুন্নত/একনিষ্ঠ এবং সে

	পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। [১২০-১২৩] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
১২১	সে তাঁর (আল্লাহর) অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিল। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।
১২২	আমি তাকে পৃথিবীতে কল্যাণ দান করেছি এবং পরকালেও সে হবে সৎকর্মপরায়নদের অন্যতম।
১২৩	অতঃপর তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের পথ অনুসরণ কর যে ছিল সমুন্নত/একনিষ্ঠ এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
১২৪	'সাব্বাথ' (শনিবার দিবস পালন) নির্ধারণ করা হয়েছিল তাদের জন্য যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। তোমার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। [দ্রষ্টব্য সাব্বাথ- ২:৬৫] [ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তারা এ দিবস সম্পর্কিত নির্দেশনাটি ভঙ্গ করেছিল।]
১২৫	তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা তার সম্পর্কে জ্ঞাত যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনি উত্তমরূপে জ্ঞাত যারা সঠিক পথে আছে। [১২৫-১২৮]
১২৬	যদি তোমরা শাস্তি প্রদান কর তবে ততটুকুই কর যতটুকু তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর- ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য সেটিই উত্তম।
১২৭	ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ)। তোমার ধারণকৃত ধৈর্য্য আল্লাহর জন্য ব্যাতিত আর কিছু নয়। তাদের জন্য দুঃখ কর না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে বিমর্ষ হয়ো না।
১২৮	নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করে এবং যারা ভাল কাজ করে।

১৭. সূরা আল-ইসরা (বনী ইসরাইল), আয়াত সংখ্যা-১১১, মক্কায় অবতীর্ণ। নামটি সূরায় আলোচিত সকল বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে না। অন্যান্য সূরা থেকে এ নাম বলা যায় সূরাটিকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে সহায়তা করেছে।

নিশ্চয়ই! এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সহজ ও সরল এবং বিশ্বাসী যারা ভাল কাজ করে তাদের সু-সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য

রয়েছে পুরস্কার এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি; সূরায় তেমন বার্তা দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের কর্মফলকে আল্লাহ নিজ নিজ কাঁধে স্থাপন করেছেন। বিচার দিবসে প্রত্যেককে তার হিসেবের গ্রন্থ প্রদর্শন করা হবে যাতে সে সবকিছুই দেখতে পাবে। এই দিন নিজের বিপক্ষে হিসেব গ্রহণের জন্য নিজেই যথেষ্ট। সূরায় আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন উপাস্য স্থির করতে বারণ করা হয়েছে।

পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনকে এবং অভাবগ্রস্ত ও মূসাফিরকে তাদের হক (প্রাপ্য অংশ/যাকাত) প্রদান করতে বলা হয়েছে। সম্পদ অপব্যায় করতে বারণ করা হয়েছে। ব্যাভিচার এবং মানব হত্যাকে নিষেধ করা হয়েছে। ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করতে বারণ করা হয়েছে। মানুষকে কোন দ্রব্য মেপে দেয়ার সময় যথাযথভাবে মেপে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দম্ভ প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। মানুষকে সদয়তাপূর্ণ কথা বলতে বলা হয়েছে- কেননা এর ব্যাত্যয়ে শয়তান মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ বিচার দিবসে এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসীত হবে। মানুষকে সে বিষয়টি স্মরণ রাখতে সতর্ক করা হয়েছে। কোরআনে নানাভাবে সতর্কবার্তা উপস্থাপন করা হয়েছে যেন মানুষ বিষয়গুলিতে মনযোগ প্রদান করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে।

উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে যা মিরাজের ঘটনার পরই নির্দেশিত হয়েছে। সত্যের পথে দৃঢ় অবস্থান নিতে মানসিক শক্তি অর্জনে উপাসনা প্রধান সহায়ক হয়ে কাজ করে। আল্লাহ ব্যাতিত মানুষের কোন সহায় নেই সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে। বোধসম্পন্ন মানুষ বিষয়গুলি বুঝতে পারে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন পবিত্র উপাসনার স্থান (মসজিদ আল-হারাম, মক্কা) থেকে সুদূরের উপাসনার স্থানে (মসজিদ আল-আকসা, জেরুজালেম),

	যার পারিপার্শ্বিক এলাকাকে আমি আশীর্বাদপুষ্ট করেছি, যেন আমি তাকে (রাসূলকে) আমার নিদর্শনসমুহের কিছু প্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই! কেবলমাত্র তিনিই শ্রবনকারী, দর্শনকারী। [মিরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হিজরতের এক বছর পূর্বে ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটনাটি ঘটে। ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) 'বোরাক' নামক পরিবহনে মহানবীকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নিয়ে যান। সেখানে তিনি অন্যান্য নবীদের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর তাঁকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন আসমানে তিনি মহান নবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ ভ্রমনে তাঁকে স্বর্গ ও নরক দেখান হয়। এ ভ্রমনকালেই তিনি আল্লাহর নিকট থেকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন।]
২	আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম এবং সেটিকে ইসরাইলিদের জন্য করেছিলাম পথ-প্রদর্শক এই বলে যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাউকেই কর্ম বিধায়ককরূপে গ্রহণ কর না।' [২-৮]
৩	তারা ছিল তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই! সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। [দ্রষ্টব্য ইসরাইল-২:৪৭]
৪	আমি ইসরাইলিদের গ্রন্থে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যান্ত বড় ধরণের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। [বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের প্রতি এমন সতর্কবার্তা দেয়া হয়। দাউদ (আঃ) প্রথম তাদের প্রতি এমন সতর্কবার্তা প্রদান করেন এবং ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় সতর্কবার্তা দেন। দ্রষ্টব্য ৫:৭৮, ৭:১৬৭]
৫	অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল তখন আমি তোমাদের বিপক্ষে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এটি একটি সতর্কবার্তা ছিল যা পূর্ণ হয়েছিল। [মূসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর ইসরাইল যখন ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে সেখানে হিট্টি, অ্যামোরাইটস, কানানাইটস, পেরিজাইটস, হিভিটস, জেবুসাইটস, ফিলিস্তিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। তারা মূর্তীর পূঁজা করত। ইসরাইলিরা তাদের সংস্পর্শে এসে বা'আল দেবতার উপাসনা শুরু করে এবং নানান অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পরে। যা ছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ফলশ্রুতিতে তারা বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পরে। তখন তারা একজন শাসকের অধীনে অবিভক্ত ইসরাইল কামনা করে। সে সময় তাদের অনুরোধে যাজক স্যামুয়েল তালূতকে (সাউলকে) তাদের রাজা হিসেবে

	ঘোষনা করেন। সাউল, ডেভিড (হযরত দাউদ) ও সোলায়মান (হযরত দাউদের পুত্র) পর পর দেশ শাসন করে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০২০-৯২৬, এক শ বছরেরও অধিক)। সোলায়মানের মৃত্যুর পর তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এবং আবার ইসরাইল ও জুডাহ নামে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরে ইসরাইলের রাজধানী সামারিয়া এবং দক্ষিনে জুডাহ'র রাজধানী জেরুজালেম। খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আসিরিয়া সামারিয়া ধ্বংস করে এবং ইসরাইলিদের সেখান থেকে বিতারিত করে দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৮ অব্দে ব্যাবিলনের রাজা নেবুচেডনেজার জুডাহ দখল করে নেয়। সোলায়মান প্রতিষ্ঠিত টেম্পল পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। জুডাহ'র শাসককে বন্দী করে নিয়ে যায়। ইসরাইলিদের বিতারিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ হল তাদের প্রথমবারের পরিণতি।]
৬	অতঃপর আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে একটি সংহত দলে পরিণত করলাম। [অতঃপর এক সময় ব্যাবিলন ধ্বংস হতে থাকে। পারস্যের রাজা সাইরাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে ব্যাবিলন দখল করে। ইসরাইলিরা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে ও তাদের টেম্পল প্রতিষ্ঠা করে।]
৭	তোমরা যদি ভাল পথে চল তবে তা নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য এবং যদি মন্দ কাজ কর তবে সেটিও নিজেদেরই বিপক্ষে [বার্তাটি কেবল ইসরাইলিদের জন্যই প্রযোজ্য তেমন মনে করার কোন কারণ নেই। কোরআনের বার্তা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য]। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং প্রথমবার যেভাবে ঢুকেছিল সেভাবে উপাসনালয়ে ঢুকে পড়ার জন্য এবং যেখানেই (তারা) জয় করে সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [গ্রীকদের পরে রোমানরা ফিলিস্তিনে আগমন করে। তারা নিজেরা সরাসরি শাসন পরিচালনা না করে স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন পরিচালনার পথ বেছে নেয়। সে হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ অব্দে ইহুদি শাসক হেরোদ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তার সময় থেকে ধীরে ধীরে ইহুদিদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। সমসাময়িক সময়ে ঈসা (আঃ) সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন কিন্তু তাদের ধর্মীয় নেতারা চরমভাবে তাঁর বিরোধীতা করে এবং রোমান শাসকের দ্বারা তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। অতঃপর ইহুদি রোমানদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রোমানরা তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে এবং তাদেরকে ভীষনভাবে ধ্বংস করে। টেম্পলও ধ্বংস হয়। তারা দ্বিতীয়বার আবার কর্মের পরিণতি ভোগ করে।]
৮	হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি

	তোমার অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও শাস্তির পুনরাবৃত্তি করব। নরককে আমি করেছি অবিশ্বাসীদের জন্য কারাগারস্বরূপ। [এমন বার্তাগুলি মানবজাতির সকলের জন্য প্রযোজ্য।]
৯	নিশ্চয়ই! এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সহজ ও সরল এবং বিশ্বাসী যারা ভাল কাজ করে তাদের সু-সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার, [৯-১১]
১০	এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না আমি তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।
১১	মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই সে অকল্যাণও কামনা করে। মানুষ বরাবরই অস্থির প্রকৃতির। [মানুষ একে অন্যের প্রতি শাস্তি নেমে আসার ক্ষেত্রেও অস্থির চিত্তে কামনা করে- যার ফল কারও জন্যই শুভকর নয় সে অর্থে বলা হয়েছে।]
১২	আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দুটি নিদর্শনস্বরূপ। অতঃপর আমি রাতের নিদর্শনকে করেছি নিস্প্রভ এবং নিদর্শনরূপে দিবসকে করেছি দেখার উপযোগী যেন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং যেন তোমরা বছর ও হিসেব গণনা করতে পার এবং সব বিষয়কে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। [১২-১৫]
১৩	প্রত্যেক মানুষের কর্মফলকে আমি তার নিজ কাঁধে স্থাপন করেছি। পুনরুত্থান দিবসে তাকে তার হিসেবের গ্রন্থ প্রদর্শন করা হবে যাকে সে পাবে উন্মুক্ত (যাতে সে সবকিছুই দেখতে পাবে),
১৪	(এবং বলা হবে) ‘পাঠ কর তোমার গ্রন্থ। এই দিন নিজের বিপক্ষে হিসেব গ্রহণের জন্য নিজেই যথেষ্ট।’
১৫	যারা সঠিক পথে চলে তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। যারা ভূল পথে যায় তারা নিজেদেরই অমঙ্গল সাধন করে। একে অন্যের বোঝা বহন করতে পারবে না। কোন বার্তাবাহক প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কখনই শাস্তি প্রদান করি না। [সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য সুনির্দিষ্টকরণের জন্য।]
১৬	যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছে করি- তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রেরণ করি; অতঃপর তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর

	আমার প্রেরিত বাক্যের প্রয়োগ সম্পাদিত হতে থাকে (দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাকে ধ্বংস করি এক পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তূপে। [১৬-১৭]
১৭	নূহের পরে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি! তাঁর বান্দাদের পাপাচার সম্পর্কে জানা ও দেখার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।
১৮	যে ইহকাল কামনা করে আমি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তাকে তা সত্বর প্রদান করি। অতঃপর তার জন্য নির্ধারণ করি নরক। সেখানে সে দগ্ধ হবে অভিশপ্ত ও আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে। [১৮-২১]
১৯	যারা পরকাল কামনা করে এবং বিশ্বাসী হয়ে সে কারণে চেষ্টা-সাধনা করে এমন লোকদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।
২০	তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহ থেকে এদের (ইহকাল প্রত্যাশী) এবং ওদের (পরকাল প্রত্যাশী) প্রত্যেককেই আমি সরবরাহ করি এবং তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহ কখনই নিঃশেষ হবার নয়।
২১	দেখ কিভাবে আমি তাদের (পরকাল প্রত্যাশী) একদলকে (ইহকাল প্রত্যাশী) অপর দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি এবং অবশ্যই পর্যায় ও পছন্দের দিক থেকে পরকালই হবে উচ্চতর।
২২	আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য স্থির কর না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। [২২-২৫]
২৩	তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বল না এবং তাদের সঙ্গে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বল।
২৪	তাদের প্রতি দয়া পরবশে নম্রভাবে পক্ষপুট অবনোমিত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি তুমি তেমনিভাবে দয়া কর যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।’
২৫	তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সঠিক পথ অবলম্বনকারী হও, তবে নিশ্চয়ই! তিনি সর্বদাই তাদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা তাঁর দিকে ফিরে।
২৬	আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক (প্রাপ্য অংশ/যাকাত) প্রদান কর এবং

	অভাবগ্রস্ত ও মূসাফিরকেও এবং সম্পদ অপব্যায় কর না। [২৬-২৭]
২৭	নিশ্চয়ই! অপব্যায়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি সর্বদাই অকৃতজ্ঞ।
২৮	তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় যদি কখনও তাদেরকে (পিতামাতাকে) বিমুখ করতে হয়, তবে তাদের সঙ্গে নম্রভাবে/ যুক্তিসম্মত উপায়ে কথা বল।
২৯	তুমি একেবারে কৃপণ হয়ো না, আবার একেবারে অতি মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। [২৯-৩০]
৩০	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছে অধিক জীবনোপোকরণ দান করেন এবং তিনি তা সংকুচিতও করেন। তিনিই সর্বসময়ে সবজান্তা, তিনি তাঁর বান্দাদের সবকিছু দেখেন।
৩১	দারিদ্রে পতিত হওয়ার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। আমি তাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য জীবনোপোকরণ সরবারহ করি। তাদেরকে হত্যা করা ভয়ানক অপরাধ। [৩১-৩৯]
৩২	ব্যাভিচারের কাছেও যেও না। এটি একটি ঘৃণিত কাজ এবং মন্দ পথ।
৩৩	কোন প্রাণকে বধ কর না যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়সম্মত কারণ ব্যাতিত। যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা প্রদান করেছি- তবে হত্যার বিষয়ে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই! সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
৩৪	ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না তার মঙ্গল কামনা ব্যাতিত- যতক্ষণ না সে উপযুক্ত বয়সে পদার্পন করে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই! অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
৩৫	মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটি উত্তম; এর পরিণাম শুভ।
৩৬	যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তা অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই! চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।
৩৭	পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা কর না। নিশ্চয়ই! তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।
৩৮	এসব মন্দ কাজের সবই তোমার পালনকর্তার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য।

৩৯	এটি ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত যা তোমার পালনকর্তা তোমাকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য স্থির কর না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত হয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।
৪০	তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই! তোমরা যা বল তা অত্যান্ত গর্হিত। [৪০-৪৪] [পৌত্তলিক আরবরা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাদের আল্লাহ কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন।]
৪১	আমি এই কোরআনে নানাভাবে সতর্কবার্তা উপস্থাপন করেছি যেন তারা মনযোগ প্রদান করে। তবে বিমুখতা ব্যাতিত তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি পায় না।
৪২	বল: যদি তাঁর সঙ্গে অন্যান্য উপাস্য থাকত যেমনটি তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতির বিপক্ষে উপায় অন্বেষন করত।
৪৩	তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।
৪৪	সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে এবং এমন একটি কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে না। কিন্তু তাদের মহিমা প্রকাশকে তোমরা উপলব্ধি/অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বদা প্রশান্তিময়, ক্ষমাপরায়ন।
৪৫	যখন তুমি কোরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। [৪৫-৪৮] [অর্থাৎ তারা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে না কেননা তারা এ বার্তাকে অস্বীকার করে।]
৪৬	আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ রেখে দেই যেন তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে অর্পণ করি বধিরতা। যখন তুমি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব পাঠ কর তখনও অনীহাবশত তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।
৪৭	যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে তখন তারা কেন কান পেতে শোনে তা আমি জানি এবং এটিও জানি গোপনে আলোচনাকালে ভূলপথগামীরা বলে, ‘তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ ব্যাক্তির অনুসরণ করছ।’
৪৮	দেখ, তারা তোমার জন্য কেমন উপমা উপস্থাপন করে। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কোন পথ খুঁজে পায় না।

৪৯	তারা বলে, ‘যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?’ [৪৯-৫২]
৫০	বল: ‘তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা।
৫১	অথবা এমন কোন বস্তু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন!’ তখন তারা বলবে, ‘আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে।’ বল: ‘যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন।’ অতঃপর তারা তোমার প্রতি মাথা নাড়বে এবং বলবে, ‘এটি কবে হবে?’ বল: ‘হবে সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই।’
৫২	যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন- অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং (সেদিন) তোমরা অনুমান করবে যে, তোমরা সামান্য সময়ই (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছিলে।
৫৩	আমার বান্দাদের বল: তারা যেন সদয়তাপূর্ণ কথা বলে। (কেননা এর অন্যথায়) শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই! শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। [৫৩-৫৫]
৫৪	তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত। তিনি যদি চান তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন, কিংবা যদি তিনি চান তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করিনি।
৫৫	তোমার পালনকর্তা সকলের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত যারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আছে এবং বার্তাবাহকগণের মধ্যে আমি একের চেয়ে অপরকে অধিক মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি ‘যবুর’।
৫৬	বল: আল্লাহ ব্যাতিত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর তাদেরকে আহবান কর। বস্তুত তারা তোমাদের কোনরূপ দুর্দশা দুর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। [৫৬-৫৮]
৫৭	যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য উপায় অনুসন্ধান করে। (এ জন্য যে) তাদের মধ্যে কে তাঁর কত নিকটতর হতে পারে এবং তারা তাঁর দয়া কামনা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।
৫৮	এমন কোন জনপদ নেই যাকে আমি পুনরুত্থান দিবসের পূর্বে ধ্বংস

	করব না অথবা কঠোর শাস্তি দিব না। এটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
৫৯	পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি সামূদ জাতির প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। আমি নিদর্শন প্রেরণ করি সতর্ক করার জন্য। [৫৯-৬০] [দ্রষ্টব্য ২৬:১৫৫-১৫৮]
৬০	এবং (এটি ছিল একটি সতর্কবার্তা) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি তোমাকে দেখিয়েছি এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ এসবই কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। আমি তাদেরকে একের পর এক সতর্ক করি। কিন্তু তাতে শুধু তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায়।
৬১	(স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা কর' ইবলীস ব্যাতিত সকলেই সেজদায় পড়ে গেল। সে বলল, 'আমি কি এমন একজনকে সেজদা করব যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?' [৬১-৬৫]
৬২	সে বলল, 'আপনি তাকে আমার চেয়ে উচ্চ মার্যাদা দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দেন তবে আমি সামান্য সংখ্যক ব্যাতিত তার বংশধরদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেব।'
৬৩	আল্লাহ বলেন, 'যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুগামী হবে নরকই হবে তাদের প্রতিদান, যথাযথ প্রাপ্তি।'
৬৪	তোমার আহবানে তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় কেবলমাত্র ভূল পথে চালনা করার জন্য।
৬৫	(আল্লাহ বলেন) 'নিশ্চয়ই! আমার বিশ্বস্ত বান্দাদের ওপর তোমার কোনই ক্ষমতা নেই। তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট।'
৬৬	তোমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযানসমূহকে চালনা করেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষন কর। নিঃসন্দেহে, তিনি

	তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। [৬৬-৬৯]
৬৭	যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে- তখন আল্লাহ ব্যাতিত অপরাপর যাদেরকে তোমরা আহবান কর তাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে উদ্ধার করে আনেন, (দেখ) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।
৬৮	তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, অথবা তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষনকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন রক্ষাকর্তাকে পাবে না।
৬৯	অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহাঝটিকা প্রেরণ করবেন না এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে আমার বিপরীতে কাউকেই পাবে না।
৭০	নিশ্চয়ই! আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপোকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। [৭০-৭২]
৭১	সেদিন যখন আমি প্রত্যেক মানুষকে আহবান করব তাদের সংরক্ষিত হিসেবের বৃত্তান্তসহ, অতঃপর যাদেরকে তাদের ডান হাতে হিসেবের গ্রন্থ দেয়া হবে তারা নিজেদের গ্রন্থ পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণ ভূলও করা হবে না।
৭২	যে ব্যাক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল (সত্য ও ন্যায়ের বিষয়ে), সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত হবে।
৭৩	তারা তো অনেক চেষ্টা করেছে তোমাকে মোহাবিষ্ট করতে, যেন আমি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমাকে যা প্রদান করেছি তুমি (হে মোহাম্মদ) তা থেকে ভিন্ন কিছু যুক্ত কর। তাহলে তারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। [৭৩-৭৭]
৭৪	আমি তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।

৭৫	তখন অবশ্যই আমি তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় তুমি আমার বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী পেতে না।
৭৬	তারা তো তোমাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, যেন তোমাকে এখান থেকে বহিস্কার করে দেয়া যায়। তাহলে (অবশ্য) তোমার পরে তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত।
৭৭	তোমার পূর্বে মানবজাতির প্রতি আমি যত বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও আমার নিয়মটি এমনই ছিল। তুমি আমার নিয়মের কোনরূপ ব্যাতিক্রম পাবে না।
৭৮	সূর্য্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং প্রত্যূষেও কোরআন পাঠ কর। নিশ্চয়ই! প্রত্যূষে কোরআন পাঠ সব সময়ের জন্যই সাক্ষ্য দান করে। [৭৮-৭৯]
৭৯	এবং রাত্রির কিছু অংশও উপাসনার (তাহাজ্জুত নামাযের) জন্য জাগ্রত থাক। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত (নফল)। হতে পারে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করবেন।
৮০	বল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রবেশ করাও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং আমাকে বের করাও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। [৮০-৮২]
৮১	বল: সত্য এসেছে এবং মিথ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই! মিথ্যে (তার প্রকৃতি অনুসারেই) বিলুপ্ত হতে বাধ্য।
৮২	আমি কোরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রনার উপশমকারী এবং দয়াস্বরূপ। যদিও এটি পথভ্রষ্টদের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করে।
৮৩	যখন আমি মানুষকে তার জীবন প্রশান্তিময় করে দেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। [৮৩-৮৪]
৮৪	বল: প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ রীতি/প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে এবং তোমার পালনকর্তা তাকে জানেন যার পথ সঠিক।
৮৫	তারা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জানতে চায়। বল: রূহ আমার পালনকর্তার নির্দেশ সম্বলিত বিষয়। এ বিষয়ের জ্ঞান অতি সামান্যই

	দেয়া হয়েছে। [৮৫-৮৯]
৮৬	যদি আমি ইচ্ছে করি তবে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রত্যাহার করে নিতে পারি (হে মোহাম্মদ)। অতঃপর এ বিষয়ে তুমি তোমার জন্য আমি ব্যাতিত আর কোন তত্বাবধায়ক পাবে না।
৮৭	(এটি প্রত্যাহার না করা) তোমার পালনকর্তার দয়া। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতি সর্বসময়ের জন্যই রয়েছে তাঁর সদয়তা/মহা অনুগ্রহ।
৮৮	বল: যদি জ্বিন ও মানব কোরআনের অনুরুপ কিছু রচনা করার জন্য একতাবদ্ধ হয় যদিও তারা একে অপরের সহায়তাকারী, তথাপি তারা কখনও এর অনুরুপ রচনা করতে পারবে না। [৮৮-৮৯]
৮৯	এবং অবশ্যই আমি কোরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার সাজুয্য/সাদৃশ্যপূর্ণ উপমা উপস্থাপন করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অস্বীকার করে।
৯০	এবং তারা বলে, ‘আমরা কখনও তোমাকে বিশ্বাস করব না যে পর্যন্ত না তুমি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দাও, [৯০-৯৩]
৯১	অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রচুর নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবে,
৯২	অথবা তুমি যেমন বলে থাক তেমনিভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।
৯৩	অথবা তোমার কোন স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে কিংবা তুমি আকাশে আরোহন করবে; কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও বিশ্বাস আনব না যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ কর যা আমরা পাঠ করব।’ বল হে মোহাম্মদ: পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা! আমি কি একজন মরণশীল বার্তাবাহক ব্যাতিত আর কিছু?
৯৪	আল্লাহ কি একজন মরণশীল মানুষকে তাঁর বার্তাবাহকরুপে প্রেরণ করেছেন? যখন তাদের কাছে পথ-নির্দেশনা আসে তখন তাদের এ উক্তিই মানুষকে বিশ্বাস আনা থেকে বিরত রাখে। [৯৪-৯৬]
৯৫	বল: যদি ফেরেশতারা পৃথিবীতে নিরাপদে বিচরণ করতে পারত, তবে আমি আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে তাদের জন্য বার্তাবাহক করে

	প্রেরণ করতাম।
৯৬	বল: আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে অবগত; তিনি সবকিছুই দেখেন।
৯৭	আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি আল্লাহ ব্যাতিত আর কোন সাহায্যকারী পাবে না। আমি পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে সমবেত করব মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হবে নরক। যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, আমি তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দেব। [৯৭-১০০]
৯৮	এটিই তাদের প্রতিফল। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, ‘আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব?’
৯৯	তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ! যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল তিনি তদ্রূপ আরও সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তাদের জন্য তিনি একটি শেষ সময়ও নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তবে পথভ্রষ্টরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করে না।
১০০	বল: যদি আমার পালনকর্তার দয়ার ভান্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যায় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তোমরা অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।
১০১	নিশ্চয়ই আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি, বণী-ইসরাইলকে জিজ্ঞেস কর; যখন সে তাদের কাছে আগমন করে ফেরাউন তাকে বলল, ‘হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি যাদুগ্রস্থ।’ [১০১-১০৪] [অবিশ্বাসীরা মহানবীকে নিদর্শন আনতে বলে। ফেরাউনও তাই বলেছিল। নয়টি নিদর্শন প্রদর্শনের পরও সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। বিষয়টি নিদর্শনের চেয়েও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। এখানে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অবিশ্বাসীরা যদি নিজেরা সত্যকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে না চায় তবে নিদর্শনেও কাজ হবে না। ফেরাউনকে প্রদর্শিত নয়টি নিদর্শন ছিল- ১) মূসার হাতের লাঠি ২) অতি উজ্জ্বল হাত ৩) জনসমক্ষে যাদুকরদের পরাজয় ৪) দুর্ভিক্ষ ৫) ঝড় ৬) কীট-পতঙ্গ ৭) জোঁক ৮) ব্যাঙ ৯) রক্তবৃষ্টি। এসব দুর্যোগ মিশরের ভূমিতে পতিত হয়েছিল। ফেরাউনও একইভাবে মূসা (আঃ)-কে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিন্তু নিজেই ধ্বংস হয়েছিল। মক্কার অবিশ্বাসীদের কার্যকলাপও একই রকমের। সেটি

	স্মরণ করিয়ে দিতেই এটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।]
১০২	সে বলল, ‘তুমি জান যে, আসমান ও জমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।’
১০৩	সে বনী ইসরাইলকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইল; আমি তাকে এবং তার সঙ্গে যারা ছিল সকলকে নিমজ্জিত করলাম।
১০৪	অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, ‘তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর। যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন আমি তোমাদের সকলকে বিভিন্ন জাতিরূপে একত্রিত করে উপস্থিত করব।’
১০৫	আমি সত্যসহ এ কোরআন প্রেরণ করেছি এবং সত্যসহই এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল একজন সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। [১০৫-১০৯]
১০৬	আমি কোরআনকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করেছি যেন তুমি এটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর মানুষের কাছে পাঠ কর এবং আমি এটিকে অবতীর্ণ করেছি একটি ধারাবাহিক অবতীর্ণ বাণীর অংশরূপে। [সম্পূর্ণ কোরআন একবারে অবতীর্ণ হয় না কেন অবিশ্বাসীদের এমন প্রশ্নের উত্তরে এটি বলা হয়েছে।]
১০৭	বল: তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর বা না কর যারা এর পূর্বে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে (ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের মধ্য থেকে), যখন তাদের কাছে এটি পাঠ করা হয়েছে তারা নত মস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে।
১০৮	বলেছে, ‘আমাদের পালনকর্তা পবিত্র! মহান! নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।’
১০৯	তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। [গ্রন্থপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা সঠিক পথ অবলম্বনকারী এমনই ছিল তাদের আচরণ। কোরআনের বাণী শ্রবন করলে তারা পূর্বতন বার্তাবাহকগনের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমুহ স্মরণ করতে পারে। কেননা তারা বিষয়গুলি জানে।]
১১০	বল (মানব সম্প্রদায়কে): আল্লাহর নিকট ক্রন্দন কর কিংবা দয়াময়ের নিকট ক্রন্দন কর- যার কাছেই তুমি ক্রন্দন কর না কেন, একই। তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর। (হে মোহাম্মদ) তুমি উপাসনারত অবস্থায় অতি উচ্চস্বর হবে না আবার নিঃশব্দও হবে না। এ দু’য়ের

	মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। [১১০-১১১] [অবিশ্বাসীরা বলে আমরা সৃষ্টিকর্তারূপে আল্লাহর নাম জানি কিন্তু তুমি দয়াময় নাম কোথায় পেলে? এমন প্রশ্নের উত্তরে এটি বলা হয়েছে।]
১১১	বল: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই; না তিনি কারও মুখাপেক্ষী হয়ে কোন রক্ষাকর্তার দ্বারস্ত হন। অতএব স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

১৮. সূরা আল-কাহাফ, আয়াত সংখ্যা-১১০, মক্কায় অবতীর্ণ। ৯ নং আয়াতে 'কাহাফ' শব্দটি রয়েছে এবং সেখান থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ 'The Cave'। বাংলায় যার অর্থ 'গুহা'। সূরায় গুহাবাসীদের সম্পর্কিত একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)-কে পরীক্ষা করার জন্য ৩টি প্রশ্ন করে। তার উত্তরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। ১) গুহাবাসী কারা ছিল ২) খিদির এর ঘটনা কি ছিল এবং ৩) যুলকারনাইন সম্পর্কে কি জানেন? ঘটনাগুলি খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিষয়গুলি আরববাসীদের কাছে খুব পরিচিত তো নয়ই বরং বলা যেতে পারে অজানা। মহানবী (সাঃ) কে পরীক্ষা করার জন্য অবিশ্বাসীরা বিষয়গুলি বেছে নেয়।

হিজরত পূর্ব সময়ে বিশ্বাসীদের ওপর ভীষন নিপীড়ন-নির্যাতন চলছিল। অতীতে সৎকর্মপরায়নরা নানামুখী নির্যাতনের মুখেও কিভাবে নিজেদের বিশ্বাসকে (আল্লাহর একত্বের ধারণাকে) ধারণ করেছে গুহাবাসীদের ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বাসীদের অন্তরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে, তাদের মানসিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে নির্যাতনকারীদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে।

খিদির এর ঘটনা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যধারণ করার ক্ষেত্রে উৎসাহীত করে। মন্দের পরে ভাল ফল লাভ হয় সে বিষয়টি এর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

যুলকারনাইন মহান শাসক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর ভরসাকারী ছিল, অথচ মক্কার নির্যাতনকারীরা তার চেয়ে নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছে বিষয়টিকে সেভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ ঘটনা বিবৃত করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর একত্ব ও পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য অবিশ্বাসীদের প্রতি আহবান জানান হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস এবং মানবের সকল কর্মের হিসেব সংরক্ষিত

থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিচার দিবসের একটি নির্ধারিত সময় আছে। মানুষ সে পর্যন্ত অবকাশ পাবে। অতঃপর পথভ্রষ্টরা পালাবার স্থান পাবে না সূরায় সে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

সূরায় ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। পরিশেষে যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে তাদেরকে তাঁর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করতে বারণ করা হয়েছে এবং ভাল/সৎ কাজ করতে বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি তাঁর বান্দার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং যার মধ্যে কোন প্রকার অসততার স্থান নেই। [১-৬]
২	বরং এটিকে করেছেন সহজ ও সরল যা তাঁর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির সতর্কবার্তা দেয় এবং বিশ্বাসী যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য সু-সংবাদ নিয়ে আসে যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার,
৩	যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে
৪	এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’
৫	এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে যে কথা নিঃসৃত হয় তা অত্যান্ত গর্হিত। তারা যা বলে তা মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়।
৬	যদি তারা এই বার্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তুমি (মোহাম্মদ) তাদের পশ্চাতে পরিতাপ করে সম্ভবত নিজের প্রাণ নিপাত করবে।
৭	নিশ্চয়ই! পৃথিবীতে আমি যা কিছু দিয়েছি সবই দিয়েছি আকৃষ্টকারী শোভা বর্ধকস্বরূপ, যেন আমি মানুষকে পরীক্ষা করে নেই তাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ। [৭-৮]
৮	অতঃপর নিশ্চয়ই! সেখানে (পৃথিবীতে) যা কিছু আছে তা আমি অনুর্বর স্তুপে/মৃত্তিকায় পরিণত করব।
৯	তুমি কি ধারণা কর যে, গুহা ও গর্তের (আর-রাকীম এর)

	অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? [৯-২৬] [রোমান সম্রাজ্যে ঈসা (আঃ) এর অনুসারীরা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত ছিল। সাতজন খ্রীষ্টান যুবক গুহায় আশ্রয় নেয় এবং ঘুমিয়ে পরে। যখন তারা সজাগ হয় তখন সমগ্র রোমান সম্রাজ্যই খ্রীষ্টান রাজ্যে পরিণত হয়। সে ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সময়কাল ২৫০-৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।]
১০	যখন যুবকেরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয় তখন প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যাবস্থা করে দাও।'
১১	তখন আমি তাদেরকে কয়েক বছরের জন্য গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।
১২	অতঃপর আমি তাদেরকে জাগরিত করি। এটি জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।
১৩	আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।
১৪	আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম। যখন তারা উঠে দাঁড়াল বলল, 'আমাদের পালনকর্তা আসমান ও জমিনের পালনকর্তা। কখনই আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যান্ত গর্হিত কাজ হবে।
১৫	আমাদেরই স্ব-জাতি তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে, যদিও তারা এদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না। তার চেয়ে অধিক ভূল আর কে করে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে?'
১৬	তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের থেকেও; তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করার ব্যাবস্থা করবেন।
১৭	তুমি সূর্য্যকে দেখবে, যখন উদিত হয় তখন তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের থেকে

	পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়; অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালনা করেন সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবে না।
১৮	তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডান দিকে ও বাম দিকে। তাদের কুকুরটি ছিল সামনের পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে ভীত হতে।
১৯	আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম যেন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ?' তাদের কেউ বলল, 'একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' কেউ বলল, 'তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই রৌপ্য মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা/বিচক্ষণতা সহকারে যায় এবং কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়।
২০	তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে; অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।'
২১	এমনিভাবে আমি (শহরবাসীদের মধ্যে) তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম যেন তারা জানতে পারে যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কেয়ামতের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর যখন তারা (শহরবাসী) নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল তখন তারা বলল, 'তাদের ওপর (ঘটনাস্থলে) একটি সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের বিষয়ে তাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন। করণীয় বিষয়ে যাদের মতামত প্রাধান্য পেল, তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা তাদের স্থানে উপাসনালয় বিনির্মাণ করব।' [অনেকেই স্মৃতি রক্ষার্থে কিংবা এমন কিছু ভাল কাজ করার মাধ্যমে কোন উপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সৌধ বা অন্যকিছু নির্মাণের চেষ্টা করবে। কিন্তু ঘটনা থেকে শিক্ষনীয় মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করবে না। সে অর্থে বলা হয়েছে।]
২২	অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কেউ) বলবে, 'তারা ছিল

	তিন জন; চতুর্থটি তাদের কুকুর।' (কেউ) বলবে, 'তারা পাঁচ জন। ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর।' (কেউ) বলবে, 'তারা ছিল সাত জন। অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল (হে মোহাম্মদ): আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। অতএব সাধারণ আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের বিষয়ে যুক্তিতর্ক করো না এবং তাদের বিষয়ে এদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করো না। [অনেকেই তাদের সংখ্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু মূল শিক্ষার বিষয়ে মনোনিবেশ করবে না। লক্ষ্যচ্যুত হতে বারণ করা হয়েছে। সত্যের পথে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে। গোড়ামির পথে নয়।]
২৩	কোন বিষয়ে বল না: নিশ্চয়ই! আমি সেটি আগামী দিন করব- [২৩-২৪]
২৪	এটি বলা ছাড়া যে, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন' এবং যখন তুমি ভুলে যাও তখন তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ কর এবং বল: 'হতে পারে আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথ প্রদর্শন করবেন।'
২৫	তারা তিন'শ বছর গুহায় অতিবাহিত করেছে এবং অতিরিক্ত আরও নয় বছর।
২৬	(তুমি) বল: তারা কতকাল অবস্থান করেছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে। কত স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি এবং কি তীক্ষ্ণ তাঁর শ্রবনশক্তি! তিনি ব্যাতিত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। সৃষ্টির পরিচালনায়/কর্তৃত্বে অংশ নিতে তিনি তাঁর সঙ্গে কাউকেই অংশীদার করেন না।
২৭	তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ কর। কেউ নেই যে তাঁর বাণী/শব্দসমুহের পরিবর্তন করতে পারে। তাঁকে ব্যাতিত তুমি কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। [২৭-২৮] [অবিশ্বাসী প্রধানেরা মোহাম্মদ (সাঃ) কে প্রায়শই এমন আপোষ-মিমাংসার প্রস্তাব দিত যে, যদি তাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্মের কিছু মেনে নেয়া হয় তবে তারাও তাঁর আনীত বার্তা মেনে নেবে। সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।]
২৮	যারা সকাল ও সন্ধ্যায় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁকে স্মরণ করে, তুমি (হে মোহাম্মদ) নিজেকে তাদের সংসর্গে স্থীর রাখ এবং পার্থিব জীবনের জৌলুস প্রত্যক্ষ করে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না

	এবং তার অনুগত হয়ো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছি- যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার বিষয় পরিত্যাক্ত হয়েছে। [সমাজের কথিত নিচু পর্যায়ের লোকেরা বিশ্বাসী হয়েছে বলে উপহাস করা হত। যেমন- হযরত বেলাল ও অন্যান্য। তারা ছিল মহানবীর সহচর। নেতৃস্থানীয়রা মনে করত তাদের সঙ্গে একসাথে বসা তাদের মর্যাদার সঙ্গে যায় না। তাদেরকে দূরে রাখা হলে তারাও মহানবীর নিকট থেকে তাঁর বার্তা বিষয়ে জানতে পারে। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য ৬:৫২]
২৯	বল: সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছে বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছে অবিশ্বাস করুক। অবিশ্বাসীদের জন্য আমি অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে তবে তাদের গলিত শীশার ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং মন্দ আশ্রয়স্থল! [২৯-৩১]
৩০	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তেমন সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আমি বিনষ্ট হতে দেই না।
৩১	তাদেরই জন্য আছে বসবাসের স্বর্গীয় উদ্যান! যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা হালকা ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সু-সজ্জিত আসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আবাস/বিশ্রামস্থল।
৩২	তুমি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর। দু'ব্যাক্তি; তাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং বাগান দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি। দু'য়ের মাঝখানে রেখেছি শস্যক্ষেত্র। [৩২-৪৪]
৩৩	উভয় বাগানই ফল দান করত এবং কখনই নিঃশেষ হত না। উভয়ের মাঝে আমি নহর প্রবাহিত করেছি।
৩৪	সে প্রচুর ফল পেত। কথা প্রসঙ্গে সে তার সঙ্গীকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী।'
৩৫	এভাবেই ভূল আচরণ করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে এগুলি কখনও নিঃশেষ হবে।

৩৬	এবং আমি মনে করি না যে কখনও কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি কখনও আমার পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে অবশ্যই আমি সেখানেও এর চাইতে উৎকৃষ্ট স্থান পাব।’
৩৭	যখন তারা এভাবে বাদানুবাদ করছিল তার সঙ্গী তাকে বলল, ‘তুমি কি তাঁকে অস্বীকার কর যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর তোমাকে মানবাকৃতিতে পূর্নাঙ্গ করেছেন?
৩৮	তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপলকের সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না।
৩৯	যখন তুমি বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন একথা বললে না যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর সহায়তা ব্যাতিত কোন শক্তি নেই। এবং যদি তুমি আমাকে ধনে-জনে তোমার চাইতে কম দেখ,
৪০	তবে এমনও হতে পারে যে, আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দান করতে পারেন এবং এর (তোমার বাগানের) ওপর আসমান থেকে অগ্নি প্রেরণ করতে পারেন। অতঃপর কোন এক সকালে এটি পর্বতপার্শ্বস্থ শুষ্ক ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে।
৪১	অথবা কোন এক সকালে তার ভূ-গর্ভস্থ পানি শুকিয়ে যাবে। ফলে তুমি আর তার সন্ধান পাবে না।’
৪২	অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যায় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করেতে লাগল। যখন সব ধ্বংস হয়ে গেল তখন বলল, ‘হায়! আমি যদি পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক না করতাম।’
৪৩	আল্লাহর বিপক্ষে তাকে সহায়তা করার কেউ ছিল না; না সে তার নিজেকেও নিজে রক্ষা করতে পেরেছে।
৪৪	এমনক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহই রক্ষাকর্তা। তিনিই সত্য। প্রতিদান প্রদানে তিনিই সর্বোত্তম এবং পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।
৪৫	তাদের জন্য পার্থিব জীবনের উপমা তুলে ধর। যেমন- পানি, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষন করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; তারপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [৪৫-৪৬]
৪৬	ধনৈশ্বর্য্য এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের আকৃষ্টকারী শোভা। কিন্তু

	ভাল কাজ- যা স্থায়ী; পুরস্কার প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার জন্য পালনকর্তার দৃষ্টিতে (সেটিই) উত্তম।
৪৭	সেদিনের কথা ভাব, যেদিন আমি পর্বতসমূহকে উচ্ছেদ করে দেব এবং পৃথিবীকে দেখবে একটি উম্মুক্ত প্রান্তরের মত এবং আমি মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করব যে তাদের একজনও বাদ যাবে না। [৪৭-৪৯] [দ্রষ্টব্য ২০:১০৫-১০৭]
৪৮	তারা পালনকর্তার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'আজ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ যেমনটি আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। অথচ তোমরা ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না।'
৪৯	সেদিন কর্ম বৃত্তান্তের নথি উপস্থাপন করা হবে এবং তুমি দেখবে তাতে যা আছে সে কারণে অপরাধীরা সন্ত্রস্ত। তারা বলবে, 'এটি কেমন ধরণের নথি (!) যা ছোট বড় কোন কিছুকেই হিসেবের আওতার বাইরে রাখেনি; সবকিছুকেই বিবেচনায় নিয়েছে!' তারা যা করেছে তার সবকিছুকেই তারা তাদের মুখোমুখী পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি অন্যায় করেন না।
৫০	(স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা কর' সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যাতিত। সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে এবং তার বংশধরদেরকে আমার পরিবর্তে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে যখন তারা তোমাদের শত্রু? পথভ্রষ্টদের জন্য এই পরিবর্তন অত্যান্ত নিকৃষ্ট। [৫০-৫৩]
৫১	নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব।
৫২	এবং (সেদিনের কথা স্মরণ কর) যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক।' তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেব ধ্বংস-গহ্বর।
৫৩	অপরাধীরা অগ্নি প্রত্যক্ষ করেই বুঝে নেবে যে তাদেরকে তাতে পতিত

	হতে হবে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথই খুঁজে পাবে না।
৫৪	নিশ্চয়ই! আমি কোরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা উপস্থাপন করেছি। কিন্তু মানুষ সবকিছুর চেয়েই অধিক বিতর্কপ্রিয়/যুক্তিবাদী/স্পর্শকাতর। [৫৪-৫৫]
৫৫	পথ-নির্দেশনা আসার পরও বিশ্বাস স্থাপনে এবং পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে মানুষকে কেবল তাই বাঁধাগ্রস্ত করে যে তারা ভাবে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের বিচারিক কার্যক্রম অথবা কখন তারা শাস্তির মুখোমুখী হবে।
৫৬	সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে ছাড়া আমি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করি না। যারা অবিশ্বাসী তারা সত্যকে ব্যার্থ করে দিতে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বিরোধীতায় লিপ্ত হয় এবং তারা আমার অবতীর্ণ বাণী যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় সেগুলিকে উপহাসস্বরূপ গ্রহণ করে। [৫৬-৫৯]
৫৭	তার চাইতে অধিক ভূল পথে আর কে আছে যাকে তার পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণী দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরে এমন এক পর্দা স্থাপন করে দিয়েছি যেন তারা না বুঝে এবং তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। যদিও তুমি তাদেরকে সঠিক পথে আহবান কর তথাপি তারা সঠিক পথে চলতে পারবে না।
৫৮	তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, পরিপূর্ণ দয়াশীল; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য হিসেব নিতেন, তবে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময় যা থেকে তারা পালিয়ে যাওয়ারও সুযোগ পাবে না।
৫৯	এবং সে সব জনপদ! যাদেরকে আমি ধংস করেছি যখন তারা ভূল পথে চলছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময়ও নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। [সে সব জনপদ বলতে সাবা, সামূদ, মিডিয়ান, লুতের সম্প্রদায় অর্থাৎ যাদের বিষয়ে আরবের অধিবাসীরা ভালভাবে অবগত তাদেরকে বোঝান হয়েছে।]
৬০	(স্মরণ কর) যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'যদি আমাকে যুগ যুগ ধরে চলতে হয় তবুও আমি দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছান পর্যন্ত চলতেই থাকব।' [৬০-৮২] [কখন কোথায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল এ বিষয়ে

	কোরআনে কিছু বলা নেই।]
৬১	অতঃপর যখন তারা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল তখন নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল। মাছটি সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে সমুদ্রে নেমে গেল।
৬২	যখন তারা আরও অগ্রসর হল মূসা সঙ্গীকে বলল, ‘প্রাতঃরাশ আন। আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।’
৬৩	সে বলল, ‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্য্যজনকভাবে পানির মধ্যে নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে।’
৬৪	মূসা বলল, ‘আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।’
৬৫	তারা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেল যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান। [এ ঘটনায় মূসা (আঃ) যার সক্ষাৎ লাভ করেন তিনিই ‘খিদির’ এবং তাঁর সহচরকে অনেকে মনে করেন ‘জসুয়া’ যে তাঁর পরে ইসরাইলিদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল।]
৬৬	মূসা তাকে বলল, ‘আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখান হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?’
৬৭	সে বলল, ‘তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করতে পারবে না।
৬৮	যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার আয়ত্তাধীন নয় তা দেখে তুমি ধৈর্য্যধারণ করবে কেমন করে?’
৬৯	মূসা বলল, ‘আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।’
৭০	সে বলল, ‘যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না– যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি।’
৭১	তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহন করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, ‘আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই! আপনি একটি

	গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।'
৭২	সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারবে না?'
৭৩	মূসা বলল, 'যা আমি ভূলে গিয়েছি সে কারণে আমার ওপর রাগান্বিত হবেন না এবং আমার ভূলের কারণে আমার ওপর কঠোর হবেন না।'
৭৪	অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেল তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল, 'আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? নিশ্চয়ই! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'
৭৫	সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না।'
৭৬	মূসা বলল, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে যাবেন।'
৭৭	অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদেরকে আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। তারা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল; সে সেটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। মূসা বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে তাদের থেকে এর পারিশ্রমিক চাইতে করতে পারতেন।'
৭৮	সে বলল, 'এখানেই আমার ও তোমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল এবং যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য্য ধরতে পারনি এখন আমি তার তাৎপর্য্য বলে দিচ্ছি।
৭৯	নৌকাটির বিষয়ে- সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যাক্তির। তারা সমুদ্রে (এর দ্বারা) জীবিকা অন্বেষন করত। আমি ইচ্ছে করলাম যে সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। (কেননা) তাদের পেছনে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।
৮০	বালকটির বিষয়ে- তার পিতা-মাতা ছিল বিশ্বাসী। আমি আশঙ্কা করলাম যে সে অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।
৮১	এবং আমি চাইলাম যে পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর ও তার চাইতেও পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুন।

৮২	প্রাচীরের বিষয়ে- সেটি ছিল নগরের দুই পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ন। তোমার পালনকর্তা দায়াবশতঃ ইচ্ছে করলেন যে তারা যৌবনে পদার্পন করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ ইচ্ছেতে এটি করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে অক্ষম ছিলে এই হল তার ব্যাখ্যা।’ [মানুষের জন্য নির্ধারিত বিধাতা/প্রকৃতিপ্রসূত বিধি দ্বারা খিদির (আঃ) এর ঘটনাসমুহকে যাচাই করা কঠিন। তাই অনেকে তাকে এমন কোন সৃষ্টিরূপে দেখতে চায় যিনি মানুষের জন্য নির্ধারিত বিধি দ্বারা পরিচালিত নন।]
৮৩	তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল: আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করব। [৮৩-৯৮]
৮৪	আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই (তার জন্য) একটি উপায় প্রদর্শন করেছিলাম।
৮৫	অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল-
৮৬	ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সে সূর্য্যের এক অস্তাচলের স্থানে গিয়ে পৌঁছাল; (এমন এক স্থান) যেখানে সে সূর্য্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে পেল। আমি বললাম, ‘হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদের প্রতি সদয় হতে পার।’
৮৭	সে বলল, ‘যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনিই তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।
৮৮	কিন্তু যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং তার প্রতি আমার নির্দেশনা হবে নম্র।’
৮৯	অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল-
৯০	ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সে সূর্য্যের এক উদয়াচলের স্থানে গিয়ে পৌঁছাল; সে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর একে উদয় হতে দেখল, যাদের জন্য আমি সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পওয়ার কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।
৯১	এটিই প্রকৃত ঘটনা এবং তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।
৯২	অতঃপর সে আবার এক পথ ধরল।

৯৩	অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছাল, তখন সে সেখানে এক জাতিকে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।
৯৪	তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আমরা কি তোমার জন্য এই শর্তে কিছু কর ধার্য করব যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে।' [৯৪-১০২] [ইয়াজুজ ও মাজুজ হচ্ছে, মধ্য বা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বন্য আদিবাসী যারা তারতারাস, মোঙ্গল, হুন বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাইবেল অনুসারে তারা নোয়াহ বা নূহ (আঃ) এর পুত্র জাফেথ এর বংশধর। যারা পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রষ্টব্য ইয়াজুজ মাজুজ- ২১:৯৫-৯৬]
৯৫	সে বলল, 'আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।
৯৬	তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও।' অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল তখন সে বলল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক।' অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল তখন সে বলল, 'তোমরা গলিত তাম্র নিয়ে এসো, আমি তা এর ওপরে ঢেলে দেই।'
৯৭	অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার ওপরে আরোহন করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না।
৯৮	যুলকারনাইন বলল, 'এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।'
৯৯	সেদিন আমি তাদেরকে (ইয়াজুজ ও মাজুজকে) এমনভাবে ছেড়ে দেব যে, এক দল অপর দলের ওপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি সবাইকে একটিমাত্র সমাবেশে একত্রিত করব।
১০০	সেদিন নরককে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যে অবিশ্বাসীরা তা পরিস্কার দেখতে পাবে-
১০১	যাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ ছিল আমার সতর্কবার্তার প্রতি এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

১০২	অবিশ্বাসীরা কি মনে করে যে তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই! আমি অবিশ্বাসীদেরকে অভ্যর্থনার জন্য নরককে প্রস্তুত রেখেছি।
১০৩	বল: আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে অত্যান্ত ক্ষতিগ্রস্ত? [১০৩-১০৮]
১০৪	তারা, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিফলে গেছে তথাপি তারা হিসেব কষে যে তারা ভাল কাজ করছে।
১০৫	তারাই সেসব লোক যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। পুনরুত্থান দিবসে তাদের জন্য কোনরূপ গুরুত্ব নির্ধারণ করা হবে না।
১০৬	এটিই তাদের পুরস্কার- নরক। কেননা তারা অবিশ্বাস করত এবং আমার নিদর্শনাবলী ও বার্তাবাহকগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করত।
১০৭	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে স্বর্গীয় উদ্যান।
১০৮	সেখানে তারা বসবাস করবে; সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।
১০৯	বল: যদি সমুদ্রের পানি কালি হত এবং তার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও সমুদ্র এনে দিলেও আমার পালনকর্তার কথা লেখা শেষ হওয়ার পূর্বেই সে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যেত।
১১০	বল: (হে মোহাম্মদ) আমি তোমাদের মতই একজন মরণশীল মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য কেবলমাত্র একজনই। অতএব যে ব্যাক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সব সময় ভাল/সঠিক কাজ করে এবং যে উপাসনা তার পালনকর্তার প্রাপ্য তার সঙ্গে যেন কোন অংশীদারীত্ব আরোপ না করে।

১৯. সূরা মরিয়ম, আয়াত সংখ্যা-৯৮, মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ১৬ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে মরিয়ম নামটির উল্লেখ রয়েছে।

নির্যাতনের মুখে নব্য মুসলিমরা খ্রীষ্টান অধ্যুষিত রাজ্য হাবাসে হিজরত করতে বাধ্য হয়। হাবাসের শাসক নেগাস, খ্রীষ্টান অর্থাৎ বিশ্বাসী। বিশ্বাসী হওয়ার কারণে হাবাসবাসীর কাছে ঈসা (আঃ) বা জেসাস ছিলেন গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদার আসনে আসীন। এ সূরা মুসলিমদের হাবাসে হিজরতের পূর্বে

অবতীর্ণ হয়। সূরায় জেসাস সম্পর্কে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়েছে।

নেগাসের রাজ্যসভায় দেশান্তরীদের ডাকা হয়। সেখানেও শত্রুপক্ষ নেগাসকে মুসলিমদের বিপক্ষে ক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় হযরত জাফর নেগাসের রাজ্যসভায় এ সূরার ১-৪০ পর্যন্ত আয়াত পাঠ করে শোনান। যেখানে জেসাস ও তার মাতা মরিয়ম সম্পর্কে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী উঠে এসেছে।

সূরায় ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্র অঞ্চলের সকল বিশ্বাসী ধর্মাবলম্বীদের পূর্ব-পুরুষ। যিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন এবং মূর্তীর পূঁজারী ছিলেন না। তাকেও তার বিশ্বাসের কারণে দেশান্তরী হতে হয়েছিল। আজকের দিনে কুরাইশরাও মোহাম্মদ (সাঃ) ও বিশ্বাসীদের সঙ্গে একই আচরণ করছে। অথচ এসবের ফলাফল সকলেই অবহিত। বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরায় ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট এবং অপরাপর নবীদের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এ বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে যে, সকল নবী রাসূলগণ একই বার্তা নিয়ে এসেছেন; কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরা ধর্মকে বিভক্ত ও কলুষিত করেছে। পুনরুত্থান দিবসে তারা তাদের কর্মের প্রতিফল পাবে।

সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কাজের পরিণাম বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে তাদের ভাল কাজের জন্য সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে।

মানুষ যেন কোরআনের বক্তব্য অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য এর বার্তা যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নিজ ভাষায় সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষ পুনরুত্থান দিবসের বিষয়টিকে বিশ্বাস করতে চায় না, অথচ তার বর্তমান জীবনটিও সৃষ্টি করা হয়েছে যখন সে কিছুই ছিল না। সূরায় মানুষকে বিষয়সমুহ ভেবে দেখতে বলা হয়েছে। বস্তুত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তিনি সকলকে জানেন এবং তাদের প্রত্যেককে তিনি সঠিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছেন।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	ক্বাফ- হা- ইয়া- আইন- সোয়াদ; [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	জাকারিয়ার প্রতি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের এটি একটি বর্ণনা। [২-১১] [ইসরাইলের ১২টি বংশের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়াদির দেখাশুনা ও পরিপালনের দায়িত্ব ছিল লেভী বংশের ওপর। এমনকি তাদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিপালনের দায়িত্ব ছিল মূসা (আঃ) এর ভাই হারুনের বংশধরদের ওপর। জাকারিয়া ছিল হারুনের বংশধর। দ্রষ্টব্য জাকারিয়া-৩:৩৮]
৩	সে তার পালনকর্তার কাছে নিভৃতে ক্রন্দন করছিল-
৪	এই বলে যে, ‘হে আমার পালনকর্তা! অস্থিসমুহ আমার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে গিয়েছে এবং আমার মাথার চুল শুভ্র-সাদা হয়েছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি।
৫	আমি আমার পরবর্তীতে আমার স্বগোত্রীয় লোকদের ভয় করি; কেননা আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। কাজেই আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য একজন উত্তরাধিকারী দান করুন-
৬	যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং একই সঙ্গে উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব (ইসরাইল) বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা! তাকে (আপনার নিকট) গ্রহণযোগ্য করে তুলুন।’ [ধর্মীয় গুরুদায়িত্ব পালনের মত তার কোন যোগ্য উত্তরসূরী ছিল না।]
৭	অতঃপর তাকে বলা হল, ‘হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সু-সংবাদ দিচ্ছি; তার নাম হবে ইয়াহহিয়া (জন, দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট, দ্রষ্টব্য ব্যাপ্টিইজম- ২:১৩৮); তার পূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি।’
৮	সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি?’
৯	তিনি বললেন, ‘এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন এটি আমার জন্য সহজ। যেমন আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি পূর্বে যখন তুমি কিছুই ছিলে না।’

১০	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নির্দশন দিন। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্বেও মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না তিন রাত।'
১১	অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল।
১২	(অতঃপর তার পুত্রকে বলা হল) 'হে ইয়াহহিয়া (জন)! দৃঢ়তার সঙ্গে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর' এবং আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম বিচারবুদ্ধি/জ্ঞান, [১২-১৫]
১৩	এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল খোদাভক্ত,
১৪	পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ন এবং সে উদ্ধত/অবাধ্য ছিল না।
১৫	তার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হোক), যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। [ইয়াহহিয়া ৩০ বছর বয়স থেকে নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়কালে ইহুদি শাসক ছিল 'হেরোদ এ্যন্টিপাস'। সে তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী 'হেরোডিয়াস'কে নিজের কাছে রাখে। ইয়াহহিয়া এমন অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে কথা বলেন। ফলে হেরোদ তাকে বন্দী করে। কিন্তু মানুষের মাঝে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এদিকে হেরোডিয়াসও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। হেরোদের জন্মদিনে তার মেয়ে নৃত্য করে। রাজা খুশী হয়ে তাকে তার কাছে কিছু চাইতে বলে। মায়ের পরামর্শে সে ইয়াহহিয়ার কর্তিত মস্তক প্রার্থনা করে। এভাবেই একজন মহান মানুষের জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়। বয়সের দিক দিয়ে ইয়াহহিয়া ঈসা (আঃ) এর ছয় মাসের বড়। তাদের উভয়ের মাতা সম্পর্কের দিক থেকে পরস্পর বোন।]
১৬	গ্রন্থে মরিয়মের (মেরীর, জেসাসের মাতার) বিষয় উল্লেখ কর; যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। [১৬-৩৩] [দ্রষ্টব্য মরিয়ম- ১৯:১৬-৩৩, ২১:৯১, ২৩:৫০]
১৭	এবং তাদের থেকে নিজের জন্য নির্জনতাকে বেছে নিল। অতঃপর যখন আমি তার কাছে আমার রুহ প্রেরণ করলাম সে তাকে পূর্ণ মানবরূপে দেখতে পেল।
১৮	সে (মরিয়ম) বলল, 'আমি তোমার থেকে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি খোদাভীরু হয়ে থাক।'

১৯	সে (ফেরেশতা) বলল, 'আমি পালনকর্তা প্রেরিত কেবল একজন বার্তাবাহক, যেন আমি তোমাকে এক ত্রুটিহীন পুত্র দান করে যেতে পারি।'
২০	সে বলল, 'কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যাভিচারিণীও ছিলাম না?'
২১	সে বলল, 'এভাবেই হবে।' তোমার পালনকর্তা বলেছেন, 'এটি আমার জন্য সহজ। আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই এবং এটি একটি স্থিরীকৃত বিষয়।'
২২	সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং দূরবর্তী স্থানে চলে গেল (বেথলেহেম)।
২৩	প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়! আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'
২৪	অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আহবান করে বলল, 'তুমি দুঃখ কর না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে এক নহর সৃষ্টি করেছেন।
২৫	তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।
২৬	আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।'
২৭	অতঃপর সে সন্তানসহ তার সম্প্রদায়ে উপস্থিত হল। তারা বলল, 'হে মরিয়ম! তুমি তো একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ।'
২৮	'হে হারুণ-ভগিনী! তোমার পিতা অসৎ ব্যাক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যাভিচারিনী।' [সম্ভবত হারুন নামে তাঁর কোন ভাই ছিল অথবা তিনি মূসা (আঃ) এর ভ্রাতা হারুনের বংশধর ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত নয়।]
২৯	সে হাতের সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা বলল, 'কোলের শিশুর সঙ্গে কিরূপে আমরা কথা বলব?'
৩০	সন্তান বলল, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা/দাস। তিনি আমাকে গ্রন্থের

	জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে নবীরূপে মনোনীত করেছেন।
৩১	আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে আশীর্বাদময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি নামায ও যাকাত আদায় করতে
৩২	এবং যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তার প্রতি কর্তব্যপরায়ন থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি।
৩৩	আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুত্থিত হব।’
৩৪	এই হল মরিয়মের পুত্র ঈসা (জেসাস, মেরীর পুত্র)। এটি এমন একটি বিবৃতি যা সত্য যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে। [৩৪-৪০] [দ্রষ্টব্য ঈসা- ৩:৪২]
৩৫	এটি আল্লাহর জন্য যথাযথ নয় যে তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা! তিনি যখন কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন, কেবল বলেন, ‘হও! এবং তা হয়ে যায়।’
৩৬	(জেসাস বলে) নিশ্চয়ই! আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তারই উপাসনা কর। সেটিই সঠিক পথ।
৩৭	তাদের মধ্যকার দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য করল। অতএব সেই বিপর্যয়কর দিবস আগমনকালে অবিশ্বাসীদের জন্য দূর্ভোগ (যারা বলে জেসাস আল্লাহর সন্তান)।
৩৮	সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ দুষ্কর্মারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।
৩৯	তুমি তাদের পরিতাপের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যেদিন সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা উদাসীন অবস্থায় আছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করছে না।
৪০	নিশ্চয়ই! আমি, কেবলমাত্র আমিই পৃথিবী এবং সেখানে যারা আছে তাদের সকলের অধিকারী এবং আমার কাছেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।
৪১	অতঃপর (হে মোহাম্মদ) গ্রন্থে ইব্রাহীমের বিষয় উল্লেখ কর। নিশ্চয়ই! সে ছিল একজন ধার্মিক ব্যাক্তি, একজন নবী। [৪১-৫০] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৪২	যখন সে তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে

	না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না কেন তার উপাসনা কর?
৪৩	হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব।
৪৪	হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা কর না। নিশ্চয়ই! শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।
৪৫	হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি দয়াময়ের শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে; ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।'
৪৬	পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের পরিত্যাগ করছ? যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাত করব। তুমি চিরতরে আমার থেকে দূর হয়ে যাও।'
৪৭	ইব্রাহীম (পিতাকে) বলল, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই! তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।
৪৮	আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদের এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের; আমি আমার পালনকর্তার উপাসনা করব। আশা করি আমার পালনকর্তার উপাসনা করে আমি বঞ্চিত হব না।'
৪৯	অতঃপর সে যখন তাদের এবং আল্লাহ ব্যাতিত তারা যাদের উপাসনা করত তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে (ইসরাইলকে) এবং তাদের প্রত্যেককে নবী করলাম।
৫০	আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদের প্রতি আরোপ করলাম সুউচ্চ খ্যাতি।
৫১	গ্রন্থে মূসার কথা উল্লেখ কর। নিশ্চয়ই! সে ছিল মনোনীত এবং একজন বার্তাবাহক ও নবী। [৫১-৫৩]
৫২	আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান (পূর্ব) দিক থেকে এবং অন্তরঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম।
৫৩	আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দান করলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।
৫৪	গ্রন্থে ইসমাঈলের বিষয় উল্লেখ কর। সে তার প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যনিষ্ঠ ছিল এবং সে ছিল আল্লাহর একজন বার্তাবাহক ও নবী। [৫৪-৫৫]

	[দ্রষ্টব্য ৩৮:৪৮]
৫৫	সে তার পরিবারবর্গকে উপাসনা ও দান করার বিষয়ে নির্দেশনা দিত এবং সে তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিল।
৫৬	গ্রন্থে ইদ্রীসের বিষয় উল্লেখ কর; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। [৫৬-৫৭] [তিনি নবী ছিলেন নূহ (আঃ) এর পূর্বে। বাইবেলে তাঁকে ইনোচ বলা হয়েছে। বাইবেল অনুসারে তিনি জীবিত ছিলেন ৩৬৫ বছর। তিনি গডের সঙ্গে একদিন বাগানে হাঁটছিলেন এবং গড তাঁকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যায় এবং আর কখনই তাঁকে দেখা যায়নি। বলা হয়েছে, তিনি তাঁকে উচ্চে উন্নীত করেছিলেন।]
৫৭	আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম।
৫৮	এরা ছিল নবীদের মধ্যে তারা যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে জলযানে আরোহন করিয়েছিলাম এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুবের (ইসরাইলের) বংশধর যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করা হত তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। [৫৮-৬০]
৫৯	পরবর্তীতে এখন তাদেরই বংশের উত্তরসূরীরা উপাসনাকে বিনষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। অতএব তারা তাদের পথভ্রষ্টতার ফল প্রত্যক্ষ করবে; [আল্লাহকে স্মরণ না করা, তাঁর উপাসনা না করা এবং এমন আচরণের অতি মাত্রার সংক্রমন গোটা মানব সমাজকে অধোপতিত করে দিতে পারে। আল্লাহর সাথে বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্কহীনতা মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে পারে। পরিশেষে সকল প্রকার প্রশান্তিকে তিরোহিত করে দিতে পারে।]
৬০	তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সঠিক কাজ করে। তারাই উদ্যানে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করা হবে না।
৬১	উদ্যান! যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। [৬১-৬৩]
৬২	সেখানে তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় কথা শুনতে হবে না; কেবল প্রশান্তি। সেখানে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা আহারের ব্যাবস্থা থাকবে।
৬৩	এমনই হচ্ছে স্বর্গীয় উদ্যান, যা আমার বান্দাদের মধ্যে কেবল যারা খোদাপ্রেমী তারাই লাভ করবে।
৬৪	আমরা (ফেরেশতারা) পালনকর্তার নির্দেশ ব্যাতিত অবতরণ করি না।

	যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুয়ের মধ্যস্থলে আছে সবই তাঁর এবং পালনকর্তা কখনই কোন কিছু বিস্মৃত হন না। [৬৪-৬৫] [মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সহচরগন ভীষন দুর্দিনের মধ্য দিয়ে সময়গুলি অতিবাহিত করছিলেন। তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর দিক থেকে কোন অবতীর্ণ বাণী বা পথ-নির্দেশনা কামনা করতেন। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৬৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা তিনি! অতএব তাঁরই উপাসনা কর এবং তাতে সুদৃঢ় থাক। তুমি কি এমন একজনেরও নাম জান যে তাঁর সমপর্যায়ের?
৬৬	মানুষ বলে, ‘কি! যখন আমার মৃত্যু হবে তারপরও কি আমি জীবিত উত্থিত হব?’ [৬৬-৭২]
৬৭	মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বেও সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।
৬৮	পালনকর্তার শপথ, অবশ্যই আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সমবেত করব; অতঃপর নতজানু অবস্থায় নরকের চারপাশে আনয়ন করব। [শয়তানই মানুষকে উপরোক্ত ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত করে। অতঃপর মন্দ কাজে লিপ্ত সকলকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।]
৬৯	অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য তাকে অবশ্যই আমি পৃথক করে নেব।
৭০	তাদের মধ্যে যারা নরকে প্রবেশের অধিক যোগ্য তাদের বিষয়ে আমি ভালোভাবে অবগত আছি।
৭১	তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এর সম্মুখীন হবে না। এটি পালনকর্তার এক নির্ধারিত নির্দেশনা।
৭২	অতঃপর আমি তাদেরকে উদ্ধার করব যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করেছে এবং দুষ্কর্মাদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।
৭৩	যখন তাদের কাছে সহজভাবে আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করা হয়, তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা উত্তম অবস্থা ও অবস্থানে আছে?’ [৭৩-৭৬]

৭৪	(অথচ তারা কি দেখে না যে) তাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা এদের চাইতেও সম্পদে ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠতর ছিল।
৭৫	বল তাদের প্রতি যারা ভূল পথে আছে, দয়াময় তাদের অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করে যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে; হতে পারে এটি পৃথিবীতে প্রদত্ত শাস্তি কিংবা শেষ দিবসে প্রদত্ত শাস্তি। তারা জানতে পারবে অবস্থানের দিক থেকে কে দূর্বলতর।
৭৬	যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের সঠিক পথে চলার দিক-নির্দেশনা বৃদ্ধি করে দেন এবং ভাল কাজ যার রয়েছে স্থায়ীত্ব পালনকর্তার দৃষ্টিতে সেটিই পুরস্কার ও প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য উত্তম।
৭৭	তুমি কি দেখেছ তাকে যে আমার নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করে এবং বলে, 'নিশ্চিতভাবেই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হবে।' [৭৭-৮০]
৭৮	সে (যারা এমন কথা বলে) কি অদৃশ্য বিষয় জেনে গেছে, কিংবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে?
৭৯	না, এটি ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করব।
৮০	সে যে বিষয়ে কথা বলে (ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি) তা থাকবে আমারই অধিকারভূক্ত এবং আমার কাছে সে আসবে একাকী (ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ব্যাতিত)।
৮১	তারা আল্লাহ ব্যাতিত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যেন সে সব উপাস্য তাদের শক্তির উৎস হতে পারে। [৮১-৮২]
৮২	কখনই নয়; তারা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।
৮৩	তুমি কি দেখনি যে, কিভাবে আমি অবিশ্বাসীদের ওপর শয়তানদেরকে নিয়োজিত রেখেছি তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে? [৮৩-৮৭]
৮৪	সুতরাং তাদের বিষয়ে তুমি তাড়াহুড়ো কর না (হে মোহাম্মদ)। আমি তো তাদের জন্য কিছু দিবস গণনা করছি মাত্র।
৮৫	সেদিন যখন দয়াময়ের কাছে সৎকর্মপরায়নদের সন্মানের সঙ্গে সমবেত করা হবে
৮৬	এবং অপরাধীদেরকে নরকের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে পিপাসার্ত

	অবস্থায়,
৮৭	দয়াময়ের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যাতিত আর কেউই সেদিন সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।
৮৮	তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ নিজে সন্তান গ্রহণ করেছেন। [৮৮-৯২] [ইহুদিরা বলে 'ইজরা' আল্লাহর সন্তান (দ্রষ্টব্য ৯:৩০)। খ্রীষ্টানরা বলে 'জেসাস' আল্লাহর সন্তান। পৌত্তলিক আরবরা বলে, ফেরেশতাদের আল্লাহ কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন।]
৮৯	নিশ্চয়ই! তোমরা উচ্চারণ কর এক বিধ্বংসকারী কথা,
৯০	যেন এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ধ্বংস হয়ে পতিত হবে;
৯১	এ কারণে যে, তারা দয়াময়ের সঙ্গে সন্তানের অংশীদারীত্ব আরোপ করে
৯২	অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।
৯৩	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। [৯৩-৯৫]
৯৪	অবশ্যই তিনি তাদেরকে জানেন/পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাদের প্রত্যেককে সঠিক/যথাযথ সংখ্যা/চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছেন
৯৫	এবং তাদের প্রত্যেকে পুনরুত্থান দিবসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে একা।
৯৬	(সে সময় বেশী দূরে নয়) যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে দয়াময় আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে ভালবাসায় সিক্ত করে দেবেন। [৯৬-৯৮] [বিশ্বাসী যারা ভীষনভাবে নির্যাতিত ছিল এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আশা ও শান্তির বাণী শুনিয়েছেন।]
৯৭	আমি এ কারণেই এ গ্রন্থকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে তুমি তাদের জন্য সু-সংবাদ বয়ে আন এবং কলহকারীদের সতর্ক কর।
৯৮	তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের একজনকেও দেখতে পাও; কিংবা শুনতে পাও তাদের ক্ষীনতম শব্দ?

২০. সূরা ত্ব-হা, আয়াত সংখ্যা-১৩৫, মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ১ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। নামটি প্রতীকী।

সূরায় আল্লাহর একত্ব ও পরকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও নবুয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, মূসা (আঃ) এর প্রতিও একই বার্তা/একই

মূলনীতি অবতীর্ণ হয়েছিল যা এই গ্রন্থ কোরআনেও তুলে ধরা হয়েছে। সূরায় মূসা (আঃ) এর উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে কেননা- ইহুদি, খ্রীষ্টান এবং তাদের আশেপাশে বসবাসরত আরবরাও তাকে আল্লাহর নবী হিসেবে জানত।

অবিশ্বাসীরা বলে, নবী (মোহাম্মদ) যদি পালনকর্তার নিকট থেকে কোন অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে আগমন করত তবে সেটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য হত। অথচ পূর্বেও অলৌকিক নিদর্শন আনার উদাহরণ রয়েছে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহে যার উল্লেখ আছে কিন্তু তবুও অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেনি। বস্তুত বিশ্বাস করা না করার বিষয়টি কোন চমক প্রদর্শনের সাথে নয় বরং জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপকরণের বিষয়ে সূরায় সতর্ক করা হয়েছে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যেসব উপকরণ দেয়া হয়েছে সেসব বস্তুর প্রতি অত্যাধিক দৃষ্টি দিতে বারণ করা হয়েছে। উপাসনার মাধ্যমে ধৈর্য্যধারণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষকে (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে যেন তা মানুষের ভেতরে সত্য অনুধাবনে চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তা (তোয়া)- হা। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	আমি তোমার প্রতি এ কোরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে তুমি বিপদাপন্ন হও, [২-৮]
৩	বরং এটি একটি সতর্কবার্তা তাদের জন্য যারা ভয় করে।
৪	এটি তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ যিনি ভূ-মণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।
৫	তিনি পরম দয়াময়, এক; যিনি আসনে সমাসীন।
৬	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে এবং সিক্ত ভূ-গর্ভে যা আছে তা তাঁরই।
৭	যদি তুমি উচ্চকন্ঠে কথা বল, তথাপি তিনি গোপন ভাবনা এমনকি তার

	চেয়েও গুপ্ত বিষয় জানেন।
৮	আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। সবচাইতে সুন্দর নামসমুহ তাঁরই।
৯	তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? [৯-১৩] [আয়াত ৯-৯৮, ফেরাউন মূসা (আঃ) এর সঙ্গে যেমন আচরণ করেছিল বর্তমানে কুরাইশরাও মহানবীর সাথে তেমন আচরণ করছে। তাই সে ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
১০	যখন সে আগুন দেখতে পেল তখন পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনের কাছে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। [বাইবেল অনুসারে মোসেস বা মূসা (আঃ) যখন বড় হল তখন একদিন দেখতে পেল এক মিশরীয় তার এক হিব্রু ভাইকে বেদম প্রহার করছে। সে সহ্য করতে পরল না। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। যখন দেখল আশেপাশে কেউ নেই তখন সে তাকে আঘাত করতেই সে মারা গেল (দ্রষ্টব্য ২৮:১৫)। এ ঘটনার পর মোসেস মাদাইয়ান বা মিডিয়ান চলে যায়। সেখানে যাজক জেথরো'র মেয়ে জিপ্পোরাহ-কে বিবাহ করে এবং আশ্রয়ে থাকে। অনেক বছর পর মিডিয়ান ছেড়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফেরার সময় পথিমধ্যে এ ঘটনা ঘটে।]
১১	যখন আগুনের কাছে পৌঁছাল তখন আওয়াজ ভেসে এল- 'হে মূসা!
১২	আমিই তোমার পালনকর্তা! অতএব তুমি তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।
১৩	(হে মূসা) আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনযোগ দিয়ে শোন।
১৪	নিশ্চয়ই! আমি, কেবল আমিই আল্লাহ; আমি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরনার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর। [১৪-১৬]
১৫	শেষ দিবস নিশ্চিতভাবেই আসছে। কিন্তু আমি এটি গোপন রাখব যেন প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে।
১৬	সুতরাং যে তা বিশ্বাস করে না অথচ নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে বিশ্বাস করা থেকে নিবৃত করতে না পারে; ফলশ্রুতিতে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

১৭	হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' [১৭-২৩]
১৮	সে বলল, 'এটি আমার লাঠি; আমি এর ওপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষ পালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।'
১৯	আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর।'
২০	সে তা নিক্ষেপ করল; অমনি ওটা সরীসৃপ হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল।
২১	আল্লাহ বললেন, 'তুমি তাকে ধর এবং ভয় কর না; আমি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব,
২২	এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ এবং সেটি বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল শুভ্র হয়ে; অপর এক নিদর্শনস্বরূপ।
২৩	এটি এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু দেখাব।
২৪	(আল্লাহ বললেন) ফেরাউনের কাছে যাও; সে সীমালংঘন করেছে।' [২৪-৩৬]
২৫	মূসা বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও
২৬	এবং আমার কাজ সহজ করে দাও,
২৭	আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও,
২৮	যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে
২৯	এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজনকে সাহায্যকারী করে দাও;
৩০	আমার ভাই হারুনকে।
৩১	তার মাধ্যমে আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দাও
৩২	এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করে দাও,
৩৩	যেন আমরা বেশী করে তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি
৩৪	এবং বেশী পরিমাণে তোমাকে স্মরণ করতে পারি;
৩৫	তুমি তো সম্যক দ্রষ্টা।'
৩৬	আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তোমাকে তা দেয়া হল। [মূসা (আঃ) এর জেষ্ঠ ভ্রাতা হারুন; বাইবেলে যাকে অ্যারন বলা হয়েছে। মূসা (আঃ) এর কথা বলায় জড়তা ছিল। তাই হারুনকে তার সহযোগী করে দেয়া হয়। যে মূসার পক্ষ হয়ে সকলের সাথে কথা বলত।]

৩৭	আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম, [৩৭-৪১]
৩৮	যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম' যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে
৩৯	যে, 'তুমি (মূসাকে) একটি পাত্রে রেখে তা নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফেরাউন) উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যেন তুমি আমার তত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।' [ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে ইউসুফ মিশরে প্রতিষ্ঠা পায়। অতঃপর ইসরাইলিরা সকলে কানান বা ফিলিস্তিন ভূমি ছেড়ে মিশরে চলে আসে। মিশরে বসবাস করতে থাকে। সূরা ইউসুফে যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ইউসুফের তিরোধানেরও অনেক পরে ইসরাইলিরা মিশরে তৎকালীন ফেরাউনের দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকে। ইসরাইলিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় মিশরীয়দের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়। ফেরাউন তাই ইসরাইলের শিশুপুত্রদেরকে হত্যার আদেশ দেয়। তাই তার মাতা শিশুপুত্র মূসাকে রক্ষা করার জন্য একটি পাত্রে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তার ভগিনী দূর থেকে পাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। এখানে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।]
৪০	যখন তোমার ভগিনী এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে।[১] অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুঃখবোধ না করে। (অতঃপর) তুমি এক ব্যাক্তিকে হত্যা করেছিলে (দ্রষ্টব্য ২৮:১৫)[২], আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকেও মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। (এমনকি) তুমি কয়েক বছর মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে;[৩] হে মূসা! এখন তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। [১][ফেরাউনের স্ত্রী নদীতে স্নান করার সময় ফুটফুটে শিশুটিকে পাত্রে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায়। সে তাকে তুলে আনে। শিশুটির প্রতি তার দয়া হয়। সে তাকে লালন-পালন করার ইচ্ছে ফেরাউনকে জানায়। শিশুটির ভগিনী ফেরাউনের স্ত্রীর পরিচারিকা। সে রাণীর পক্ষ হয়ে শিশুটির তত্বাবধানের জন্য একজনের সুপারিশ করে। অতঃপর শিশুটির মাতা তার সন্তানকে ফিরে পায়। শিশুটি (মূসা) তার নিজের মাতা ও তার শত্রুর ঘরেই লালিত-পালিত হতে থাকে।] [২][বাইবেল অনুসারে, মোসেস বা মূসা (আঃ) যখন বড় হল তখন একদিন দেখতে পেল এক মিশরীয় তার এক হিব্রু ভাইকে বেদম প্রহার করছে। সে সহ্য

	করতে পরল না। সুযোগের অপেক্ষায় রইল। যখন দেখল আশেপাশে কেউ নেই তখন সে তাকে আঘাত করতেই সে মারা গেল। এ ঘটনার পর মোসেস মাদাইয়ান বা মিডিয়ান চলে যায়। সেখানে যাজক জেথরো'র মেয়ে জিপ্পোরাহ-কে বিবাহ করে এবং আশ্রয়ে থাকে।] [৩][ইব্রাহীম (আঃ) এর এক পুত্র মাদাইয়ানের নামানুসারে এ নামকরণ হয়েছে। মাদাইয়ানকে বাইবেলে মিডিয়ান বলা হয়েছে। মিডিয়ানের অধিবাসীরা 'মিডিয়ানাইটস' নামে পরিচিত।]
৪১	এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি।
৪২	তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কর না। [৪২-৪৮] [৪২-৯৮]
৪৩	তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে উদ্ধত হয়েছে।
৪৪	তোমরা তাকে নম্র কথা বল; হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।'
৪৫	তারা বলল, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে সে আমাদের প্রতি অত্যাচার করবে কিংবা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।'
৪৬	আল্লাহ বললেন, 'তোমরা ভয় কর না আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি সব শুনি ও দেখি।
৪৭	অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল; অতএব আমাদের সাথে ইসরাইলের সন্তানদের (মিশর ছেড়ে কানানে/ফিলিস্তিনে) ফিরে যেতে দাও এবং তাদেরকে অত্যাচার কর না। আমরা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই! যে সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি।
৪৮	আমরা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, যে ব্যাক্তি মিথ্যে আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তার ওপর শাস্তি পতিত হবে।'
৪৯	(ফেরাউন) বলল, 'হে মূসা, তবে কে তোমাদের দু'জনের পালনকর্তা?' [৪৯-৫৫]
৫০	সে (মূসা) বলল, 'আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেন, অতঃপর সেটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।'
৫১	(ফেরাউন) বলল, 'যেসব মানুষ অতীত হয়ে গেছে (তবে) তাদের

	অবস্থা কি?’
৫২	সে (মূসা) বলল, ‘তাদের সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে লিপিবদ্ধ (সংরক্ষিত) আছে। আমার পালনকর্তা না কখনও ভূল করেন, না কোন কিছু বিস্মৃত হন।’
৫৩	তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যাস্বরূপ এবং তাতে চলার পথ রেখেছেন; আকাশ থেকে বর্ষন করেছেন পানি, অতঃপর তা থেকে আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি
৫৪	এই বলে যে, ‘তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদেরও চরাও।’ নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীল ব্যাক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।
৫৫	(আল্লাহ বলেন) ‘এখান থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, অতঃপর এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং দ্বিতীয়বার আমি এখান থেকেই তোমাদেরকে উত্থিত করব।’
৫৬	আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সে অস্বীকার এবং অমান্য করেছে। [৫৬-৬৪]
৫৭	সে (ফেরাউন) বলল, ‘হে মূসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য আগমন করেছ?
৫৮	অতএব আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুত দিবস নির্ধারণ কর যা আমরাও ভঙ্গ করব না এবং তুমিও ভঙ্গ করবে না; (উভয়ের) সুবিধাজনক কোন স্থানে।’
৫৯	মূসা বলল, ‘(তাহলে) তোমাদের প্রতিশ্রুত দিবসটি হবে একটি উৎসবের দিন এবং লোকজন পূর্বাহ্নে সমবেত হবে।’
৬০	অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সকল কলাকৌশল একত্রিত করে উপস্থিত হল।
৬১	মূসা বলল, ‘দূর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ কর না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যে উদ্ভাবন করে সে (চিরকালই) বিফল মনোরথ হয়েছে।’
৬২	অতঃপর তারা তাদের কাজের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক এবং গোপনে পরামর্শ করল।
৬৩	তারা বলল, ‘এই দু’জন নিশ্চিতই যাদুকর; তারা তাদের যাদু দ্বারা

	তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যাবস্থা রহিত করতে চায়।
৬৪	অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে সেই হবে সফলকাম।’
৬৫	তারা বলল, ‘হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি (যাদু প্রদর্শনের জন্য যা নিক্ষেপ করতে হয়)।’ [৬৫-৭০]
৬৬	মূসা বলল, ‘তোমরাই নিক্ষেপ কর।’ তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হল যেন তাদের রশিগুলি ও লাঠিগুলি ছুটোছুটি করছে।
৬৭	মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করল।
৬৮	আমি বললাম, ‘ভয় কর না, তুমিই বিজয়ী হবে।
৬৯	তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। যা কিছু তারা নিক্ষেপ করেছে এটি তা গ্রাস করে নেবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক সফল হবে না।’
৭০	অতঃপর যাদুকরেরা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, ‘আমরা হারুন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।’
৭১	ফেরাউন বলল, ‘কি! আমার অনুমতি দানের পূর্বেই (বিশ্বাস স্থাপন করলে)? (এখন তো) দেখছি সেই তোমাদের প্রধান; সেই তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী।’ [৭১-৭৬]
৭২	যাদুকরেরা বলল, ‘আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না এবং তার ওপরও (নয়) যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি যা ইচ্ছে কর। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে।
৭৩	আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যেন তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।’
৭৪	নিশ্চয়ই! যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে তার জন্য রয়েছে নরক। যেখানে সে না মরবে না বেঁচে থাকবে।

৭৫	কিন্তু যে তাঁর কাছে আসে বিশ্বাসী হয়ে ভাল কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা/স্থান।
৭৬	এমন পুষ্পোদ্যান যার তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটি তাদেরই পুরস্কার যারা নিজেদের বিকশিত করে।
৭৭	আমি মূসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলার আশঙ্কা কর না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় কর না। [৭৭-৭৯] [আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন প্রদর্শনের পরেও ফেরাউন ইসরাইলিদেরকে মিশর থেকে বের হতে দিতে চায়নি। সে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল। ফলে মূসা (আঃ) ইসরাইলিদেরকে নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে মিশর ছাড়ে। এটিই ‘মহাপ্রস্থান’ নামে তাদের ইতিহাসে বা তাওরাতে/বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ২:৫০]
৭৮	অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। [ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়ে লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার সময় ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সাগরে নিমজ্জিত হয়। দ্রষ্টব্য ২:৫০]
৭৯	ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি।
৮০	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি এবং পবিত্র (তুর) পর্বত পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের জন্য (খাদ্য হিসেবে) ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ প্রেরণ করেছি (আসমান থেকে) [৮০-৮২]
৮১	এই বলে যে, আমার দেয়া ভাল বস্তুসমূহ আহার কর; কিন্তু সীমালংঘন কর না, কেননা তাতে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধবংস হয়ে যায়। [ইসরাইল জাতি মিশর পরিত্যাগ করে যখন সিনাই মরুতে অবস্থান করছিল, তখন তারা খাবার প্রার্থনা করলে আল্লাহ আসমান থেকে খাবার প্রেরণ করেন। সকালের শিশির শুকিয়ে গেলে ছোট ছোট দানার মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ‘মান্না’ রুটি জাতীয় খাবার। দেখতে অনেকটা ধনিয়ার মত। স্বাদ অনেকটা মধু মিশ্রিত বিস্কুটের মত। সালওয়া/কুইলস মাংশ জাতীয় খাবার। কানান আসার

	পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইল জাতি চল্লিশ বছর খাবার হিসেবে মান্না ও সালওয়া খেয়েছে। দ্রষ্টব্য ২:৫৭]
৮২	নিশ্চয়ই! আমি ক্ষমাশীল তার প্রতি যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে- অতঃপর সঠিক পথে চলে।
৮৩	(আল্লাহ বললেন) হে মূসা, ‘তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন?’ [৮৩-৮৪] [মোসেস চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গডের সঙ্গে পর্বত চূড়ায় নিভৃতে অবস্থান করে। প্রথমবার ফিরে এসে ফলক ভেঙ্গে ফেলার পর দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার সময় সঙ্গীদের পেছনে রেখে তিনি দ্রুত পৌঁছে যান। সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ৭:১৫০-১৫৫]
৮৪	সে বলল, ‘এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা! আমি দ্রুত তোমার কাছে এলাম (এই ভেবে) যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।’
৮৫	(হে মূসা) তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। [৮৫-৮৮] [যে ঘটনার বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে তা হল, মিশর থেকে বের হয়ে এসে ইসরাইল জাতি যখন সিনাই এর মরুতে অবস্থান করছিল গড সে সময় সিনাই পর্বতে নেমে আসেন। মোসেস চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গডের সঙ্গে অবস্থান করে। এ সময় হারুন বা অ্যারন তাদের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। মোসেসের ফিরে আসার দেরি দেখে ইসরাইলিরা অ্যারনের কাছে এসে তাদের জন্য গড তৈরী করে দেয়ার দাবী করে, যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাবে। তাদের দাবীর মুখে অ্যারন স্বর্ণের তৈরী গো-বৎসের একটি মূর্তী তৈরী করে দিয়ে বলে- এটিই তোমাদের গড। তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। মোসেস ফিরে এসে তাদের এসব কাণ্ড দেখে ক্ষিপ্ত হয়। এখানে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ঘটনার জন্য সামেরীকে দায়ী করা হয়।]
৮৬	অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ে ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ মনে হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে?’
৮৭	তারা বলল, ‘আমরা তোমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; আমাদের ওপর সমগ্র সম্প্রদায়ের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া

	হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে (এবং এমন প্রস্তাবনা করেছে)।
৮৮	অতঃপর সে তাদের জন্য একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করে যা মৃদু শব্দও করত।' তারা বলল, 'এটি তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।'
৮৯	তারা কি দেখে না যে এটি তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না? [৮৯-৯১]
৯০	হারুন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।'
৯১	তারা বলল, 'মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূঁজা করা থেকে বিরত হব না।'
৯২	মূসা বলল, 'হে হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত করল- [৯২-৯৭]
৯৩	আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ?'
৯৪	সে বলল, 'হে আমার জননী-তনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে টেনো না; আমি আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে বনী-ইসরাইলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখনি।'
৯৫	মূসা বলল, 'হে সামেরী, তোমার বিষয় কি?'
৯৬	সে বলল, 'আমি দেখলাম যা অন্যরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যাক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিলাম এবং তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এ মন্ত্রণাই দিল।'
৯৭	মূসা বলল, 'দূর হও; তোমার জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে তুমি বলবে 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি থাকল যার ব্যাতিক্রম হবে না। অতঃপর তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতিই নিবিষ্ট থাক যার পূঁজায় তুমি মত্ত ছিলে। আমরা সেটি জ্বালিয়ে দেব এবং এর ছাই সাগরে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসিয়ে দেব।'
৯৮	(জেনে রেখ) তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহ তিনি ব্যাতিত কোন

	উপাস্য নেই। তিনি সকল বিষয় তাঁর জ্ঞানের দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। [৯৮-১০১] [৯৮-১১২]
৯৯	পূর্বে যা ঘটেছে, আমি সে সংবাদ তোমার কাছে বিবৃত করি (হে মোহাম্মদ)। আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে প্রদান করেছি বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য।
১০০	যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (শিক্ষা গ্রহণ করবে না) সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে।
১০১	তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য মন্দ হবে।
১০২	যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন অপরাধীদের সমবেত করব। [১০২-১০৪]
১০৩	তারা নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে, 'তোমরা এখানে অবস্থান করেছ খুব বেশী হলে দশ দিন।'
১০৪	তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি ভালভাবেই অবগত। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, 'তোমরা খুব বেশী হলে একদিন অবস্থান করেছ।'
১০৫	তারা তোমাকে শেষ দিবসে পর্বত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল: আমার পালনকর্তা পর্বতসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত ধূলোয় পরিণত করে দেবেন [১০৫-১০৭] [দ্রষ্টব্য ১৮:৪৭]
১০৬	এবং পৃথিবীকে শূন্য সমতলভূমিতে পরিণত করবেন।
১০৭	অতঃপর সেখানে তুমি কোনরূপ বক্রতা না কোন বন্ধুরতা দেখতে পাবে।
১০৮	সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে যার কথার এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময়ের কারণে উচ্চারিত শব্দ (সেদিন) ক্ষীন হয়ে আসবে এবং তুমি মৃদু গুঞ্জন ব্যাতিত কিছুই শুনতে পাবে না। [১০৮-১১২]
১০৯	সেদিন কোন সুপারিশ কাজে আসবে না, কেবলমাত্র সে ব্যাতিত যাকে দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি গ্রহণ করবেন।
১১০	তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা কিছু তাদের পশ্চাতে আছে; অথচ তারা তাদের জ্ঞানের পরিসীমায় তা আনতে সক্ষম নয়।

১১১	সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল (সেদিন) অবনমিত হবে এবং যে ভূল কর্মের বোঝা বহন করবে সেদিন সে অবশ্যই ব্যার্থ হবে।
১১২	যে কিছু ভাল কাজ করবে একজন বিশ্বাসী হয়ে, সে না তার প্রতি কোনরূপ অন্যায়ের আশংকা করবে না কোনরূপ ক্ষতির।
১১৩	এমনিভাবে আমি এটিকে (কোরআনকে) আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এবং এতে নিশ্চিতভাবে সতর্কবাণী ব্যাক্ত করেছি যেন তারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে; কিংবা তাদের ভেতরে চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। [১১৩-১১৪]
১১৪	সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ মহান! (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতি আল্লাহর বাণী পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তুমি কোরআন গ্রহণের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করো না এবং বল: হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। [কোরআনের বাণী অবতরণকালে মনে রাখতে পারবেন না মনে করে মহানবী (সাঃ) অতি দ্রুত আবৃত্তি/পাঠ করার চেষ্টা করতেন। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
১১৫	আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। [১১৫-১২৩] [১১৫-১২৭] [দ্রষ্টব্য আদম ২:৩০] [শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য ঘটনাটি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।]
১১৬	যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর,' ইবলীস ব্যাতিত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল।
১১৭	আমি বললাম, 'হে আদম! এ (শয়তান) তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সে যেন তোমাদেরকে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বিতাড়িত করতে না পারে। তোমরা কষ্টে পতিত হবে।
১১৮	তোমাকে এই দেয়া হল যে, স্বর্গীয় উদ্যানে তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না
১১৯	এবং পিপাসার্তও হবে না ও রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।'
১২০	অতঃপর শয়তান তাকে কু-মন্ত্রনা দিয়ে বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?'
১২১	অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল এবং তাদের সামনে

	তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষ-লতা-পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল; ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।
১২২	এরপরও তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন; তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন।
১২৩	বললেন, 'তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে পথ-নির্দেশনা আসে, তবে যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।
১২৪	(কিন্তু) যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ করা হবে এবং পুনরুত্থান দিবসে আমি তাকে অন্ধরূপে সমাবেশে নিয়ে আসব।' [১২৪-১২৭]
১২৫	সে বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম।'
১২৬	তিনি বলবেন, 'এমনই হবে। আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি সেগুলি ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজকের দিনে তোমাকেও ভুলে গিয়েছি।'
১২৭	যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং তার পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস রাখে না, এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব এবং নিশ্চয়ই! পরকালের শাস্তি হবে অধিক কঠোর ও অধিক স্থায়ী।
১২৮	এটি কি তাদের জন্য একটি পথ প্রদর্শন নয় যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধবংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীল ব্যাক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। [১২৮-১৩২]
১২৯	কিন্তু তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে পৃথিবীতে বিচার দিবস অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।
১৩০	অতএব তারা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ) এবং তোমার পালনকর্তার মহিমা বর্ণনা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং মহিমা বর্ণনা কর রাত্রির কিছু অংশ ও দিবসের দুই প্রান্তভাগে, সম্ভবতঃ তাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।
১৩১	পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যেসব উপকরণ আমি

	দিয়েছি সেসব বস্তুর প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর না। এর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। তোমার পালনকর্তার দেয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট এবং অধিক স্থায়ী।
১৩২	নিজের লোকদের প্রতি উপাসনার নির্দেশ দাও এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাক। আমি তোমাদের কাছে জীবনোপকরণ চাই না, বরং আমিই তোমাদের জন্য তা প্রদান করি এবং অগ্রগতি/শুভ পরিণাম তাদের জন্য যারা সঠিক পথ অবলম্বনকারী।
১৩৩	তারা বলে, 'সে (মোহাম্মদ) যদি পালনকর্তার নিকট থেকে আমাদের জন্য কোন নিশ্চিত/অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে আসত!' তাদের কাছে কি তেমন প্রমাণ আসেনি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যার উল্লেখ আছে? [১৩৩-১৩৫]
১৩৪	এবং যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে নিশ্চিতভাবেই তারা এটিও বলত যে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আপনি আমাদের কাছে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করতেন, তাহলে আমরা আপনার অবতীর্ণ বাণী অনুসরণ করতাম এমনিভাবে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার পূর্বেই।'
১৩৫	বল: প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে; সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা কর! তোমরা জানতে পারবে কে সাম্যের পথের ধারক এবং কে সঠিক পথে আছে।

২১. সূরা আল-আম্বীয়া, আয়াত সংখ্যা-১১২, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Prophets'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'বার্তাবাহকগণ'। সূরায় বিভিন্ন নবীদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা অভিযোগ করে বলে যে, মানুষ বার্তাবাহক হতে পারে না। সূরায় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সকল নবীগণই মানুষ ছিলেন, তারা খাদ্য-খাবার খেয়েছে, হাটে-বাজারে চলাফেরা করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোন অংশীদারীত্ব ছিল না। যারা আগত বার্তা অস্বীকার করেছে এবং অন্যায়-অত্যাচার করেছে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

এ জগত ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে কৃতকর্মসহ।

মানুষকে তার কর্ম ও আচরণের কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। অতএব মানুষের অন্যতম কাজ হচ্ছে সত্যকে সমুন্নত রাখা। কোরআনের

বাণীসমুহ যে সত্য প্রকাশ করে মহান আল্লাহ তাঁর নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষকে সেটি অনুধাবনে সহায়তা করবেন। তবে তার জন্য ধৈর্য্যধারণ করতে হবে।

আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর সঙ্গে কোনরূপ অংশীদারীত্ব আরোপ না করার কথা বলা হয়েছে সূরায়। যদি আল্লাহ ভিন্ন আরও কোন উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত। মানুষকে বিষয়গুলি অনুধাবন করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। যারা আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে এবং মনে করে যে, এসব অংশীদারেরা আল্লাহর কাছে তাদের হয়ে সুপারিশকারী হবে তাদের সে ধারণা ভূল। আল্লাহ নিজেই বলেন যে, তারা কোন সুপারিশ করতে পারে না তাদের জন্য ব্যাতিত যাদের তিনি গ্রহণ করেন।

সকল মানুষের ধর্ম এক। অতএব মানুষকেই সেটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। তাদেরকে এ বিষয়েও জবাবদিহি হতে হবে। তবে যারা ভাল কাজ করবে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না।

অবিশ্বাসীরা জানতে চায় যে, কখন সেই প্রতিশ্রুত (পুনরুত্থান/বিচার) দিবস আসবে? আল্লাহ বলেন, সেই সত্য প্রতিশ্রুত সময় সন্নিকটবর্তী। আল্লাহ ছাড়া কেউই এ বিষয়ে জানে না।

সূরায় ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও সৃষ্টি, আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিষয়েও বলা হয়েছে। পরিশেষে জটিল জগতের সকল দ্বন্দ্ব নিরসনে এভাবেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে যে- 'হে আল্লাহ! তুমি সত্য দ্বারা সকল দ্বন্দ্ব মিমাংসা করে দাও।'

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	মানুষের জন্য তাদের হিসেবের সময় আসন্ন; অথচ তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে উদাসীনতার সঙ্গে। [১-৪]
২	কখনই তাদের কাছে কোন নতুন সতর্কবাণী আসেনি যা তারা খেলার ছলে ব্যাতিত শ্রবন করেছে।

৩	তাদের অন্তর পূর্ব থেকেই অন্ধ ধারণায় পূর্ণ এবং তারা গোপনে পরামর্শ করে; ভূল পথ অবলম্বনকারীরা বলে, 'এই কি সেই মরণশীল যে তোমাদের থেকে ভিন্ন? তাকে দেখে-শুনেও কি তোমরা তার যাদুর কবলে পরবে?'
৪	সে (রাসূল) বলে, 'আমার পালনকর্তা জানেন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা আলোচিত হয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'
৫	তারা আরও বলে, 'এসব তো অলীক স্বপ্ন; সে বরং এসব উদ্ভাবন করেছে; না হয় সে একজন কবি। তাকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনতে বল যেমনিভাবে নিদর্শন সহ আগমন করেছিল পূর্ববর্তীগণ।' [৫-৬] [দ্রষ্টব্য ২৬:২২৪]
৬	তাদের পূর্বের একটি জনপদও নেই যাদেরকে আমি ধ্বংস করার পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে (তাদের প্রতিও আমি সতর্ক বার্তাসহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম)। তবে কি (তুমি মনে কর যে) তারা এখন বিশ্বাস স্থাপন করবে?
৭	তোমার পূর্বেও আমি মানুষ ব্যাতিত কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করিনি যাদেরকে আমি অনুপ্রাণীত করেছি। যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে পূর্ববর্তী সতর্ক বার্তাসমুহের যারা অনুসারী তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। [৭-১০]
৮	আমি তাদের কখনই এমন দেহ প্রদান করিনি যে তারা খাদ্য খাবার খায়নি কিংবা চিরজীবি ছিল।
৯	আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি সর্বদাই পূর্ণ করেছি। ফলে আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছে রক্ষা করেছি এবং ধ্বংস করেছি সীমা লঙ্ঘনকারীদের।
১০	এবার আমি তোমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য সতর্কবার্তা। তবুও কি তোমরা তা বোঝ না?
১১	আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল অন্যায়কারী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। [১১-১৫]
১২	যখনই তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল।
১৩	(তাদেরকে বলা হল) 'পলায়ন কর না, ফিরে এসো যেখানে তোমরা

	বিলাসীতায় মত্ত ছিলে এবং তোমাদের বাসগৃহে, কেননা তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে।'
১৪	তারা বলল, 'হায়! দূর্ভোগ আমাদের, আমরা অবশ্যই অন্যায়কারী/ অত্যাচারী ছিলাম।'
১৫	আমি তাদেরকে কর্তিত শস্যের ন্যায় নিঃশেষ করে না দেয়া পর্যন্ত তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে।
১৬	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। [১৬-১৮]
১৭	আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই করতাম যদি আমাকে করতে হত।
১৮	আমি সত্যকে মিথ্যের বিপক্ষে নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিশ্চয়ই! মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি যে অংশীদারীত্ব আরোপ কর তার জন্য তোমাদেরকে দূর্ভোগ পোহাতে হবে।
১৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারাই আছে তারা সবাই তাঁরই এবং যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁকে উপাসনা করতে অহংকার বোধ করে না, এমনকি পরিশ্রান্তও হয় না। [১৯-২০]
২০	তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে; তারা ক্লান্ত হয় না।
২১	তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবে? [২১-২৩]
২২	যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত তবে অবশ্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত। অতএব তারা যা আরোপ করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।
২৩	তিনি যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা (মানুষ/অন্যায়কারীরা/অবিশ্বাসীরা) জিজ্ঞাসিত হবে।
২৪	তারা কি আল্লাহ ব্যাতিত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর। এটিই আমার পরামর্শ তাদের প্রতি যারা আমার সঙ্গে আছে এবং এটিই পরামর্শ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যটি জানে না; তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। [২৪-২৫]

২৫	তোমার পূর্বে আমি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করিনি যাকে আমি এই বলে অনুপ্রাণীত করিনি যে বল, 'আমি (আল্লাহ) ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই, অতএব আমারই উপাসনা কর।'
২৬	এবং তারা বলে, 'দয়াময় নিজে সন্তান গ্রহণ করেছেন।' না, তিনি পবিত্র! বরং তারা যাদেরকে তাঁর পুত্র বলে সম্বোধন করে তারা তো তাঁরই সম্মানিত বান্দা। [২৬-২৯]
২৭	তারা কোন কথা বলে না যতক্ষণ না তিনি তা বলেন এবং তারা তাঁর নির্দেশেই কাজ করে।
২৮	তিনি জানেন তাদের সম্মুখে কি আছে এবং তাদের পশ্চাতে কি আছে এবং তারা কোন সুপারিশ করতে পারে না তাদের জন্য ব্যাতিত যাদের তিনি গ্রহণ করেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।
২৯	তাদের মধ্যে যে বলে, 'নিশ্চয়ই! তিনি ব্যাতিত আমিই উপাস্য' তাকে আমি নরকের মাধ্যমে প্রতিফল দেব। এভাবেই আমি ভূল-পথগামীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।
৩০	যারা অবিশ্বাস করে তারা কি জানে না যে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল (পৃথিবী) একত্রিত ছিল; অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করেছি এবং আমি প্রত্যেকটি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি পানি থেকে? তারপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? [৩০-৩৩]
৩১	এবং আমি পৃথিবীতে স্থাপন করেছি সুসংহত পর্বত যেন এটি তাদের নিয়ে কম্পন সৃষ্টি না করে এবং পথ হিসেবে তাতে রেখেছি অলিগলি যেন তারা পথ খুঁজে পায়।
৩২	আমি আকাশকে করেছি ছাদস্বরূপ যা তাদের থেকে উত্থিত। তথাপি তারা নিদর্শনাবলীসমুহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৩৩	তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র। তারা প্রত্যেকেই ভাসমান নিজ নিজ পথে।
৩৪	কোন মরণশীলের মাঝেই আমি তোমার পূর্বে চিরঞ্জীবিতা দান করিনি (হে মোহাম্মদ)। কি! যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তবে কি তারা চিরঞ্জীবি হবে? [৩৪-৩৫]
৩৫	প্রত্যেককে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করি এবং আমার কাছেই তোমরা ফিরে

	আসবে।
৩৬	অবিশ্বাসীরা তোমাকে দেখে এই বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, 'এই কি সেই ব্যাক্তি যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে?' এবং তারা দয়াময় সম্পর্কিত সকল উল্লেখকে অস্বীকার করে। [৩৬-৪১]
৩৭	সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।
৩৮	এবং তারা বলে, 'কখন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে বল যদি তুমি সত্যবাদী হও?'
৩৯	যারা অবিশ্বাস করে তারা যদি সেই সময়টি জানত, তবুও তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না এবং তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না!
৪০	এটি তাদের ওপর নেমে আসবে অগোচরে; হতবুদ্ধি করে দেবে এবং তারা এটিকে না রোধ করতে সক্ষম হবে, না তাদেরকে কোনরূপ অবকাশ দেয়া হবে।
৪১	বার্তাবাহকগণ তোমার পূর্বেও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে। কিন্তু যা দ্বারা তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে পরিশেষে তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে।
৪২	বল: কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়াময়ের শাস্তি থেকে রক্ষা করে? তবুও তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [৪২-৪৭]
৪৩	তাদের কি এমন কোন উপাস্য আছে যারা আমার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার হাত থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।
৪৪	বস্তুত আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ- পুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম; উপরন্তু তাদের আয়ুষ্কালও ছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি! এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)?
৪৫	বল (হে মোহাম্মদ, মানব সম্প্রদায়ের প্রতি), 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি কেবলমাত্র অনুপ্রাণীত হয়ে।' কিন্তু বধির ডাক শোনে না (এমনকি) যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়।
৪৬	যদি তোমার পালনকর্তার শাস্তির একটি নিঃশ্বাসও তাদেরকে স্পর্শ করত

	তবে তারা অবশ্যই বলত, 'হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! আমরা ছিলাম ভূল কর্ম সম্পাদনকারী।'
৪৭	পুনরুত্থান দিবসে আমি ন্যায়বিচারের একটি যথাযথ মানদণ্ড স্থাপন করব, যেন কারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ অন্যায় না হয়। যদি এটি একটি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের সমানও হয় আমি তা উপস্থিত করব। হিসেব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।
৪৮	এবং অবশ্যই আমি মূসা ও হারুণকে দিয়েছিলাম ভাল ও মন্দের পার্থক্যকরণের নির্ণায়ক এবং আলোর পথের দিশা এবং এক সতর্কীকরণ বার্তা- তাদের জন্য যারা মন্দ (কর্ম/পথ) থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে, [৪৮-৫০] [৪৮-৯১] [সকল নবী রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনরূপ অংশীদারীত্ব ছিল না। সকলকেই কষ্ট দুর্দশার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং সকলেই একই পথ প্রদর্শন করে গেছেন সে বিষয়সমুহ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।]
৪৯	এবং যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কেয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত।
৫০	এটি একটি কল্যাণময় উপদেশ যা আমি অবতীর্ণ করেছি; তোমরা কি একে অস্বীকার কর?
৫১	ইতিপূর্বে আমি ইব্রাহীমকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। [৫১-৭৩] [কুরাইশ বা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিজের গোত্রের লোকেরা ইব্রাহীম (আঃ) এরই উত্তর পুরুষ এবং তারা এ সম্পর্কের কারণে গর্বও বোধ করত। যে কা'বা গৃহের তারা রক্ষক এবং এটিকে ঘিরে তাদের জীবন পরিচালিত সেটিও ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইব্রাহীমের আদর্শ থেকেই তারা বিচ্যুত। তারা এখন মূর্তী পূঁজা করে। এখানে তাদেরকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৫২	যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূঁজায় তোমরা রত আছ?'
৫৩	তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে দেখেছি এদের পূঁজা করতে।'
৫৪	সে বলল, 'তোমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছ এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষেরাও (তাই ছিল)।'

৫৫	তারা বলল, ‘তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ?’
৫৬	সে বলল, ‘না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের পালনকর্তা; যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা।
৫৭	শপথ আল্লাহর! যখন তোমরা ফিরে চলে যাবে তখন আমি অবশ্যই মূর্তিগুলির বিষয়ে ব্যাবস্থা নেব।’
৫৮	অতঃপর সে সেগুলিকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিল, কেবল প্রধান (মূর্তী)-টিকে রেখে দিল যেন সকলে তার কাছে ফিরে আসে।
৫৯	তারা বলল, ‘আমাদের উপাস্যদের সাথে কে এরূপ ব্যাবহার করেছে? সে তো নিশ্চয়ই! কোন অন্যায়কারী।’
৬০	কিছু লোক বলল, ‘আমরা এক যুবককে মূর্তিগুলি সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়।’
৬১	তারা বলল, ‘তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর যেন সবাই (তাকে) প্রত্যক্ষ করে।’
৬২	তারা বলল, ‘হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যাবহার করেছ?’
৬৩	সে বলল, ‘বরং এই প্রধান (মূর্তীটি)-ই একাজ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর যদি সে কথা বলতে পারে।’
৬৪	তখন তারা মনে মনে ভেবে দেখল এবং বলল, ‘হে লোক সকল! তোমরা নিজেরাই তো অন্যায়কারী।’
৬৫	তারা সম্পূর্ণরূপে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল এবং বলল, ‘তুমি তো জানই যে এরা কথা বলে না।’
৬৬	সে বলল, ‘তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?
৬৭	ধিক! তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকে। তোমরা কি বোঝ না?’
৬৮	অতঃপর তারা বলল, ‘একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।’

৬৯	আমি বললাম, 'হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও (কুলনা ইয়া না রুকুনি বারদাও ওয়া সালামুন আলা ইব্রাহীম)।'
৭০	তারা তার ক্ষতি করতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।
৭১	আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছি (সিরিয়া ও ফিলিস্তিন, যেখানের ভূমি উর্বর এবং এ অঞ্চলে অনেক পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে)। [ইব্রাহীম বা বাইবেল অনুসারে আব্রাহামের পিতা দক্ষিন মেসোপটেমিয়া বা ইরাকের অন্তর্গত 'উর' নামক স্থানে বসবাসরত ছিল। এটি ইউফ্রেটিস নদী তীরে অবস্থিত। আব্রাহামের দুই ভাই নাহোর ও হারান। লূত হারানের পুত্র। আব্রাহাম ও লূত উভয়ে উর ছেড়ে কানান দেশে বা ফিলিস্তিন ভূমিতে চলে আসে। লূত ইব্রাহীম (আঃ) এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিল]
৭২	এবং আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও পৌত্র হিসেবে ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যককেই আমি করেছিলাম সঠিক পথ অবলম্বনকারী। [আব্রাহমের সন্তান সংখ্যা আটজন। তবে ঈসমাইল এবং ইসহাক (বাইবেল অনুসারে আইজ্যাক) সমধিক পরিচিত। ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (বাইবেল অনুসারে জ্যাকব)। ইয়াকুবই হচ্ছে 'ইসরাইল'।]
৭৩	আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। আমি তাদের মাঝে প্রেরনা সৃষ্টি করেছিলাম ভাল কাজ করার, উপাসনার সঠিক পথ প্রতিষ্ঠার এবং দান (যাকাত প্রদান) করার। তারা কেবলমাত্র আমার উপাসনাকারী ছিল।
৭৪	এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে আমি ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা ঘৃণিত কাজে লিপ্ত ছিল। নিশ্চয়ই! তারা ছিল এক দুষ্ট ও মন্দ সম্প্রদায়। [৭৪-৭৫] [ইব্রাহীম (আঃ) কানানের হেবরনে এবং লূত জর্ডানের সোডমে বসবাসরত ছিল। দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
৭৫	আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই! সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।
৭৬	স্মরণ কর নূহকে; যখন সে প্রার্থনা করেছিল আমি তার প্রার্থনা শুনেছি এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি। [৭৬-৭৭]

৭৭	আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়ই! তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।
৭৮	স্মরণ কর দাউদ (বাইবেল অনুসারে ডেভিড) ও সোলায়মানকে (দাউদ এর পুত্র), যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিল। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। আমি তাদের বিচার ব্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। [৭৮-৮২] [শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার: এ বিষয়ে বাইবেল কিংবা অন্যত্র কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় না বলে জানা যায়] [দ্রষ্টব্য দাউদ- ৩৮:১৭] [দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮-৮২, ২৭:১৬-৪৪, ৩৪:১২-১৪, ৩৮:৩০-৪০]
৭৯	আমি সোলায়মানকে কোন ঘটনা অনুধাবন করার জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এ সবই ‘আমি’ করেছি।
৮০	আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করার শিক্ষা দিয়েছিলাম যেন তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না? [পৃথিবীতে লৌহযুগ (iron-age) শুরু হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ১২০০-১০০০ এর মধ্যে। যেটি ডেভিড বা দাউদ (আঃ) এর সময়কালকে নির্দেশ করে। ডেভিড যুদ্ধে লৌহকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাবহার করেছিল। দ্রষ্টব্য ৩৪:১০-১১, ৫৭:২৫]
৮১	এবং সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; তা তার আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। [এক মাসের সমুদ্র যাত্রায় বাতাস সোলায়মানের নৌ-বহরের অনুকূলে প্রবাহিত হত। তার সময়ে নৌ বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। তার নৌ-বহর লোহিত সাগর হয়ে ইয়েমেনে ও দক্ষিন-পূর্ব দিকের অন্যান্য ভূমিতে যেত এবং ভুমধ্যসাগর হয়ে পশ্চিমেও যেত। এসব জাহাজ তামা, লোহা নানাবিধ খনিজ পদার্থ নিয়ে আসত।] [দ্রষ্টব্য ৩৮:৩৬]
৮২	এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত (মুক্তা আহরণ করত) এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করে রাখতাম। [দ্রষ্টব্য ৩৮:৩৭]
৮৩	এবং স্মরণ কর আইয়্যুবের কথা (বাইবেল অনুসারে ‘জব’), যখন সে

	তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিল, 'আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।' [৮৩-৮৪] [দ্রষ্টব্য আইয়্যুব- ৩৮:৪১-৪৪]
৮৪	অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবরাবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম; আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাস্বরূপ। উপাসনাকারীদের জন্য এটি একটি উপদেশ।
৮৫	এবং উল্লেখ কর ইসমাঈল, ই'দ্রীস ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যয়ী ও ধৈর্যশীল। [৮৫-৮৬] [যুলকিফল কোন ব্যাক্তির নাম নয়। এর দ্বারা সৎকর্মপরায়ন কোন ব্যাক্তিকে বোঝান হয়েছে। তবে এখানে যার উল্লেখ করা হয়েছে তার পরিচয় নিশ্চিত নয়। অনেকে বাইবেলে উল্লেখিত 'এজেকিয়েল'কে মনে করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪ তে ৩০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। জেরুজালেম ধ্বংসের সময় নেবুচাডনেজার তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। দ্রষ্টব্য ইদ্রীস- ১৯:৫৬]
৮৬	আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। নিশ্চয়ই! তারা ছিল সঠিক পথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত।
৮৭	এবং যুন-নূন (অর্থাৎ মাছওয়ালা, ইউনুস নবীকে বোঝান হয়েছে) এর কথা স্মরণ কর- যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে তার ওপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্য থেকে (মাছের পেটের ভেতর থেকে) আমাকে আহবান করে বলল, 'তুমি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই; তুমিই মহিমাময়, আমিই অন্যায়কারী (লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জালেমীন)।' [৮৭-৮৮] [ইউনুস নবী বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর শাস্তি আগমন করবে, কিন্তু তিনি আল্লাহর নির্দেশ আগমনের পূর্বেই তার সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। মাছের পেটে অন্ধকারে অবস্থানকালে আল্লাহকে স্মরণ করেন। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য ইউনুস- ১০:৯৮]
৮৮	আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।
৮৯	এবং জাকারিয়া, যখন সে তার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নিঃসন্তান রেখ না। যদিও তুমিই সকল মালিকানার অধিকারী।' [৮৯-৯০] [দ্রষ্টব্য জাকারিয়া-৩:৩৮]

৯০	আমি তার প্রার্থনা শুনেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহহিয়া (জন দ্যা ব্যপ্টিষ্ট, যিনি ছিলেন সম্পর্কে জেসাস বা ঈসা নবীর ভাই) এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সকলেই ভাল কাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতা করত। তারা আমার কাছে প্রার্থনা করত আশা ও ভীতির সঙ্গে; তারা ছিল আমার অনুগত।
৯১	এবং (স্মরণ কর সেই নারীকে) যে ছিল সতী (মরিয়ম/মেরী), আমি তার মধ্যে আমার রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শনস্বরুপ। [দ্রষ্টব্য মরিয়ম- ১৯:১৬]
৯২	নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম একই জাতি (মানবজাতি)/একই ধর্ম (একই চলার পথ তথা সমর্পন/ইসলাম) এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা; অতএব আমার উপাসনা কর। [৯২-৯৪] [মানবজাতি একই জাতি এবং তাদের চলার সঠিক পথ বা ধর্মও এক, কিন্তু মানুষ নিজেরাই তাদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে।]
৯৩	কিন্তু তারা তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করেছে; অথচ প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।
৯৪	অতঃপর যে কিছু ভাল কাজ সম্পাদন করবে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না। নিশ্চয়ই! আমি সেটি লিপিবদ্ধ করে রাখি।
৯৫	এবং যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তারা ফিরে আসবে না। সেক্ষেত্রে একটি নিষেধ আছে। [৯৫-৯৭] [আল্লাহর শাস্তি একবার যাদেরকে গ্রাস করেছে, তাদের দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্য ফিরে আসার আর কোন সুযোগ নেই। তাদেরকে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে বিচারের মুখোমুখী করা হবে।]
৯৬	যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। [তাদেরকে যখন ছেড়ে দেয়া হবে, মনে হবে যেন তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পতিত হচ্ছে। এটি পুনরুত্থান দিবস আগমনের একটি নিদর্শন হবে।] [দ্রষ্টব্য ইয়াজুজ মাজুজ- ১৮:৯৪-৯৯]
৯৭	এবং সেই সত্য প্রতিশ্রুত সময় সন্নিকটবর্তী; অতঃপর অবিশ্বাসীদের দেখ তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে! তারা বলবে, 'হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! আমরা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলাম। আমরা আসলে ভূল কর্মে লিপ্ত ছিলাম।' [৯৭-১০৪]
৯৮	নিশ্চয়ই! তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর

	তা হবে নরকের ইন্ধন। তোমরা সেখানেই প্রবেশ করবে।
৯৯	এরা যদি উপাস্য হত তবে নরকে প্রবেশ করত না। অথচ প্রত্যেকে তাতেই বসবাস করবে।
১০০	তারা সেখানে আর্তনাদ করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।
১০১	নিশ্চয়ই! যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা নরক থেকে দূরে থাকবে।
১০২	তারা তার ক্ষীণতম শব্দটুকুও শুনবে না এবং তারা যখন সেখানে বসবাস করবে, তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী সব পাবে।
১০৩	মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, 'আজ তোমাদের দিন, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।'
১০৪	সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার একটি অবধারিত প্রতিশ্রুতি যা আমি পূর্ণ করবই।
১০৫	এবং অবশ্যই আমি সতর্কবার্তা প্রদানের পর গ্রন্থে (Psalms) লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন/সৎকর্মপরায়ন বান্দাগণই পৃথিবীর অধিকারী হবে। [১০৫-১০৬]
১০৬	নিশ্চয়ই! খোদাপ্রেমীদের জন্য এতে রয়েছে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু।
১০৭	আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) মানুষের জন্য এক অনুগ্রহস্বরূপ ব্যাতিত প্রেরণ করিনি। [১০৭-১১২]
১০৮	বল: আমার মধ্যে কেবল এ প্রেরণাই সৃষ্টি হয় যে, তোমাদের উপাস্য এক। তবে কি তোমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি নিজেদের সমর্পন করবে?
১০৯	অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল: আমি তোমাদের সকলকে একইভাবে সতর্ক করেছি; যদিও আমি জানি না যে, তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী।
১১০	তিনি জানেন, যা সশব্দে বলা হয় এবং যা তোমরা গোপন কর।
১১১	আমি জানি না, হতে পারে এটি (পার্থিব জীবন) তোমাদের জন্য একটি

	পরীক্ষা কিংবা ক্ষণকালের (জন্য) আনন্দ উপভোগ।
১১২	সে (রাসূল) বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি সত্য দ্বারা (সকল দ্বন্দ্ব) মিমাংসা করে দাও। আমাদের প্রতিপালক দয়াময়! তোমরা তাঁর সঙ্গে যা কিছু আরোপ কর সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

২২. সূরা আল-হজ্ব, আয়াত সংখ্যা-৭৮, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Pilgrimage'। বাংলায় যার অর্থ 'তীর্থযাত্রা'। এর মাধ্যমে এখানে মুসলমানদের হজ্বকে বোঝান হয়েছে। আয়াত নং ২৭ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবসকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যারা এ বিষয়ে বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান, ইহকাল ও পরকালে তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমুহের মত আল্লাহ প্রদত্ত বার্তাকে অস্বীকার করতে বারণ করা হয়েছে। অতীতেও যারা একইরূপ আচরণ করে মন্দ কর্ম থেকে সরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তারা তাদের কর্মের অবধারিত প্রতিফলস্বরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ নিপীড়িত মানুষের পাশে আছেন।

উদাহরণ উল্লেখপূর্বক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ সঠিক পথে চলে। মানুষ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তার মিমাংসা করবেন। আল্লাহ সব জানেন। সূরায় মানুষকে সৎকাজ করার আহবান জানান হয়েছে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রত্যাশা করেন যে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং সেটিই মানুষের জন্য আচরণ হিসেবেও যথাযথ ও মঙ্গলজনক।

ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক বিবাদকে নিষেধ করা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ নিজেই এসবের মিমাংসা করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। সবকিছুই তাঁর কাছে নির্দিষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তবে সত্যের বার্তাটুকু সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পরিশেষে সবকিছুই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরায় হজ্ব ও কোরবানী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে ‘মুসলমান’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। শয়তান সম্পর্কে বলা হয়েছে। শয়তানের কার্যকলাপ মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে- তোমরা আল্লাহর পথে পরিশ্রম কর যেভাবে তাঁর পথে পরিশ্রম করা উচিত। তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের বিশ্বাসই তোমাদের জন্য নির্ধারিত অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সমর্পন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্তা। এক উত্তম অধিকর্তা এবং উত্তম সাহায্যকারী।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই! কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। [১-২]
২	যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রদত্ত দূর্যোগ অত্যান্ত কঠিন।
৩	কিছু মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। [৩-৪]
৪	তার (শয়তান) সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে (এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথী হবে সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং নরকের শাস্তির দিকে চালিত করবে।
৫	হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থান দিবসের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হও, তবে (জেনে রেখ)- নিশ্চয়ই! আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য (শুক্র) থেকে, এরপর জমাট রক্ত (আলাকা) থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অ-পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে যেন তোমাদের কাছে প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে তুলে ধরি। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছে রেখে দেই; তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করে আনি, অতঃপর তোমরা পরিণত

	বয়সে পদার্পন কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় (অপরিণত বয়সে) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে বয়সের শেষ প্রান্তসীমায় পৌঁছান হয় যেন সে জানার পর জ্ঞাত বিষয়ে আর সজ্ঞান না থাকে। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষন করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। [৫-৭]
৬	এটি এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।
৭	এবং এ কারণেও যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।
৮	কিছু মানুষ জ্ঞান, দিক-নির্দেশনা কিংবা এমন গ্রন্থ যা আলোর দিশা প্রদর্শন করে তা ব্যাতিতই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, [৮-১০]
৯	সে অহংকার বশে দিক পরিবর্তন করে (বিতণ্ডা করে), যা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পুনরুত্থান দিবসে আমি তাকে দহন-যন্ত্রনা আস্বাদন করাব।
১০	(বলা হবে) ‘এটি তোমার কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অন্যায় করেন না।’
১১	মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থেকে আল্লাহর উপাসনা করে। যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু যদি কোন পরীক্ষায় পতিত হয় তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ক্ষতিগ্রস্ত। এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি। [১১-১৪]
১২	সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে না তার অপকার করতে পারে না পারে উপকার করতে। এটিই চরম পথভ্রষ্টতা।
১৩	সে এমন কিছুকে ডাকে যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই অভিভাবক এবং কত মন্দ এই সহচর।
১৪	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন।
১৫	যে (ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে) ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে (মোহাম্মদকে) ইহকালে ও পরকালে বিজয়ী করবেন না (তাঁর বিজয়ের

	চিন্তায় আক্রোশ অনুভব করে), সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (যেখানে তার বসবাসের স্থান); অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন করুক এবং দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। [১৫-১৬]
১৬	এমনিভাবেই আমি স্পষ্টরূপে আমার বাণী অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে পথ প্রদর্শন করেন।
১৭	নিশ্চয়ই! যারা অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, সাঁবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূঁজক এবং যারা পৌত্তলিক- পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্ববিষয়েই সাক্ষী। [১৭-১৮] [এখানে সাঁবেয়ী বলতে নবী ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট এর অনুসারীগণকে বোঝান হয়েছে। অগ্নিপূঁজক দ্বারা পারস্যের জরোয়েষ্টারদেরকে বোঝান হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ৫:৬৯]
১৮	তুমি কি দেখনি! আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূ-মণ্ডলে- সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেক; আবার এদের অনেকের প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে? আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেবার কেউ নেই। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।
১৯	এই দুই দল (বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী) পরস্পর বিরোধী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। [১৯-২৪]
২০	ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।
২১	তাদের জন্য আছে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি।
২২	যখনই তারা যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে নরক থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে, ‘দহন যন্ত্রনা আস্বাদন কর।’
২৩	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।
২৪	তারা পথ প্রদর্শিত হয়েছিল পবিত্র বাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল

	প্রশংসিত আল্লাহর পথে।
২৫	যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মসজিদ আল-হারাম থেকে মানুষকে নিবৃত রাখতে চায়, যেটিকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমভাবে (সম অধিকারের ভিত্তিতে) তৈরী করেছি এবং যে কেউ সেখানে অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছে করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রানাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। [২৫-৩৭]
২৬	(স্মরণ কর) যখন আমি ইব্রাহীমকে পবিত্র ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাওয়াফকারী, উপাসনাকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
২৭	এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষনা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।
২৮	যেন তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুস্পদ জন্তু উৎসর্গ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থকে আহার করাও।
২৯	অতঃপর তারা যেন দেহের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে,
৩০	এটিই (নির্দেশনা)। যে আল্লাহর পবিত্র বিধানাবলীকে সন্মান করার চেষ্টা করে পালনকর্তার দৃষ্টিতে এটি তার জন্য উত্তম। যেগুলি নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি ব্যাতিত তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। বর্জন কর মূর্তিদের অপবিত্রতা এবং মিথ্যে কথা বলা পরিহার কর-
৩১	আল্লাহর দিকে একনিষ্ট হয়ে; তাঁর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত না করে। যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে; অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে,
৩২	এটিই (নির্দেশনা)। কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে সেটি তো তার হৃদয়ের আল্লাহ প্রীতি-প্রসূত!
৩৩	চতুস্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকারীতা

	আছে। অতঃপর এগুলি উৎসর্গীকরণের জন্য প্রাচীন গৃহের সন্নিকটে নিয়ে আসতে হবে।
৩৪	আমি প্রত্যেক জাতির জন্য (কোরবানী/উৎসর্গীকরণের) বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ কারার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য; অতএব তাঁর প্রতি সমর্পন কর এবং বিনয়ীগণকে সু-সংবাদ দাও-
৩৫	যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করে এবং যারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় করে (তারাই বিনয়ী)।
৩৬	কা'বার জন্য উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও (অভাবগ্রস্তকে)- যে কিছু যাচ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাচ্ঞা করে তাকেও। এমনিভাবে আমি এগুলিকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (আল্লাহর প্রতি)।
৩৭	এসবের মাংশ ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না; কিন্তু পৌঁছে তোমাদের অন্তরের ভালবাসা। এমনিভাবে তিনি এগুলিকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর মহাত্ব ঘোষনা কর; এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎকর্মশীলদের সু-সংবাদ দাও।
৩৮	আল্লাহ রক্ষা করেন তাদেরকে যারা সত্যের পথে রয়েছে। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। [৩৮-৪১]
৩৯	তাদেরকেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে যাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দিতে সক্ষম, [হিজরতের পর বিশ্বাসীদের হজ্ব পালন করতে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। তারা মক্কায় যেতে পারত না। এটি তাদের অন্তরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়। দ্রষ্টব্য ২২:২৫]
৪০	যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু

	এই অপরাধে যে তারা বলে, ‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।’ আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন তবে সংসারত্যাগীদের ভজনালয়, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত/নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (আল্লাহকে) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।
৪১	(তারা এমন যে) আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে, দরীদ্রদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং সদয়তার আদেশ ও অন্যায়কে নিষিদ্ধ করে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম/ফলাফল আল্লাহর অধীন।
৪২	যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে (হে মোহাম্মদ), তবে তাদের পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়, আ’দ, সামূদ সকলেই (আমার বার্তাবাহকগণকে) অস্বীকার করেছিল, [৪২-৪৮]
৪৩	ইব্রাহীম এবং লূতের সম্প্রদায়ও,
৪৪	এবং মিডিয়ানের অধিবাসীরা এবং মূসাও অস্বীকৃত হয়েছিল। আমি অবিশ্বাসীদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভীষন ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম!
৪৫	আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি যেগুলির অধিবাসীরা ছিল পাপি (অন্যায়কারী)। এইসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত জনপদ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।
৪৬	তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা উপলব্ধি বোধসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রবন শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না; অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।
৪৭	তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান। [৪৭-৪৮]
৪৮	এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে তারা পাপি ছিল। অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।
৪৯	বল: হে মানব সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের কাছে প্রেরিত কেবল একজন সাধারণ সতর্ককারী মাত্র। [৪৯-৫১]

৫০	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও উত্তম ব্যাবস্থা,
৫১	এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে ব্যার্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে অগ্নির প্রকৃত অধিকারী।
৫২	আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর বাণী/নির্দেশনাসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। [৫২-৫৪]
৫৩	(এটি) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে তিনি তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষানহৃদয়। নিশ্চয়ই! মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীরা প্রকাশ্য বিরোধীতায় লিপ্ত।
৫৪	এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে তারা যেন জানে যে এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য, অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি নমনীয় হয়ে সমর্পিত হয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।
৫৫	অবিশ্বাসীরা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে, অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। [৫৫-৫৭]
৫৬	সার্বভৌমত্ব সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা আনন্দময় উদ্যানে স্থান পাবে।
৫৭	এবং যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।
৫৮	যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আল্লাহ! অবশ্যই তিনি সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। [৫৮-৬২]
৫৯	তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন যাকে তারা পছন্দ

	করবে। আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।
৬০	এ তো শুনলে। যে ব্যাক্তি নিপীড়িত হয়ে সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয় এবং পুনরায় নিপীড়িত হয় আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।
৬১	এটি এ জন্য যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্য দিয়ে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করান এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন।
৬২	এটি এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা (অবিশ্বাসীরা/অন্যায়কারীরা) যাকে ডাকে তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।
৬৩	তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, অতঃপর ভূ-পৃষ্ট সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত। [৬৩-৬৬]
৬৪	নভোমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই তাঁর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ যথার্থ/পরিপূর্ণ, প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।
৬৫	তুমি কি দেখ না যে ভূ-পৃষ্টে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান জলযান, তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশকে স্থির রাখেন যেন তাঁর আদেশ ব্যাতিত ভূ-পৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময়, দয়াশীল।
৬৬	তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যুদান করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। (তথাপি) নিশ্চয়ই! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।
৬৭	প্রত্যেক জাতি/সম্প্রদায়ের জন্যই আমি উপাসনার নিয়ম-কানুন/বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা পালন করে; অতএব তারা যেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিবাদ না করে। তুমি তাদেরকে তোমার পালনকর্তার দিকে আহবান কর। নিশ্চয়ই! তুমি সরল পথেই আছ। [৬৭-৭০]
৬৮	যদি তারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করে তবে বল: তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ ভালভাবে জ্ঞাত।
৬৯	তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।

৭০	তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। নিশ্চয়ই! এ সবকিছুই নির্দিষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এটি আল্লাহর জন্য সহজ।
৭১	তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যার জন্য তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানও নেই। বস্তুতঃ দুষ্টদের কোন সাহায্যকারী নেই। [৭১-৭২]
৭২	যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ আবৃতি/পাঠ করা হয়, তখন তুমি অবিশ্বাসীদের চোখে মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তারা তাদের প্রতি আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। বল: আমি কি তোমাদেরকে তদাপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? সেটি হচ্ছে আগুন! আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল (এটি)!
৭৩	হে মানব! (তোমাদের জন্য) একটি উপমা দেয়া হল এবং মনোযোগ দিয়ে শোন; আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূঁজা কর, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না যদি তারা সকলে একত্রিতও হয়। আর মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তা তার থেকে উদ্ধারও করতে পারবে না। (বস্তুত এক্ষেত্রে) প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় (তারা) উভয়েই দুর্বল। [৭৩-৭৪]
৭৪	তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ পরিমাপে পরিমাপ/অনুধাবন করতে পারেনি। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল।
৭৫	আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা! [৭৫-৭৬]
৭৬	তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।
৭৭	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। [৭৭-৭৮]
৭৮	তোমরা আল্লাহর পথে পরিশ্রম কর যেভাবে তাঁর পথে পরিশ্রম করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) মনোনীত করেছেন এবং

ধর্মের বিষয়ে তোমাদের ওপর কোনরূপ বোঝা/কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের বিশ্বাসই তোমাদের জন্য নির্ধারিত। পূর্বেও তিনি তোমাদেরকে মুসলমান নামেই অভিহিত করেছেন এবং এই গ্রন্থেও, যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবমণ্ডলির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্তা। এক উত্তম অধিকর্তা এবং উত্তম সাহায্যকারী। [ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম এবং আরবের পৌত্তলিকগনেরও পূর্ব পুরুষ হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং সকলেই তাঁকে তাদের মহান নেতা বলে স্বীকার করে। ইহুদি, খ্রীষ্টান, ইসলাম সকল নামে বিভাজিত এসব ধর্ম ইব্রাহীম (আঃ) এর অনেক পরে এসেছে। এসব ধর্মের আগমনের পূর্বেই তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন। মূলত বিভাজিত এতসব ধর্ম বা পথ নয়- আল্লাহর ধর্ম এক। ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদি ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না এবং তিনি পৌত্তলিকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলিম, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সমর্পিত। এটিই মানবের প্রকৃত ও সত্য ধর্ম। আরবের পৌত্তলিকরাও পৌত্তলিক ছিল না। তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সালে, যখন বণী খুজা'র নেতা মোয়াব অঞ্চল থেকে 'হুবাল' নামে একটি মূর্তী নিয়ে আসে। মোহাম্মদ (সাঃ) কোনরূপ পরিবর্তন/বিচ্যুতি ছাড়া ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম/দর্শনই প্রচার করেছেন।]

২৩. সূরা আল-মুমেনুন, আয়াত সংখ্যা-১১৮, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম হচ্ছে 'The Believers'। বাংলায় যার অর্থ 'বিশ্বাসী'।

সূরায় সত্যিকার বিশ্বাসীদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি চাইলে তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। মানুষকে অবতীর্ণ বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহবান করা হয়েছে। অতীতে যারা এমনিভাবে অস্বীকার করেছে ও অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং তার ফলাফলস্বরূপ মন্দ ও ভূল কাজ করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষের জন্য আল্লাহ সর্বযুগে একই ধর্ম প্রেরণ করেছেন। যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বার্থচিন্তা এ সবই মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। পুনরুত্থান দিবস আসবে, মানুষের কর্মের বিচার করা হবে এবং সেক্ষেত্রে কারও প্রতিই কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

মানুষকে শাস্তির সময় এসে যাবার পূর্বেই কোরআনের বাণীর প্রতি যথার্থভাবে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাহলেই অবতীর্ণ বাণীতে প্রকৃতপক্ষে কি বলা হয়েছে মানুষ সেটি বুঝতে পারবে। বস্তুত সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর একত্বের ধারণা বা দর্শনের গুরুত্বকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার মাধমে স্বীকার করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে কোনরূপ অংশীদারীত্ব আরোপ না করতে বলা হয়েছে। সমাজ ও মানব জীবনে এর অত্যাধিক মন্দ ফলাফল রয়েছে। অনেক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ এগুলি। সুবিধাভোগীরা অন্যদেরকে তাদের ন্যায়সম্মত সকল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য এগুলিকে দারুনভাবে ব্যাবহার করে। গভীর মনোনিবেশ ব্যাতিত সাধারণভাবে এ কথার মর্ম অর্থ অনুধাবন সহজ নয়।

মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। সূরায় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা অবতীর্ণ বাণীসমুহকে ধারণ করে এবং সে পথ নির্দেশনা অনুসরণ করে তাদেরকে যারা উপহাস করে একদিন তারাই উপহাসের পাত্র হবে এবং যারা বিশ্বাসী, যারা সত্যিকার বিশ্বাসীর গুণাবলী অর্জন করে তারাই পুরস্কৃত হবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বিশ্বাসীরাই সফল, [১-১১]
২	যারা তাদের প্রার্থনাকালে বিনম্র,
৩	যারা অনর্থক কথা এড়িয়ে চলে,
৪	যারা গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে
৫	এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে,
৬	তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভূক্তদের ব্যাতিত; সেক্ষেত্রে তারা দোষী সাব্যস্ত হবে না,
৭	কিন্তু যারা এর বাইরে প্রত্যাশা করে, তারাই সীমালংঘনকারী-
৮	এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে
৯	এবং যারা তাদের প্রার্থনায় মননিবেশ করে,

১০	এরাই অধিকারী-
১১	এরাই স্বর্গের অধিকার লাভ করবে। তারাই সেখানে বসবাস করবে।
১২	অবশ্যই আমি মানুষকে আর্দ্র মাটি দ্বারা উৎপন্ন এক প্রকার বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি, [১২-১৬]
১৩	অতঃপর তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করেছি,
১৪	শুক্রবিন্দুকে আমি জমাট রক্তে রূপদান করেছি, জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে গড়ে তুলেছি। আল্লাহ কত আশীর্বাদময়, স্রষ্টাদের শ্রেষ্ঠ।
১৫	এরপর তোমরা নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুবরণ করবে,
১৬	অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে পুনরুত্থিত হবে।
১৭	তোমাদের ওপরে আমি সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টির বিষয়ে আমি কখনই উদাসীন নই। [১৭-২০]
১৮	আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি সুনির্দিষ্ট পরিমাপে। অতঃপর এটিকে জমিনে অবস্থান নিতে দেই। নিশ্চয়ই! আমি তা উঠিয়ে নিতেও সক্ষম।
১৯	আমি তা থেকে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্য তাতে আছে প্রচুর ফল এবং তোমরা তা থেকে আহার কর।
২০	এবং ঐ বৃক্ষ (যয়তুন) সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পর্বতে জন্ম নেয় এবং আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যাঞ্জন উৎপন্ন করি। [যয়তুন- ভূ-মধ্যসাগর ও তার আশেপাশে এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এ গাছ দুই হাজার বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। বলা হয়, ফিলিস্তিন ভূমিতে জেসাসের সময়কালের গাছ আজও জীবিত আছে। সিনাই পর্বত এলাকা এ গাছের জন্য বিখ্যাত।]
২১	তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে শিক্ষনীয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, [২১-২২]
২২	এবং তোমরা তাদের পিঠে ও জলযানে আরোহন করে চলাফেরা কর। [আরবে বাহন হিসেবে উটের ব্যাবহার হয়ে থাকে। তাই চতুস্পদ জন্তুর উদাহরণ এখানে উঠে এসেছে।]

২৩	আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না।' [২৩-৩০] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
২৪	তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী নেতারা বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ তো নয়। সে তোমাদের ওপর নেতৃত্ব দিতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে ফেরেশতাই অবতীর্ণ করতেন। আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে এমন কথা শুনিনি।
২৫	সে তো এক উম্মাদ ব্যাক্তি বৈ নয়। অতএব তোমরা তার বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর।'
২৬	নূহ বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর; এরা আমাকে অস্বীকার করছে।'
২৭	আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা প্রস্তুত কর। অতঃপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে; যাদের বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে ছাড়া এবং তুমি অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বল না। নিশ্চয়ই! তারা নিমজ্জিত হবে।
২৮	যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহন করবে তখন বল: সকল প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে অপরাধী সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার/রক্ষা করেছেন।
২৯	আরও বল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে অবতরণ করাও কল্যাণকরভাবে; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।
৩০	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং নিশ্চয়ই! আমি সর্বদাই মানবকে পরীক্ষার মুখোমুখী করে থাকি।
৩১	তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায়কে (আ'দ সম্প্রদায়কে) তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। [৩১-৪১] [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
৩২	এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যাতিত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তবুও কি তোমরা মন্দ কাজ পরিত্যাগ করবে

	না?
৩৩	তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানরা যারা পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যে মনে করত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম তারা বলল, ‘এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।
৩৪	যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতভাবেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৩৫	সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?
৩৬	অসম্ভব, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অসম্ভব?
৩৭	আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।
৩৮	সে তো এমন ব্যাক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে; আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।’
৩৯	সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর, তারা আমাকে অস্বীকার করছে।’
৪০	আল্লাহ বললেন, ‘কিছু দিনের মধ্যেই তারা অনুতপ্ত হবে।’
৪১	অতঃপর এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করে দিল এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়।
৪২	তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। [৪২-৪৪]
৪৩	কোন জাতিই তার নির্ধারিত সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারে না, না পারে বিলম্বিত করতে।
৪৪	আমি একের পর এক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির কাছে বার্তাবাহক এসেছে তারা তাকে অস্বীকার করেছে। ফলে আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং কাহিনীতে পরিণত করেছি। যারা বিশ্বাস করে না তারা হবে অভিশপ্ত।
৪৫	আমি মূসা ও হারুণকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ- [৪৫-৫০]

৪৬	ফেরাউন ও তার আমত্যদের কাছে। তারা অহংকার প্রদর্শন করল, তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।
৪৭	তারা বলল, 'আমরা কি আমাদের মতই মরণশীলে বিশ্বাস স্থাপন করব, যে সম্প্রদায় আমাদের দাস?'
৪৮	তারা উভয়কে মিথ্যেবাদী বলল। ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হল।
৪৯	আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম যেন তারা সৎপথ পায়
৫০	এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তার মাতাকে করেছি এক দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং আমি তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ অবস্থানযোগ্য ও স্বচ্ছ প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে। [দ্রষ্টব্য মরিয়ম- ১৯:১৬]
৫১	হে বার্তাবাহকগণ! ভাল বস্তু আহার কর এবং সঠিক কাজ কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবগত। [৫১-৫৪]
৫২	নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম এক জাতি (মানবজাতি)/এক ধর্ম (ইসলাম তথা সমর্পন) এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর।
৫৩	কিন্তু মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।
৫৪	অতএব তাদেরকে তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছুকালের জন্য।
৫৫	তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি- [৫৫-৫৬]
৫৬	তা দ্বারা আমি কেবল তাদের মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, বরং তারা বোঝে না।
৫৭	নিশ্চয়ই! যাদের অন্তরে পালনকর্তার প্রতি ভয় আছে [৫৭-৬১]
৫৮	এবং যারা তাদের পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস করে,
৫৯	এবং যারা তাদের পালনকর্তার সঙ্গে কোন অংশীদারীত্ব আরোপ করে না,
৬০	এবং যারা যা দান করার তা আন্তরীকতার সঙ্গে এ কারণে দান করে যে, তারা জানে তারা পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে যাচ্ছে,
৬১	এরাই কল্যাণের পথে ছুটে এবং তারা তাদের প্রচেষ্টায় সফল হবে।
৬২	আমি কাউকেই তার সাধ্যাতীত কাজ/দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার

	কাছে আছে কর্মের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত সংরক্ষিত নথি যা সত্য বিবৃত করে এবং কারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। [৬২-৬৭]
৬৩	কিন্তু না, তাদের অন্তর কোরআনের বিষয়ে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। এ ছাড়া তাদের আরও কাজ আছে যা তারা করছে-
৬৪	ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমি তাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালীদের কাউকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসছি; দেখ! তখনই তারা প্রার্থনা শুরু করে দেবে।
৬৫	(তাদেরকে বলা হবে) আজকের দিনে প্রার্থনা কর না। অবশ্যই তোমরা আমার নিকট থেকে সাহায্য পাবে না।
৬৬	আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ তোমাদের নিকট উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তোমরা উল্টো পথে ফিরে যেতে
৬৭	অহংকারের সঙ্গে। এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে।
৬৮	তারা কি এর (কোরআনের) শব্দগুলির/বাণীগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে না? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পিতৃ-পুরুষদের কাছে আসেনি? [৬৮-৭০]
৬৯	নাকি তারা তাদের রাসূলকে চেনে না ফলে তারা তাকে অস্বীকার করে?
৭০	তারা বলে, 'তার মধ্যে পাগলামি আছে?' না, বরং সে তাদের কাছে সত্য (বার্তা) নিয়ে এসেছে; তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে সত্যকে অপছন্দকারী।
৭১	সত্য যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের) বাসনার অনুসরণ করত তবে অবশ্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এগুলির মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃংখল হয়ে যেত। কিন্তু না, আমি তাদেরকে প্রদান করেছি সতর্কবার্তা/উপদেশবার্তা (কোরআন); তারা সে বার্তার প্রতি এখন বিমুখ হয়েছে। [৭১-৭৩]
৭২	নাকি (এমন যে) তুমি তাদের কাছে (এর/কোরআনের বিনিময়ে) কোন প্রতিদান চাও? বস্তুত তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহই তো সর্বত্তম এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণ দাতা।
৭৩	নিশ্চয়ই! তুমি তাদেরকে সঠিক/সরল পথেই আহবান করছ।
৭৪	যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত। [৭৪-৭৭]
৭৫	যদিও তাদের প্রতি আমি দয়া প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করি, তথাপি তারা তাদের অবাধ্যতায় নিজেদের গন্ডির

	মধ্যেই দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।
৭৬	ইতিমধ্যেই আমি তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে এসেছি, তথাপি তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিনম্র হয়নি এবং তারা প্রার্থনাও করে না-
৭৭	যে পর্যন্ত না আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেই; দেখ! তখন তাদের আশা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৭৮	তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা কি সামান্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর! [৭৮-৮৩]
৭৯	তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।
৮০	তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির পরিবর্তন তাঁরই কাজ; তবুও কি তোমরা বোঝ না?
৮১	বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত।
৮২	তারা বলে, 'যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?
৮৩	অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটি তো পূর্ববতীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়।'
৮৪	বল: পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা আছে তারা কার যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। [৮৪-৯০]
৮৫	তারা বলবে, 'সবই আল্লাহর।' বল: তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) স্মরণ করবে না?
৮৬	বল: সপ্ত আকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে?
৮৭	তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল: তবুও কি তোমরা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করবে না?
৮৮	বল: তোমাদের জানা থাকলে বল কার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব- যিনি রক্ষাকর্তা এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না?
৮৯	তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল: তবে কিরূপে তোমরা বিকারগ্রস্ত হচ্ছ?
৯০	(আর) কিছুই না, আমি তাদের কাছে সত্য (বার্তা) পৌঁছিয়েছি কিন্তু তারা অসত্য বলে।
৯১	আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য

	নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। [৯১-৯২]
৯২	তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! তারা তাঁর সঙ্গে যে অংশীদারীত্ব আরোপ করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।
৯৩	বল: হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যদি তুমি তা আমাকে দেখাও, [৯৩-৯৬]
৯৪	হে আমার পালনকর্তা! তবুও তুমি আমাকে ভূল-পথগামীদের অন্তর্ভূক্ত করো না।
৯৫	(হে মোহাম্মদ) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অবশ্যই আমি তা তোমাকে দেখিয়ে দিতে সক্ষম।
৯৬	(তবে) মন্দকে প্রতিহত কর যা উত্তম তা দ্বারা। তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।
৯৭	বল: হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, [৯৭-৯৮]
৯৮	এবং হে আমার পালনকর্তা! তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি আমার সাথে তাদের উপস্থিতি থেকে থাকে।
৯৯	যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন- [৯৯-১০০]
১০০	যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তাদের একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা/প্রতিবন্ধক আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।
১০১	অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। [১০১-১১১]
১০২	যাদের পাল্লা ভারী হবে (ভাল কর্ম দ্বারা) তারাই হবে সফলকাম,
১০৩	এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা নরকে বসবাস করবে।
১০৪	আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

১০৫	(তাদেরকে বলা হবে) 'তোমাদের সামনে কি আমার বাণীসমূহ পাঠ করা হত না? তোমরা তো সেগুলিকে মিথ্যে বলতে।'
১০৬	তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি।
১০৭	হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; আমরা যদি পুনরায় তা করি তবে আমরা গোনাহগার হব।'
১০৮	আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বল না।'
১০৯	আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'
১১০	কিন্তু তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে।
১১১	আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্য্যধারণ/দৃঢ়তার কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে তারাই সফলকাম হয়েছে।
১১২	আল্লাহ বলবেন, 'বছরের গণনা হিসেবে তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছ?' [১১২-১১৪]
১১৩	তারা বলবে, 'আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যারা গণনা করেছে।'
১১৪	আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা অবস্থান করেছ খুবই অল্প সময় যদি তোমরা জানতে?'
১১৫	তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? [১১৫-১১৮]
১১৬	শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ! তিনি সত্যিকার অধিপতি! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আসনের অধিপতি।
১১৭	যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে যার স্বপক্ষে তার কাছে কোন প্রমাণাদি নেই, তার হিসেব তার পালনকর্তার কাছে। নিশ্চয়ই! অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না।
১১৮	বল: হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা কর, করুণা কর, দয়া প্রদর্শনে তুমিই শ্রেষ্ট।

২৪. সূরা আন-নূর, আয়াত সংখ্যা-৬৪, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Light’। বাংলায় যার অর্থ ‘আলো বা জ্যোতি’। নামটি ৩৫ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

সূরায় ব্যাভিচার ও তার শাস্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; যারা একে অন্যের প্রতি অপবাদ রটনা করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে বিবিধ নির্দেশনা রয়েছে। পর্দা মেনে চলার নির্দেশনা রয়েছে। উপাসনা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সামাজিক ও আচার-আচরণগত সংস্কারমূলক বিষয় নিয়ে সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	এটি একটি সূরা যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানসমূহকে অবশ্য পালনীয় করেছি, যেখানে আমি সুস্পষ্ট বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।
২	ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচারী; প্রত্যেককে এক’শ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী হও এবং বিশ্বাসীদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [২-৩]
৩	ব্যাভিচারী পুরুষ ব্যাভিচারিণী নারী অথবা পৌত্তলিক নারীকে বিয়ে করবে এবং ব্যাভিচারিণী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ অথবা পৌত্তলিক পুরুষকে বিয়ে করবে। তারা বিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ।
৪	যারা সন্মানী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। তারা অবশ্যই দুষ্ট প্রকৃতির- [৪-৫]
৫	(তবে) তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সংশোধিত হয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

৬	এবং যারা তাদের নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যাতিত তাদের কোন সাক্ষী নেই- এরূপ ব্যাক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর শপথ নিয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে সে অবশ্যই সত্যবাদী। [৬-১১]
৭	এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যেবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।
৮	এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর শপথ নিয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যেবাদী;
৯	এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর রোষানল নেমে আসবে।
১০	তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে কত কিছুই না হয়ে যেত! আল্লাহ প্রার্থিত ক্ষমা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।
১১	যারা মিথ্যে অপবাদ রটনা করে তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কর না; বরং এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু প্রাপ্য রয়েছে যতটুকু সে অন্যায় করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।
১২	যখন তোমরা একথা (এ অপবাদ) শুনলে, তখন বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করনি এবং বলনি যে: এটি তো স্পষ্টতই অসত্য বক্তব্য? [১২-২০] [হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কিত একটি মিথ্যে অপবাদ রটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১৩	তারা কেন এ বিষয়ে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি অতএব তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যেবাদী।
১৪	যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে গুরুতর দুর্যোগ স্পর্শ করত।
১৫	যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে যার কোন (সত্য/সঠিক) জ্ঞান তোমাদের ছিল না, তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে অথচ আল্লাহর কাছে এটি গুরুতর বিষয় ছিল।
১৬	তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা

	বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র মহান। এটি তো এক গুরুতর অপবাদ।
১৭	আল্লাহ তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এ ধরণের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।
১৮	আল্লাহ তোমাদের জন্য বাণীসমূহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
১৯	যারা এটিই পছন্দ করে যে বিশ্বাসীদের মধ্যে ব্যাভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।
২০	যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু-করুণাময় না হতেন তবে কত কিছুই না হয়ে যেত।
২১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শয়তান তাকে অশ্লিলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশনা দেয়। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত তবে তোমাদের কেউই কখনও পরিশুদ্ধ/পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে পরিশুদ্ধ/পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। [২১-২২]
২২	তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা এবং আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন শপথ না নেয় যে তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে যারা বের হয় তাদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং (তাদের) দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। [হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে যারা মিথ্যে অপবাদ রটনা করেছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে আর্থিক সহায়তা না দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবু বকরের কন্যা।]
২৩	যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ বিশ্বাসী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। [২৩-২৫]
২৪	যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা যা

	কিছু তারা করত,
২৫	সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, অল্লাহই সত্য/সত্যের প্রকাশক/স্পষ্ট ব্যাক্তকারী।
২৬	দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে তা থেকে তারা পবিত্র। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।
২৭	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের উপস্থিতি না জানানো পর্যন্ত নিজেদের গৃহ ব্যাতিত অন্য কারও গৃহে প্রবেশ কর না এবং গৃহে প্রবেশ কর সালাম উচ্চারণের মাধ্যমে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যেন তোমরা বিষয়গুলি স্মরণ রাখ। [২৭-২৯]
২৮	যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ কর না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। সেটিই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।
২৯	যে গৃহে কেউ বাস করে না যেখানে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ (অন্যায়) নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।
৩০	বিশ্বাসী পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। তাদের জন্য এটিই পবিত্র পন্থা। নিশ্চয়ই! তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। [৩০-৩১]
৩১	বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে এবং সাধারণতভাবে যা প্রকাশমান তা ব্যাতিত তাদের সৌন্দর্য্যের কিছু প্রদর্শন না করে এবং ঘনিষ্টদের সামনে পর্দা মেনে চলে। স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজেদের স্ত্রীলোক অথবা তাদের অধিকারভূক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও তেমন বালক যাদের নারীদের নগ্নতা বিষয়ে জ্ঞান নেই- তাদের ব্যাতিত অপর কারও কাছে নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে এবং তারা যেন সজোরে পদচারণা না করে যার ফলে তারা তাদের যে সৌন্দর্য্যকে লুক্কায়িত রাখতে চায় তা প্রকাশ পায়। হে

	বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর পথে ফিরে এসো যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।
৩২	তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচূর্য্যময়, সর্ববিষয়ে সচেতন। [৩২-৩৪]
৩৩	যারা বিবাহে সমর্থ নয় তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তোমাদের অধিকারভূক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সঙ্গে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি তাদের মধ্যে সততা আছে বলে জান। আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের আনন্দ বা প্রাপ্তির লালসায় তোমরা তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য কর না। যদি কেউ তাদের ওপর জোর-জবরদস্তী করে, তবে জবরদস্তীর পরও আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৩৪	আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বাণীসমূহ এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত। এগুলি সতর্কবার্তা তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
৩৫	আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা এমন যেন একটি আধার যার মাঝে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মাঝে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। প্রদীপটি প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল হতে যা প্রাচ্যের নয় এবং প্রতীচ্যেরও নয়। যার তেল কোন অগ্নির স্পর্শ ছাড়াই যেন আপনা হতে আলো বিকিরণ করে চলেছে। জ্যোতির পর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে তাঁর আলোর পানে পথ প্রদর্শন করেন। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা তুলে ধরেন। আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কেই জানেন।
৩৬	আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলিতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে- [৩৬-৩৮]
৩৭	এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ

	থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হবে,
৩৮	যেন আল্লাহ তাদের কাজের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।
৩৯	(অথচ) অবিশ্বাসীদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; যাকে পিপাসার্ত ব্যাক্তি পানি মনে করে, কিন্তু সে যখন সেখানে পৌঁছায় কিছুই পায় না। তার পরিবর্তে পায় আল্লাহর হিসেব যিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করেন। আল্লাহ দ্রুত হিসেব নিষ্পন্নকারী। [৩৯-৪০]
৪০	কিংবা (তাদের কর্ম) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের ন্যায়। যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ; যার ওপরে ঘন কালো মেঘ। একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত প্রসারিত করে কিছুই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার কোন জ্যোতিই নেই।
৪১	তুমি কি দেখনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে? প্রত্যেকেই তার উপাসনা ও মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [৪১-৪৬]
৪২	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
৪৩	তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালন করেন, অতঃপর সেগুলিকে একত্রিত করেন, তারপর পুঁঞ্জীভূত করেন- পরিশেষে তুমি বারিধারা নির্গত হতে দেখ। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষন করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছে ফিরিয়ে নেন। তাঁর বিদ্যুৎঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায়।
৪৪	(এবং) আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এগুলিতে অর্ন্তদৃষ্টি-সম্পন্নদের জন্য (যারা বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষনা/বৈজ্ঞানিক গবেষনা করে) চিন্তা-ভাবনার উপকরণ আছে।
৪৫	আল্লাহ প্রত্যেকটি প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতগুলি

	বুকে ভর দিয়ে চলে, কতগুলি দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতগুলি চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।
৪৬	অবশ্যই আমি নিদর্শন/বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছি এবং ব্যাখ্যা করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালনা করেন।
৪৭	তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করি।' অতঃপর তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুত এরা বিশ্বাসী নয়। [৪৭-৫২]
৪৮	যখন তারা বিচার-মিমাংসার জন্য আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আবেদন করে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৪৯	সত্য তাদের পক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।
৫০	তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে; না তারা ভয় করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবে? না, বরং তারা অপরাধী/অন্যায়কারী?
৫১	বিচার-মিমাংসার জন্য যখন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদেরকে আহবান করা হয় তখন যারা সত্যিকার বিশ্বাসী তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' এরাই সফল।
৫২	যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করে তারাই কৃতকার্য।
৫৩	তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ নিয়ে বলে যে তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বল: তোমরা শপথ করো না। বরং নিয়মানুযায়ী তোমাদের যথার্থ আনুগত্যই কাম্য/যথেষ্ট/শ্রেয়। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই! আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত। [৫৩-৫৪]
৫৪	বল: আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার ওপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাকে মান্য কর তবে সৎ (সঠিক) পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে (বার্তা) পৌঁছে দেয়া।
৫৫	তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব

	দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য অনুমোদন করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই অবাধ্য। [৫৫-৫৭]
৫৬	(অতএব) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং বার্তাবাহককে মান্য কর যেন তোমরা অনুগ্রহ/উপকার প্রাপ্ত হও।
৫৭	তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে/অন্যায়কারীদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে কর না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।
৫৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে (কক্ষে প্রবেশকালে) তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের নিজস্ব সময়। এ সময় ব্যাতিত তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই (বিনা অনুমতিতে প্রবেশে)। তোমাদের এককে তো অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে বাণীসমূহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [৫৮-৫৯]
৫৯	তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হয় তখন তারাও যেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৬০	বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য এটি দোষ নয় যদি তারা এমনভাবে তাদের পরিধানের বস্ত্র খুলে রাখে যাতে তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না। তবে এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [৬০-৬১]
৬১	কোন দোষ নেই অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রোগীর জন্য না তোমাদের নিজেদের জন্য যদি তোমরা আহার কর তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা

	তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভবে আহার কর তাতে তোমাদের কোন দোষ/ত্রুটি নেই। কিন্তু যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমরা একে অন্যকে সালাম প্রদান করবে আল্লাহর নামে আশীর্বাদস্বরূপ এবং সুমিষ্ট। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য অবতীর্ণ বাণীসমুহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝে নাও।
৬২	তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং রাসূলের সঙ্গে কোন সমষ্টিগত কাজে নিয়োজিত হলে অনুমতি গ্রহণ ব্যাতিত চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। অতএব তারা তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। [৬২-৬৪]
৬৩	রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য কর না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।
৬৪	নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন।

২৫. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত সংখ্যা-৭৭, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Criterion'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'নির্ণায়ক'। অর্থাৎ ভাল-মন্দের নির্ধারক, নিরূপক বা নির্ণায়ক। সূরার নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে কোরআনকে ভাল-মন্দের নির্দেশকরূপে বলা হয়েছে।

সূরায় অবতীর্ণ বার্তা ও মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি বিষয়ে অবিশ্বাসীরা যেসব সন্দেহ পোষণ করত সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব উপাস্যের উপাসনা করে যারা

কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না- এমনকি জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না। এগুলি জ্ঞান পরিপন্থী আচরণ। মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ না করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। কোরআন যেসব বার্তা নিয়ে এসেছে প্রকৃতিতে তার নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহকে স্মরণকারী এবং আচরণে কৃতজ্ঞচিত্ত ভিন্ন নিদর্শনাবলী থেকে কেউ-ই উপকার লাভ করতে পারবে না। কোরআন এমন বার্তা নিয়ে এসেছে যা সত্য এবং যুক্তি হিসেবে উত্তম সে কথা বলা হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা বলে, 'তার (মোহাম্মদের) কাছে সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' আল্লাহ বলেন, 'এটি এভাবে অবতীর্ণ করেছি, যেন এটি তোমার (রাসূলের) অন্তঃকরণকে সুদৃঢ় করে এবং আমি এটিকে যথার্থ ধারাবাহিকতায় সাজিয়েছি।'

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ভাল ও মন্দের নির্দেশক যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।
২	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সার্বভৌমত্ব তাঁর (আল্লাহর)। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই একটি পরিমাপ (মাত্রা) নির্ধারণ করেছেন। [২-৩]
৩	তারা (অবিশ্বাসীরা) তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট; তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না; (এমনকি) জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না।
৪	অবিশ্বাসীরা বলে, 'এটি (কোরআন) মিথ্যে বৈ তো নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে।' অবশ্যই তারা (এ বিষয়ে) অবিচার করে এবং মিথ্যের আশ্রয় নেয়। [৪-৬]

৫	তারা বলে, 'এসব তো পুরাকালের কল্পকথা, যা সে লিখে রেখেছে। এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শেখান হয়।' [অবিশ্বাসীরা অভিযোগ করত যে, মোহাম্মদকে এ বিষয়ে কেউ কেউ সহায়তা করেছে। যেমন ধর্মগুরু বুহাইরা, কিংবা যুবা বয়সে বাণিজ্যের কারণে ভ্রমনে গেলে খ্রীষ্টান যাজক বা ইহুদি রাব্বিসদের থেকে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছে ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু মুক্ত কৃতদাসদের প্রতিও তারা ইংগিত করত।] [দ্রষ্টব্য ১৬:১০৩]
৬	বল: একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।
৭	তারা বলে, 'এ কেমন বার্তাবাহক যে খাদ্য-খাবার খায় এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কেন কোন ফেরেশতা নেমে আসেনি যে তার সঙ্গে সতর্ককারী হয়ে থাকত? [৭-১০]
৮	অথবা সে ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হল না কেন, অথবা তার একটি বাগান হল না কেন যা থেকে সে আহারের সংস্থান করত?' দুষ্টরা বলে, 'তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যাক্তির অনুসরণ করছ।'
৯	দেখ, কিভাবে তারা তোমার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে! ফলে তারা সকলেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং কোন পথ খুঁজে পায় না।
১০	কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে তোমাকে তদাপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন, দিতে পারেন উদ্যানসমুহ যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন তোমাকে প্রাসাদসমূহ।
১১	বরং (প্রকৃতপক্ষে) তারা (অবিশ্বাসীরা) পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে এবং যে পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। [১১-১৪]
১২	অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার।
১৩	যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় কয়েকজনকে নরকের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে।
১৪	বলা হবে, 'আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না, অনেক মৃত্যুকে ডাক।'
১৫	বল: এটি উত্তম না চিরকাল বসবাসের জান্নাত যার সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে সৎকর্মপরায়নদেরকে? সেটি হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল। [১৫-১৬]

১৬	তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা কামনা করবে তাই পাবে। এই প্রতিশ্রুতি পালন করার দায়িত্ব স্বয়ং তোমার পালনকর্তার।
১৭	সেদিন তিনি সমবেত করবেন তাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে উপাসনা করত তাদেরকে; সেদিন (পুনরুত্থান দিবসে) তিনি উপাস্যদের কাছে জানতে চাইবেন, 'তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল?' [১৭-১৯] [এখানের উপাস্যরা মূর্তী নয়। এখানে উপাস্য বলতে দেব-দেবী, ফেরেশতা, ধর্মগুরু বা কোন ব্যাক্তি ইত্যাদিকে বোঝান হয়েছে।]
১৮	তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান! আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে রক্ষাকর্তারূপে গ্রহণ করতে পারি না; আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন এবং তারা সতর্কবার্তা বিস্মৃত হয়েছে এবং পরিণত হয়েছে এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।'
১৯	(আল্লাহ বলবেন) 'তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যে সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা না শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের মধ্যে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।'
২০	(হে মোহাম্মদ) তোমার পূর্বে (আমি) যত বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি তারা সবাই খাদ্য-খাবার খেয়েছে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করেছে। আমি তোমাদের একেকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা প্রত্যয়ী/ধৈর্য্য-ধারণকারী হও কিনা। তোমার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন।
২১	যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না (অবিশ্বাসী) তারা বলে, 'আমাদের কাছে কেন ফেরেশতা প্রেরণ করা হল না? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন?' অবশ্যই তারা নিজেদের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং অত্যাধিক অহংকারে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। [২১-৩১]
২২	যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সু-সংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, 'কোন বাঁধা যদি তা আটকে রাখত!'
২৩	অতঃপর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব এবং সেগুলিকে ভাসমান ধূলিকণারূপে বিক্ষিপ্ত করে দেব।

২৪	সেদিন যারা উদ্যানে প্রবেশ করবে তাদের আবাসস্থল হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।
২৫	সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে; এক প্রকাণ্ড অবতরণ।
২৬	সেদিনের সার্বভৌমত্ব হবে সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব- দয়াময় আল্লাহর এবং অবিশ্বাসীদের জন্য এ দিনটি হবে এক কঠিন দিন।
২৭	পথভ্রষ্ট সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে: হায়! আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করতাম।
২৮	হায়! আমার দূর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম-
২৯	আমার কাছে বার্তা আগমনের পরও সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।
৩০	এবং বার্তাবাহক বলে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার নিজের সম্প্রদায়ই কোরআনকে কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করছে না।'
৩১	এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর বিরোধী/শত্রুপক্ষ করেছি আমি অপরাধীদেরকে। তবে পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।
৩২	অবিশ্বাসীরা বলে, 'তার কাছে সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' এটি এভাবে অবতীর্ণ করেছি যেন এটি তোমার (রাসূলের) অন্তঃকরণকে সুদৃঢ় করে এবং আমি এটিকে পর্যায়ক্রমিক/যথার্থ ধারাবাহিকতায় সাঁজিয়েছি। [৩২-৩৩]
৩৩	তারা তোমার কাছে এমন কোন দৃষ্টান্ত বা সমস্যা উত্থাপন করে না বা নিয়ে আসে না (যার প্রেক্ষিতে) আমি তোমাকে সত্য বা সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান না করি (কোরআনের মাধ্যমে)।
৩৪	যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নরকের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট। [৩৪-৪০]
৩৫	আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম এবং তার সঙ্গে তার ভ্রাতা হারুনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।
৩৬	বলেছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যে অভিহিত করেছে।' অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছি।
৩৭	এবং নূহের সম্প্রদায় যখন বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল আমি

	তাদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করে রাখলাম। দুষ্ট প্রকৃতিদের জন্য আমি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।
৩৮	আমি ধ্বংস করেছি আ'দ, সামূদ ও রাস এর অধিবাসীদেরকে এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। [রাস এর অধিবাসীদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তারা তাদের বার্তাবাহককে রাস অর্থাৎ পুরোনো বা শুষ্ক কোন গর্তে ফেলে হত্যা করে]
৩৯	আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলাম এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি (যখন তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে)।
৪০	তারা তো সেই জনপদের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে যার ওপর বর্ষিত হয়েছিল মন্দ বৃষ্টি (লুতের সম্প্রদায়)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? না, বরং তারা পুনরুত্থানের আশা রাখে না। [এখানে তারা বলতে আরবের অধিবাসীদেরকে বোঝান হয়েছে যারা বাণিজ্যের কারণে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় যাতায়াত করত। তারা এসব সম্প্রদায়ের ধ্বংসস্তুপের পাশ দিয়েই যাতায়াত করে, দেখে এবং এদের ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে শোনে কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে না।]
৪১	তারা (অবিশ্বাসীরা) যখন তোমাকে দেখে তখন বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে এবং বলে, 'এই কি সে, যাকে আল্লাহ বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন? [৪১-৪৪]
৪২	সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের নিকট থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না রাখতাম।' তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।
৪৩	তুমি কি তাকে দেখ না যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে?
৪৪	তুমি কি মনে কর যে তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; না, বরং আরও পথভ্রান্ত।
৪৫	তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না কিভাবে তিনি ছাঁয়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছে করলে একে স্থির রাখতেন। অতঃপর আমি সূর্য্যকে করেছি এর নির্দেশক। [৪৫-৪৭]
৪৬	অতঃপর আমি একে ধীরে ধীরে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনি।

৪৭	এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন উত্থানের জন্য।
৪৮	তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে বাতাসকে সু-সংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষন করি- [৪৮-৫০]
৪৯	তদ্দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারনের জন্য।
৫০	এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি যেন তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না।
৫১	আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেক জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম। [৫১-৫২]
৫২	অতএব অবিশ্বাসীদের কথা মান্য কর না; বরং এর (কোরআনের) মাধ্যমে তাদের বিপক্ষে কঠোর সংগ্রাম কর।
৫৩	তিনিই সমান্তরালে দুইটি নদী/সমুদ্র/পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি- তৃষ্ণা নিবারক এবং অপরটি নোনা- বিস্বাদ এবং উভয়ের মধ্যখানে স্থাপন করেছেন এক অন্তরায় ও দুর্ভেদ্য দেয়াল। [৫৩-৫৫]
৫৪	তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। তোমার পালনকর্তা সর্বসময়ের জন্যই ক্ষমতাবান।
৫৫	তথাপি তারা উপাসনা করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যা তাদের না উপকার করতে পারে, না পারে ক্ষতি করতে। অবিশ্বাসীরা চিরকালই তার প্রতিপালকের বিপক্ষে শয়তানের সহায়তাকারী।
৫৬	আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি (হে মোহাম্মদ) কেবল একজন সু-সংবাদদাতা ও একজন সতর্ককারীরূপে। [৫৬-৫৮]
৫৭	বল: আমি তোমাদের কাছে এর (সত্য/অবতীর্ণ/উপদেশ বাণীর বিপরীতে) কোন বিনিময় চাই না; যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।
৫৮	তুমি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা কর যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষনা কর। বান্দার অন্যায়গুলি সম্পর্কে জানতে তিনিই যথেষ্ট। [৫৮-৬০]
৫৯	তিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয় দিনে

	সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে আসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যে অবগত তাকে জিজ্ঞেস কর।
৬০	তাদেরকে যখন বলা হয় দয়াময়কে সেজদা কর তখন তারা বলে, 'দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা সেজদা করব?' এতে তাদের (সত্য থেকে) পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়।
৬১	কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র! [৬১-৬২]
৬২	যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে (আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবতে) আগ্রহী এবং (তার প্রতি) কৃতজ্ঞচিত্ত হতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য রাত্রি ও দিবসকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে/পরস্পরের অনুগামী করে।
৬৩	তারাই দয়াময়ের বিশ্বস্ত বান্দা (বিশ্বাসী)- যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অবুঝরা তাদের সঙ্গে (মন্দ কোন) কথা বলে তারা বলে, 'সালাম/শান্তি (প্রতি উত্তর করে ভদ্রচিতভাবে)।' [৬৩-৭৭]
৬৪	এবং তারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে
৬৫	এবং তারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নিকট থেকে নরকের শাস্তি দুর করে দাও। নিশ্চয়ই! এর শাস্তি বিনাশকারী।'
৬৬	বসবাস ও অবস্থানস্থলরূপে তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান!
৬৭	এবং যখন তারা ব্যায় করে তারা অপব্যায় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের অবস্থান থাকে এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সুদৃঢ়।
৬৮	এবং যারা আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন উপাস্যের নিকট ক্রন্দন করে না, এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন যথাযথভাবে সম্পন্ন ন্যায়বিচার ব্যাতিত তারা হত্যা করে না এবং যারা ব্যাভিচার করে না (তারাই দয়ামেয়ের বিশ্বস্ত বান্দা); যারা তা করে তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ফলাফল ভোগ করবে।
৬৯	পুনরুত্থান দিবসে তাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।
৭০	তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে অতঃপর সঠিক কাজ করে। আল্লাহ তাদের মন্দ কাজকে ভাল কাজে রূপান্তর করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭১	যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ভাল কাজ করে সে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ অভিমুখীন হয়।
৭২	এবং তারা (বিশ্বাসীরা) অসার কাজে যোগদান করে না (মিথ্যে সাক্ষী হয় না) এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখনও মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে পরিহার করে চলে,
৭৩	এবং তাদেরকে পালনকর্তার বাণীসমূহ বোঝান হলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না (তারাই দয়াময়ের বিশ্বস্ত বান্দা)।
৭৪	তারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য প্রশান্তিকর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং আমাদেরকে তাদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর; যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে (তেমন)।'
৭৫	তাদেরকে তাদের ধৈর্য্যের প্রতিদানে সুউচ্চ অবস্থানে স্থান দেয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানান হবে শান্তির বাণী সহকারে।
৭৬	সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই না উত্তম!
৭৭	বল: আমার প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দৃষ্টি দেন তোমাদের কৃত প্রার্থনার কারণে। কিন্তু এখন সত্যকে অস্বীকার করছ; অতএব বিচার দিবস আসবেই।

২৬. সূরা আশ-শূয়ারা, আয়াত সংখ্যা-২২৭, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ 'The Poets'। বাংলায় যার অর্থ 'কবি'। সূরার নামটি ২২৪ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কার অবিশ্বাসীরা অবতীর্ণ বাণীতে বিশ্বাস তো করছিলই না উপরন্তু মহানবী (সাঃ) কে কবি, যাদুকর ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছিল। তেমন প্রেক্ষাপটে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরায় পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের ঘটনা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যারা জিদ করেছে কিংবা সত্যের অস্বীকৃতিতে অনড় থেকেছে তাদের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অসত্য কিছু সময়ের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলেও পরিশেষে সত্যেরই জয় হয়।

যারা প্রেরিত বার্তাকে অস্বীকার করে অন্যায় কাজে লিপ্ত থেকেছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখনও যারা ভূল কাজ করছে তাদের ওপরও একইভাবে শাস্তি নেমে আসবে যা তারা জানতে কিংবা বুঝতেও পারবে না।

কোরআন প্রদত্ত সকল বার্তা আল্লাহর নিকট থেকে আগত এবং এতে কোন সন্দেহ নেই, সূরায় মানুষকে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তা সীন মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১] [১-২]
২	এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাণী।
৩	(হে মোহাম্মদ) তারা (অবিশ্বাসীরা) বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়ত মর্মব্যথায় আত্মবিনাশী হয়ে পরবে। [৩-৪]
৪	যদি আমি ইচ্ছে করি তবে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোন নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে থাকবে।
৫	যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের দিক থেকে কোন নতুন বার্তা আসে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। [৫-৬]
৬	তারা তো (সত্যকে) অস্বীকার করছে; অতএব যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তার যথার্থ বার্তা শীঘ্রই তাদের কাছে পৌঁছাবে।
৭	তারা কি ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? (দেখে না) আমি তাতে সর্বপ্রকারের কত উৎকৃষ্ট বস্তু উদগত করেছি। [৭-৯]
৮	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
৯	এবং নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা যথার্থই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১০	যখন তোমার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে যাও, [১০-২২] [১০-৬৮] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
১১	ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না?'
১২	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার আশংকা হয় তারা আমাকে অস্বীকার করবে
১৩	এবং আমি হতবল হয়ে যাই এবং আমার জিহ্বায় জড়তা আছে। সুতরাং হারুনকে আমার সহযোগী করে দিন।
১৪	আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।' [দ্রষ্টব্য ২৮:১৫]

১৫	আল্লাহ বলেন, 'কখনই নয়, তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, (আমি) শ্রবনকারী।
১৬	অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত বার্তাবাহক।
১৭	(এবং ফেরাউনকে বল) বনী-ইসরাইলকে আমাদের সাথে (মিশরের এ অত্যাচারিত জীবন ছেড়ে নিজ ভূমি কানানে) ফিরে যেতে দাও।'
১৮	ফেরাউন বলল, 'আমরা কি তোমাকে (মূসাকে) শিশু অবস্থায় আমাদের মাঝে লালন-পালন করিনি? তুমি তো আমাদের মাঝে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। [দ্রষ্টব্য ২০:৩৭-৪০]
১৯	এবং তুমি সেই অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি তো অকৃতজ্ঞ।' [দ্রষ্টব্য ২৮:১৫]
২০	মূসা বলল, 'আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ছিলাম ভ্রান্ত।
২১	অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের নিকট থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে বার্তাবাহক করেছেন।
২২	আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ তা তো এই যে, তুমি বনী-ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।'
২৩	ফেরাউন বলল, 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি? [২৩-৫১]
২৪	মূসা বলল, 'তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'
২৫	ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, 'তোমরা কি শুনছো না?'
২৬	মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।'
২৭	ফেরাউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয়ই! বদ্ধ পাগল।'
২৮	মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বুঝতে।'
২৯	ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।'
৩০	মূসা বলল, 'আমি যদি তোমার কাছে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে

	আগমন করি তবুও?'
৩১	ফেরাউন বলল, 'তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।'
৩২	অতঃপর সে তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তা সুস্পষ্ট সাপ হয়ে গেল।
৩৩	এবং সে তার হাত বের করলে তত্ক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে শুভ্র প্রতিভাত হল। [দ্রষ্টব্য ২০:২২]
৩৪	ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, 'নিশ্চয়ই! এ একজন সুদক্ষ যাদুকর।
৩৫	সে তার যাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মতামত কি?'
৩৬	তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছুকাল অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন।
৩৭	তারা যেন প্রত্যেকটি দক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।'
৩৮	অতঃপর একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল
৩৯	এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, 'তোমরাও সমবেত হও,
৪০	যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি যদি তারা বিজয়ী হয়।'
৪১	যাদুকরেরা ফেরাউনকে বলল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তবে পুরস্কার পাব তো?'
৪২	ফেরাউন বলল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।'
৪৩	মূসা বলল, 'নিক্ষেপ কর, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে (যাদু প্রদর্শনের জন্য)।'
৪৪	অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, 'ফেরাউনের ক্ষমতার শপথ আমরাই বিজয়ী হব।'
৪৫	অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তা তাদের অলীক কীর্তিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।
৪৬	তখন যাদুকরেরা সেজদায় নত হয়ে গেল।
৪৭	তারা বলল, 'আমরা রাব্বুল আলামীনের (জগতসমুহের প্রতিপালকের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম,
৪৮	যিনি মূসা ও হারুনের রব।'
৪৯	ফেরাউন বলল, 'আমার অনুমতি দানের পূর্বেই কি তোমরা তাকে মেনে

	নিলে? নিশ্চয়! সেই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।'
৫০	তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব।
৫১	আমরা আশা করি আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।'
৫২	আমি মূসাকে বললাম, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হয়ে যাও; নিশ্চয়ই! তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। [৫২-৬৮]
৫৩	ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী প্রেরণ করল,
৫৪	তারা বলল, 'নিশ্চয়ই! এরা (বনী-ইসরাইল) ক্ষুদ্র একটি দল।
৫৫	এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে
৫৬	এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।'
৫৭	অতঃপর আমি ফেরাউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম
৫৮	এবং ধন-ভান্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে।
৫৯	এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাইলকে করে দিলাম এসবের অধিকারী।
৬০	তারা (ফেরাউনের দল) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।
৬১	যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম।'
৬২	মূসা বলল, 'কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।'
৬৩	অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।'
৬৪	অপর দলটিকে আমি সেখানের নিকটবর্তী করে দিলাম।
৬৫	আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে।
৬৬	কিন্তু অপর দলটিকে (ফেরাউনের দলকে) নিমজ্জিত করলাম।

৬৭	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [অতীতে যারাই জিদ করেছে বা সত্যের অস্বীকৃতিতে অনড় থেকেছে তাদের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অসত্য কিছু সময়ের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলেও পরিশেষে সত্যেরই জয় হয়।]
৬৮	তোমার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
৬৯	তাদের কাছে ইব্রাহীমের ঘটনা বিবৃত কর। [৬৯-৮৯] [৬৯-১০৪] [আরবরা বিশেষত কুরাইশরা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসারী বলে দাবী করত। খ্রীষ্টান ও ইহুদিরাও তাঁকে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পথ-প্রদর্শক মনে করত। তাই বার বার কোরআনে তাঁর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর পথ কি ছিল এবং বর্তমানে যারা নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবী করে তারা কি করছে? তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করতেন না এবং শুধু এ কারণেই তিনি নিজ ভূমি ছেড়ে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন (কানান), মিশর ও আরবের পথে-প্রান্তরে দেশান্তরী হয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। তিনি ইহুদি-খ্রীষ্টান কিছুই ছিলেন না। এসব ধর্ম তাঁর অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৭০	যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘তোমরা কিসের উপাসনা কর?’
৭১	তারা বলল, ‘আমরা মূর্তির পূঁজা করি এবং তাদের প্রতি সর্বদাই আমরা নিষ্ঠাবান।’
৭২	সে বলল, ‘যখন তোমরা আহবান কর তখন কি তারা শুনতে পায়?
৭৩	অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?’
৭৪	তারা বলল, ‘না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি।’
৭৫	সে বলল, ‘তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ যাদের পূঁজা কর,
৭৬	তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা?
৭৭	বিশ্ব-পালনকর্তা ব্যাতিত তারা সবাই আমার শত্রু।
৭৮	যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (আল্লাহ) তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন-
৭৯	যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন (আল্লাহ),
৮০	যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন,
৮১	যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন,

৮২	আমি আশা করি বিচার দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।
৮৩	হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর
৮৪	এবং আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সন্মানীত কর
৮৫	এবং আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।
৮৬	এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা ভূল পথে রয়েছে
৮৭	এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্চিত কর না,
৮৮	যে দিবসে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না-
৮৯	সে ব্যাতিত যে পরিপূর্ন আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'
৯০	যারা মন্দ (কর্ম/পথ) থেকে দূরে থেকেছে সেদিন উদ্যানকে তাদের নিকটবর্তী করা হবে। [৯০-১০৪]
৯১	এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত হবে নরক।
৯২	তাদেরকে বলা হবে, 'তারা কোথায় তোমরা যাদের পূঁজা করতে-
৯৩	আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি (এখন) তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তাদের নিজেদেরকে?'
৯৪	অতঃপর তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে; তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে
৯৫	এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে একত্রে।
৯৬	তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে-
৯৭	'শপথ আল্লাহর, আমরা স্পষ্টতই বিভ্রান্তিতে ছিলাম-
৯৮	যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতূল্য গন্য করতাম।
৯৯	অপরাধীরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল;
১০০	এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই
১০১	এবং কোন সুহৃদ ও বন্ধু নেই।
১০২	হায়! যদি আমরা (আবার) পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।'
১০৩	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
১০৪	তোমার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১০৫	নূহের সম্প্রদায় বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল। [১০৫-১২২] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
১০৬	যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল, ‘তোমরা কি (মন্দ কাজ থেকে) নিজেদের রক্ষা করবে না?
১০৭	আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।
১০৮	অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং আমার কথা শোন।
১০৯	আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয় তো বিশ্ব-পালনকর্তার!
১১০	অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং আমার কথা শোন।’
১১১	তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যখন তোমার অনুসরণ করে (সমাজের) নিচু স্তরের লোকেরা?’
১১২	নূহ বলল, ‘তারা (অতীতে) কি কাজ করেছে তা জানা আমার কি প্রয়োজন?
১১৩	তাদের হিসেব গ্রহণ তো আমার পালনকর্তার কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!
১১৪	বিশ্বাসীদের বিতাড়ন করা আমার কাজ নয়।
১১৫	আমি শুধুমাত্র একজন সাধারণ সতর্ককারী।’
১১৬	তারা বলল, ‘হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও তবে তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।’
১১৭	নূহ বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার নিজ সম্প্রদায় আমাকে অস্বীকার করছে।
১১৮	অতএব আমার ও তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা কর।’
১১৯	আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম
১২০	এবং অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।
১২১	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
১২২	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১২৩	আ’দ সম্প্রদায় বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল। [১২৩-১৪০] [দ্রষ্টব্য

	আ'দ- ৭:৬৫]
১২৪	তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল, 'তোমাদের কি (আল্লাহর) ভয় নেই?
১২৫	আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।
১২৬	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১২৭	আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়/প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তার বিবেচনাধীন।
১২৮	তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা স্তম্ভ নির্মাণ করছ
১২৯	এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?
১৩০	অথচ যখন তোমরা কাউকে আঘাত কর তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। [তারা ছিল জীবনমান উন্নতকরণে ব্যাস্ত। অপ্রয়োজনীয়ভাবে কেবলমাত্র প্রদর্শনের জন্য বিশাল বিশাল প্রাসাদ ও দূর্গ নির্মাণে ব্যাস্ত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাদের হৃদয় এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে দুর্বলের জন্য এতটুকু দয়া প্রদর্শনেও কার্পণ্য করত। দরীদ্রদের প্রতি সুবিচার করত না। চারিদিকে দারীদ্র পীড়িত মানুষ তাদের বর্বরতার শিকার।]
১৩১	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১৩২	তাঁর (আল্লাহর) প্রতি কর্তব্য পালন কর যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন যা তোমরা জান।
১৩৩	তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,
১৩৪	উদ্যান ও ঝরণা।
১৩৫	আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি।'
১৩৬	তারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান।
১৩৭	এসব কথা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ তো নয়।
১৩৮	আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।'
১৩৯	তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
১৪০	এবং তোমার পালনকর্তা তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১৪১	সামূদ সম্প্রদায় বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল। [১৪১-১৫৯] [সামূদ সম্প্রদায়ও পাথর কেঁটে সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করত। যা তাদের সম্পদ, শক্তি ও সামর্থকে প্রদর্শন করত। অথচ দরীদ্রদের আশ্রয়স্থলও ছিল না। তাদের অবস্থান

	স্থল ছিল হেজাজে। মদীনা ও তাবুকের মাঝামাঝি। এটি আল-হিজর নামেও পরিচিত। জর্ডান পর্যন্ত প্রায় ৩০০-৪০০ মাইল বিস্তৃত এলাকা ভূমিকম্পের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
১৪২	যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না?
১৪৩	আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।
১৪৪	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১৪৫	আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।
১৪৬	তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে-
১৪৭	উদ্যান ও ঝরণাসমূহের মাঝে?
১৪৮	শস্যক্ষেত্র কিংবা মঞ্জুরিত খেজুর বাগানে?
১৪৯	তোমরা দক্ষতা/নিপুণতার সঙ্গে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ (!)
১৫০	বরং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১৫১	সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না-
১৫২	যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং সংস্কারসাধন করে না।’
১৫৩	তারা বলল, ‘তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন।
১৫৪	তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ তো নও। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন (প্রমাণ) উপস্থিত কর।’
১৫৫	সে বলল, ‘এই উষ্ট্রীকে দেখ; (এই কূপে) এরও আছে পানি পান করার অধিকার এবং তোমাদেরও আছে পানি পানের অধিকার। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত দিবস।
১৫৬	তোমরা এর কোন ক্ষতি কর না। তাহলে তোমাদের ওপর এক মহাদিবসের শাস্তি পতিত হবে।’
১৫৭	কিন্তু তারা তাকে বধ করল; পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।
১৫৮	অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। [পানির কারণে অত্র অঞ্চলে বিবাদ থেকে শুরু করে খনোখুনিও হয়ে যেত। উষ্ট্রীটি ছিল একটি নিদর্শন। কূপে একদিন তার পানি পানের পালা ছিল, অন্যদিন অধিবাসী ও তাদের পশুদের।

	এটি ভঙ্গ করা নিষেধ ছিল। কিছুদিন তারা নিয়ম মেনে চলেছে। তারা সালেহকে একজন সম্ভাবনাময় মানুষ হিসেবেও দেখত। যার থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করার মত ছিল। কিন্তু উষ্ট্রী যখন তাদের যন্ত্রনার কারণ হল তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল এবং তাদের মধ্যে সাহসী একজন তাকে হত্যা করল। সামূদ সম্প্রদায় ভয়ানক ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।] [অতীতে সতর্কতামূলক নিদর্শন প্রেরণ করা সত্ত্বেও মানুষের অবিশ্বাস/অস্বীকৃতির কারণে নিদর্শন প্রেরণ করা বন্ধ রাখা হয়।] [দ্রষ্টব্য ১৭:৫৯]
১৫৯	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১৬০	লূতের সম্প্রদায় বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছে। [১৬০-১৭৫] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
১৬১	যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, ‘তোমরা কি ভয় কর না?
১৬২	আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।
১৬৩	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১৬৪	আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন।
১৬৫	কি! সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল তোমরাই পুরুষের সংসর্গ কামনা কর (!)
১৬৬	এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাদেরকে বর্জন কর! তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়!’
১৬৭	তারা বলল, ‘হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কার করা হবে।’
১৬৮	লূত বলল, ‘আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।
১৬৯	হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে তা থেকে রক্ষা কর।’
১৭০	অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম-
১৭১	এক বৃদ্ধা (তার স্ত্রী) ব্যাতিত; যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভূক্ত।
১৭২	অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম।
১৭৩	তাদের ওপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষন করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য

	এই বৃষ্টি ছিল নিকৃষ্টতর।
১৭৪	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।
১৭৫	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। [যারাই পাপাচার অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেছে তাদের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।]
১৭৬	আয়কার/বনের অধিবাসীরা বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল। [১৭৬-১৯১] [দ্রষ্টব্য আয়কা- আয়াত ১৭৭]
১৭৭	যখন শোয়েব তাদেরকে বলল, ‘তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? [শোয়েব একই সাথে মাদাইয়ান বা মিডিয়ানবাসী এবং আয়কার অধিবাসীদেরও বার্তাবাহকরূপে আগমন করেছিল। বস্তুত এরা একই শাখার দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায়। ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম স্ত্রী সারাহ’র গর্ভজাত সন্তান হচ্ছে আইজ্যাক বা ইসহাক নবী। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সারাহ’র মিশরীয় পরিচারিকা হাগার বা হাজেরার গর্ভজাত সন্তান হচ্ছে ইসমাঈল (আঃ)। সারাহ’র মৃত্যুর পর ইব্রাহীম (আঃ) পরিচারিকা কেতুরাহকে বিবাহ করেন। সে ঘরে ছয় সন্তানের জন্ম হয়। তাদের একজন মাদাইয়ান বা মিডিয়ান। তারা উত্তর আরব ও দক্ষিন প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। তাদের রাজধানী ছিল মাদাইয়ান। কেতুরাহর সন্তানদের মধ্যে তারা সমধিক পরিচিত। কেতুরাহ’র অপর সন্তানেরা উত্তর আরবের তাবুকে বসতি স্থাপন করে যা একসময় ‘আয়কা’ নামে পরিচিত ছিল। তারা একই পূর্ব পুরুষ থেকে আগত, একই ভাষায় কথা বলে এবং পাশাপাশি বসবাস করে বিধায় একই বার্তাবাহক তাদের হয়ে কাজ করেছে। তাদের পেশা ছিল ব্যবসায়। তারা সামাজিকভাবে অধঃপতিত ছিল এবং মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। ইয়েমেন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিশরে ব্যবসা-বাণিজ্যের চলাচলের পথে তাদের অবস্থান হওয়ায় তারা লুটতরাজ করত। বাইবেলে আছে তারা বা’আল দেবতার পূঁজা করত। ইসরাইলের সন্তানেরা মহাপ্রস্থানকালে মিশর ছেড়ে কানানে যাবার পথে যখন তাদের এলাকায় প্রবেশ করে তখন তারা তাদের মন্দ কাজগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়। শোয়েব তাদের এসব মন্দ কার্যকলাপকে নিষেধ করত। তারা শোয়েবকে তাদের ওপর শাস্তি নিয়ে আসার জন্য বলত যেমন এখন কুরাইশরা বলে। তাই কুরাইশদেরকে তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ভূমিকম্প মিডিয়ানবাসীদেরকে ধ্বংস করেছিল।]
১৭৮	আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।

১৭৯	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।
১৮০	আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।
১৮১	মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।
১৮২	সঠিকভাবে/উপায়ে ওজন দাও।
১৮৩	মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না।
১৮৪	ভয় কর তাঁকে (আল্লাহকে) যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন।'
১৮৫	তারা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।
১৮৬	তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমরা মনে করি তুমি মিথ্যেবাদীদের অন্তর্ভূক্ত।
১৮৭	যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশ থেকে কোন খণ্ড এনে আমাদের ওপর ফেলে দাও।,
১৮৮	শোয়েব বলল, 'তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত।'
১৮৯	তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল। নিশ্চয়ই! সেটি ছিল এক মহাদিবসের দূর্যোগ।
১৯০	নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।
১৯১	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১৯২	এই কোরআন বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। [১৯২-২০০]
১৯৩	বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিবরাইল/গাব্রিয়েল/রুহ-উল-কুদ্দুস) একে নিয়ে অবতরণ করেছে-
১৯৪	তোমার অন্তরে; যেন তুমি সতর্ককারীদের একজন হও,
১৯৫	সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়,
১৯৬	নিশ্চয়ই! এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে।
১৯৭	তাদের জন্য কি এটি একটি নিদর্শন নয় যে ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে পণ্ডিত ব্যাক্তিগণ এ বিষয়ে অবগত আছে? [পূর্ববর্তী অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহেও

	একই বার্তা দেয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহর সঙ্গে শরীক না করতে বলা হয়েছে, পরকাল, বিচার দিবস, জবাবদিহিতা ইত্যাদি। আরবদের কাছে বিষয়গুলি অজানা হলেও মূসা (আঃ) এর অনুসারী হিসেবে তাদের আশেপাশে বিদ্যমান শিক্ষীত ইসরাইলিরা বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত ছিল। এখানে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।]
১৯৮	যদি আমি একে কোন ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের প্রতি অবতীর্ণ করতাম,
১৯৯	অতঃপর সে তা তাদের কাছে পাঠ করত, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না।
২০০	এভাবেই আমি দুষ্টদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করে দেই।
২০১	তারা (অবিশ্বাসীরা) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না যে পর্যন্ত না মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। [২০১-২০৯]
২০২	অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে এবং তারা বুঝতেও পারবে না।
২০৩	তখন তারা বলবে, ‘আমরা কি অবকাশ পাব না?’
২০৪	তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে?
২০৫	তুমি ভেবে দেখ তো- যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই,
২০৬	অতঃপর যে (শাস্তির) বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা তাদের কাছে এসে পড়ে,
২০৭	তবে তাদের এ ভোগ বিলাস তাদের কোন উপকারে আসবে?
২০৮	আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি কিন্তু তার জন্য তার সতর্ককারী ছিল-
২০৯	স্মরণ করানর জন্য; কেননা আমি কখনই নিপীড়ক নই।
২১০	এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি, [২১০-২১২] [মক্কার অবিশ্বাসীরা কোরআন সম্পর্কে নানান অমূলক ও মিথ্যে প্রচারণা করার চেষ্টা করার প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
২১১	তারা এ কাজের উপযুক্তও নয় এবং তারা এর সামর্থও রাখে না;
২১২	তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। [দ্রষ্টব্য ৩৭:১০]
২১৩	অতএব তুমি (হে মোহাম্মদ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহবান করবে না। তাহলে শাস্তিতে পতিত হবে। [২১৩-২২০]

২১৪	তুমি নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক কর,
২১৫	এবং তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও।
২১৬	যদি তারা তোমার অবাধ্য হয় তবে বল: তারা যা করে তা থেকে আমি মুক্ত।
২১৭	তুমি ভরসা কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর ওপর।
২১৮	যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (উপাসনায়) দণ্ডায়মান হও
২১৯	এবং দেখেন তাদের সঙ্গে যারা (উপাসনায়) মস্তক অবনত করে।
২২০	নিশ্চয়ই! তিনি; কেবলমাত্র তিনিই সর্বশ্রোতা, সবজান্তা।
২২১	আমি কি বলব তোমাদেরকে (হে মানুষ) শয়তান কার কাছে নেমে আসে? [২২১-২২৩]
২২২	তারা নেমে আসে প্রত্যেক অন্যায়কারী, মিথ্যেরূপ ধারণকারীদের ওপর।
২২৩	তারা কান পেতে থাকে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মিথ্যেবাদী।
২২৪	বিভ্রান্তরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে। [২২৪-২২৭] [দ্রষ্টব্য ২১:৫, ৩৬:৬৯, ৩৭:৩৬, ৫২:৩০, ৬৯:৪১] [সমালোচকরা মোহাম্মদ (সাঃ) কে বিভিন্ন সময়ে কবিরূপে অভিহিত করার চেষ্টা করত। অথচ তিনি মন্দের বিপক্ষে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংস্কারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন; বাস্তব জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না; এমনকি হতাশাগ্রস্ত হয়ে উদাসীনও ছিলেন না, যেমন উদাসীনতা বাস্তব বিবর্জিত কিছু কবিদের মধ্যে দেখা যায় সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
২২৫	তুমি কি দেখ নাই যে তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়
২২৬	এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না?
২২৭	তারা ব্যাতিত যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে এবং আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। পথভ্রষ্টরা শীঘ্রই জানতে পারবে কেমন প্রত্যাবর্তনস্থলে তারা ফিরে যাবে! [উল্লেখ্য যে, কবিদের মধ্যে যারা সত্যের স্বপক্ষে কথা বলে, অন্যায়কারীদের বিপক্ষে অস্ত্ররূপে তাদের লেখনিকে ব্যাবহার করে এ বক্তব্য তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হতাশাগ্রস্ত ও উদাসীন যারা জীবন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যরূপে উদাহরণস্বরূপ এটি বলা হয়েছে। বিশ্বাসীরা/জেহাদীরা যেমন অস্ত্র হাতে অন্যায়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করে, তেমনি কবিরাও তাদের লেখনী দ্বারা অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ/সংগ্রাম করে। জেহাদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব বিষয়গুলি নিয়ে ভূল বোঝার বা বোঝাবার কোন অবকাশ নেই।]

২৭. সূরা আন-নামল, আয়াত সংখ্যা-৯৩, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ 'The Ant'। বাংলায় যার অর্থ 'পিপড়া বা পিপীলিকা'। সূরার ১৮ নং আয়াতে পিপীলিকা সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ থাকায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সাথে সম্পর্কিত।

অবতীর্ণ বাণীতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে কেবলমাত্র তারাই এর থেকে উপকারিতা পেতে পারে; অবিশ্বাসী বা অস্বীকারকারীরা নয়। চারিদিকের প্রকৃতি ও তার নিদর্শন আল্লাহর একত্বই ঘোষণা করে সূরায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও সূরায় পরকালে বিশ্বাসের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

মূসা (আঃ), সোলায়মান, সামূদ ও লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা প্রাসংগীকভাবে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	ত্বা-সীন; এগুলি কোরআনের বাণী; এমন এক গ্রন্থ যা বিবৃতিসমুহকে তুলে ধরে সুস্পষ্ট/সহজ-সরলভাবে, [১-৬]
২	পথ নির্দেশ ও সু-সংবাদ বিশ্বাসীদের জন্য-
৩	যারা নিয়মিত উপাসনা করে, গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং পরকালের বিষয়ে নিশ্চিত।
৪	যারা পরকালে বিশ্বাস করে না আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
৫	তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
৬	এবং তুমি (হে মোহাম্মদ) কোরআনের বাণী গ্রহণ করছ এমন একজনের উপস্থিতিতে- যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।
৭	(স্মরণ কর) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বলল, 'আমি আগুন দেখেছি, (হয়ত) আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।' [৭-১৪] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৮	যখন সে আগুনের কাছে এল তখন তাকে আহবান করে বলা হল,

	‘তারাই আশীর্বাদপুষ্ট, যারা আগুনের স্থানে আছে এবং যারা আগুনের আশে পাশে আছে। বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা, আল্লাহ মহিমান্বিত!
৯	হে মূসা! আমি আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
১০	নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি।’ নিক্ষেপ করার পর যখন সে দেখল লাঠিটি সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করছে, তখন সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল এবং পেছন ফিরে তাকাল না। (বলা হল) ‘হে মূসা! ভয় করো না। বার্তাবাহকগন আমার সান্নিধ্যে ভয় করে না-
১১	সে ব্যাতিত যে অন্যায়/ভূল কাজ করে; তবে মন্দ কাজের পরেও যদি ভাল কাজ করে (সে ক্ষেত্র ব্যাতিত)। নিশ্চয়ই! আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১২	তোমার হাত বগলে রাখ, (দেখবে) কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই সাদা-শুভ্ররূপে বের হয়ে আসবে। এগুলি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয়ই! তার সম্প্রদায় অন্যায় করেছে।’
১৩	অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী আগমন করল তখন তারা বলল, ‘এটি তো যাদু।’
১৪	তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল; যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতঃপর দেখ, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?
১৫	অবশ্যই আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা বলেছিল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তার অনেক বিশ্বাসী বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।’ [১৫-১৯] [১৫-৪৪]
১৬	সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। বলেছিল, ‘হে লোক সকল! আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছুই প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই! এটি (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।’ [দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮]
১৭	সোলায়মানের সামনে তার বাহিনীর জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে সমবেত করা হল। তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।
১৮	যখন তারা পিপীলিকা অধ্যূষিত উপত্যকায় এসে পৌঁছাল তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ

	কর। অন্যথায় সোলায়মান ও তার বাহিনী অজান্তেই তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।’
১৯	তার কথা শুনে সোলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যেন আমি তোমার সে অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ এবং যেন আমি সৎকর্ম করি যা তোমাকে প্রসন্ন করে এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত কর।’
২০	সোলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিল অতঃপর বলল, ‘কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?’ [২০-২৮]
২১	‘আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব, অন্যথায় সে উপযুক্ত কারণ দর্শাবে।’
২২	অনতিবিলম্বে সে এসে বলল, ‘আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।’ [দ্রষ্টব্য সাবা- ৩৪:১৫-২১]
২৩	‘আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটি বিশাল সিংহাসন আছে।
২৪	আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্য্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে। ফলে তারা সুপথে চলে না-
২৫	তাই তারা আল্লাহকে সেজদা করে না, যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের গোপন বিষয়সমুহ প্রকাশ করেন এবং জানেন- যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।
২৬	আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের অধিপতী।’
২৭	সোলায়মান বলল, ‘তুমি সত্য বলছ নাকি মিথ্যে বলছ আমি তা দেখব।’
২৮	‘তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পন কর। অতঃপর তাদের থেকে সরে থাক এবং দেখ, তারা কি উত্তর দেয়।’
২৯	সে (সেবার রাণী) বলল, ‘হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র

	দেয়া হয়েছে- [২৯-৩৫]
৩০	সোলায়মানের পক্ষ থেকে এবং এটি এমন! পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু)-
৩১	(বলা হচ্ছে) আমার বিপক্ষে অহমিকা প্রদর্শন কর না, বরং আমার কাছে উপস্থিত হও সমর্পিত হয়ে।'
৩২	সে (রাণী) বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ভিন্ন আমি তো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।'
৩৩	তারা বলল, 'আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। কিন্তু নির্দেশনা আপনার। অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।'
৩৪	সে (রাণী) বলল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিদেরকে অপদস্থ করে। তারাও নিশ্চয় এরূপই করবে।
৩৫	আমি তার কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি প্রেরিতরা কি নিয়ে অসে।'
৩৬	দূত যখন সোলায়মানের কাছে আগমন করল সোলায়মান বলল, 'কি! তোমরা ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায়তা করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহ থেকে উত্তম। না (এটি আমি নই), বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। [৩৬-৪০]
৩৭	ফিরে যাও তাদের কাছে। অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিস্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত।'
৩৮	সোলায়মান বলল, 'হে পরিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পন করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আমাকে তার (রাণীর) সিংহাসন এনে দেবে?'
৩৯	এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি আপনাকে তা এনে দেব; নিশ্চয়ই, আমি এমন কাজে শক্তিমান ও বিশ্বস্ত।'
৪০	যার গ্রন্থ সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল তেমন একজন বলল, 'আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।' অতঃপর সোলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল তখন বলল, 'এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি

	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের মঙ্গলার্থেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জানুক যে আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল।’
৪১	সোলায়মান বলল, ‘তার (রাণীর) জন্য তার সিংহাসনকে পরিবর্তন করে দাও, দেখি সে বুঝতে পারে নাকি সে তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা দিশাহীন?’ [৪১-৪৪]
৪২	অতঃপর যখন সে (রাণী) আগমন করল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তোমার সিংহাসন কি এরূপই?’ সে বলল, ‘মনে হয় এটিই সেটি।’ (সোলায়মান বলল) ‘আমরা পূর্বেই সমস্ত বিষয় অবগত হয়েছি এবং আমরা (আল্লাহর প্রতি) সমর্পিত।’
৪৩	(বস্তুত) আল্লাহর পরিবর্তে সে যাদের পূঁজা করত তাই তাকে বিশ্বাস আনা থেকে নিবৃত করেছিল। নিশ্চয়ই! সে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল।
৪৪	তাকে বলা হল, ‘এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।’ যখন সে প্রাসাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, সে ধারণা করল যে এটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পদযুগল অনাবৃত করল। সোলায়মান বলল, ‘এটি তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ।’ তখন সে (রাণী) বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করলাম।’
৪৫	আমি সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। [৪৫-৫৩] [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৪৬	সালেহ বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যাণের পরিবর্তে কেন অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইছ? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন যেন তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার?’
৪৭	তারা বলল, ‘তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।’ সালেহ বলল, ‘তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর হাতে; বরং তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।’
৪৮	এবং সেই শহরে ছিল এমন নয়জন ব্যাক্তি (নয়জন গোষ্ঠী প্রধান),

	যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করত এবং সংস্কারসাধন করত না।
৪৯	তারা বলল, ‘তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রাত্রিকালে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। নিশ্চয়ই! আমরা সত্যবাদী।’
৫০	তারা চক্রান্ত করছিল এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।
৫১	অতঃপর দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিনামের প্রকৃতিটি কেমন ছিল! আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে সমূলে ধ্বংস করেছিলাম।
৫২	এই তো তাদের বাড়ীঘর; তাদের ভূল কর্মের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৫৩	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।
৫৪	স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদয়কে বলল, ‘তোমরা কি জেনে-শুনে ঘৃণিত কাজ করবে? [৫৪-৫৮] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
৫৫	কামতৃপ্তির জন্য তোমরা কি নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষেই উপগত হবে? না, বরং তোমরা তো এমন এক সম্প্রদায় যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত।’
৫৬	তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘লূত পরিবারকে জনপদ থেকে বহিস্কার করে দাও। এরা এমন যে, কেবল পবিত্র হতে/সাজতে চায়।’
৫৭	অতঃপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম; তার স্ত্রীকে ছাড়া। তার ভাগ্যকে পশ্চাৎপদদের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম।
৫৮	তাদের ওপর বর্ষন করেছিলাম বৃষ্টি। সতর্ককৃতদের ওপর বর্ষিত সে বৃষ্টি কতই না ভয়ানক ছিল! [বাইবেলে আছে যে, তাদের অস্বাভাবিক পাপাচারের কারণে গড জর্ডানের অন্তর্গত সোডম ও গোমরাহ শহর দু'টিকে আসমান থেকে অগ্নি নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেন যেখানে লূত বসবাস করত। তার স্ত্রী লবণের স্তুপে পরিণত হয়েছিল। অতঃপর লূত তার দুই মেয়েকে নিয়ে ‘জোর’ নামক পর্বতাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে থাকে।]
৫৯	বল (হে মোহাম্মদ): সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং শান্তি (বর্ষিত হোক) তাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন (বার্তাবাহকরূপে)!

	আল্লাহ উত্তম নাকি যাদেরকে তারা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে তারা? [৫৯-৬৫]
৬০	তিনিই কি উত্তম নন, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষন করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করি যার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতাই তোমাদের নেই? অতএব আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? না, বরং তারা এমন সম্প্রদায় যারা তাঁর সঙ্গে সমপর্যায়ের অংশীদার সাব্যস্ত করে।
৬১	তিনিই কি উত্তম নন, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্য পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝে রেখেছেন অন্তরাল? অতএব আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? না, বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।
৬২	তিনিই কি উত্তম নন, যিনি সাড়া দেন যখন অসহায় তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন? সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা অতি সামান্যই (বিষয়গুলিতে) মনোনিবেশ/স্মরণ করে।
৬৩	তিনিই কি উত্তম নন, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সু-সংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? অতএব আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাদেরকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।
৬৪	তিনিই কি উত্তম নন, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তোমাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।
৬৫	বল (হে মোহাম্মদ): আল্লাহ ব্যাতিত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানে না এবং তারা জানে না যে তারা আবার কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।
৬৬	বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে। না বরং তারা

	এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণকরে; তারা এ বিষয়ে অন্ধ। [৬৬-৭৫]
৬৭	অবিশ্বাসীরা বলে, 'যখন আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের মত ধূলোয় পরিণত হয়ে যাব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?
৬৮	এ প্রতিশ্রুতি তো আমরা এবং আমাদের পিতা-পিতামহরা পূর্ব থেকেই প্রাপ্ত হয়েছি। এটি তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ আর কিছু নয়।'
৬৯	তাদের বল: পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে!
৭০	তাদের কারণে তুমি দুঃখিত হয়ো না (হে মোহাম্মদ) এবং তারা যে চক্রান্ত করে তাতে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।
৭১	তারা বলে: যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে বল কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?
৭২	বল: তোমরা যা দ্রুত প্রত্যাশা করছ, হতে পারে তার একটি অংশ তোমাদের পিছু অতি সন্নিকটে তাড়া করছে।
৭৩	তোমার পালনকর্তা মানুষের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
৭৪	তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তোমার পালনকর্তা তা জানেন। [অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে যা বলে কেবল তাই নয়, তাদের অন্তর যেসব মন্দ পরিকল্পনা আঁটে আল্লাহ তাও জানেন। এটি অবিশ্বাসীদের প্রতি সতর্কবার্তা।]
৭৫	আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন বিষয় নেই সব সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে।
৭৬	এই কোরআন ইসরাইলের সন্তানগণ যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশই তাদের কাছে বিবৃত করে, [৭৬-৭৯] [দ্রষ্টব্য ইসরাইল-২:৪৭]
৭৭	এবং নিশ্চিতই এটি বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও দয়াস্বরূপ।
৭৮	তোমার পালনকর্তা নিজ জ্ঞানে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।
৭৯	অতএব তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই! তুমি সত্য ও সঠিক পথে আছ।
৮০	তুমি মৃত কিংবা বধিরকে আহবান করতে পারবে না যখন তারা পৃষ্ঠ

	প্রদর্শন করে চলে যায়, [৮০-৮২]
৮১	তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবে যারা আমার বাণীসমূহে বিশ্বাস করে এবং যারা নিজেদেরকে সমর্পন করেছে।
৮২	তাদের বিষয়ে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি যখন সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সম্মুখে (পৃথিবী/ভূ-গর্ভ থেকে) জীব উপস্থিত করব যে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। কেননা নিদর্শন/অবতীর্ণ বাণীতে মানুষের বিশ্বাস নেই।
৮৩	যেদিন আমি একত্রিত করব এক একটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে যারা আমার বাণীসমূহকে অস্বীকার করত- (সেদিন) তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে; [৮৩-৮৫]
৮৪	যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা কি আমার নিদর্শন/অবতীর্ণ বাণীসমূহকে মিথ্যে বলেছিলে? অথচ এগুলি সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। নাকি তোমরা অন্য কিছু করছিলে?’
৮৫	সীমালংঘনের কারণে তাদের কাছে প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে যাবে; ফলে তারা কোন কিছুই বলতে পারবে না।
৮৬	তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। [৮৬-৯০]
৮৭	যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছে করবেন তারা ব্যাতিত নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারা আছে সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পরবে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়।
৮৮	তুমি পর্বতমালাকে দেখে সুদৃঢ়/নিশ্চল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলি ভাসমান হবে যেভাবে মেঘপুঞ্জ পেরিয়ে যায়। এটি আল্লাহর কারিগরী/সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু কর তিনি তা জানেন।
৮৯	যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে,
৯০	এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে অগ্নিতে অধঃমূখে নিক্ষেপ করা

	হবে। তোমরা যা করেছিলে তারই প্রতিফল পাবে।
৯১	বল: আমি (মোহাম্মদ) আদিষ্ট হয়েছি এ ভূমির মালিকের উপাসনা করতে যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সবকিছু তাঁরই এবং আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি তাদের একজন হতে যারা তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করে, [৯১-৯৩]
৯২	এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। অতঃপর যে ব্যাক্তি সৎপথে চলে সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে তুমি বলে দাও, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী,
৯৩	এবং আরও বল: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাবেন যেন তোমরা জানতে পার এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে তোমাদের পালনকর্তা অনবহিত নন।

২৮. সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত সংখ্যা-৮৮, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Story'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'বিবৃতি বা ঘটনা বা কাহিনী'। বস্তুত কাসাস হচ্ছে, ঘটনাসমূহকে যথাযথ ধারাবাহিকতায় সাজান। সূরায় শিক্ষনীয় বিবিধ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি বিষয়ে অবিশ্বাসীরা যে সব সন্দেহ পোষণ ও অভিযোগ উত্থাপন করার চেষ্টা করত, সূরায় সে ধারণাগুলিকে খণ্ডন করা হয়েছে এবং সে কারণে মূসা নবী ও ফেরাউনের ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ যা করেন এবং যেভাবে করেন তা মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ ও সম্ভব নয়। ফেরাউনের ঔদ্ধত্য যার দ্বারা ধ্বংস হয়েছে সে তার নিজ ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছে। আবার আল্লাহ কার প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ষন করবেন সেটিও কারও পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। এমনকি যার প্রতি তিনি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন সে নিজেও সে বিষয়ে এক মূহুর্ত আগেও ওয়াকিবহাল থাকে না। অপ্রত্যাশিতভাবে আচমকা সবকিছু ঘটে যায়। আবার যার মাধ্যমে আল্লাহ কিছু করাতে চান- দেখা যায় সে না ক্ষমতায়, না সম্পদে, না জনবলে শক্তিশালী। তথাপি দেখা যায় যে, সে-ই সবচাইতে যথার্থ বিরোধীশক্তি! একটু মনযোগ দিয়ে অধ্যায়ন করলে মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা থেকে আরও অনেক শিক্ষনীয় আছে।

ভূল পথে চলার কারণে অতীতে আ'দ, সামূদ, সাবা ও লুতের সম্প্রদায়

ধ্বংস হয়েছে। অন্যায়, অনৈতিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজের মাধ্যমে পার্থিব জীবনের অর্জন ও এর দ্বারা নিজেকে গর্বিত অনুভব করার মধ্য দিয়ে কেউই নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারেনি। অতএব কেবল লাভের অংক কষলেই হবে না, একই সঙ্গে সঠিক পথেও থাকতে হবে; অন্যথায় সকলের পরিণতি একই রকম হবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে সকলকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানান হয়েছে। সূরায় কারুনের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাকে অনেক অনুগ্রহ দান করেছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও দম্ভ প্রদর্শনের কারণে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন, পরকালের আবাসস্থল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি যারা পৃথিবীর বুকে নিপীড়ন-নির্যাতন করে না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না এবং যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে; শুভ পরিণাম তাদেরই জন্য।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তা সীন মীম। [১-২] [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এগুলি সেই গ্রন্থের বাণী যা বিষয়বস্তুসমূহকে সহজ-সরল/সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।
৩	আমি তোমার কাছে মূসা ও ফেরাউনের কিছু ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। [৩-১৪] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৪	ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে (ইসরাইলিদেরকে) দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই! সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।
৫	দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল আমার ইচ্ছে হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার
৬	এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার যা তারা সেই দূর্বল দলের

	তরফ থেকে আশংকা করত। [বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ- যার কারণে ইসরাইলের সন্তানদের একদিন মিশরে আগমন ঘটেছিল, তাঁর মৃত্যুর পর এমন একটা সময় এল যখন ইসরাইলিদের সংখ্যা দিনে দিনে বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মিশরীয়রা আশংকিত হল। ফেরাউন নানান ছল-চাতুরতায় তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালাতে লাগল। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে পিথম ও রামসেস নগর গড়ে তোলা হল। যতই তারা তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বাড়াতে লাগল ততই তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকল। মিশরীয়রা ইসরাইলিদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। তারা তাদের জীবনকে তিক্ততায় ভরে দিল। এক পর্যায়ে ফারাও তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করল।] [হামান- মিশরে ফেরাউনের পরিষদবর্গের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি ছিল।]
৭	আমি মূসার জননীকে এই বলে অনুপ্রাণীত করলাম, ‘তাকে স্তন্য পান করাও এবং যখন তুমি তার বিষয়ে বিপদের আশংকা কর তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও এবং ভয় কর না, দুঃখও কর না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমার বার্তাবাহকগণের একজন করব।’
৮	অতঃপর ফেরাউন পরিবার তাকে তুলে নিল যেন সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই! ফেরাউন, হামান, ও তাদের বাহিনী সতত অপরাধী ছিল।
৯	ফেরাউনের স্ত্রী (নদীতে স্নান করার সময় পাত্রে ভাসমান শিশুটিকে দেখতে পেয়ে) বলল, ‘এ শিশু আমার শান্তনার কারণ হতে পারে তাকে হত্যা কর না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে বরণ করে নিতে পারি।’ বস্তুত তারা বুঝতে পারেনি।
১০	মূসা-জননীর অন্তর অস্থির হল। যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় না করে দিতাম তবে তো সে মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশই করে দিত। আমি দৃঢ় করে দিলাম (তার চিত্তকে) যেন সে বিশ্বাসী হয়ে (স্থির) থাকে।
১১	এবং সে তার ভগিণীকে বলল, ‘তাকে অনুসরণ কর।’ সে দূর থেকে তাকে দেখে যেতে লাগল এবং তারা বুঝতে পারল না।
১২	পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রী-স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। সে (ফেরাউনের স্ত্রীকে) বলল, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে

	এবং তার দেখাশুনা করবে?'
১৩	এভাবেই আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন সে (মূসার জননী) প্রশান্তি লাভ করে এবং দুঃখ না পায় এবং যেন সে জানে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।
১৪	যখন সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হল এবং পরিণত বয়সে উপনীত হল, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।
১৫	সে (মূসা) নগরে প্রবেশ করল এবং দেখতে পেল দু'ব্যাক্তি হানাহানি করছে। বিষয়টি নগরবাসীর জানা ছিল না। একজন তার স্ব-গোত্রীয় এবং অপরজন শত্রু গোত্রের। নিজ গোত্রের লোকটি তার কাছে শত্রুর বিপক্ষে সহায়তা চাইল। মূসা তাকে আঘাত করতেই তার মৃত্যু হল। মূসা বলল, 'নিশ্চয়ই! এটি শয়তানের কাজ। সে তো প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।' [১৫-২২]
১৬	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের ওপর অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।' আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।
১৭	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।'
১৮	অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে দেখতে পেল গতকল্য যে ব্যাক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা বলল, 'তুমি তো দেখছি এক বিভ্রান্ত ব্যাক্তি!'
১৯	অতঃপর মূসা যখন তাকে ধরতে উদ্যত হল যে তাদের শত্রু তখন সে বলল, 'গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যাক্তিকে হত্যা করেছিলে সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো দেখছি পৃথিবীতে একজন স্বৈরাচারী হতে চলেছ; সংস্কারক হতে চাচ্ছ না।'
২০	(এ সময়) শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যাক্তি ছুটে এসে বলল, 'হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরমর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।'
২১	অতঃপর সে পথ দেখতে দেখতে সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে

	গেল। সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।'
২২	যখন সে মাদাইয়ান বা মিডিয়ান অভিমুখে রওনা হল তখন বলল, 'আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন।'
২৩	যখন সে মাদাইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছাল, তখন কূপের ধারে একদল লোক তাদের পশুদেরকে পানি পান করানর কাজে রত ছিল। তাদের পশ্চাতে দূ'জন স্ত্রীলোক ছিল যারা তাদের পশুগুলিকে আগলিয়ে রাখছিল। সে বলল, 'তোমাদের কি বিষয়?' তারা বলল, 'আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারছি না যে পর্যন্ত না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ।' [২৩-২৮]
২৪	মূসা তাদের পক্ষ হয়ে তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাল। অতঃপর ছাঁয়ার নীচে আশ্রয় নিয়ে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ বর্ষন করবে আমি তারই মুখাপেক্ষী।'
২৫	বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার কাছে এসে বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন; আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করতে চান।' মূসা তার কাছে গেল এবং সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। সে বলল, 'ভয় কর না; তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।'
২৬	বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, 'পিতা তাকে মজুরীর বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করুন। সে উত্তম হবে; সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'
২৭	অতঃপর সে মূসাকে বলল, 'আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে এই শর্তে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই যে তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে; তবে যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সেটি তোমার ইচ্ছে। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ন পাবে।'
২৮	মূসা বলল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই সাব্যস্ত হল। দু'টি মেয়াদের মধ্যে যে কোন একটি পূর্ণ হলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি আল্লাহই তার নিশ্চয়তা বিধানকারী।'
২৯	মূসা যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন

	সে কিছুদূরে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসতে পারি, অথবা কোন জ্বলন্ত কাঠের টুকরো আনতে পারি যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।' [২৯-৪২]
৩০	যখন সে কাছে পৌঁছাল, পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব-জগতসমুহের পালনকর্তা।'
৩১	(বলা হল, হে মূসা) 'তুমি তোমার (হাতের) লাঠিটি নীচে নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে দেখতে পেল লাঠিটি সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করছে, তখন (ভয়ে) সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল। পেছন ফিরে দেখল না। (বলা হল) 'হে মূসা! কাছে এসো এবং ভয় কর না। তোমার কোন শংকা নেই, তুমি নিরাপদ।'
৩২	'তোমার হাত বগলে রাখ। কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় থেকে তোমার অন্তরকে নিবৃত রাখ। এ দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শন। নিশ্চয়ই! তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।'
৩৩	মূসা বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমি তাদের এক ব্যাক্তিকে হত্যা করেছি। আমি ভয় করি যে তারা আমাকে হত্যা করবে।'
৩৪	'আমার ভাই হারুণ আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে তারা আমার ওপর মিথ্যে আরোপ করবে।'
৩৫	আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাইয়ের দ্বারা এবং আমার নিদর্শনাবলীর দ্বারা তোমাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করব, ফলে তারা (ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ) তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হবে।'
৩৬	মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌঁছাল তখন তারা বলল, 'এতো অলীক যাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এমন কথা শুনিনি।'
৩৭	মূসা বলল, 'আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন যে কে তার নিকট থেকে

	পথ-নির্দেশনা নিয়ে আগমন করেছে এবং পরকালে শুভ পরিণাম কার। নিশ্চয়ই! অত্যাচারীরা সফলকাম হবে না।’
৩৮	ফেরাউন বলল, ‘হে পরিষদবর্গ! আমি জানি না যে আমি ব্যাতিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও; অতঃপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যেন আমি মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। আমার ধারণা সে একজন মিথ্যেবাদী।’
৩৯	ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।
৪০	অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে গ্রাস করলাম এবং আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম। দেখ অন্যায়কারীদের পরিণামের প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
৪১	আমি তাদেরকে এমন করেছিলাম যে তারা (অনুসারীদেরকে) নরকের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।
৪২	পৃথিবীতে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছি এবং পরকালেও তারা হবে ঘৃণিত।
৪৩	আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম; মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যেন তারা স্মরণ রাখে। [৪৩-৫০]
৪৪	মূসাকে যখন আমি বিধানাবলী/নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন (হে মোহাম্মদ) তুমি (পর্বতের) পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।
৪৫	আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি; অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এমনকি তুমি মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলে না যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতে। কিন্তু আমিই ছিলাম প্রেরণকারী।
৪৬	আমি যখন মূসাকে ডেকেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। তবে এ জ্ঞান তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অশীর্বাদস্বরূপ, যেন তুমি সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি; যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। [প্রাগৈতিহাসিক কালে আরব ভূমিতে সত্যের বার্তা নিয়ে আ’দ সম্প্রদায়ে আগমন করেছিল হুদ এবং সামূদ সম্প্রদায়ে সালেহ। ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত

	ইসমাঈল তাদের অনুসরণ করেছিল মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে অত্র অঞ্চলে আগমন করে শোয়েব, মাদাইয়ান সম্প্রদায়ে। এর মাঝে দীর্ঘ সময় আর কোন বার্তাবাহক আগমন করেনি। তাই বলা হয়েছে, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি।]
৪৭	অন্যথায় তাদের নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা (রাসূলের নিজ সম্প্রদায়) বলতে পারে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের কাছে কেন কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করনি, তাহলে তো আমরা তোমার বাণীসমুহ অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।’
৪৮	এখন আমার নিকট থেকে তাদের কাছে সত্য আগমন করেছে অথচ তারা বলে, ‘মূসাকে যেরূপ (নিদর্শন) দেয়া হয়েছিল এই বার্তাবাহককে কেন সেরূপ দেয়া হল না?’ পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলে, ‘উভয়টিই যাদু (কোরআন ও তাওরাত); একটি অপরটিকে সমর্থন করে।’ আরও বলে, ‘আমরা উভয়টিই প্রত্যাখ্যান করি।’
৪৯	বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট থেকে কোন গ্রন্থ নিয়ে আস যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথ-প্রদর্শক। আমি সেই গ্রন্থ অনুসরণ করব।’
৫০	যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবে যে তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে যে ব্যাক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই! আল্লাহ পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।
৫১	আমি তাদের (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমুহের) কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি। যেন তারা অনুধাবন করে। [৫১-৫৬]
৫২	কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা এতে বিশ্বাস করে।
৫৩	যখন তাদের কাছে এটি পাঠ করা হয় তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটি আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা এর পূর্বেও সমর্পনকারী ছিলাম।’
৫৪	তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের ধৈর্য্যের কারণে। তারা মন্দের উত্তরে

	ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় করে।
৫৫	তারা যখন অবাঞ্চিত কথা শ্রবন করে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের কাজ তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ প্রত্যাশা করি না।'
৫৬	(হে মোহাম্মদ) তুমি যাকে ভালবাস চাইলেও তুমি তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবে না; (বস্তুত) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই অবগত।
৫৭	তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, 'আমরা যদি তোমার (রাসূলের) পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করি তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব।' আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ আলয় প্রতিষ্ঠা করিনি যেখানে (বাণিজ্যের কারণে) সকল প্রকার উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে আসা হয় আমার দেয়া জীবনোপকরণস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। [৫৭-৫৯] [মক্কার কুরাইশদের আর্থিক জীবন কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল। তীর্থযাত্রীরা এখানে আগমন করত। ব্যাবসায়িক চলাচলের পথ হিসেবেও এটি ব্যাবহৃত হত। এটিকে কেন্দ্র করে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করত। মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত তাওহীদের বাণী ছিল মক্কাবাসী পূর্ব-পুরুষদের ধারণার ওপর আঘাতস্বরূপ। যুগান্তকারী এ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন ধারণাকে গ্রহণ করা হলে সেটি কুরাইশদের কা'বা গৃহের তত্বাবধানকারীরূপে বিদ্যমান থাকাকে প্রশ্নের মুখোমুখী করে তুলতে পারে। আরবের বাসীন্দারা এতে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে সে আশংকা ছিল। এমন কি তাদের উৎখাত হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা তারা দেখতে পেত। ফলে তারা নতুন ধারণা গ্রহণ করাকে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য এক মারাত্মক হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করত। ইসলাম গ্রহণ না করার পেছনে অবিশ্বাসী কুরাইশদের এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অজুহাত ছিল। সে প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
৫৮	আমি কত জনপদ ধবংস করেছি যার অধিবাসীরা তাদের জীবনপোকরণের জন্য অকৃতজ্ঞ ছিল এবং এগুলি তাদের বসত-বাড়ী। তাদের পর এগুলিতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। নিশ্চয়ই! আমিই অধিকর্তা। [ভূল পথে চলার কারণে অতীতে আ'দ, সামূদ, সাবা ও লুতের সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে। অন্যায়-অনাচার করার মাধ্যমে কেবল পার্থিব জীবনের প্রাপ্তি বা অর্জন এবং এর মাধ্যমে নিজেকে গর্বিত অনুভব করার মাধ্যমে কেউই

	নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারেনি। অতএব কেবল লাভের অংক কষলেই হবে না, একই সঙ্গে সঠিক পথেও থাকতে হবে অন্যথায় সকলের পরিণতি একই হবে। উপরোক্ত আয়াতে কুরাইশদের উল্লেখিত যুক্তির প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
৫৯	তোমার পালনকর্তা কখনই কোন জনপদ ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না সেখানে কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন যে তাদের কাছে আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ পাঠ করে এবং কখনই আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি না, যদি না সেখানকার অধিবাসীরা উৎপীড়ক/দুষ্ট/অন্যায়কারী হয়। [অতীতে তারাই ধ্বংস হয়েছে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি। এখন আবার সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিষয়গুলির প্রতি মনযোগ প্রদানের জন্য আহবান করা হয়েছে।]
৬০	তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা কেবল পার্থিব জীবনের স্বস্তি ও শোভা বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না? [৬০-৬১]
৬১	যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সে কি ঐ ব্যাক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি? অতঃপর তাকে পুনরুত্থান দিবসে অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হবে। [ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের জৌলুস লাভের আশায় সত্য বার্তায় বিশ্বাস না করার পেছনে তারা যেসব যুক্তি উপস্থাপন করে, পরকালে তাদেরকে এর ফলস্বরূপ যা পেতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিজেদেরকেই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে তারা কোন পথ বেছে নেবে।]
৬২	সেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার দাবী করতে তারা কোথায়?' [৬২-৬৪]
৬৩	যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম যেমন আমরা (নিজেরা) পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে (তাদের বিষয়ে) নিজেদের নির্দোষ ঘোষণা করে বলছি যে, তারা কেবল আমাদেরই উপাসনা করত না।'
৬৪	বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের (তথাকথিত) অংশীদারদেরকে (দেব-দেবী বা পূঁজনীয় ব্যাক্তিদেরকে) আহবান কর (সাহায্যের জন্য)।' তারা আহবান করবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত।

৬৫	যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা বার্তাবাহকগণকে কি উত্তর দিয়েছিলে?' [৬৫-৬৭]
৬৬	সেদিন সকল তথ্য তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে; এমনকি তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।
৬৭	তবে যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে আশা করা যায় সে সফলদের একজন হতে পারে।
৬৮	তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছে মনোনীত করেন। তাদের কোন পছন্দ নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা তাঁর প্রতি যে অংশীদারীত্ব আরোপ করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। [৬৮-৭৩]
৬৯	তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে তোমার পালনকর্তা তা জানেন।
৭০	তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান/সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।
৭১	বল, 'ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যাতিত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?'
৭২	বল, 'ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যাতিত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে যেখানে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না?'
৭৩	তিনিই স্বীয় করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেন তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
৭৪	সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়?' [৭৪-৭৫]
৭৫	প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী নেব অতঃপর বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর।' তখন তারা জানতে পারবে যে আল্লাহই সত্য এবং তারা যা কিছু উদ্ভাবন/সৃষ্টি করত তা তাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে যাবে।

৭৬	কারুন (বাইবেল অনুসারে কোরাহ) ছিল মূসার সম্প্রদায়ভূক্ত। সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করে। আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, 'দম্ভ কর না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না; [৭৬-৮২] [সম্পর্কে কারুন মূসা (আঃ) এর ভাই। সে ইসরাইলি সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, কিন্তু সে তার দুই-তিন শ অনুসারীসহ ফেরাউনের দলভূক্ত হয়। সে অগাধ সম্পদের মালিক ছিল।]
৭৭	আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকেও তোমার অংশ ভূলে যেও না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'
৭৮	সে বলল, 'আমি এই ধন-সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানে না যে আল্লাহ তার পূর্বেও অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন; যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতেও প্রবল এবং ধন-সম্পদে ছিল অধিক প্রাচূর্য্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।
৭৯	অতঃপর কারুন জাঁক-জমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয়ই! সে বড়ই ভাগ্যবান।'
৮০	কিন্তু যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদেরকে; যারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মপরায়ন তাদের জন্য আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহই উৎকৃষ্ট। এটি তারাই পায় যারা ধৈর্য্য-ধারণকারী।'
৮১	অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দিলাম। আল্লাহ ব্যাতিত এমন কেউ ছিল না যারা তাকে রক্ষা করতে পারে এবং সে আত্মরক্ষাও করতে পারল না।
৮২	গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল প্রত্যূষে তারা বলল, 'হায়! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূ-গর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়! অবিশ্বাসীরা সফলকাম

	হবে না।’ [কোন কিছুই মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রনে নয়। আল্লাহই সবকিছু বর্ধিত করেন বা হ্রাস করেন। মানুষের দম্ভ করার মত কিছুই নেই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই শ্রেয়। তবে সে জ্ঞান মানুষের নিজ বোধের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। সেটি অর্জন করতে হলে বিনয়ী হওয়া ছাড়া গতান্তর নেই।]
৮৩	পরকালের আবাসস্থল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি যারা পৃথিবীর বুকে নিপীড়ন করে না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে শুভ পরিণাম তাদেরই জন্য। [৮৩-৮৪]
৮৪	যে যতটুকু পরিমাণ ভাল কাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে অধিক উত্তম ফল পাবে; অথচ যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।
৮৫	নিশ্চয়ই! যিনি তোমার প্রতি কোরআন প্রেরণ করেছেন বিধানস্বরূপ, তিনি অবশ্যই তোমাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন (হে মোহাম্মদ)। বল, ‘আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে পথ-নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে আছে।’ [৮৫-৮৮]
৮৬	তুমি আশা করতে না যে তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে। এটি কেবল তোমার পালনকর্তার করুণা। অতএব তুমি কখনই অবিশ্বাসীদের সাহায্যকারী হবে না।
৮৭	তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী থেকে বিমুখ/নিবৃত করতে না পারে। বরং তোমার পালনকর্তার দিকে মানুষকে আহবান কর এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা তাঁর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করে।
৮৮	তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহবান করবে না। তিনি ব্যাতিত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যাতিত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান/সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৯. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত সংখ্যা-৬৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Spider’। বাংলায় যার অর্থ ‘মাকড়সা’। নামটি ৪১ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। একটি উদাহরণে মাকড়সা নামটি এসেছে এবং সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। নামটি মূলত প্রতীকী, যা সূরাটিকে অন্যান্য

সূরা থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে সহায়তা করছে।

আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে ভাল-মন্দ/আসল-নকলকে প্রকাশ করেন। এটি প্রক্রিয়ার একটি অংশ। অতঃপর সৎকর্মশীলদের তিনি উত্তম প্রতিদান দেবেন। কিন্তু যারা মন্দ কাজ করে তারা আল্লাহর হাত থেকে রেহাই পাবে না সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

মন্দ কর্ম/পথ থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপাসনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। উপাসনা অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক, যদিও আল্লাহর স্মরণই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যের ওপর ভিত্তি করে। যে বার্তা আল্লাহ মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন, সৃষ্টির নিদর্শনসমুহ তারই সত্যতা প্রকাশ করে- নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানসম্পন্নদের অন্তরে এগুলি সুস্পষ্ট বাণী বা নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান সূরায় তেমন ইংগিত রয়েছে।

পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন আর কিছু নয়। পরকালের আবাস, সেটিই প্রকৃত জীবন। প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন- বিষয়টি সূরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন মানুষ মন্দ কাজ পরিহার করে চলে এবং সফল হয়।

মুসলিমরা মক্কায় যখন ভীষনভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল সে সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি বিষয়ে সতর্ক করার পাশপাশি নব্য মুসলিমদের মাঝে সাহস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসকে ধারণ করার জন্য উদ্দীপনারও সঞ্চার করা হয়েছে।

যারা আল্লাহর পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে আছেন সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	মানুষ কি মনে করে যে তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? [২-৩]
৩	আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। এভাবেই

	আল্লাহ প্রকাশ করেন কে সত্যনিষ্ঠ এবং প্রকাশ করেন কে মিথ্যেরূপ ধারণকারী।
৪	যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারবে? তারা যা ভাবে তা তাদের জন্যই অমঙ্গলকর। [৪-৫]
৫	যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন জানে যে আল্লাহর হিসেবের দিন সন্নিকটে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।
৬	যে কষ্ট স্বীকার করে সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন (অনির্ভরশীল)। [৬-৭]
৭	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজসমূহ দুর করে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।
৮	আমি মানুষকে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে কোন অংশীদার আরোপ করার জন্য বলে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তবে সেক্ষেত্রে তাদের কথা মান্য কর না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। [৮-৯] [বিশেষত যুবক বয়সী নব্য মুসলিমদের সাহস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসকে ধারণ করতে উৎসাহিত করার জন্য এটি বলা হয়েছে।]
৯	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করব।
১০	কিছু মানুষ বলে আমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তাদেরকে নির্যাতিত হতে হয় তখন তারা মানুষের করা নির্যাতনকে আল্লাহর শাস্তি মনে করে। যখন তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলে, 'আমরা তো সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।' আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন তাঁর সৃষ্টির অন্তরে যা আছে? [১০-১১]
১১	অবশ্যই আল্লাহ জানেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয়ই! তিনি জানেন যারা হঠকার।
১২	যারা অবিশ্বাসী তারা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর।

	আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।’ তারা তাদের পাপ কিছুতেই বহন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই! তারা মিথ্যে বলে। [১২-১৩]
১৩	তবে অবশ্যই তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা এবং তার সঙ্গে আরও কিছু এবং তারা যে সব কথা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে পুনরুত্থান দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে।
১৪	আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবণ গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়। [১৪-১৫] [১৪-৪০] [নীচে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণের মাধ্যমে নির্যাতনের মুখেও বিশ্বাসীরা কিভাবে তাদের বিশ্বাসকে ধারণ ও লালন করেছে এবং পরিশেষে আল্লাহর সহায়তা প্রাপ্ত হয়েছে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
১৫	আমি তাকে ও নৌকারোহীদেরকে রক্ষা করেছিলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করেছি বিশ্ববাসীর জন্য।
১৬	স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। [১৬-১৮] [১৬-২৭] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
১৭	তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূঁজা কর এবং মিথ্যে উদ্ভাবন কর। আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের এবাদত কর তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিকের সন্ধান কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
১৮	যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে (জেনে রেখ) তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তেমনই অস্বীকার করেছিল।’ বার্তাবাহকের দায়িত্ব কেবলমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয়া।
১৯	তারা কি দেখে না যে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর পুনঃপ্রবর্তন করেন? এটি আল্লাহর জন্য সহজ। [১৯-২৩]
২০	বল: তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি/পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

২১	তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছে দয়া প্রদর্শন করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
২২	তোমরা স্থলে কিংবা অন্তরীক্ষে আল্লাহ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।
২৩	যারা আল্লাহর বাণীসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে (বস্তুত) তারাই তাঁর দয়াপ্রাপ্তি থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
২৪	তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের আর কোন উত্তর ছিল না। তারা বলল, ‘তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।’ অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। [২৪-২৭]
২৫	ইব্রাহীম বলল, ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। অথচ তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনেই। কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।’
২৬	অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল লূত। ইব্রাহীম বলল, ‘আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয়ই! তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [অগ্নিদগ্ধের ঘটনার পর ইব্রাহীম (আঃ) দেশ ত্যাগ করেন। কানানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে লূত ছিল।]
২৭	আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও গ্রন্থ প্রদান অব্যাহত রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই! পরকালেও সে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে।
২৮	আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, ‘তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। [২৮-৩৫] [লূত দ্রষ্টব্য- ৭:৮০]
২৯	তোমরা কি নারীর পরিবর্তে পুরুষে উপগত হও, ভ্রমনকারীদের চলাচলের পথ কর্তন কর এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কাজ কর?’ উত্তরে তার সম্প্রদায় কেবল একথাই বলল, ‘আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আন যদি

	তুমি সত্যবাদী হও।’
৩০	সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বিপক্ষে আমাকে সাহায্য কর।’
৩১	যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সু-সংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল তখন তারা বলল, ‘আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয়ই! এর অধিবাসীরা জালেম।’
৩২	সে বলল, ‘এই জনপদে তো লূতও আছে।’ তারা বলল, ‘সেখানে কে আছে তা আমরা ভাল করে জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যাতিত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।’
৩৩	যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল তখন তাদের কারণে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ‘ভয় করো না এবং দুঃখ করো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই তোমার স্ত্রী ব্যাতিত; সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
৩৪	আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে।’
৩৫	আমি বোধসম্পন্নদের জন্য এতে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।
৩৬	আমি মাদাইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর না।’ [৩৬-৪০] [দ্রষ্টব্য মাদাইয়ান- ৭:৮৫]
৩৭	কিন্তু তারা তাকে মিথ্যেবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
৩৮	আমি আ’দ ও সামূদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছিল; অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাঁধা দিয়েছিল যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। [দ্রষ্টব্য আ’দ- ৭:৬৫, দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৩৯	আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে

	সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। তারা দম্ভ প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি। [দ্রষ্টব্য মূসা/হামান- ২৮:৩-৬, ৪০:২৩-২৪, দ্রষ্টব্য কারুন- ২৮:৭৬] [দ্রষ্টব্য হামান ২৮:৬]
৪০	আমি প্রত্যেককেই তাদের পাপাচারের কারণে শাস্তি দিয়েছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বায়ু, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি অন্যায় করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল।
৪১	যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ যেন মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই দুর্বলতম যদি তারা জানত। [৪১-৪৪]
৪২	তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়।
৪৩	এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।
৪৪	আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যের ওপর ভিত্তি করে। এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য।
৪৫	পাঠ কর, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থরূপে প্রেরণ করা হয়েছে এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই! নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে; তবে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।
৪৬	যারা (পূর্বে) অবতীর্ণ গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে যাবে না যদি না সেটি উত্তম পন্থায় হয়; তবে তাদের সঙ্গে নয় যারা ভূল-পথগামী। বল: আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য এক এবং আমরা তাঁর প্রতিই নিজেদেরকে সমর্পন করেছি। [৪৬-৪৭]
৪৭	এভাবেই আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং যাদের আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি তারা তা বিশ্বাস করে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে এবং অবিশ্বাসী ছাড়া কেউই আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ অস্বীকার করে না।

৪৮	তুমি তো এর (কোরআনের) পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করনি এবং স্বীয় দক্ষিন হস্ত দ্বারা কোন গ্রন্থ লেখনি। এরূপ হলে মিথ্যেবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। [৪৮-৪৯]
৪৯	যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে এটি সুস্পষ্ট বাণী/নিদর্শন। ভূল-পথগামীরা ছাড়া কেউই আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ অস্বীকার করে না।
৫০	এবং তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না? বল: নিদর্শন তো আল্লাহর হাতে। আমি তো কেবল একজন সাধারণ সতর্ককারী। [৫০-৫২]
৫১	এটি কি তাদের জন্য (নিদর্শনরূপে) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ প্রেরণ/অবতীর্ণ করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অনুগ্রহ ও সতর্কবার্তা।
৫২	বল: আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
৫৩	তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি শাস্তির সময় নির্ধারিত না থাকত তবে শাস্তি তাদের ওপর এসে যেত। নিশ্চয়ই! শাস্তি তাদের কাছে আকস্মিকভাবে এসে যাবে যখন তারা উপলব্ধিও করতে পারবে না। [৫৩-৫৫]
৫৪	তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ নরক অবিশ্বাসীদেরকে ঘেরাও করে রাখবে।
৫৫	সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে মাথার ওপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর!'
৫৬	হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবীর পরিসর অনেক বড়। অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর। [৫৬-৫৯]
৫৭	প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।
৫৮	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে উদ্যানের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা নিরাপদে থাকবে। কতই না উত্তম পুরস্কার পরিশ্রমীদের

	জন্য-
৫৯	যারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে।
৬০	এমন কত প্রাণী আছে যাদের কেউই নিজেদের খাদ্য নিজেরা মওজুদ করে রাখে না। তাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহই জীবনোপোকরণ সরবরাহ করেন। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। [৬০-৬৩] [নির্যাতনের কারণে যারা দেশান্তরী হতে চলেছে তাদের অন্তরে বিশ্বাস, শান্তনা ও সাহস সঞ্চারের জন্য এটি বলা হয়েছে।]
৬১	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, ‘কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্য্যকে কর্মে নিয়োজিত রেখেছে?’ তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ তবে তারা কিরূপে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?
৬২	আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে জীবনোপোকরণ প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।
৬৩	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, ‘কে আকাশ থেকে বারি বর্ষন করে মৃত্তিকাকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত/পুনর্জীবিত করে?’ তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।
৬৪	এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো আর কিছুই নয়। পরকালের আবাস সেটিই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত। [৬৪-৬৭]
৬৫	তারা যখন জলযানে আরোহন করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলে উদ্ধার করে আনেন তখনই তারা শরীক করতে থাকে-
৬৬	যেন তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে।
৬৭	তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি (মক্কা ভূমিকে) অথচ এর চারিপাশে যারা রয়েছে তারা (নানাভাবে) আক্রান্ত হয়। তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে?
৬৮	যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পরও তা অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে নরকই

	সে সব অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল হবে? [৬৮-৬৯]
৬৯	যারা আমার পথে সংগ্রাম/পরিশ্রম/সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে আছেন।

৩০. সূরা আর-রুম, আয়াত সংখ্যা-৬০, মক্কায় অবতীর্ণ। নামটি ২ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে রুম শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Romans'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'রোমানের অধিবাসীগণ' বা 'রোমানগণ'।

জয়-পরাজয় অর্থাৎ সকল কর্মের পরিণতি আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে তা প্রদান করেন। মানবের তাতে উৎফুল্ল কিংবা নিরাশ কোনটিই হওয়ার কারণ নেই। যারা মন্দ কাজ করে পরিশেষে তাদের পরিণতি মন্দই হবে। অতীত ইতিহাসও সে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর শেষ বিচার দিবস আসবে। ভাল ও মন্দ পৃথক হয়ে যাবে। মানুষকে সে বিবেচনায় চলার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সূরায় এবং আল্লাহর উপাসনা চলার সে পথে সফল হতে সহায়ক হয়ে কাজ করে।

মানুষকে মানুষের জন্য নির্ধারিত ধর্মের তথা সত্যের ওপর একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা এটিই আল্লাহর যথার্থ প্রকৃতি- যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির সূত্রে কোন পরিবর্তন নেই। সত্যই হচ্ছে সঠিক ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেটি বা এমনকি সত্যকেও সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না, কিংবা বুঝেও নিজেকে সূত্র বা সত্যের ওপর অবিচল ধরে রাখতে পারে না। তাই তারা ক্ষণকালীন লোভ বা প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে সত্য বিচ্যুত হয়। ইহকাল ও পরকালে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ।

ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর অভিমুখী হতে মানুষকে আহবান করা হয়েছে। আল্লাহর উপাসনা এ পথে সহায়ক হয়ে কাজ করে। আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করতেও বারণ করা হয়েছে, কেননা বাস্তব জীবনেও এসবের বহুবিধ কুফল আছে। আল্লাহর সাথে কোন কিছুর অংশীদারীত্ব আরোপ করা তার প্রতি অকৃতজ্ঞতারই প্রকাশ।

জীবনে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হতে হয়। তাই আজকের বিপদগ্রস্ত তেমন আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্থ ও মূসাফিরদেরকে তাদের প্রাপ্য (যাকাত)

প্রদান করতে বলা হয়েছে। প্রাপ্য বলা হচ্ছে, কেননা এটিকে বিধানস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে জীবন ও জগতের সামগ্রীক মঙ্গলের স্বার্থে। স্বয়ং বিধাতা/সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহই এটিকে বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। ফলে এ বিষয়ে বিতর্কের আর কোন অবকাশ নেই। ন্যায্যতা বজায় রেখে সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ বিধান। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহনশীল নিয়মের মধ্য দিয়ে এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পাবে। এটিই উত্তম পন্থা। যারা বিষয়গুলি বোঝে কিংবা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে তারাই হবে সফলকাম। এভাবে বিধান পরিপালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ রূপরেখায় মানুষকে বিশ্বাসী করা না গেলে এর মাধ্যমে সে ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না। ধর্মের সকল বিধানগুলিতে বিশ্বাস করার জন্য তাই মানুষকে আহবান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অন্যায্য সূদের অর্জনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা এর নানাবিধ কুফল আছে।

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা অন্যায় কাজ করেছে সেদিন তাদের কোন প্রকার যুক্তিই কাজে আসবে না এবং তারা সংশোধিত হওয়ারও সুযোগ পাবে না। আল্লাহর বার্তা যে অবিশ্বাস করবে তার অবিশ্বাসের ফলাফল সে নিজেই বহন করবে। মানুষকে বিষয়সমুহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিতে রয়েছে নিদর্শন, যা প্রদত্ত সকল বার্তাসমুহের সত্যতাকে ইংগিত করে। সূরায় সে ইংগিতও দেয়া হয়েছে।

কোরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপরেও যদি তাদের কাছে কোন অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে আসা হয় তবে যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে, 'এটি মিথ্যে প্রতারণা।' বিশ্বাসীদেরকে তাই ধৈর্য্যধারণ করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, অবিশ্বাসীরা যেন কোন প্রকারেই তাদেরকে বিচলিত করতে না পারে সে বিষয়ে সূরায় বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	রোমানরা পরাজিত হয়েছে- [২-৬]

৩	নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে,
৪	কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র ও পশ্চাতের বিষয় আল্লাহরই হাতে। সেদিন বিশ্বাসীগণ উৎফুল্ল হবে। [ইরানের অগ্নিপূঁজক শাসক খসরু পারভেজ রোমানদের পরাজিত করে অগ্রগামী হতে থাকে। খ্রীষ্টান শাসক হিরাক্লিয়াস প্রতিহত করতে ব্যার্থ হয়। বিষয়টি সে সময়কালে অত্র অঞ্চলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সমসাময়িক সময়ে মোহাম্মদ (সাঃ) পৌত্তলিকতা ছেড়ে তাওহীদের পথে ফিরে আসার জন্য মক্কাবাসীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। বিশ্বাসীদের (খ্রীষ্টানদের) পরাজয় দর্শনে মক্কার পৌত্তলিকরাও উৎফুল্লিত হয়। তারাও মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একইভাবে পরাজয়ের আশায় আশান্বিত হয়। এমন প্রেক্ষাপটে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়। যা পরে সত্যে পরিণত হয়। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিরাক্লিয়াস বিজয় লাভ করে। একই সময়ে বদরের যুদ্ধে বিশ্বাসীরা বিজয় লাভ করে।]
৫	বিজয় আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে বিজয়ে সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু।
৬	এটিই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
৭	তারা জানে কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক কিছু দিক এবং তারা পরকাল সম্পর্কে উদাসীন। [৭-১০]
৮	তারা কি তাদের নিজেদের বিষয় ভেবে দেখে না? আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে (সত্যের ওপর ভিত্তি করে) এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু সত্যিকার অর্থে অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।
৯	তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? তারা তাদের চাইতেও শক্তিশালী ছিল। তারা জমিন চাষ করত এবং তাদের চেয়ে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি কোন ভূল করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল।
১০	অতঃপর যারা মন্দ কাজ করত তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ

	তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করত এবং সেগুলি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।
১১	আল্লাহ প্রথমত সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরাবৃত্তি করেন; তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। [১১-১৩]
১২	যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।
১৩	তাদের দেবতারা যাদেরকে তারা আল্লাহর সমপর্যায়ে গণ্য করেছে কেউই সুপারিশ করবে না এবং তারাও তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে।
১৪	যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে (বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী/ ভাল-মন্দ/ স্বর্গবাসী-নরকবাসীরূপে)। [১৪-১৬]
১৫	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উদ্যানে সুখী করা হবে,
১৬	এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে এবং পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই শাস্তির মধ্যে আনা হবে।
১৭	অতএব তোমরা আল্লাহর মহিমা প্রকাশ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, [১৭-১৮]
১৮	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা! এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে।
১৯	তিনি মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবিত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। [১৯-২৭]
২০	তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।
২১	আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের মাঝে স্বস্তিপ্রাপ্ত হও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
২২	এবং তাঁর আর এক নিদর্শন হচ্ছে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয়ই! এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

২৩	তাঁর আরও নিদর্শন: রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহের অন্বেষন। নিশ্চয়ই! এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
২৪	তাঁর আরও নিদর্শন: তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ- ভয় ও ভরসার সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই! এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
২৫	তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেবেন তোমরা মৃত্তিকা থেকে উঠে আসবে।
২৬	নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।
২৭	তিনি প্রথমত সৃষ্টিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন, অতঃপর তিনি পুনরাবৃত্তি করেন। এটি তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২৮	আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন: তোমাদেরকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয়/মান্য কর যেরূপ নিজেরা পরস্পর পরস্পরকে কর? এভাবেই আমি বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি। [২৮-২৯]
২৯	পথচ্যুতরা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খূশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।
৩০	তুমি সমুন্নত থেকে নিজেকে ধর্মের (সত্যের) ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ (হে মোহাম্মদ)। এটিই আল্লাহর প্রকৃতি যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির (সূত্রে) কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সঠিক ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [৩০-৩২]
৩১	ক্ষমাপ্রর্থী হয়ে (কেবলমাত্র) তাঁরই অভিমুখী হও এবং তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন কর। উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো

	না যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করে।
৩২	যারা নিজেদের (এক) ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে- প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।
৩৩	মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা পালনকর্তাকে আহবান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে বিশুদ্ধচিত্তে। অতঃপর যখন তারা তাঁর দয়া আস্বাদন করে তখন তাদের একদল পালনকর্তার সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করে- [৩৩-৩৫]
৩৪	যেন (মনে হয়) আমি তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছি তা তারা অস্বীকার করে। অতএব কিছুদিন আনন্দ করে নাও সত্বরই জানতে পারবে।
৩৫	আমি কি তাদের কাছে এমন কোন সনদ/দলিল/প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার সঙ্গে অংশীদারীত্বের কথা বলে?
৩৬	যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই তারা তাতে আনন্দিত হয়, কিন্তু তাদেরই কৃতকর্মের কারণে যখন তারা কোন দুর্দশায় পতিত হয় তখন হতাশ হয়ে যায়। [৩৬-৩৯]
৩৭	তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।
৩৮	অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক (প্রাপ্য অংশ) প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্থ ও মূসাফিরদেরও। এটি তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম।
৩৯	ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে যাকাত দিয়ে থাক তা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।
৪০	আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর জীবনোপকরণ দান করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের অংশীদারদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের একটিও করতে সক্ষম? তারা যাদেরকে অংশীদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান। [৪০-৪২]
৪১	মানুষের নিজ হাতে করা মন্দ কর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয়

	ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যা করেছে তার আংশিক ফল আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তিস্বরূপ আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।
৪২	বল (হে মোহাম্মদ, অবিশ্বাসীদের প্রতি): তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল পৌত্তলিক।
৪৩	তুমি অবিচল থেকে নিজেকে সঠিক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ (হে মোহাম্মদ), আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী সেই দিবস আসার পূর্বেই যা কোনভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে (বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী/ ভাল-মন্দ/ স্বর্গবাসী-নরকবাসীরূপে)। [৪৩-৪৫]
৪৪	যে অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাসের ফলাফল সে নিজেই বহন করবে এবং যারা সঠিক কাজ করে তারা নিজেদের ভবিষ্যত পথই সুগম করছে-
৪৫	যেন তিনি তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদের পুরস্কৃত করেন যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে। নিশ্চয়ই! তিনি অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না।
৪৬	তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সু-সংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (এর মাধ্যমে) তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করান যেন তাঁর নির্দেশে জলযানসমূহ বিচরণ করে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। [৪৬-৪৭]
৪৭	অবশ্যই তোমার পূর্বেও আমি বার্তাবাহকগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা দোষী ছিল তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছি। বিশ্বাসীদের সাহায্য/রক্ষা করা সর্বসময়েই আমার দায়িত্ব।
৪৮	তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন; অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। তারপর তিনি মেঘপুঞ্জকে যেভাবে ইচ্ছে আকাশে ছড়িয়ে দেন ও স্তরে স্তরে রাখেন। তুমি দেখতে পাও সেখান থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছে তা পৌঁছে দেন। তাতে তারা আনন্দিত হয়, [৪৮-৫৩]
৪৯	যদিও বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা থাকে নিরাশ।
৫০	অতএব আল্লাহর দয়ার ফলাফল দেখ! কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন! নিশ্চয়ই! তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন

	এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।
৫১	আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে পীতবর্ণ হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।
৫২	ফলে তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও আহবান শোনাতে পারবে না যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।
৫৩	তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবে না। তুমি কাউকেই শোনাতে পারবে না তাদের ব্যাতিত যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ বিশ্বাস করে। ফলে তারা তাঁর (আল্লাহর) কাছে নিজেদের সমর্পন করে।
৫৪	তিনিই আল্লাহ! যিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, দূর্বলতার পর শক্তিদান করেন, শক্তি দানের পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [৫৪-৫৭]
৫৫	যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক মূহুর্তের বেশী সময় এখানে অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা চিরকাল সত্যচ্যুত হয়ে থাকে।
৫৬	কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও বিশ্বাস দেয়া হয়েছে তারা বলবে আমরা আল্লাহর ঘোষণা মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটিই সেই পুনরুত্থান দিবস কিন্তু তোমরা তা জানতে না।
৫৭	যারা অন্যায় করেছে সেদিন তাদের কোন প্রকার যুক্তিই কাজে আসবে না এবং তারা সংশোধিত হওয়ারও সুযোগ পাবে না।
৫৮	আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। তারপরেও যদি তুমি তাদের কাছে কোন অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে আস, তবে যারা অবিশ্বাস করে তারা বলবে, 'তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী, প্রতারক।' [৫৮-৬০]
৫৯	যারা জানে না এভাবেই আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বদ্ধ করে দেন।
৬০	অতএব ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ)। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

৩১. সূরা লোকমান, আয়াত সংখ্যা-৩৪, মক্কায় অবতীর্ণ। লোকমান একজন জ্ঞানী ব্যাক্তি ছিলেন। যিনি তার সন্তানকে সতর্কমূলক কিছু উপদেশ দান করেন যা সূরার ১২ থেকে ১৯ নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে। লোকমানের

নামানুসারে সূরার নামকরণ হয়েছে ‘লোকমান’।

এ সূরা এমন এক সময় অবতীর্ণ হয় যখন নব্য মুসলিমরা সকল দিক থেকে অবিশ্বাসীদের নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছিল। নির্যাতিতদের অনেকেই ছিল তরুন বয়সী। আল্লাহর পরই পিতামাতার স্থান এ কথাটি সূরায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তথাপি পিতামাতাও যদি ইসলাম গ্রহণে বা সত্য ধারণায় বিশ্বাস স্থাপনে বাঁধা প্রদান করে বা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপকরণে বাধ্য করে– সেক্ষেত্রে বিশেষত তরুন নব্য মুসলিমদের উদ্দেশ্যে লোকমানের উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, তেমন ক্ষেত্রে যেন তারা পিতামাতার সে ভ্রান্ত নির্দেশনাকেও গ্রহণ না করে।

মোহাম্মদ (সাঃ) যা প্রচার করছেন এটি নতুন কোন বিষয় নয়, পূর্বেও জ্ঞানী লোকেরা এই একই কথা বলে গেছেন। লোকমান যিনি অত্র অঞ্চলে সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন, যার কথা সকলেই তাদের আলোচনায় উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরত, তিনিও সেই একই কথা বলে গেছেন তার পুত্রের প্রতি। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সূরায় মূলত শিরক না করা বা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ না করা এবং তাওহীদের বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যারা ভূল করবে বিচার দিবসের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে; যে সময়ের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [১-৫] [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এগুলি প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ থেকে অবতীর্ণ বাণী,
৩	পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়নদের জন্য–
৪	যারা নিয়মিত উপাসনা করে, দরীদ্রদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং পরকালের বিষয়ে বিশ্বাস যাদের নিশ্চিত।
৫	এরাই পালনকর্তার নির্দেশিত পথে প্রতিষ্ঠিত। এরাই সফল।
৬	মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা সঠিক জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যা মানুষকে ভূল পথে চালিত করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। [৬-৭]

৭	যখন তাদের সামনে আমার বাণীসমূহ পাঠ করা হয়, তখন দম্ভের সঙ্গে তারা এমনিভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন তারা তা শুনতেই পায়নি, কিংবা যেন তাদের দু'কানে রয়েছে বধিরতা। তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।
৮	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে উৎফুল্লতায় ভরা স্বর্গীয় উদ্যান। [৮-৯]
৯	সেখানে তারা বসবাস করবে। এটি আল্লাহর একটি যথার্থ প্রতিশ্রুতি। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।
১০	তিনি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন প্রকার খুঁটির সহায়তা ছাড়া যা তোমরা দেখে থাক এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে কম্পিত না হয় এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি অতঃপর তাতে উদগত করি সর্ব প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। [১০-১১]
১১	এটিই আল্লাহর সৃষ্টি! অতঃপর তিনি ব্যাতিত অন্যরা যা সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও। না বরং পথভ্রষ্টরা সুস্পষ্ট ভূলের মধ্যে পতিত হয়ে আছে।
১২	আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করে বলেছি: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে তা অস্বীকার করে- (জেনে রেখ) আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী। [১২-১৩]
১৩	এবং (স্মরণ কর) যখন লোকমান তার পুত্রকে উজ্জীবিত করাচ্ছলে বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার দাড় করিও না। নিশ্চয়ই! আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার দাড় করান এক মহাপাপ (মহা অন্যায়)।'
১৪	এবং আমি মানুষকে তার পিতামাতার বিষয়ে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি- তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ান পর্যন্ত দু'বছর- আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মতার প্রতিও। (জেনে রেখ) পরিশেষে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। [১৪-১৫]
১৫	কিন্তু পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে কোন অংশীদার দাড় করাতে

	পীড়াপীড়ি করে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের সে কথা মান্য কর না। পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে অবস্থান কর এবং তার পথ অনুসরণ কর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আমার অভিমুখী হয়। অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব।
১৬	'হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি কোন বস্তু ওজনে সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং যদি তা থাকে কোন প্রস্তর গর্ভে অথবা নভোমণ্ডলে অথবা ভূ-গর্ভে আল্লাহ সেটিকেও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। [১৬-১৯]
১৭	হে আমার প্রিয় পুত্র! নিয়মিত উপাসনা কর, সদয়তার পরামর্শ দাও, অন্যায় কাজকে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই! এটি ধৈর্য্যশীল দৃঢ় অন্তরের কাজ।
১৮	অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।
১৯	আচরণে নম্র হও এবং কন্ঠস্বর নিয়ন্ত্রনে রাখ। নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর কন্ঠস্বর গর্ধবের।'
২০	তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ (তোমাদের বাহিরে ও ভেতরে) পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? তথাপি মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ এবং কোন অবতীর্ণ গ্রন্থ যা আলোর পথ প্রদর্শন করে তা ব্যাতিতই আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে। [২০-২২]
২১	তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর,' তখন তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে বিষয়ের ওপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করি।' 'কি! শয়তান যদি তাদেরকে নরকের অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও?'
২২	যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, নিঃসন্দেহে সে এক মজবুত হাতল ধারণ করেছে। (জেনে রেখ/বস্তুত)

	সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহমুখীন।
২৩	যে ব্যাক্তি অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাস যেন তোমাকে আহত না করে (হে মোহাম্মদ)। তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে; অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ তাও অবগত। [২৩-২৪]
২৪	আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য স্বস্তি প্রদান করব। অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে।
২৫	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, ‘নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে?’ অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল: সকল প্রশংসাই আল্লাহর! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। [২৫-২৬]
২৬	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসার্হ।
২৭	পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হত এবং সমুদ্রের সঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হত কালি হয়ে, তবুও আল্লাহর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [২৭-২৮]
২৮	তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ তো নয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।
২৯	তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান এবং তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবগত? [২৯-৩০]
৩০	এটি এ জন্য যে আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যাতিত তারা যাদের আরাধনা করে সব মিথ্যে। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান।
৩১	তুমি কি দেখ না যে আল্লাহর অনুগ্রহে জলযানসমূহ সমুদ্রে চলাচল করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই! এতে প্রত্যেক প্রত্যয়ী, কৃতজ্ঞচিত্ত ব্যাক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। [৩১-৩২]
৩২	যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলভাগে উদ্ধার করে আনেন তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল

	বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যাক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।
৩৩	হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যেদিন পিতামাতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না এবং সন্তানও তার পিতামাতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করতে না পারে এবং আল্লাহ সম্পর্কে কোন প্রতারকও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে। [৩৩-৩৪]
৩৪	নিশ্চয়ই! আল্লাহর কাছেই রয়েছে পুনরুত্থান দিবসের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩২. সূরা আস-সাজদা, আয়াত সংখ্যা-৩০, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Prostration'। যার বাংলা অর্থ 'প্রণতি'। তবে প্রচলিত বাংলায়ও 'সেজদা' শব্দটিই বহুল প্রচলিত। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মাথাবনত করাকে বোঝান হয়েছে। আয়াত নং ১৫ থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ সে বিষয়টি সূরায় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। যারা মন্দ কর্ম সম্পাদনকারী সেদিন তারা শাস্তির মুখোমুখী হবে। বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের আচরণগত পার্থক্য রয়েছে। আচরণের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। ভাল ও মন্দ সমান নয়। ফলে মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীকে শাস্তির মুখোমুখি হতেই হবে। যদিও শাস্তি প্রদান মূখ্য বিষয় নয়। সকলকে সুপথে ফিরিয়ে আনাই মূল লক্ষ্য।

কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত প্রথম গ্রন্থ নয়। পূর্বেও মূসা (আঃ) এর নিকট তেমন গ্রন্থ এসেছে। আল্লাহ প্রদত্ত বার্তা উপেক্ষা করে যারা ভূল পথে চলেছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশনায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান জানান হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	অবতীর্ণ গ্রন্থ জগতসমুহের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত তাতে কোনই সন্দেহ নেই। [২-৩]
৩	তারা বলে, 'সে (মোহাম্মদ) এটি নিজে উদ্ভাবন করেছে?' না বরং এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সত্য, যেন তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক কর যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি যেন তারা সঠিক পথে চলে। [প্রাগৈতিহাসিক কালে আরব ভূমিতে সত্যের বার্তা নিয়ে আ'দ সম্প্রদায়ে আগমন করেছিল হুদ এবং সামূদ সম্প্রদায়ে সালেহ। ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল তাদের অনুসরণ করেছিল মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে অত্র অঞ্চলে আগমন করে শোয়েব, মাদাইয়ান সম্প্রদায়ে। এর মাঝে দীর্ঘ সময় আর কোন বার্তাবাহক আগমন করেনি। তাই বলা হয়েছে, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি।]
৪	তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি তার আসনে সমাসীন হন। তিনি ব্যাতিত তোমাদের কোন রক্ষাকর্তা বা মধ্যস্থতাকারী নেই। তবুও কি তোমরা স্মরণ করবে না? [৪-৯]
৫	তিনি নভোমণ্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছু তাঁর সমীপে পৌঁছাবে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বছর।
৬	দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত, পরাক্রমশালী, দয়ালু,
৭	যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দররূপে গড়ে তুলেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে,
৮	অতঃপর তিনি তার বংশ বৃদ্ধি করেন তুচ্ছ তরলের নির্যাস থেকে।
৯	তারপর তিনি তাকে রূপদান করেন এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন এবং কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রদান করেন। তোমরা কি এতটুকু

	কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর?
১০	তারা বলে, 'যখন আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব তারপরেও কিভাবে পুনরায় সৃজিত হব?' না বরং তারা তাদের পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। [১০-১১]
১১	বল: প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা- সেই তোমাদেরকে সমবেত করবে; অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।
১২	যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখন দেখেছি ও শ্রবন করেছি। এবার আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমরা সঠিক কাজ করব; এখন আমরা নিশ্চিত।' [১২-১৪]
১৩	আমি চাইলে প্রত্যেককে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতাম, কিন্তু আমার উচ্চারিত উক্তি অবশ্যই সত্য হবে, 'আমি মন্দ পথ অবলম্বনকারী জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একত্রে নরককে পূর্ণ করব।' [দ্রষ্টব্য ৭:১৮, ৩৮:৮৫]
১৪	অতএব আস্বাদন কর নিজ কর্মের ফল। তোমরা যেমন আজকের দিনে আমার সাক্ষাতের বিষয়টি ভূলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর।
১৫	কেবল তারাই আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাস আনে যাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা অহংকার করে না- [১৫-১৬]
১৬	যারা শয্যা ত্যাগ করে কান্না বিজরিত হয়ে, ভয় ও আশা নিয়ে পালনকর্তাকে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যায় করে।
১৭	কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য আনন্দের কি কি লুক্কায়িত আছে। [১৭-১৯]
১৮	বিশ্বাসী ব্যাক্তি কি একজন মন্দের অনুরূপ? তারা সমান নয়।
১৯	যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের উদ্যান।
২০	এবং যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য অগ্নি। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা

	হবে, 'তোমরা অগ্নির শাস্তি আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে।' [২০-২২]
২১	এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরু শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যেন তারা সুপথে প্রত্যাবর্তন করে।
২২	এবং কে তার চেয়ে অধিক ভূল করে যাকে পালনকর্তার বাণীসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের আমি শাস্তি প্রদান করব।
২৩	আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম, তার সে গ্রন্থ প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না; আমি এটিকে ইসরাইলের সন্তানদের জন্য পথ-প্রদর্শক করেছিলাম। [২৩-২৫] [যারা অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।]
২৪	যখন তারা ছিল ধৈর্য্য-ধারণকারী এবং আমার অবতীর্ণ বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী তখন আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পরিচালিত হত।
২৫	তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে পুনরুত্থান দিবসে তোমার পালনকর্তা সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।
২৬	এটিও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে না যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি কর্ণপাত করবে না? [২৬-৩০] [বার্তাবাহক প্রেরণের পর তাদের প্রচারিত বার্তার প্রতি কোন জাতির ভূল আচরণের কারণে অতীতে অনেক সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানুষের জন্য এগুলিও শিক্ষা।]
২৭	তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি এবং তা থেকে শস্য উদগত করি যা থেকে তাদের চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা নিজেরা আহার করে? তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না?
২৮	তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল কবে হবে তোমাদের সেই বিজয় (পুনরুত্থান/বিচার দিবসে)?'
২৯	বল: বিজয়ের সেই দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।
৩০	অতএব তুমি তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও (হে মোহাম্মদ) এবং অপেক্ষা কর (সেই সময়ের জন্য); তারাও অপেক্ষা করছে।

৩৩. সূরা আল-আহযাব, আয়াত সংখ্যা-৭৩, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Clans’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘গোষ্ঠীসমুহ বা সম্মিলিত গোষ্ঠী বা বাহিনী’। ২০ নং আয়াত থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় সামাজিক ও আচরণিক কিছু বিধি-বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়া খন্দকের যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা রয়েছে। বার্তাবাহক প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) নবীদের সর্বশেষ সূরায় সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তালাক ও বিবাহ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও সূরায় পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে।

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। তবে হতে পারে সে সময় সন্নিকটে। পথভ্রষ্ট, অবিশ্বাসী ও হঠকারেরা সেদিন শাস্তিতে পতিত হবে সূরায় সে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

সূরার আলোচনায় প্রধানত তিনটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। ১) খন্দকের যুদ্ধ, যা হিজরী ৫ সালে ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়, ২) বনী কুরাইজার ওপর অবরোধ এবং ৩) জয়নব ও মোহাম্মদ (সাঃ) এর বিবাহ প্রসঙ্গ।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে বার্তাবাহক! আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটদের মান্য করবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [১-৩]
২	এবং তাই অনুসরণ কর যা তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।
৩	আল্লাহর ওপর তোমার ভরসা রাখ; ভরসাস্থলরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।
৪	আল্লাহ কোন মানুষের দেহে দু’টি হৃদয় স্থাপন করেননি এবং তোমাদের স্ত্রীগণকে তোমাদের জননী করেননি যা তোমরা ‘জিহার’ এর মাধ্যমে ঘোষণা কর এবং তোমাদের পোষ্য-পুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলি তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনি পথ প্রদর্শন করেন। [৪-৬] [জায়েদ মোহাম্মদ (সাঃ) এর পালক পুত্র এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। জয়নব কুরাইশ বংশের মেয়ে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ফুফাত বোন। মহানবীর ইচ্ছায় এবং অনেকের অমতে জায়েদের সঙ্গে জয়নবের

	বিবাহ সম্পন্ন হয়। বলা হয়, এটি ছিল সমাজে উচু-নিচু ভেদাভেদ দুরীকরণের একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু সামাজিক অবস্থানগত দিক বিচারে অসম এ বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জায়েদ স্ত্রী জয়নবকে তালাক প্রদান করে। মোহাম্মদ (সাঃ) জয়নবকে বিবাহ করে। সে প্রসঙ্গে এখানে কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়। জায়েদ প্রসঙ্গ: আয়াত নং ৪-৬ এবং ৩৬-৪০ দ্রষ্টব্য।] [দ্রষ্টব্য জিহার- ৫৮:২]
৫	তোমরা তাদেরকে তাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয়ে ডাক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ বিষয়ে তোমাদের কোন অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ (পাপ) নেই, তবে ইচ্ছেকৃত হলে (পাপ)। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [জায়েদ মোহাম্মদ (সাঃ) এর পোষ্য পুত্র হলেও তাকে প্রকৃত পিতৃ-পরিচয়ে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত সে তাঁর সন্তান নয়।]
৬	আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাসীদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক নিকটতম এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরুপ। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, অপরাপর বিশ্বাসী অপেক্ষা বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা নিকটাত্মীয় তারা পরস্পরের অধিক নিকটতম, তবে তারা ব্যাতিত যদি কেউ বন্ধুর প্রতি সদয়তা প্রদর্শন করে। এটি লিপিবদ্ধ আছে লাওহে-মাহফুযে (প্রকৃতি প্রসূত গ্রন্থে)।
৭	(স্মরণ কর) যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও (হে মোহাম্মদ) এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার নিকট থেকেও এবং তাদের নিকট থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার- [৭-৮] [কোরআনে বেশ কিছু জায়গায় অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বার্তাবাহকগন এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছে প্রদর্শিত পথে চলার ও নবীগনকে সহায়তা করার। ফলে তাদেরকে তাদের অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং যারা তা অবিশ্বাস করবে এবং কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ২:৮৩-৮৪, ৩:৮১-৮২]
৮	সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য এবং তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।
৯	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর; যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল অতঃপর আমি

	তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখ নাই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। [৯-২৭] [খন্দকের যুদ্ধ ও বনী কুরাইজার অবরোধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যেখানে প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর সহায়তা মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছিল।]
১০	যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উপর দিক থেকে ও নীচের দিক থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানান বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে, [খন্দকের যুদ্ধে শত্রুবাহিনী উত্তর-দক্ষিন সব দিক থেকে আগমন করেছিল। উত্তর দিকে থেকে ইহুদি গোষ্ঠী বনী নাদীর ও কাইনুকা যাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল, পূর্ব দিক থেকে একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী এবং দক্ষিন দিক থেকে কুরাইশদের বিশাল বাহিনী আগমন করেছিল।]
১১	সে সময়ে বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল,
১২	এবং যখন হঠকার ও যাদের অন্তরে রোগ/ত্রুটি ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়
১৩	এবং যখন তাদের একদল বলেছিল যে, হে ইয়াসরেববাসী (মদীনাবাসী) এটি টিকে থাকার মত জায়গা নয় তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল যে, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি/অরক্ষিত অথচ সেগুলি অরক্ষিত ছিল না; (বস্তুত) পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছে/উদ্দেশ্য।
১৪	যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না।
১৫	অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। [দ্রষ্টব্য আয়াত-৭]
১৬	বল: তোমরা যদি মৃত্যু কিংবা নিহত হওয়ার ভয় থেকে পলায়ন কর, তবে সে পলায়ন কাজে আসবে না। অতঃপর হয়ত তোমরা কিছুদিন স্বস্তিতে বসবাস করবে কিন্তু সে অতি সামান্য দিনের জন্য। [খন্দকের যুদ্ধে চরম বিপদের মূহুর্তে বিশ্বাসী, দুর্বল প্রকৃতির বিশ্বাসী এবং হঠকার সকলের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনাকালে এখানে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]

১৭	বল: কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের জন্য অমঙ্গল সাধন করার ইচ্ছে করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের ইচ্ছে করেন? আল্লাহ ব্যাতিত তারা কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।
১৮	আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাঁধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, ‘আমাদের কাছে এসো।’ তারা (হঠকাররা) কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।
১৯	তারা (হঠকাররা) তোমাদের (বিশ্বাসীদের) প্রতি ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যাক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। অতঃপর বিপদ চলে গেলে ধন-সম্পদ লাভের আশায় তারা তোমাদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ভাষায় কথা বলে। তারা বিশ্বাসী নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটি আল্লাহর জন্য সহজ।
২০	তারা মনে করে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা যাযাবর বেদুইনদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত তবেই ভাল হত। (বস্তুত) তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত।
২১	যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য বার্তাবাহকের জীবনাচরণে রয়েছে উত্তম নমুনা। [যুদ্ধকালীন সময়ে নিজে সকল প্রকার ঝুঁকি ও শ্রমের মাঝে নিজেকে সকলের সাথে নিয়োজিত রেখে মহানবী যে নমুনা প্রদর্শন করেছেন তা সকলের জন্য শিক্ষনীয় ও দৃষ্টান্ত। কিন্তু এটি কেবল এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সমস্ত জীবনব্যাপি সকল কাজেই তাঁর জীবনাচরণ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সে অর্থে বলা হয়েছে।]
২২	যখন বিশ্বাসীরা সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন বলল, ‘এ তো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।’ এটি তাদের বিশ্বাস ও সমর্পনকেই নিশ্চিত করে।
২৩	বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ অপেক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।

২৪	এটি এজন্য যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং তিনি ইচ্ছে করলে হঠকারদেরকে শাস্তি দিতে পারেন কিংবা তাদের প্রতি ক্ষমাও প্রদর্শন করতে পারেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
২৫	আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা (এ যুদ্ধ থেকে) কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।
২৬	গ্রন্থপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে নিচু করে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। ফলে তোমরা তাদের কাউকে হত্যা করেছ এবং কাউকে করেছ বন্দী।
২৭	তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ এবং এমন এক ভূ-খন্ডের অধিকারী করে দিলেন যেখানে তোমরা পূর্বে পদার্পন করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২৮	হে নবী! তোমার পত্নীগণকে বল: তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করে দেই এবং উত্তম পন্থায় বন্ধন মুক্ত করে দেই। [২৮-৩৫]
২৯	অপরদিকে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক এবং পরকালের আবাস কামনা কর, তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়নদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।
৩০	হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ এবং এটি আল্লাহর জন্য সহজ।
৩১	এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সন্মানজনক ব্যাবস্থা প্রস্তুত রেখেছি।
৩২	হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ন হও, তবে বক্তব্য প্রদানে এমন কোমলতা অবলম্বন কর না যার ফলে যার অন্তরে মন্দ রোগ আছে তা জাগ্রত হয় তোমাদের প্রতি; বক্তব্য প্রদানে সঙ্গত ভাষা ব্যাবহার কর।
৩৩	স্বগৃহে অবস্থান কর। অন্ধকার যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন কর না।

	উপাসনায় নিয়মিত হও, দরীদ্রদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য কর। আল্লাহর ইচ্ছে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করা। হে পরিবারের সদস্যবর্গ! নিজেদের পবিত্র কর পরিপূর্ণ পবিত্ররূপে।
৩৪	আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী এবং জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা অন্তরে স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই! আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।
৩৫	নিশ্চয়ই! আল্লাহর কাছে সমর্পিত পুরুষ, আল্লাহর কাছে সমর্পিত নারী, বিশ্বাসী পুরুষ, বিশ্বাসী নারী, মান্যকারী পুরুষ, মান্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, চরিত্র/শুদ্ধতা হেফাজতকারী পুরুষ, চরিত্র/শুদ্ধতা/সতীত্ব হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।
৩৬	আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ নেই এবং যে আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধাচারণকারী হবে সে হবে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত। [৩৬-৪০] [জায়েদ মোহাম্মদ (সাঃ) এর পালক পুত্র এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। জয়নব কুরাইশ বংশের মেয়ে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ফুফাত বোন। মোহাম্মদ (সাঃ) জায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহের প্রস্তাব করেন। জয়নব নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা এ প্রস্তাবে সম্মত ছিল না। এ বাণী সে প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।]
৩৭	আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে (জায়েদকে) যখন তুমি বলেছিলে, ‘তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন এবং তুমি লোক নিন্দার ভয় করেছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার জন্য অধিক সংগত। অতঃপর জায়েদ যখন প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পন্ন করার মাধ্যমে তার (স্ত্রী/জয়নব এর) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম যেন (এখন থেকে) বিশ্বাসীদের পোষ্য

	পুত্ররা তাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে স্ত্রীকে বিবাহ করা অন্যায় বিবেচিত না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়। [জয়নব জায়েদের সঙ্গে এ বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বছরাধিক কালের মধ্যে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অতঃপর মোহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গে জয়নবের বিবাহের পর হঠকার, ইহুদি ও পৌত্তলিকগণ যখন মিথ্যে কথা রটনা করছিল তখন সে প্রেক্ষিতে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়।]
৩৮	আল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারণ করেন সেটি করার ক্ষেত্রে তার কোন বাঁধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর আদেশ সুনির্ধারিত।
৩৯	তারা (সেই নবীগণ) আল্লাহর বার্তা প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসেব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ।
৪০	মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাক্তির পিতা নন; বরং সে আল্লাহর বার্তাবাহক এবং নবীগণের সর্বশেষ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [হঠকার, ইহুদি ও পৌত্তলিকগণ যখন মহানবী সম্পর্কে মিথ্যে কথা রটনা করছিল এবং বলছিল যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুত্রবধূ নিষিদ্ধ। সে প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ এ বাণীতে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (সাঃ) জায়েদের প্রকৃত পিতা নন। বিধান সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।]
৪১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর [৪১-৪৪]
৪২	এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
৪৩	তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু।
৪৪	যেদিন তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে: সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।
৪৫	হে নবী! আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি একজন সাক্ষী, একজন সু-সংবাদদাতা এবং একজন সতর্ককারীরূপে, [৪৫-৪৮]
৪৬	এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং প্রদীপরূপে যা আলোর দিশা প্রদর্শন করে;
৪৭	বিশ্বাসীদের সু-সংবাদ দিয়ে ঘোষণা কর যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা-অনুগ্রহ।

৪৮	অবিশ্বাসী ও হঠকারদের প্রতি ঝুঁকে পর না। তাদের ক্ষতিকারক আলোচনাকে উপেক্ষা কর। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। ভরসা রাখার আধাররূপে আল্লাহই যথেষ্ট।
৪৯	হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা বিশ্বাসী নারীদের বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও সেক্ষেত্রে তাদের ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নেই। তবে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে দেবে এবং উত্তমরূপে প্রদেয় প্রদান করবে। [৪৯-৫২]
৫০	হে নবী! তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বিধিসম্মত করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান করেছ। আর বিধিসম্মত করেছি যাদেরকে আল্লাহ তোমার করায়ত্ব করে দিয়েছেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যাকে, ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে। কোন বিশ্বাসী নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয় তবে সেটিও বৈধ। এ বিশেষ সুবিধা কেবল তোমার জন্য অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়- বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও দাসীদের বিষয়ে যা নির্ধারণ করেছি সেটি আমার জানা আছে- যেন তুমি যে কোন প্রকার দোষারোপ থেকে মুক্ত থাকতে পার। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
৫১	তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছে তোমার কাছে স্থান দিতে পার। তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। এটি উত্তম। তাতে তারা স্বস্তি পাবে এবং কোনরূপ আক্ষেপ থাকবে না এবং তুমি তাদেরকে যা দেবে তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।
৫২	এরপর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তাদের (স্ত্রীদের) পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয় যদিও তাদের রূপ তোমাকে মুগ্ধকরে, (তবে) তাদের ব্যাতিত যারা তোমার অধীন। আল্লাহ সব বিষয়ে সব সময়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।
৫৩	হে বিশ্বাসীগণ! অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা ভোজনের জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। যদি তোমরা নিমন্ত্রিত হও তবে প্রবেশ কর; অতঃপর ভোজন শেষে নিজ

	থেকে চলে যেও। আলোচনার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করো না। এটি নবীর জন্য বিরক্তির কারণ; তিনি চলে যেতে বলতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা (নবী পত্নীগণের কাছে) কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আল্লাহর রাসূলের বিরক্তির কারণ হয়ো না এবং (জেনে রেখ) তার মৃত্যুর পর তার পত্নীগণকে তোমরা কখনই বিবাহ করতে পারবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটি গুরুতর অপরাধ। [৫৩-৫৫]
৫৪	তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
৫৫	এটি তাদের জন্য পাপ নয় যদি তারা (নবী পত্নীগণ) তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি পুত্র, পরিচিত নারী এবং অধিকারভূক্ত দাস-দাসীগণের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে। হে নারী! তোমরা আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।
৫৬	আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি আশীর্বাদ বর্ষন করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা কর এবং তার প্রতি মূল্যবান সালাম প্রেরণ কর।
৫৭	যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে কটাক্ষ করে আল্লাহ তাদের ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। [৫৭-৫৮]
৫৮	যারা বিনা কারণে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের কটাক্ষ করে তারা মিথ্যে অপবাদ ও প্রকাশ্য অন্যায়ের বোঝা বহন করে।
৫৯	হে নবী! বল তোমার পত্নীদের এবং কন্যাদের এবং বিশ্বাসী নারীদের যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এটি হবে উত্তম, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬০	যদি হঠকাররা এবং যাদের অন্তরে রোগ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব) আছে এবং শহরে (মদীনায়) গুজব রটনাকারীরা (তাদের হীন কার্যকলাপ থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলব;

	অতঃপর এই শহরে তারা তোমার প্রতিবেশী থাকবে তবে সে অল্প সময়ের জন্য- [৬০-৬২] [যারা সমাজে আতংক সৃষ্টি করার জন্য গুজব ছড়ানর চেষ্টা করত তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
৬১	অভিশপ্ত হয়ে। অতঃপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে- ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। [এটি তৎকালীন সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যখন মুসলমানরা ভীষনভাবে নির্যাতিত ছিল। শত্রুর মোকাবেলা করা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।]
৬২	যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর রীতি (আত্মরক্ষার্থে)। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।
৬৩	লোকেরা তোমার কাছে সেই সময় (পুনরুত্থান দিবস) সম্পর্কে জানতে চায়। বল: এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই। তুমি কি করে জানবে? এটি হতে পারে যে সময় সন্নিকটে। [৬৩-৬৮]
৬৪	নিশ্চয়ই! আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।
৬৫	সেখানে তারা চিরদিনের জন্য থাকবে। সেখানে তারা কোন রক্ষাকর্তা বা সাহায্যকারী পাবে না।
৬৬	যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনের দিকে ফেরান হবে তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তার বার্তাবাহককে মান্য করতাম!'
৬৭	এবং তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের কথা মান্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে ভূল পথে পরিচালিত করেছে।
৬৮	হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা-অভিসম্পাত করুন।'
৬৯	হে বিশ্বাসীগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যে অপবাদ রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। [৬৯-৭১]
৭০	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে যত্নবান হও এবং কথা বল বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে (কেবল ভূল বা মিথ্যে রটনা নয়)।
৭১	(তবেই) তিনি তোমাদের কাজ/আচরণ তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ

	ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।
৭২	আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বিশ্বাসের বোঝা বহন করার জন্য বলেছিলাম; কিন্তু তারা তা বহন করা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিল এবং বিশ্বাসের বিষয়ে ভীত হল এবং মানুষ তা বহন করতে পারবে বলে অনুমান করল এবং সে নিজেকে নির্যাতনকারী ও বোকারূপে প্রমাণ করল। [৭২-৭৩]
৭৩	(পরিণামে) আল্লাহ হঠকার পুরুষ, হঠকার নারী এবং পৌত্তলিক পুরুষ, পৌত্তলিক নারীদের শাস্তি দেবেন এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৩৪. সূরা সাবা, আয়াত সংখ্যা-৫৪, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Sabaeans'। যার অর্থ 'সাবাবাসী'। যারা ছিল বর্তমান ইয়েমেনের অন্তর্গত দক্ষিন আরবের অধিবাসী। সাবাবাসীরা যখন উদ্ধত ও অহংকারী হয়েছিল তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সূরায় সাবাবাসীদের বিষয়ে আলোচনা থাকায় সূরার এ নামকরণ হয়েছে।

সূরায় আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করার কথা বলা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানবের কর্ম বৃত্তান্ত সবকিছুই আল্লাহর কাছে রক্ষিত আছে। অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্টদের জন্য রয়েছে শাস্তি সে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসীদের মধ্যে একদল অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ফলে বিশ্বাসীদের কর্মের জন্য অবিশ্বাসীরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং অবিশ্বাসীরা যা কিছু করে সে বিষয়ে বিশ্বাসীরাও জিজ্ঞাসিত হবে না। প্রত্যেকের দায়িত্ব তার/তাদের নিজের/নিজেদের। আল্লাহ সকলকে সমবেত করবেন এবং তিনি সঠিকভাবে সকলের বিচার করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

বার্তাবাহক প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। বার্তাবাহক আসন্ন এক কঠোর শাস্তি সম্পর্কে একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্তাবাহক যে বার্তা প্রদান করেছেন, তা যদি ভূল হয় তবে সে ভূলের পরিণাম তার নিজের; কিন্তু যদি তিনি সঠিক পথে পরিচালিত হন তবে সেটি এ জন্য যে পালনকর্তা তার প্রতি তাঁর বার্তা

প্রেরণ করেছেন। অতএব যে সঠিক পথে চলবে সে নিজ জ্ঞানে নিজের মঙ্গলের জন্যই সেটি করবে।

মানবের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কিছুই তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে না। কিন্তু যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে সে-ই আল্লাহর নিকটবর্তী হবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁরই প্রশংসা পরকালেও এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। [১-২]
২	তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং যা সেখান থেকে নির্গত হয় এবং যা নভোমণ্ডল থেকে নেমে আসে এবং যা নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়। তিনি দয়ালু, ক্ষমাশীল।
৩	অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমাদের ওপর কখনই সেই সময় (কেয়ামত) পতিত হবে না।' বল, 'না, আমার পালনকর্তার শপথ এটি তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে একটি অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়ে ছোট অথবা বড় এমন কিছু নেই যা তাঁর থেকে পালিয়ে/লুকিয়ে থাকতে পারে; সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে গ্রন্থে- [৩-৬]
৪	যেন তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন যারা বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক/উন্নত বরাদ্দ।
৫	কিন্তু যারা আমার অবতীর্ণ বাণীকে ব্যর্থ করে দেয়ার প্রয়াস পায়, তাদের জন্য রয়েছে ক্রোধপূর্ণ যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।'
৬	যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য এবং এটি পরাক্রমশালী, যিনি প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী তাঁর পথেই পরিচালিত করে।
৭	যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যাক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে বলবে যে তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে

	ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবার পরেও নতুনভাবে সৃজিত হবে! [৭-৯]
৮	সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে, নাকি তার মধ্যে কোন উন্মাদনা আছে?' না, বরং যারা পরকালে অবিশ্বাস করে তারা আছে শাস্তি ও ঘোরতর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে।
৯	তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? যদি আমি ইচ্ছে করি ভূমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, কিংবা আকাশ থেকে কোন খণ্ড তাদের ওপর পতিত হবে। এ বার্তায় নিশ্চিতভাবে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক বান্দার জন্য যারা আল্লাহর দিকে ক্ষমা-প্রার্থী হয়ে ফিরে।
১০	আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে আদেশ দিয়ে যে, 'হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীসকল তোমরাও।' আমি তাঁর জন্য লৌহকে (দ্রষ্টব্য ২১:৮০, ৫৭:২৫) নমনীয় করে দিয়েছিলাম- [১০-১১] [দ্রষ্টব্য দাউদ- ৩৮:১৭]
১১	এই বলে যে, 'প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথ পরিমাপ রক্ষা করে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখি।' [দাউদ (আঃ) কে বাইবেলে ডেভিড বলা হয়েছে। সে ছিল বেথলেহেমে বসবাসরত জুডাহ পরিবারের এক সাধারণ সদস্য। ইসরাইলের মহা শত্রু ফিলিস্তিনের সাথে এক যুদ্ধে সে বাদশাহ তালূতের (সাউলের) অনুমতি নিয়ে তাদের বিখ্যাত পালোয়ান জালূতকে (গলিয়াথকে) হত্যা করেছিল এবং তা দেখে ফিলিস্তিনীরা পলায়ন করেছিল। তখন তার বয়স ছিল অল্প। সে সময় থেকে সে ইসরাইলিদের কাছে পরিচিত, বিখ্যাত ও প্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে হেবরনে ইসরাইলিদের বাদশাহ নির্বাচিত হয়।]
১২	আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জ্বিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। আদেশ অমান্যে তাদের শাস্তি ছিল জ্বলন্ত অগ্নি। [১২-১৪] [এক মাসের সমুদ্র যাত্রায় বাতাস সোলায়মানের নৌ বহরের অনুকূলে প্রবাহিত হত। তার সময়ে নৌ বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। তার নৌ বহর লোহিত সাগর হয়ে ইয়েমেনে ও দক্ষিন-পূর্ব দিকের অন্যান্য ভূমিতে যেত এবং ভুমধ্যসাগর হয়ে পশ্চিমেও যেত। এসব জাহাজ তামা, লোহা নানাবিধ খনিজ পদার্থ নিয়ে আসত। দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮]

১৩	তারা সোলায়মানের ইচ্ছেনুযায়ী দূর্গ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) ‘হে দাউদ পরিবার! (আল্লাহর এতসব অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।’
১৪	যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুণ পোকাই জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিল। তারা সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সে মাটিতে পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না। [হযরত সোলায়মান দাউদ (আঃ) এর পুত্র। তার সময়ে ইসরাইল শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ইসরাইল বিভক্ত হয়ে যায়। বলা হয়, অনেক জ্বিন সোলায়মানের অধীন ছিল। তারা তার নির্দেশে পরিচালিত হত ও কাজ সম্পন্ন করত। এখানে জ্বিনদের প্রসঙ্গ এসেছে কেননা আরবরা মনে করত জ্বিনেরা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত। তারা তাদেরকে আল্লাহর অংশীদারও সাব্যস্ত করত। তাদের সে ভূল ধারণা দুর করার জন্য প্রসঙ্গটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। অদৃশ্য বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই বলেই তারা সোলায়মানের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারেনি। অদৃশ্যের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর। সোলায়মান খ্রীস্টপূর্ব ৯৬৫-৯২৬ পর্যন্ত ৪০ বছর রাজত্ব করে। তার রাজত্ব বর্তমান প্যালেষ্টাইন থেকে সিরিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮]
১৫	সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল নিদর্শন। দুটি উদ্যান- একটি ডানদিকে এবং একটি বামদিকে। (তাদেরকে বলা হল) তোমরা তোমাদের পালনকর্তা প্রদত্ত জীবনোপকরণ ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা। [১৫-২১] [ঐতিহাসিকভাবে সাবা এক সময় দক্ষিন আরবের সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল। বর্তমানে যা ইয়েমেনের অন্তর্গত। খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ সাল থেকে প্রায় এক হাজার বছর তারা নিজেদের ঐশ্বর্য্যকে ধরে রাখে। সাবাবাসী আরব, পূর্ব আফ্রিকা, দূর প্রাচ্য থেকে শুরু করে অপরদিকে গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, রোম পর্যন্ত ব্যাবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন করত। প্রাচীনকালে তাই তারা বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এবং তারা অঢেল সম্পদশালী ছিল। কৃষিকাজের জন্য তারা বাঁধ নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখত এবং তারা তাদের ভূমিকে সবুজ-শ্যামলে রূপান্তরীত করেছিল। তাই প্রায়শই তাদের উদাহরণের উল্লেখ উঠে এসেছে। ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সেখানে এক ভয়াবহ বন্যা হয় এবং সাবাবাসী তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়

	এবং তারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। যেমন বনী ঘাসান সিরিয়াতে চলে যায়। কেউ ইরাক, কেউ জেদ্দা, কেউ মক্কায় যায়। আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায় মদীনায় আগমন করে। ফলে ‘সাবিয়ানস’রা আর একজাতি হয়ে থাকতে পারেনি। তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়। দ্রষ্টব্য সাবা- ২৭:২০-৪৪]
১৬	অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল, ফলে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে যেখানে উদগত হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং এখানে সেখানে কিছু কুলবৃক্ষ।
১৭	এটি ছিল তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আমার প্রদত্ত শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যাতিত কাউকে শাস্তি দেই না।
১৮	তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম (অর্থাৎ সাবা থেকে শুরু করে ফিলিস্তিন-সিরিয়া পর্যন্ত) সেগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ সৃষ্টি করেছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যাবস্থাও করেছিলাম এই বলে যে, ‘এসব জনপদে রাত্রি অথবা দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।’
১৯	অতঃপর তারা বলল, ‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও।’ তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল (প্রাপ্ত অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যমে)। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই! এতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।
২০	তাদের (অকৃতজ্ঞদের) বিষয়ে শয়তান তার ধারণা সত্য প্রমাণ করেছিল। ফলে বিশ্বাসীদের একটি দল ছাড়া সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।
২১	বস্তুত তাদের ওপর শয়তানের কোন ক্ষমতাই ছিল না; কারা পরকালে বিশ্বাস করে এবং কারা তাতে সন্দেহ পোষন করে সেটি প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার পালনকর্তা (হে মোহাম্মদ), সর্ব বিষয়ই পর্যবেক্ষন করে থাকেন।
২২	বল (হে মোহাম্মদ): তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যাদেরকে উপাস্য গণ্য কর তাদেরকে আহবান কর; তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন কিছুর

	প্রতি অণু পরিমাণ অধিকারও সংরক্ষণ করে না এবং এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। [২২-২৩]
২৩	আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশই ফলপ্রসূ হয় না কেবলমাত্র সে ব্যাতিত যাকে অনুমতি দেয়া হয়। তদুপরি যখন তাদের মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন তারা বলে, 'তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন?' তারা বলবে, 'তিনি সত্য বলেছেন। তিনিই প্রেরণা সৃষ্টিকারী, মহান।'
২৪	বল: কে তোমাদের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে। বল: আল্লাহ! নিশ্চয়ই! আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি। [২৪-২৭]
২৫	বল: আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আমরাও জিজ্ঞাসিত হব না।
২৬	বল: আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।
২৭	বল: তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদাররূপে সাব্যস্ত কর তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও; না (অত সাহসী হয়ো না)! বরং তিনিই আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।
২৮	আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি (হে মোহাম্মদ) সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। [২৮-৩০]
২৯	তারা বলে: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল কখন এ প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) বাস্তবায়িত হবে?
৩০	বল (হে মোহাম্মদ): তোমাদের জন্য একটি দিনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যাকে তোমরা এক মহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না।
৩১	অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহেও নয়।' আহ! তুমি যদি দেখতে যখন পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পালনকর্তার সম্মুখে দাঁড় করান হবে, তখন কিভাবে তারা একে অপরকে দোষারোপ করছে। (পৃথিবীতে) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ঔদ্ধত্যদেরকে (ক্ষমতার দাপট প্রদর্শনকারীদেরকে) বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম,' [৩১-৩৩]

৩২	এবং ঔদ্ধত্যরা দুর্বলদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে পথ-নির্দেশনা আগমনের পর আমরা কি তোমাদেরকে বাঁধা দিয়েছিলাম/নিবৃত করেছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী/সীমা অতিক্রমকারী।’
৩৩	দুর্বলরা ঔদ্ধত্যদেরকে বলবে, ‘তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি।’ তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের অনুশোচনা হবে। অবিশ্বাসীদের গলায় আমি বেড়ী পরাব। তারা যা করত তারা তারই প্রতিফল পাবে।
৩৪	যখনই কোন জনপদে আমি সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, ‘তোমরা যে বিষয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা বিশ্বাস করি না।’ [৩৪-৩৯]
৩৫	এবং তারা (আরও) বলেছে, ‘আমরা ধনে-জনে (তোমাদের চেয়ে) সমৃদ্ধশালী। আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হতে পারি না!’
৩৬	বল (হে মোহাম্মদ): আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছে তাকে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন এবং পরিমিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।
৩৭	তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। কিন্তু যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে সে-ই নিকটবর্তী হবে। তারা তাদের কাজের দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে এবং তারা সুউচ্চ স্থানে নিরাপদে থাকবে,
৩৮	এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহকে ব্যার্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত তাদেরকে শস্তির সম্মুখীন করা হবে।
৩৯	বল: আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন এবং সীমিত করেন। তোমরা ভাল পথে যা কিছু ব্যায় কর তিনি তা পরিপূরণ করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণ সরবরাহকারী।
৪০	এবং যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (সেদিন তিনি) ফেরেশতাদের বলবেন, ‘এরা কি তোমাদের উপাসনা করত?’ [৪০-৪২]
৪১	তারা বলবে, ‘আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা, এরা নয়; বরং তারা জ্বিনদের উপাসনা করত। তাদের অধিকাংশই এদের ওপর

	বিশ্বাসী।’
৪২	সেই দিন তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করতে পারবে না। যারা ভূল করেছে তাদেরকে আমি বলব, ‘আস্বাদন কর আগুনের শাস্তি যা তোমরা অস্বীকার করতে।’
৪৩	যখন তাদের (অবিশ্বাসীদের) কাছে আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা বলে, ‘আর কিছু নয়, এ লোকটি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চায় যা তোমাদের পিতা-পিতামহরা উপাসনা করত (তা থেকে)’ এবং তারা বলে, ‘এটি উদ্ভাবিত মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়।’ অবিশ্বাসীদের কাছে যখন সত্য আগমন করে তখন তারা বলে, ‘এটি এক সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।’ [৪৩-৪৫]
৪৪	আমি তাদেরকে কোন গ্রন্থ প্রদান করিনি যা তারা অধ্যয়ন করেছে, কিংবা তোমার পূর্বে তাদের কাছে আমি কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।
৪৫	তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যে আরোপ করেছিল। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরা তার এক-দশমাংশও পায়নি। তারপরেও তারা আমার বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছে। (দেখ) কেমন কঠোর হয়েছিল আমার (প্রদত্ত) শাস্তি!
৪৬	বল (হে মোহাম্মদ): আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়েই উদ্বুদ্ধ করি যে, তোমরা আল্লাহর কারণে দু-দু’জন করে কিংবা এক-একজন করে জাগরিত হও এবং চিন্তাভাবনা কর- তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই। সে তোমাদের কাছে আসন্ন এক কাঠোর শাস্তি সম্পর্কে একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নয়। [৪৬-৪৭]
৪৭	বল: আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কারের বিষয়টি একান্তই আল্লাহর। তিনি প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই সাক্ষী।
৪৮	বল: আমার পালনকর্তা সত্য দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন। তিনি অদৃশ্যের জান্তা। [৪৮-৫০]
৪৯	বল: সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পূনঃপ্রবর্তিত হতে।

৫০	বল: যদি আমি ভূল করি/বিভ্রান্ত হই তবে সে ভূলের/বিভ্রান্তির পরিণাম আমার নিজের; কিন্তু যদি আমি সঠিক পথে পরিচালিত হই তবে (জেনে রেখ) এটি এজন্য যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি তাঁর বার্তা প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।
৫১	যদি তুমি দেখতে, যখন তারা (অবিশ্বাসী/অস্বীকারকারীরা) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং হাতের নিকট থেকেই তাদেরকে ধরা হবে, [৫১-৫৪]
৫২	(তখন) তারা বলবে, 'আমরা (এখন সত্যে) বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' কিন্তু এত-দূর থেকে তারা কিভাবে (বিশ্বাসের/সত্যের) নাগাল পাবে?
৫৩	তারা পূর্ব থেকেই সত্যকে অস্বীকার করেছে। তারা সত্য থেকে দূরে অবস্থান করে অদৃশ্য বিষয়ের ওপর (বিরূপ) মন্তব্য করত।
৫৪	অতঃপর তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে এক অন্তরাল/বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে; যেমনটি হয়েছিল তাদের মত তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও। তারা ছিল আশাহীন সন্দেহে পতিত।

৩৫. সূরা ফাতির, আয়াত সংখ্যা-৪৫, মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ১ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Originator'। বাংলায় যার অর্থ 'স্রষ্টা/মূল প্রবর্তক'।

আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য মানুষকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয়। ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব মানুষের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সূরায় সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। বিচার দিবস আসবেই। অতএব পার্থিব জীবন যেন মানুষকে মোহিত করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে সকল কর্মের হিসেব সংরক্ষণ করা আছে। বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে।

সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভূল ও মন্দ কাজের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করার বিষয়ে বলা হয়েছে। একে অন্যের ভূলের দায় বহন করবে না। আল্লাহ প্রেরিত সতর্ককারী সতর্ক করেছেন; কিন্তু প্রত্যেককেই তার নিজের ভাল বুঝতে হবে। আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। চাইলে কোন নতুন সৃষ্টিকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। সূরায় এ বিষয়েও মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা যিনি ফেরেশতাদের নিয়োজিত করেছেন বার্তাবাহকরূপে- দুই, তিন ও চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিকে বিকশিত করেন যেমনিভাবে তিনি চান তেমনিভাবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [১-২]
২	আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর অনুগ্রহের যা অবারিত করে দেন, কারও পক্ষেই তা বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং তিনি যা বন্ধ করে দেন, তারপর এমন কেউই নেই যে তা উন্মুক্ত করে দিতে পারে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৩	হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যাতিত কি এমন কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে? তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোন পথে চলেছ? [৩-৪]
৪	এবং যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে (হে মোহাম্মদ) তবে জেনে রেখ, তোমার পূর্বেও আল্লাহর বার্তাবাহকগণ এমনিভাবে অস্বীকৃত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হয়।
৫	হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (পুনরুত্থান) সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে মোহিত করতে না পারে এবং কোন মোহিতকারী যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ভুলভাবে বিমোহিত না করে। [৫-৭]
৬	শয়তান তোমাদের শত্রু; তাকে শত্রুরূপেই গণ্য কর। সে তার অনুসারীদের আহবান করে জ্বলন্ত অগ্নির দিকে।
৭	যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং যারা বিশ্বাস আনে ও ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
৮	যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখান হয় সে তাকে উত্তম মনে করে; সে কি তার সমান যে মন্দকে মন্দই মনে করে? নিশ্চয়ই! আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন; সুতরাং তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে নিঃশ্বেষ কর না। নিশ্চয়ই!

	আল্লাহ অবগত তারা যা করে। [৮-৯]
৯	আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন এবং সে বায়ু মেঘকে উত্থিত করে; অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খন্ডের দিকে চালনা করি এবং তদ্দারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এমনই হবে পুনরুত্থান।
১০	যে ক্ষমতা প্রত্যাশা করে (সে যেন জানে যে) সকল ক্ষমতাই আল্লাহর। ভাল বাণী তাঁর দিকেই আরোহন করে এবং ভাল কর্মই তাকে উন্নীত করে; কিন্তু যারা অন্যায় কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তেমন চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত কোন কাজেই আসবে না। [১০-১১]
১১	আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য থেকে তারপর তিনি যুগল সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ। কোন নারী গর্ভধারণ করে না কিংবা সন্তান প্রসব করে না যা তিনি জানেন না। কোন ব্যাক্তি বয়োঃপ্রাপ্ত হয় না কিংবা তার বয়স হ্রাস পায় না যা কিনা লিপিবদ্ধ আছে নির্দিষ্ট গ্রন্থে। নিশ্চয়ই! এটিই আল্লাহর পক্ষে সহজ।
১২	দু'টি সমুদ্র একই রকম নয়- একটি স্বচ্ছ, মিঠা ও পান করার উপযোগী এবং অপরটি তিক্ত, নোনা। কিন্তু উভয়টি থেকেই তোমরা আহার উপযোগী তাজা মাংশ পেয়ে থাক এবং পরিধানে ব্যাবহার্য গয়না আহরণ কর। তুমি তার বুক চিরে নৌযান চলতে দেখ যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষন কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [১২-১৪]
১৩	তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান। তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়মানাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তেমনি আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা; সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।
১৪	যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না; যদি তারা শোনে তো তারা তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করতে পারে না। পুনরুত্থান দিবসে তারা তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অস্বীকার করবে। আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না যিনি সব অবগত।
১৫	হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ! তিনি পরিপূর্ণ, প্রশংসা

	প্রাপ্তির অধিকারী। [১৫-১৭]
১৬	যদি তিনি ইচ্ছে করেন তিনি তোমাদের অপসৃত করতে পারেন এবং কোন নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে পারেন।
১৭	এটি আল্লাহর জন্য কোন কঠিন কিছু নয়।
১৮	কেউই অপরের বোঝা (পাপ) বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে (তথাপি) কেউ তা বহন করবে না- যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক কর যারা তাদের পালনকর্তাকে নিরবে/সংগোপনে/না দেখে ভয় করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে। যে নিজেকে ভাল পথে বিকশিত করে তার উপকারভোগী সে নিজেই। সকলকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [১৮-২২]
১৯	দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান সমান নয়
২০	সমান নয় অন্ধকার ও আলো,
২১	সমান নয় ছাঁয়া ও সূর্য্যের পূর্ণ উত্তাপ
২২	সমান নয় জীবিত ও মৃত। সেই কর্ণপাত করে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন। ঠিক যেমন তুমি পৌঁছাতে পারবে না যারা কবরে শায়িত তাদের কাছে।
২৩	তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। [২৩-২৬]
২৪	আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি একজন সু-সংবাদদাতা ও একজন সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায়/জাতি নেই যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি।
২৫	যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে (তবে জেনে রেখ), তাদের পূর্ববর্তীরাও তেমনি অস্বীকার করেছিল। তাদের বার্তাবাহকগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল যা আলোর পথ প্রদর্শন করে।
২৬	অতঃপর আমি অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি!
২৭	তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষন করেন, অতঃপর তদ্দারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল ও নিকষ কালো। [২৭-২৮]
২৮	অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। (তবে)

	তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
২৯	যারা আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ পাঠ করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যায় করে তারা মূলত অবিনশ্বর কিছু অর্জনের প্রত্যাশা করে। [২৯-৩০]
৩০	আল্লাহ তাদেরকে তাদের পরিশ্রমের ফল পুরোপুরি দেবেন এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহে আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
৩১	আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ প্রত্যাদেশ করেছি এটি সত্য এবং এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহকেও সত্যায়ন করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পর্যবেক্ষণকারী, বান্দাদের সবকিছু দেখেন। [৩১-৩৫]
৩২	অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে তাদেরকে ধারাবাহিকতার সঙ্গে গ্রন্থ প্রদান করেছি যাদেরকে আমি বেছে নিয়েছি। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি ভূল করেছে এবং তাদের কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সহায়তায় ভাল কাজে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। এটিই মহা অনুগ্রহ।
৩৩	তারা উদ্যানে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা স্বর্ণ, মুক্তা এবং রেশমি পোশাক পরিধান করবে।
৩৪	এবং তারা বলবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দূঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই! আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।
৩৫	যিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের চিরস্থায়ী স্থানে অবস্থান করে দিয়েছেন, যেখানে আমাদের ঘাম স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি।
৩৬	কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে নরকের আগুন; এটি তাদের ওপর পরিপূর্ণ প্রভাব ফেলবে না; ফলে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং না তাদের শাস্তি লাঘব হবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। [৩৬-৩৭]
৩৭	সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে আমরা সৎকাজ করব; পূর্বে যা করতাম তা করব না।' (আল্লাহ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স/সময়

	দেইনি যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। অন্যায়কারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'
৩৮	আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কেও অবহিত। [৩৮-৩৯]
৩৯	তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে অবিশ্বাস করে তার অবিশ্বাসের ফলাফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস তাদের পালনকর্তার দৃষ্টিতে কেবল ঘৃণাই বৃদ্ধি করে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ক্ষতি ব্যাতিত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।
৪০	বল, 'তোমরা কি তোমাদের সেসব অংশীদারদের কথা ভেবে দেখেছ, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও।' নাকি আসমানে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন গ্রন্থ দিয়েছি যে তারা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। না, বরং অপরাধীরা একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দেয় কেবল বিভ্রান্ত করার জন্য। [৪০-৪১]
৪১	নিশ্চয়ই! আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে স্থির রাখেন যেন তা বিচ্যূত না হয়। যদি তা সরে যেত তবে তিনি ব্যাতিত এমন কেউই নেই যে এগুলিকে স্থির রাখবে? তিনি প্রশান্তিময়, ক্ষমাশীল।
৪২	তারা (কুরাইশ/আরবের অধিবাসীগণ) আল্লাহর নামে জোর শপথ করে বলত যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করে তবে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে; তথাপি তাদের কাছে যখন একজন সতর্ককারী আগমন করেছে তখন তাদের মাঝে এটি অপছন্দ ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। [৪২-৪৫]
৪৩	পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও মন্দ চক্রান্ত এবং মন্দ চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরে যে তা তৈরী করে। তারা কি তবে আর কিছুর প্রত্যাশা করছে তা (শাস্তি) ব্যাতিত যা তাদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে করা হয়েছিল? তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং না আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন বিচ্যুতি পাবে।
৪৪	তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না (শিক্ষা গ্রহণ করে না) তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? অথচ তারা তাদের

	অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধশালী/ক্ষমতাধর ছিল। আল্লাহ এমন নয় যে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তার হাত থেকে পালিয়ে থাকা যাবে। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
৪৫	যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে তেমন কাজে নিয়োজিত করতেন যা তাদের প্রাপ্য, তবে ভূ-পৃষ্ঠের একটি জীবন্ত প্রাণীকেও তিনি ছেড়ে দিতেন না; কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন এবং যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে- তখন অবশ্যই জেনে রেখ, আল্লাহ তাঁর বন্দাদের প্রতি সদা-সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন।

৩৬. সূরা ইয়া-সীন, আয়াত সংখ্যা-৮৩, মক্কায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াতে উচ্চারিত আরবী দু'টি বর্ণ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় বিচার দিবস সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। বিচার দিবসে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের কর্মের সাক্ষ্য দেবে। এ দিনে কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। মানুষ যা করেছে কেবল তারই প্রতিফল পাবে। যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা নরকের আগুনে দগ্ধ হবে। যারা জান্নাত লাভ করবে তারা আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে।

অবিশ্বাসীরা নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত সত্যটিও ভূলে যায় এবং বলে, 'কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলি পচে গলে যাবে?' তিনিই তাদের জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি এক ফোটা বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে অফুরন্ত দান করেছেন। আল্লাহরই সৃষ্ট চতুস্পদ জন্তু, অথচ এখন মানুষই এগুলির মালিক! এগুলিকে তিনিই তাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় মানুষ এগুলিকে বশীভূতও করতে সক্ষম ছিল না।

এটি কখনই হবার নয় যে, সূর্য্য চন্দ্রকে পেরিয়ে যাবে কিংবা রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে যাবে। প্রত্যেকেই আপন আপন পথে সন্তরণ করে। মানুষের জন্য আল্লাহর নিদর্শন হচ্ছে মৃত পৃথিবী। তিনি একে সঞ্জীবিত করেন এবং তা থেকে উৎপন্ন করেন শস্য; ফলে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে। মানুষকে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

সূরায় আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করার বিষয়ে বলা হয়েছে। কেননা এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিপরীত আচরণ। আল্লাহর নির্দেশ, যখন তিনি কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন কেবল বলেন: হও! এবং তা হয়ে

যায়। অতএব পুনরুত্থান দিবসের আগমন- কেবলমাত্র তাঁর একটি নির্দেশের অপেক্ষায়। বিচার দিবসে কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। মানুষ যা করেছে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	ইয়া সীন। [কারও কারও মতে ইয়া সীন অর্থাৎ 'হে মানুষ!']
২	শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের, [২-৪]
৩	নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) প্রেরিতগণের একজন
৪	সরল পথে প্রতিষ্ঠিত,
৫	পরাক্রমশালী, দয়াময়ের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (এ বার্তা), [৫-১১]
৬	যেন তুমি এমন এক জাতিকে সতর্ক কর যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; ফলে তারা উদাসীন; (দ্রষ্টব্য ২৮:৪৬)
৭	তাদের অধিকাংশের জন্যই সেই (শাস্তির) বাণী অবধারিত হয়ে গেছে। ফলে তারা বিশ্বাস করে না।
৮	আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক অনড় হয়ে গেছে।
৯	তাদের সামনে ও পেছনে রেখেছি প্রতিবন্ধকতা এবং এভাবেই তাদেরকে আবৃত করে রেখেছি; ফলে তারা দেখতেও পায় না।
১০	তুমি সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য দুই-ই সমান; তারা বিশ্বাস করবে না।
১১	তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক কর যারা সতর্কবার্তাকে অনুসরণ করে এবং দয়াময়কে গোপনে (নিরবে/না দেখে) ভয় করে। তাদেরকে সু-সংবাদ দাও ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।
১২	আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি। তারা পূর্বে যা প্রেরণ করে এবং পশ্চাতে যা ফেলে আসে প্রতিটি বিষয় আমি সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করে রাখি।
১৩	তুমি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধর যখন সেখানে বার্তাবাহক আগমন করেছিল। [১৩-২৯] [জনপদটির নাম সুনিশ্চিত

	নয়। তবে এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কুরাইশদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারাও একই আচরণ করছে যার ফলাফলও একই হতে পারে।]
১৪	আমি তাদের নিকট দু'জন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছিল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, 'আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'
১৫	তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ কিছুই প্রেরণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যে বলে যাচ্ছ।'
১৬	রাসূলগণ বলল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি,
১৭	এবং আমাদের দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া।'
১৮	তারা বলল, 'আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।'
১৯	রাসূলগণ বলল, 'তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে! এটি কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুতঃ তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বৈ তো আর কিছু নও।'
২০	অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যাক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর,
২১	এবং অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না অথচ তারা সুপথপ্রাপ্ত।
২২	কোন কারণে/যুক্তিতে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর উপাসনা করব না?
২৩	আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না।
২৪	এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব।
২৫	আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

	অতএব আমার থেকে শুনে নাও।'
২৬	তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি কোনভাবে জানতে পারত-
২৭	যে, আমার পালনকর্তা আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।'
২৮	অতঃপর আমি তার সম্প্রদায়ের ওপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি, না আমি কখনও তেমনটি করে থাকি।
২৯	বস্তুতঃ এটি ছিল এক মহানাদ। সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।
৩০	আহ! বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে কখনই কোন বার্তাবাহক আসেনি যাকে তারা বিদ্রুপ করেনি। [৩০-৩২]
৩১	তারা কি দেখে না যে তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসে না।
৩২	প্রত্যেককেই কোনরূপ ব্যাতিক্রম ব্যাতিত আমার সম্মুখে উপস্থিত হতেই হবে।
৩৩	তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য; ফলে তারা সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। [৩৩-৩৬]
৩৪	আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি প্রস্রবণ,
৩৫	যেন তারা সেখান থেকে আহার করে। তারা তাদের হাতে এসব সৃষ্টি করে না। তারপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?
৩৬	তারই প্রশংসা করি যিনি প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে বিকশিত হয় উদ্ভিদ, মানুষ এবং আরও অনেক কিছু যা তারা জানে না।
৩৭	তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি। আমি সেখান থেকে দিনকে অপসারণ করি এবং তারা অন্ধকারে পতিত হয়। [৩৭-৪০]
৩৮	সূর্য্য ছুটে চলে তার জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানের দিকে। এমনই পরিমাপকরণ/ পরিচালন প্রক্রিয়া পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়ের।
৩৯	চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একটি পুরাতন খর্জুর পাতার আকৃতি ধারণ করে।

৪০	এটি কখনই হবার নয় যে, সূর্য্য চন্দ্রকে পেরিয়ে যাবে কিংবা রাত্রি দিনকে অতিক্রম করে যাবে। প্রত্যেকেই আপন আপন পথে সন্তরণ করে।
৪১	এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে আরোহন করিয়েছিলাম জলযানে (মহাপ্লাবনকালে) [৪১-৪৪]
৪২	এবং তাদের জন্যও সৃষ্টি করেছি অনুরূপ বাহনের যাতে তারা আরোহন করে।
৪৩	এবং যদি আমি ইচ্ছে করি তবে তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করতে পারি এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও থাকবে না, না তারা কোনরূপ পরিত্রাণ পাবে-
৪৪	যদি না আমার পক্ষ থেকে কোন কৃপা থাকে। এ এক প্রশান্তি (পার্থিব জীবন) ক্ষণকালের জন্য আমার পক্ষ থেকে।
৪৫	যখন তাদেরকে বলা হয়: তোমরা সতর্ক হও, যা তোমাদের সামনে আছে এবং যা তোমাদের পেছনে আছে সে বিষয়ে যেন তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার (কিন্তু তারা কর্ণপাত করে না)। [৪৫-৪৭]
৪৬	নিদর্শনসমুহের মধ্যে কখনই তাদের কাছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে এমন নিদর্শন আসেনি যে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।
৪৭	যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যায় কর। তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'আমরা তাকে খাওয়াব যাকে ইচ্ছে করলে আল্লাহই খাওয়াতে পারতেন?' তোমরা সুস্পষ্টতই বিভ্রান্তিতে আছ।
৪৮	তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল কবে সেই প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত/শাস্তি) পূর্ণ হবে?' [৪৮-৫৩]
৪৯	তারা মূলত কিছুই না, কেবল একটি প্রচণ্ড নাদ এর অপেক্ষা করছে যা তাদেরকে হতচকিত করে দেবে, যখন তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে।
৫০	তখন তারা না উত্তরাধিকার মনোনয়ন করতে পারবে, না তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে পারবে।
৫১	শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে; তারা কবর থেকে উত্থিত হয়ে পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে।
৫২	কান্না করে বলবে, 'হায়! দূর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল

	থেকে উত্থিত করল? এটিই তো সেই প্রতিশ্রুত সময় যা দয়াময় করেছিলেন এবং বার্তাবাহকগণ সত্য বলেছিলেন।’
৫৩	এটি কেবলমাত্র একটি মহানাদ এবং দেখ সকলকেই আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে।
৫৪	এই দিনে (বিচার দিবসে) কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। [৫৪-৬৫]
৫৫	এই দিনে যারা জান্নাত লাভ করবে তারা আনন্দে উৎফুল্ল থাকবে।
৫৬	তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছাঁয়াময় পরিবেশে আসনে বিশ্রামরত।
৫৭	সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে।
৫৮	করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে, ‘শান্তি (সালাম)।’
৫৯	(অপরাধীদেরকে বলা হবে) ‘হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।’
৬০	আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ‘হে আদমের সন্তানেরা! তোমরা শয়তানের উপাসনা কর না সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু,
৬১	তোমরা আমার উপাসনা কর। এটিই সঠিক/সরল পথ।’
৬২	তথাপি সে তোমাদের একটি বড় অংশকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বোঝনি?
৬৩	এটিই সেই নরক যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।
৬৪	আজ এখানে পুড়তে থাক; তোমরা (সত্যকে/পরকালকে/বিচার দিবসকে) অবিশ্বাস করেছিলে।
৬৫	আজকের দিনে আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব এবং তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।
৬৬	যদি আমি ইচ্ছে করতাম, তবে আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতাম এবং তারা পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। তবে কিরূপে তারা দেখতে/পথ খুঁজে পেত! [৬৬-৬৮]
৬৭	এবং যদি আমি ইচ্ছে করতাম, তবে অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে শক্তিহীন করে স্থীর করে দিতাম; তারা আগেও যেতে পারত না

	এবং পেছনেও ফিরে আসতে পারত না।
৬৮	যাকে আমি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করি, সৃষ্টিগতভাবে তাকে আমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তোমরা কি বোঝ না?
৬৯	আমি তাকে (মোহাম্মদকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি, না তার জন্য এটি শোভনীয়। এটি একটি সতর্কবার্তা বৈ আর কিছু নয় এবং একটি বিবৃতি যা সরলভাবে উপস্থাপিত। [৬৯-৭০] [দ্রষ্টব্য ২৬:২২৪]
৭০	(এ বার্তা) জীবিতদের সতর্কীকরণের জন্য এবং উচ্চারীত বাণী (শাস্তি) অবিশ্বাসীদের জন্য সত্য হতে পারে।
৭১	তারা কি দেখে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমুহের মধ্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, ফলে এখন তারাই এগুলির মালিক। [৭১-৭৩]
৭২	আমি এগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এদের কতগুলি তাদের বাহন এবং কতগুলি খাদ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হয়।
৭৩	তাদের জন্য এসবের মধ্যে আছে অনেক উপকারিতা ও পানীয়। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?
৭৪	তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যেন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে, [৭৪-৭৬]
৭৫	অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলিকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে (যারা তাদের উপাসনা করত তাদের বিপক্ষে)।
৭৬	অতএব তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে (হে মোহাম্মদ)। আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে।
৭৭	মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি এক ফোটা বীর্য থেকে, তথাপি সে প্রকাশ্য বিরোধীতাকারী? [৭৭-৮১]
৭৮	সে আমার বিষয়ে উপমা সৃষ্টি করে, অথচ নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত সত্যটিও ভূলে যায়; বলে, 'কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলি পচে গলে যাবে?'
৭৯	বল: তিনিই তাদের জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন; তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত,
৮০	যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করেন এবং তোমরা সেখান থেকে প্রজ্জ্বলন কর।

৮১	যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন; তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি পারেন! কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, মহাস্রষ্টা।
৮২	তাঁর নির্দেশ, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন কেবল বলেন: হও! এবং তা হয়ে যায়। [৮২-৮৩]
৮৩	অতএব তারই পবিত্রতা ঘোষণা কর যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর কর্তৃত্ব! তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭. সূরা আস-সাফফাত, আয়াত সংখ্যা-১৮২, মক্কায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াত থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Those who set the ranks'। বাংলায় 'সারিবদ্ধ' বলা যেতে পারে। প্রথম আয়াতে যে শপথ উচ্চারিত হয়েছে সেখানে ফেরেশতাদের সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে।

সূরায় আল্লাহর একত্ব ও বিচার দিবসের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ সূরা এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয় যখন বিশ্বাসীরা ভীষনভাবে নির্যাতন ও চাপের মুখে ছিল। অনেকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সূরায় বিশ্বাসীদেরকে সু-সংবাদ প্রদান করে শান্তনা দেয়া হয়েছে। পৌত্তলিকদের বিশ্বাসের সমালোচনা করে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করার ভ্রান্ত পথ পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভ্রান্তপথ ধারণ করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ তাদের (ফেরেশতাদের), যারা মর্যাদাক্রমে সুশৃংখল/সারিবদ্ধভাবে (নিজেদেরকে) বিন্যাস করে রাখে, [১-৫] [দ্রষ্টব্য আয়াত ১৬৪-১৬৬]
২	যারা মন্দের বিতাড়নকারী/প্রতিহতকারী
৩	এবং যারা সতর্কবাণী উচ্চারণকারী
৪	নিশ্চয়ই! তোমাদের পালনকর্তা এক।
৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী যা কিছু আছে সকল কিছুর পালনকর্তা তিনি। পালনকর্তা (সূর্য্যের) সকল উদয় স্থল সমুহের।
৬	নিশ্চয়ই! আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত

	করেছি, [৬-১০]
৭	এবং সুরক্ষিত করেছি বিরোধী শয়তান থেকে,
৮	ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবন করতে পারে না। সকল দিক থেকে তাদের প্রতি (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়-
৯	বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি,
১০	তবে সে ব্যাতিত, যে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে (শুনে ফেলে), অতঃপর তার পশ্চাদ্ধাবন করে জ্বলন্ত অগ্নি। [তৎকালীন সময়ে আরবে গণকদের কাজের প্রচলন ছিল। মানুষ হারিয়ে যাওয়া কোন কিছু কিংবা অতীত বা ভবিষ্যত বা অপরাপর আরও কিছু বিষয় জানার জন্য তাদের স্মরণাপন্ন হত। তারা দাবী করত যে, কিছু জ্বিন ও শয়তানকে তাদের বশে/আয়ত্তে রেখে তারা এসব কাজ করে। সামাজিক এমন পরিবেশে মোহাম্মদ (সাঃ) যখন নবুয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের মাধ্যমে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বলেন এবং একজন ফেরেশতা তার কাছে বাণীসমূহ পৌঁছে দেয় এসব কথা বলেন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা তাকেও ভবিষ্যত গণনাকারীদের মত গণ্য করার চেষ্টা করে এবং বলে যে, তার কাছে শয়তান আছে যে আসমান থেকে বার্তা নিয়ে আসে, যা সে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করে। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন যে, শয়তানদের উর্ধ্ব জগতে প্রবেশাধিকার নেই। অর্থাৎ এ বার্তা শয়তান প্রণীত নয়।] [দ্রষ্টব্য ৮১:২৫]
১১	অতঃপর জিজ্ঞেস কর তাদের (হে মোহাম্মদ): সৃষ্টি হিসেবে তারা অধিক শক্তিধর, নাকি আরও যাদের সৃষ্টি করেছি? আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। [১১-১৮] [যারা মানুষের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে কোনটি সৃষ্টি করা কঠিন, মানুষ না মহাজগত ও তার অন্তরস্থ সবকিছু? যিনি তা করতে পারেন তিনি কি মানুষের পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন না? এমনকি প্রথমবারও তো তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? মানুষকে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে ও সত্য উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।]
১২	তুমি বিস্ময় বোধ কর, অথচ তারা (অবিশ্বাসীরা) বিদ্রূপ করে।
১৩	যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয় (তারা) কর্ণপাত করে না,
১৪	যখন কোন নিদর্শন দেখে (তখন) বিদ্রূপ করে
১৫	এবং বলে, 'এ তো যাদু বৈ আর কিছু নয়;
১৬	যখন আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাব,

	তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব
১৭	এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণও?'
১৮	বল (হে মোহাম্মদ): হ্যাঁ, এটিই সত্যি এবং তোমরা লাঞ্ছিত হবে।
১৯	কেবল একটি বিকট শব্দ; অতঃপর তারা প্রত্যক্ষ করবে [১৯-২১]
২০	এবং বলবে, 'আহ! দূর্ভাগ্য আমাদের! এটিই বিচার দিবস।'
২১	এটিই সেই পৃথকীকরণ/বাছাইকরণের দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।
২২	এবং (ফেরেশতাদের বলা হবে) 'একত্রিত কর পথভ্রষ্টদেরকে, তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদেরকে তারা উপাসনা করত- [২২-৩২]
২৩	আল্লাহ ব্যাতিত। তাদেরকে নরকের পথে পরিচালিত কর।'
২৪	(অতঃপর বলা হবে) 'তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে;
২৫	তোমাদের কি হল যে, তোমরা (এখন) একে অপরকে সহায়তা করছ না?'
২৬	বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে।
২৭	তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
২৮	(একদল) বলবে, 'তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে নিজেদের শক্তি-সামর্থ নিয়ে (প্রতিশ্রুতি দিতে যে তোমরা সত্য বলছ)।'
২৯	(অপর দল) বলবে, 'বরং তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না।
৩০	এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্বও ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
৩১	আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।
৩২	আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।'
৩৩	সেদিন সবাই তারা শাস্তিতে অংশীদার হবে। [৩৩-৩৯]
৩৪	অপরাধীদের সাথে আমি এমনি করে থাকি।
৩৫	যখন তাদেরকে বলা হত আল্লাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত,
৩৬	এবং বলত, 'আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?' [দ্রষ্টব্য ২৬:২২৪]

৩৭	না বরং সে সত্যসহ আগমন করেছে এবং (তার পূর্বের) বার্তাবাহকগণের সত্যতা স্বীকার করেছে।
৩৮	তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে।
৩৯	তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে,
৪০	তারা ব্যাতিত যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। [৪০-৪৯]
৪১	তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ব্যাবস্থা
৪২	ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত,
৪৩	উদ্যানে!
৪৪	মুখোমুখি আসনে আসীন হয়ে
৪৫	তাদের জন্য পরিবেশন করা হবে পাত্র যেখানে থাকবে পানীয়
৪৬	শুভ্র! যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়;
৪৭	তাতে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, হবে না তারা মাতাল।
৪৮	তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়নে আয়তলোচনা সঙ্গিনীগণ
৪৯	যেন তারা সুরক্ষিত ডিম্ব।
৫০	তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবে। [৫০-৬১]
৫১	তাদের একজন বলবে, ‘আমার এক সঙ্গী ছিল।
৫২	সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে,
৫৩	যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব?’
৫৪	আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?’
৫৫	অতঃপর সে তাকাবে এবং তাকে (অবিশ্বাসীকে) নরকের গভীরে দেখতে পাবে।
৫৬	সে বলবে, ‘শপথ আল্লাহর, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে।
৫৭	আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে তাদের সাথে শাস্তিতে পতিত হতাম।’
৫৮	(তারা বলবে) ‘এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না-
৫৯	প্রথম মৃত্যু ব্যাতিত এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্তও হব না।’
৬০	নিশ্চয়ই! এটিই মহাসাফল্য।

৬১	এমন সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা করতে দাও।
৬২	সাদর আমন্ত্রনের জন্য এটি উত্তম নাকি যাক্কুম বৃক্ষ? [৬২-৭৪] [দ্রষ্টব্য যাক্কুম- ৪৪:৪৩-৪৬, ৫৬:৫২-৫৬]
৬৩	পথভ্রষ্টদের জন্য আমি একে করেছি এক শাস্তিস্বরূপ।
৬৪	এটি একটি বৃক্ষ যা উদগত হয় নরকের গভীর/তলদেশ থেকে,
৬৫	এর গুচ্ছ যেন শয়তানের মস্তক।
৬৬	তারা অবশ্যই এটি ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে,
৬৭	অতঃপর তাদের দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ,
৬৮	অতঃপর অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে নরকের দিকে।
৬৯	তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী
৭০	এবং তারাও তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল। [অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা নিজেরা সত্য-মিথ্যে, ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনা না করে কেবল অন্ধভাবে একে অপরের অনুসরণ করে।]
৭১	তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের/অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল,
৭২	আমি তাদের জন্য সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম,
৭৩	অতঃপর দেখ, যাদেরকে সতর্ক করেছি তাদের পরিণতির প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
৭৪	তবে তারা ব্যাতিত যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।
৭৫	নূহ আমাকে ডেকেছিল এবং তার ডাকের প্রতি সর্বশ্রোতা পালনকর্তা ছিলেন সহানুভূতিশীল, [৭৫-৮২] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
৭৬	তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি এক মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম,
৭৭	এবং তার বংশধরদেরকেই (পৃথিবীতে) বংশপরম্পরায় বিদ্যমান রেখেছি। [নোয়াহ বা নূহের পুত্র সেম, হ্যাম ও জাফেথ। সেমের বংশধরেরা ‘সেমেটিক’ নামে পরিচিত। হ্যামের বংশধরেরা ‘হ্যামেটিক’ ও জাফেথ এর বংশধরেরা ‘জেফেটিক’ নামে পরিচিত। মহাপ্লাবনের পর সেমেটিকরা পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে, হ্যামেটিকরা পৃথিবীর দক্ষিনাঞ্চল তথা আফ্রিকা অঞ্চলে এবং জেফেটিকরা উত্তরাঞ্চল তথা ইউরোপীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মহাপ্লাবনের পর নোয়াহর বংশধরেরাই পৃথিবীতে বিদ্যমান।]
৭৮	আমি তার জন্য পরবর্তীদের মাঝে (এমন সম্ভাষন) রেখে দিয়েছি যে,

৭৯	(সকলেই বলবে) বিশ্ববাসীদের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক;
৮০	এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
৮১	সে ছিল আমার বিশ্বস্ত বান্দাদের অন্যতম।
৮২	অপর সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।
৮৩	নিশ্চয়ই! ইব্রাহীম তারই অনুসারী ছিল। [৮৩-৯৯] [আয়াত ৮৩-১১৩, ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
৮৪	যখন সে তার পালনকর্তার কাছে বিশুদ্ধ চিত্তে প্রার্থনা করেছিল,
৮৫	এবং যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?
৮৬	তোমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত মিথ্যে উপাস্য কামনা কর?
৮৭	বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?'
৮৮	অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল
৮৯	এবং বলল, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি।'
৯০	অতঃপর তারা তার নিকট থেকে চলে গেল।
৯১	সে তাদের দেবালয়ে প্রবেশ করে (মূর্তীগুলির দিকে তাকিয়ে) বলল, 'তোমরা কি আহার করবে না?
৯২	তোমাদের কি হল যে কথা বলছ না?'
৯৩	অতঃপর সে সেগুলিকে আঘাত করল,
৯৪	লোকজন তখন তার দিকে দ্রুততার সাথে ছুটে এল।
৯৫	সে বলল, 'তোমরা কি তাদের উপাসনা কর যাদেরকে তোমরা নিজেরাই খোদাই করে নির্মাণ কর?
৯৬	অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা (নিজ হাতে) নির্মাণ কর সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।'
৯৭	তারা বলল, 'এর জন্য একটি ভিত নির্মাণ কর এবং তাকে আগুনের স্তুপে নিক্ষেপ কর।'
৯৮	তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল; কিন্তু আমি (আল্লাহ) তাদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করলাম।
৯৯	সে বলল, 'আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম; তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।' [এ ঘটনার পর ইব্রাহীম (আঃ) দেশ ত্যাগ করেন।

	কানানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সাথে ছিল স্ত্রী সারাই (পরবর্তীতে সারাহ) এবং ভাইয়ের ছেলে লূত যে তাঁর দর্শনে বিশ্বাসী ছিল।]
১০০	'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎপুত্র দান করুন।' [১০০-১১৩]
১০১	আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সু-সংবাদ প্রদান করলাম।
১০২	অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'ও আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি (আদিষ্ট হয়েছি) যে তোমাকে অবশ্যই আমার উৎসর্গ করতে হবে। তোমার অভিমত কি?' সে বলল, 'পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে সহনশীল পাবেন।' [বাইবেল অনুসারে পুত্রের নাম 'ইসহাক' বা আইজ্যাক'। যে ছিল ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম স্ত্রী সারাহ'র গর্ভজাত সন্তান। ইসহাকের যখন জন্ম হয় সারাহ'র বয়স তখন নব্বই এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর বয়স এক শ বছর। ইসহাকের জন্মের পর সারাহ 'ইসমাঈল' ও তার মা তারই মিশরীয় পরিচারিকা হাগার বা বিবি হাজেরাকে মেনে নিতে পারেনি। তাকে তার নিজের সন্তানের উত্তরাধিকার হতে দিতে চায়নি। বিষয়টি ভীষন গুরুতর আকার ধারণ করে। ফলে ইসমাঈল ও তার মাকে হেবরন ছেড়ে বীরসেবা চলে যেতে হয়। এ ঘটনা কোমল হৃদয়সম্পন্ন [দ্রষ্টব্য ৯:১১৪] ইব্রাহীম (আঃ)-কে মানসিকভাবে অত্যান্ত বিচলিত করে। গড তখন আব্রাহামকে বলেন, 'আব্রাহাম! ইসমাঈলের বংশধরদের থেকেও আমি এক মহান জাতি সৃষ্টি করব। কেননা সেও তোমার সন্তান।']
১০৩	যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাকে উৎসর্গ করার জন্য শায়িত করল,
১০৪	তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'ও ইব্রাহীম!
১০৫	তুমি অবশ্যই নির্দেশ পালনকারী!' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।
১০৬	স্পষ্টতই এটি ছিল একটি পরীক্ষা।
১০৭	অতঃপর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক উৎসর্গের বিনিময়ে [বাইবেল মতে একটি 'মেষ' উৎসর্গীকরণ করা হয়।]
১০৮	এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে তার বিষয় রেখে দিয়েছি,
১০৯	ইব্রাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
১১০	এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদের পুরস্কৃত করি।
১১১	সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।

১১২	আমি তাকে সু-সংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের; যে ছিল একজন নবী এবং সৎকর্মপরায়নদের একজন।
১১৩	আমি তাকে এবং ইসহাককে আশীর্বাদপূর্ণ করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে রয়েছে কিছু যারা উত্তম কাজ করেছে এবং কিছু তাদের নিজেদেরকে ভূল পথে চালিত করেছে;
১১৪	এবং আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের প্রতি। [১১৪-১২২]
১১৫	আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছি।
১১৬	তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।
১১৭	আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম
১১৮	এবং তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম সঠিক পথ
১১৯	এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে তাদের বিষয় রেখে দিয়েছি,
১২০	মূসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
১২১	এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদের পুরস্কৃত করি।
১২২	তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম।
১২৩	নিশ্চয়ই! ইলিয়াস ছিল তাদের একজন যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল (সতর্কীকরণের জন্য)। [১২৩-১৩২] [বাইবেলে তাঁকে 'এলিজা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৮৭৫ ও ৮৫০ এর মধ্যে। তিনি জর্ডানের অন্তর্গত গিলিডের অধিবাসী ছিলেন। ইসরাইলিরা যখন আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করে 'বা'আল' দেবতার উপাসনা শুরু করে তখন তিনি তাদের ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।]
১২৪	যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি ভয় কর না?
১২৫	তোমরা কি বা'আল দেবতার উপাসনা করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে-
১২৬	যিনি আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও পালনকর্তা?'
১২৭	তারা তাকে অস্বীকার করেছিল। অতএব অবশ্যই তাদেরকে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।
১২৮	তবে আল্লাহর একান্ত অনুরাগীদের নয়।
১২৯	আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে,

১৩০	ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক!
১৩১	এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।
১৩২	সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।
১৩৩	নিশ্চয়ই! লূতও ছিল তাদের একজন যাদেরকে (সতর্কীকরণের জন্য) প্রেরণ করা হয়েছিল। [১৩৩-১৩৮] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
১৩৪	আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম;
১৩৫	এক বৃদ্ধাকে (তার স্ত্রীকে) ছাড়া; সে পেছনে পড়ে থাকাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল।
১৩৬	অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটন করেছি।
১৩৭	তোমরা তো তাদের ধ্বংসস্তুপের ওপর দিয়েই গমনাগমন কর সকালে
১৩৮	ও সন্ধ্যায়; তবুও কি তোমরা বোঝ না?
১৩৯	এবং ইউনুসও ছিল তাদের একজন যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল (সতর্কীকরণের জন্য)। [১৩৯-১৪৮] [দ্রষ্টব্য ইউনুস- ১০:৯৮]
১৪০	(স্মরণ কর) যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌঁছাল।
১৪১	অতঃপর লটারীতে যোগদান করে প্রত্যাখ্যাত হল।
১৪২	যখন সে দোষী সাব্যস্ত হল এবং একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল।
১৪৩	যদি সে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা না করত,
১৪৪	তবে তাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।
১৪৫	অতঃপর আমি তাকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম; সে তখন ছিল রুগ্ন।
১৪৬	আমি তার ওপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম
১৪৭	এবং তাকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।
১৪৮	তারা বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।
১৪৯	অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস কর (হে মোহাম্মদ): তোমার পালনকর্তার জন্যই কি কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান? [১৪৯-১৫৭] [তৎকালীন সময়ে আরবের লোকেরা যেমনটি বিশ্বাস করত তাদের সে বিশ্বাসের সমালোচনা করা হয়েছে। তারা মনে করত ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান।]
১৫০	তাদের উপস্থিতিতেই কি আমি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি?

১৫১	এটি অবশ্যই তাদের মিথ্যে উদ্ভাবন যে তারা বলে:
১৫২	আল্লাহ জন্মদান করেছেন। নিশ্চয়ই! তারা মিথ্যে বলে।
১৫৩	তিনি কি পুত্র-সন্তানের চেয়ে কন্যা-সন্তান (অধিক) পছন্দ করেন (এটিও তাদের মিথ্যে উদ্ভাবন)?
১৫৪	কি হয়েছে তোমাদের? তোমরা কেমন বিচার-বিবেচনা কর?
১৫৫	তবে কি তোমরা সতর্কবার্তার প্রতি মনোনিবেশ করবে না?
১৫৬	তোমাদের কাছে কি (এ বিষয়ে) কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পত্র আছে?
১৫৭	যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।
১৫৮	তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুমান করে। অথচ জ্বিনেরা ভাল করেই জানে যে তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) সামনে (জবাবদিহিতার জন্য) উপস্থিত হতে হবে। [১৫৮-১৬৩]
১৫৯	তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান!
১৬০	তারা ব্যাতিত যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।
১৬১	অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর-
১৬২	তোমরা তাদের কাউকেই আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না,
১৬৩	শুধুমাত্র তাদের ব্যাতিত যারা জাহান্নামে পৌঁছাবে।
১৬৪	(ফেরেশতারা বলে) 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত স্থান/অবস্থান [১৬৪-১৬৬]
১৬৫	এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি (কার্য নির্বাহের জন্য)
১৬৬	এবং আমরাই আল্লাহর মহাত্ব/পবিত্রতা ঘোষণা করি।' [দ্রষ্টব্য আয়াত ১]
১৬৭	এবং তারা (অবিশ্বাসীরা) প্রায়শই বলত- [১৬৭-১৭০]
১৬৮	'পূর্ববর্তীদের মত আমাদের যদি কোন গ্রন্থ/উপদেশ বাণী থাকত,
১৬৯	তবে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।'
১৭০	অথচ কোরআন আগমনের পর তারা একে অস্বীকার করছে; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।
১৭১	আমার (বিশ্বাসী) বান্দাদের বিষয়ে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থিরিকৃত যে- [১৭১-১৭৫]
১৭২	অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে,
১৭৩	আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। [সত্যের পক্ষাবলম্বনকারী বিশ্বাসীগণ

	ছাড়াও আল্লাহর অদৃশ্য শক্তিও এর অন্তর্ভূক্ত।]
১৭৪	অতএব কিছুকালের জন্য তাদের নিকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও (হে মোহাম্মদ)
১৭৫	এবং দেখতে থাক; শীঘ্রই তারা পরিণাম দেখতে পাবে।
১৭৬	তবে কি তারা আমার প্রদত্ত শাস্তি দ্রুত কামনা করে? [১৭৬-১৭৯]
১৭৭	কিন্তু যখন তাদের আঙ্গিনায় এটি নেমে আসবে, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের জন্য সেদিনের সকালটি হবে খুবই হতাশাব্যঞ্জক।
১৭৮	তাদের নিকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও কিছুকালের জন্য
১৭৯	এবং দেখতে থাক, শীঘ্রই তারা পরিণাম দেখতে পাবে।
১৮০	পবিত্র তোমার পালনকর্তার সত্তা! তিনি মহান এবং পবিত্র তা থেকে যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করে (অংশীদারীত্ব)। [১৮০-১৮২]
১৮১	তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যাদেরকে (সতর্কীকরণের জন্য) প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮২	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; (যিনি) জগতসমুহের পালনকর্তা।

৩৮. সূরা সাদ, আয়াত সংখ্যা-৮৮, মক্কায় অবতীর্ণ। আরবী অক্ষর সোয়াদ, ছোয়াদ বা সাদ থেকে নামটি নেয়া হয়েছে যা প্রথম আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে।

কোরআন এমন এক গ্রন্থ যা মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, সতর্কবার্তা ও পথ-প্রদর্শক। মানুষ যেন এর অবতীর্ণ বাণীসমুহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন মানুষ যেন কর্মে এর প্রতিফলন ঘটায়/জ্ঞানকে কাজে লাগায় সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। তেমনটি অবিশ্বাসীদের ধারণা। যে কারণে মন্দ কাজ সম্পাদনে ধারণাগতভাবেও তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। কিন্তু ভাল ও মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। যারা পরকালে অবিশ্বাস করে এবং মন্দ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ- অগ্নি।

অহমিকা প্রদর্শন না করে অবতীর্ণ বার্তায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান করা হয়েছে। শয়তানও আল্লাহর সম্মুখে অহমিকা প্রদর্শন করেছিল সূরায় সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান করা হয়েছে। কেউ কারও ভূলের দায় বহন করবে না। সেক্ষেত্রে বার্তাবাহক

সতর্ককারী মাত্র সূরায় সেটি স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে।

সূরায় পূর্বের কিছু ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, অহমিকা ও জিদের বশবর্তী হয়ে ভূলের মধ্যে না থেকে অন্যায় করা সত্ত্বেও ভূল বুঝতে পেরে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া শ্রেয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল! তবে এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহ ও পরকালে বা অন্যভাবে বলা যায়, পরকালীন জবাবদিহিতায় সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস স্থাপন।

উপরোক্ত দু'টি ধারণাই ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক সঠিক আচরণ এবং পারিবারিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে অবশ্যই যদি মানুষ বিষয়গুলি আন্তরীকতার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সোয়াদ। শপথ সতর্কবার্তা সম্বলিত মহিমান্বিত কোরআনের। [১-৩]
২	কিন্তু না, অবিশ্বাসীরা মিথ্যে অহমিকা ও বিরোধীতায় লিপ্ত।
৩	তাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি; যখন তারা আর্তনাদ করেছে তখন নিষ্কৃতি পাওয়ারও সময় ছিল না
৪	এবং তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদেরই মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং অবিশ্বাসীরা বলে, 'এতো এক মিথ্যেচারী যাদুকর, [৪-৭] [এখানে তারা বলতে কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু সদস্যদের বুঝিয়েছে, যারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা মৃত্যু পথযাত্রী হযরত আবু তালেবের কাছে মোহাম্মদ (সাঃ) এর বিষয়ে একটি আপোষ-রফা করার জন্য আগমন করেছিল, যেন তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের বিষয়ে বিরূপ কোন কিছু না বলা হয়।]
৫	সে বহু উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।' [অর্থাৎ তাদের পালিত বহু উপাস্যের স্থলে মোহাম্মদ (সাঃ) এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান জানাচ্ছে।]
৬	তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যাক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের আরাধনায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই! এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত,
৭	আমরা পূর্বের ধর্মে এ ধরণের কথা শুনিনি। এটি একটি মনগড়া বিষয়।

৮	আমাদের মধ্য থেকে কি শুধু তার প্রতিই উপদেশ বার্তা অবতীর্ণ হল?’ বস্তুতঃ ওরা আমার সতর্ক বাণী সম্পর্কে সন্দিহান; ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। [৮-১১]
৯	নাকি তাদের কাছে তোমার পরাক্রান্ত দয়াময় পালনকর্তার অনুগ্রহের কোন ভান্ডার আছে? [অর্থাৎ কার কাছে বার্তা অবতীর্ণ হবে এটি কি তারা নির্ধারণ করবে? আল্লাহর অনুগ্রহের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে?]
১০	নাকি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর ওপর তাদের আধিপত্য আছে? থাকলে তারা আকাশে আরোহন করুক।
১১	বহুদলের সংঘবদ্ধ এ বাহিনীও এক্ষেত্রে পরাজিতই হবে।
১২	তাদের পূর্বেও নূহের সম্প্রদায় (বার্তাবাহককে) অস্বীকার করেছিল এবং (একই আচরণ করেছিল) আ’দ ও সু-প্রতিষ্ঠিতভাবে অধিষ্ঠিত ফেরাউন [১২-১৬]
১৩	এবং সামূদ সম্প্রদায়, লূতের সম্প্রদায় ও আয়কা’র অধিবাসীরা। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। [দ্রষ্টব্য আয়কা- ২৬:১৭৭]
১৪	তাদের প্রত্যেকেই আমার বার্তাবাহকগনকে অস্বীকার করেছিল। ফলে শাস্তির যোগ্য হয়েছিল।
১৫	(আর) এরা তো কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে; (অতঃপর) দ্বিতীয় কোন উপায় থাকবে না।
১৬	তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য/ভাগ্য দ্রুত বুঝিয়ে দিন। [১৬-২৬]
১৭	তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর (হে মোহাম্মদ) এবং স্মরণ কর, আমার মহাশক্তিশালী/দৃঢ়চিত্ত বান্দা দাউদকে। সে ছিল সততই (আল্লাহর প্রতি) প্রত্যাবর্তনশীল। [দ্রষ্টব্য দাউদ- ২১:৭৮-৭৯, ৩৪:১০-১১, ৩৮:১৭-২৬]
১৮	আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম; তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করত
১৯	এবং পক্ষীকুলকেও (তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম) যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর (আল্লাহর) প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।
২০	আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বিচার-বিবেচনা প্রসূত বাগ্মীতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

২১	তোমার কাছে কি (সেই) বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত এসে পৌঁছেছে যারা প্রাচীর ডিঙ্গীয়ে বিচারালয়ে প্রবেশ করেছিল?
২২	কিরূপে তারা দাউদের উপস্থিতিতেই ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং তাদের কারণে সে ভীত হল। তারা বলল, 'ভয় করবেন না; আমরা দুটি বিবদমান পক্ষ যাদের একজন অপরজনের প্রতি অন্যায় করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার করুন অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।'
২৩	(একজন বলল) 'সে আমার ভাই; তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে একটি। তবুও সে বলে, এটি আমার জিম্মায় দিয়ে দাও। উপরন্তু সে আমার সাথে মন্দ ভাষায় কথা বলে।'
২৪	দাউদ বলল, 'সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে একত্রিত করার দাবী করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। অংশীদারদের অনেকেই একে অপরের প্রতি এমন অন্যায় করে। তবে তারা ব্যাতিত যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প।' (এ সময়ে) দাউদের মনে হল যে, আমি (আল্লাহ, এর মাধ্যমে) তাকে পরীক্ষা করেছি। সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তন করল।
২৫	আমি তার সে অপরাধ (যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে) ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই! সে আমার নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন এবং তার জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। [বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, বাথসেবা ডেভিডের/হযরত দাউদ (আঃ) এর বিশ্বস্ত হিট্টি সৈনিক উড়িয়ার স্ত্রী। তার রূপ ডেভিডকে আকৃষ্ট করে। ডেভিড কৌশলে সেনাপতি জোয়াবের মাধ্যমে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যুদ্ধে প্রেরণ করে। সে আমোনদের হাতে নিহত হয়। ডেভিড তার স্ত্রীকে বিবাহ করে। যদিও উড়িয়া নিহত হওয়ার পূর্বেই ডেভিড তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ ঘটনার জন্য পরবর্তীতে ডেভিড গডের কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করে। এখানে সে ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বাথসেবার ঘরে ডেভিডের এক সন্তান জন্ম হয়। তিনিই হযরত 'সোলায়মান'। দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮]
২৬	(এবং তাকে বলা হল যে) 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব মানুষের মাঝে ন্যায়সম্মতভাবে বিচার কর এবং তেমন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত

	হয়, তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।’
২৭	আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটি অবিশ্বাসীদের ধারণা। যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ, অগ্নি। [২৭-২৯]
২৮	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে কি আমি যারা পৃথিবীতে দুর্নীতি/বিপর্যয় ছড়ায় তাদের সমতূল্য গণ্য করব? না ধার্মিকদেরকে দুষ্টদের সমতূল্য গণ্য করব?
২৯	এটি একটি গ্রন্থ; যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি পরিপূর্ণ আশীর্বাদস্বরূপ, যেন মানুষ এর অবতীর্ণ বাণীসমুহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন মানুষ কর্মে তার প্রতিফলন ঘটায়/জ্ঞানকে কাজে লাগায়।
৩০	আমি দাউদকে দান করেছি ‘সোলায়মান’। সে ছিল এক উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। [৩০-৪০] [দ্রষ্টব্য সোলায়মান- ২১:৭৮]
৩১	অপরাহ্ণে যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল,
৩২	সে তখন বলল, ‘আমি তো আমার পালনকর্তার স্মরণ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি- এমনকি সূর্য্য ডুবে গেছে।
৩৩	(সে বলল) এগুলিকে পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আন।’ অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশে হাত বুলিয়ে দিল/তরবারীর স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করল। [হযরত সোলায়মান অশ্ব বাছাই করছিলেন যা কিনা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয়। তাতে এতই মগ্ন ছিলেন যে নামাজের সময়ও বিস্মৃত হয়েছিলেন। অতঃপর নামাজ শেষে পুনরায় সেগুলিকে নিয়ে আসা হয়। সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পালনকর্তাকে বিস্মৃত হলেও স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৩৪	আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের ওপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। [এর সঠিক ও নিশ্চিত ব্যাখ্যা জানা নেই। যেসব ব্যাখ্যা দেয়া হয় সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এখানে বোঝান হয়েছে যে, এ ঘটনার পর সোলায়মান ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহ অভিমুখে ফিরে আসেন।]
৩৫	সোলায়মান বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান কর যা আমার পরে আর কেউ পেতে না

	পারে। নিশ্চয়ই! তুমি মহান দাতা।’
৩৬	তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম (দ্রষ্টব্য ২১:৮১), যা তার নির্দেশে সে যেখানে পৌঁছাতে চাইত অবাধে প্রবাহিত হত
৩৭	এবং শয়তানদেরকে তার অধীন করে দিলাম (দ্রষ্টব্য ২১:৮২), যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী
৩৮	এবং আরও অনেককে তার অধীন করে দিলাম যারা ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ,
৩৯	(এই বলে যে) ‘এগুলি আমার অনুগ্রহ; অতএব এগুলি কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও–এর কোন হিসেব দিতে হবে না।’
৪০	নিশ্চয়ই! তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।
৪১	স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা; যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, ‘শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।’ [৪১–৪৪] [সম্ভবত তিনি চর্মজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হন। তার সময়কাল মনে করা হয় খ্রীস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ যা হযরত দাউদ-সোলায়মানের সমসাময়িক। তবে তিনি ইহুদি, মিশরীয় না আরব ছিলেন সেটি নিশ্চিত নয়। দ্রষ্টব্য আইয়্যুব-২১:৮৩–৮৪]
৪২	(তাকে বলা হল) ‘তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর।’ সেখান থেকে গোসল করার জন্য শীতল পানির ধারা নির্গত হল ও পান করার জন্য সুপেয় পানি। [এ পানি তার অসুস্থতায় প্রতিকারস্বরূপ কাজ করে।]
৪৩	আমি তাকে (ফিরিয়ে) দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেককে– আমার পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ এবং বোধসম্পন্নদের জন্য (এতে রয়েছে) উপদেশ। [অসুস্থতার কারণে তার স্ত্রী ব্যাতিত পরিবার-পরিজন সকলে তার থেকে দূরে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করেন এবং আবার পরিবার-পরিজন সকলকে ফিরে পান।]
৪৪	এবং (তাকে বলা হল) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ কর না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্য্যধারণকারীরূপে। চমৎকার বান্দা সে! নিশ্চয়ই! সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। [অসুস্থতাকালীন সময়ে কোন কারণে বিরাগঃবশত তিনি তার স্ত্রীকে এত এতটি বেত্রাঘাতের শপথ করেন। কিন্তু সুস্থতার পরে তার মন তাতে সাঁয় দেয়নি। তখন তাকে এভাবে শপথ রক্ষা করার পথ বাৎলে দেয়া হয়।]
৪৫	স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের (ইসরাইলের) কথা। তারা সকলেই ছিল ক্ষমতাশালী ও স্বপ্নদ্রষ্টা। [৪৫–৪৮]

৪৬	আমি তাদেরকে বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছিলাম।
৪৭	আর তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত।
৪৮	স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল গুণীজন। [হযরত ইসমাঈল ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম সন্তান যার মাতা বিবি হাজেরা। মোহাম্মদ (সাঃ) তারই উত্তরসূরী। ইসরাইলের ইতিহাসে আল-ইয়াসা অন্যতম একজন প্রধান বার্তাবাহক। জর্ডান নদীর আশেপাশে তার বাসস্থান ছিল। ইহুদি ও খ্রীষ্টানদরে কাছে তিনি ‘এলিসা/এলিজা’ নামে সমধিক পরিচিত। ‘যুলকিফল’ কোন ব্যাক্তির নাম নয়। এর দ্বারা সৎকর্মপরায়ন কোন ব্যাক্তিকে বোঝান হয়েছে। তবে তার পরিচয় নিশ্চিত নয়। অনেকে বাইবেলে উল্লেখিত ‘এজেকিয়েল’কে মনে করে। যাকে জেরুজালেম ধ্বংসের সময় নেবুচাডনেজার বন্দী করে নিয়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪ তে যখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর তখন তিনি নবুয়ত লাভ করেন।]
৪৯	এটি একটি বার্তা (স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য)। সৎকর্মপরায়নদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস; [৪৯-৫৫]
৫০	উদ্যান। যার দ্বারসমুহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে;
৫১	সেখানে তারা বিশ্রামরত থাকবে; ফল-ফলাদি শীতল পানীয় থাকবে;
৫২	থাকবে আনতনয়না সঙ্গিনীগণ।
৫৩	তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বিচার দিবসের জন্য,
৫৪	এসব আমার দেয়া জীবনোপকরণ যা শেষ হবে না;
৫৫	এগুলি সৎকর্মপরায়নদের জন্য। সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম, [৫৫-৫৮]
৫৬	নরক। সেখানে তারা পুড়তে থাকবে; এক নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।
৫৭	এখানে রয়েছে উত্তপ্ততা এবং হিম শীতলতা। অতএব তারা এর স্বাদ আস্বাদন করুক,
৫৮	এবং রয়েছে এ রকমের চরম পর্যায়ের আরও শাস্তি।
৫৯	‘এই তো একদল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই; তারা তো নরকে প্রবেশ করবে।’ [৫৯-৬৪]
৬০	তারা (অনুসারীরা) বলবে, ‘না, বরং তোমাদের জন্যও তো কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে (বিপথে চালনা করে) এ

	বিপদের সম্মুখীন করেছ। এখন কতই না ঘৃণ্য এ আবাসস্থল!’
৬১	তারা বলবে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে আপনি তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন।’
৬২	তারা আরও বলবে, ‘আমাদের কি হল যে আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম তাদেরকে এখানে দেখছি না।
৬৩	আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করেছিলাম, না আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম ঘটেছে?’
৬৪	এটি সত্যি; নরকবাসীদের পারস্পরিক বাক-বিতন্ডা অবশ্যম্ভাবী।
৬৫	বল (হে মোহাম্মদ): আমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই; তিনি এক (ও) পরিপূর্ণ। [৬৫-৬৬]
৬৬	আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা (তিনি); পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী।
৬৭	বল: এটি এক মহাসংবাদ, [৬৭-৮৫]
৬৮	যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।
৬৯	উর্ধ্বালোকে তাদের (ফেরেশতাদের) বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।
৭০	আমার কাছে এ বার্তাই অবতীর্ণ হয় যে, আমি কেবল একজন সতর্ককারী।
৭১	(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, ‘আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, [দ্রষ্টব্য আদম- ২:৩০]
৭২	যখন আমি তাকে আকৃতি দান করব এবং তার ভেতরে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তার সম্মুখে সেজদাবনত হবে।’
৭৩	ফেরেশতাদের সকলে সেজদায় অবনত হল,
৭৪	ইবলীস ব্যাতিত; সে অহংকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল।
৭৫	তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সেজদা করতে কিসে তোমাকে বাঁধা দিল? তুমি অতি অহংকারী, না অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নদের একজন?’
৭৬	সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।’

৭৭	তিনি বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত।
৭৮	এবং তোমার প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত কার্যকর হবে।'
৭৯	সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।'
৮০	তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত,
৮১	সেই নির্ধারিত সময় (বিচার দিবস) পর্যন্ত।'
৮২	সে বলল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব,
৮৩	তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার (একান্তই) খাঁটি বান্দা তাদেরকে ব্যাতিত।'
৮৪	আল্লাহ বললেন, 'তাই ঠিক; আমি সত্য বলছি-
৮৫	তোমার এবং তোমার অনুসরণকারীদের দ্বারা আমি নরককে পূর্ণ করব।' [দ্রষ্টব্য ৫০:৩০]
৮৬	বল (হে মোহাম্মদ): আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমি প্রতারক নই। [৮৬-৮৮]
৮৭	নিশ্চয়ই! এটি জগতের সকল মানুষের জন্য এক উপদেশ/সতর্কবার্তা বৈ আর কিছু নয়,
৮৮	তোমরা যথাসময়ে সত্যকে জানতে পারবে।

৩৯. সূরা আয-যুমার, আয়াত সংখ্যা-৭৫, মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ৭১ ও ৭৩ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Troops'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'দলে দলে'।

সূরায় এক আল্লাহর উপাসনা করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদারী আরোপ না করা এবং এর মন্দ ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষকে ভূল পথ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে সঠিক পথে ফিরে আসার আহবান জানান হয়েছে। প্রত্যেকেই তার নিজ ভূলের দায় বহন করবে সে কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কোরআনে সকল প্রকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সঠিক অনুধাবনের মাধ্যমে কোরআন প্রদত্ত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার কথা বলা

হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্যই এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর যে সঠিক পথে চলে সে নিজের কল্যাণের জন্যই চলে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেরই অনিষ্ট করে।

মানুষকে কোন প্রকার দূর্যোগ নেমে আসার পূর্বেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহ অভিমুখীন হতে এবং আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করতে বলা হয়েছে, কেননা তখন মানুষ আর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ এ বাণী অস্বীকার করে বা বুঝতে ও অনুধাবন করতে ভূল করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। [১-৪]
২	আমি তোমার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। অতএব তুমি আল্লাহর উপাসনা কর নিষ্ঠার সঙ্গে।
৩	সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য! যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা (নিজেদের কার্যকলাপকে সঠিক প্রতীয়মান করার জন্য) বলে, ‘আমরা তাদের উপাসনা করি এ জন্য যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।’ তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে আল্লাহই তার মিমাংসা করবেন। আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন না যে মিথ্যে বলে এবং যে অকৃতজ্ঞ।
৪	আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছে করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছে তিনি বাছাই করে নিতেন। তিনি পবিত্র মহান! তিনি আল্লাহ, এক, পরিপূর্ণ। [যারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন বিশেষত খ্রীষ্টানরা, যারা জেসাসকে আল্লাহর সন্তানরূপে গণ্য করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।]
৫	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যসহ। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে সেবায় নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। তিনি কি নন পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল? [৫-৭]

৬	তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের একই সত্তা থেকে। অতঃপর সেই সত্তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন চতুষ্পদ জন্তু আট প্রকার। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে, ত্রিবিধ অস্পষ্টতায়। তেমনই আল্লাহ! তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। এতদস্বত্বেও কিরূপে তোমরা বিমুখ হচ্ছ?
৭	যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কর তথাপি আল্লাহ তোমাদের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, যদিও তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট নন; যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য সেটিই পছন্দ করেন। একের বোঝা (পাপ) অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।
৮	যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে যে কারণে পূর্বে তাঁকে ডেকেছিল সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল (হে মোহাম্মদ, তেমন একজনকে): তুমি তোমার অবিশ্বাস সহ কিছুকাল জীবন উপভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই! তুমি নরকবাসীদের অন্তর্ভূক্ত। [৮-১০]
৯	যে ব্যাক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদাবনত হয়ে অথবা দাঁড়িয়ে উপাসনা করে এবং পরকালের আশংকা রাখে ও তার পালনকর্তার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না); বল যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? কেবল উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষই বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশ করে।
১০	বল: হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন কর। যারা এ দুনিয়াতে ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ভাল ফলাফল। আল্লাহর পৃথিবী বিস্তৃত; যারা ধৈর্য্য ধারণকারী/ দৃঢ়তাসম্পন্ন তাদেরকে অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হবে।
১১	বল (হে মোহাম্মদ): আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, [১১-১৬]

১২	এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তাদের মধ্যে অগ্রণী হওয়ার জন্য যারা তাঁর প্রতি সমর্পনকারী।
১৩	বল: আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি,
১৪	বল: আমি নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহরই উপাসনা করি।
১৫	অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছে উপাসনা কর। বল: কেয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রেখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।
১৬	তাদের জন্য তাদের উর্ধ্বদিকে থাকবে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্ন দিকেও। এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।
১৭	যারা মিথ্যে উপাস্য থেকে দূরে থাকে এবং ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সু-সংবাদ। অতএব সু-সংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ) আমার বান্দাদেরকে- [১৭-২০]
১৮	যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শ্রবন করে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে; তাদেরকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষ।
১৯	যার জন্য শাস্তির নির্দেশ অবধারিত হয়ে গেছে (হে মোহাম্মদ), তুমি কি সে নরকবাসীকে রক্ষা করতে পারবে?
২০	কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন করে তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ। এগুলির তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না।
২১	তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে কিভাবে পানি বর্ষন করেন এবং ঝর্ণাধারারূপে সে পানি জমিনে প্রবেশ করে; অতঃপর বিভিন্ন প্রকার ও রঙের ফসল উৎপন্ন হয়; তারপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তোমরা তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয়ই! উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।
২২	আল্লাহ যার বক্ষ (তাঁর প্রতি) সমর্পণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার পালনকর্তার দেখান আলোর পথ অনুসরণ করে (সে কি তার

	মত যে অবিশ্বাস করে)? যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের বিষয়ে কঠোর তাদের জন্য দূর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট ভূল পথে রয়েছে।
২৩	আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে); যারা আল্লাহকে ভয় করে এতে তাদের দেহ শিহরীত হয়; ফলস্বরূপ তাদের দেহ ও মন আল্লাহর সতর্কবার্তায়/স্মরণে বিনম্র হয়। এমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে আল্লাহ বিপথে চালিত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।
২৪	যে ব্যাক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? এমন পথভ্রষ্টদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।' [২৪-২৬]
২৫	তাদের পূর্বেও যারা অস্বীকার করেছিল শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করেছিল যে তারা ধারণাও করতে পারেনি।
২৬	এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করান এবং নিশ্চয়ই! পরকালের দূর্ভোগ হবে আরও গুরুতর যদি তারা জানত!
২৭	নিশ্চয়ই! আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই তুলে ধরেছি, যেন তারা কর্মে তার প্রতিফলন ঘটায়/জ্ঞানকে কাজে লাগায়; [২৭-২৮]
২৮	এ বিবৃতি আরবী ভাষায় যা অসততার অনুপ্রবেশমুক্ত যেন তারা মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।
২৯	আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন: এক ব্যাক্তির পরস্পর বিরোধী কয়েকজন প্রভূ রয়েছে, অপর ব্যাক্তির প্রভূ মাত্র একজন তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।
৩০	নিশ্চয়ই! তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে, [৩০-৩৫]
৩১	পরিশেষে পুনরুত্থান দিবসে তোমরা সকলেই তোমাদের পালনকর্তার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডায়/যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হবে।
৩২	যে ব্যাক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যে বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পরও তাকে মিথ্যে সাব্যস্ত করে তার চেয়ে অধিক ভূল-পথগামী আর কে হতে পারে? অবিশ্বাসীদের বাসস্থান নরক নয় কি?

৩৩	যারা সত্যসহ আগমন করে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে জানে/বিশ্বাস করে তারাই দায়িত্বশীল।
৩৪	তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটিই ভালদের পুরস্কার।
৩৫	যেন আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।
৩৬	আল্লাহ কি তাঁর বান্দাকে রক্ষা করবেন না? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিপথে প্রেরণ করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই। [৩৬-৪১] [মক্কার অবিশ্বাসীরা মোহাম্মদ (সাঃ) কে এই বলে ভীতি প্রদর্শন করত যে, তুমি আমাদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে বিরূপ কথা বলছ এ কারণে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা তারা অনেক ক্ষমতাবান। সে প্রেক্ষিতে এখানে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
৩৭	এবং আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, মন্দ/ভূল উৎপাটনকারী নন?
৩৮	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছে করেন তবে তোমরা আল্লাহ ব্যাতিত যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছে করলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল: আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই ওপর নির্ভর করে।
৩৯	বল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের মত কাজ কর আমিও কাজ করছি। তোমরা শিঘ্রই জানতে পারবে-
৪০	কার কাছে দূর্ভোগ নেমে আসে যা তাকে অবমাননাকর অবস্থায় ফেলে দেবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি কার কাছে নেমে আসে।
৪১	আমি তোমার প্রতি মানুষের কল্যাণকল্পে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। অতঃপর যে সঠিক পথে চলে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের অনিষ্টের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

৪২	আল্লাহই মানুষের প্রাণ হরণ/আত্মাকে গ্রহণ করেন তার মৃত্যুকালে এবং যার মৃত্যু হয়নি সে আত্মাকেও (গ্রহণ করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর নির্দেশ জারি করেন সেটিকে রেখে দেন/ফিরিয়ে দেন না এবং অপরাপরদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ/ছেড়ে দেন (নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দেন)। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। [৪২-৪৪]
৪৩	তারা কি তবে আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করেছে? বল: তাদের কোন কিছুর ওপর কর্তৃত্ব না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?
৪৪	বল: সমস্ত সুপারিশই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। আসমান ও জমিনে কেবল তাঁরই সার্বভৌমত্ব। অতঃপর তাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
৪৫	যখন কেবল এক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়; আর যখন আল্লাহর সঙ্গে অপরাপর উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। [৪৫-৪৬]
৪৬	বল: হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনিই তাঁর বান্দাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে।
৪৭	যদি ভূল-পথগামীদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সঙ্গে সমপরিমাণ আরও দেয়া হয়, তবে অবশ্যই তারা পুনরুত্থান দিবসে সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে। অথচ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হতে দেখবে যা তারা কল্পনাও করেনি। [৪৭-৪৮]
৪৮	তাদের দুস্কর্মসমূহ প্রকাশিত হবে এবং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করবে।
৪৯	মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে সে তখন আমাকে ডাকতে শুরু করে, অতঃপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করি সে বলে, 'এটি তো আমি আমার নিজ জ্ঞানে অর্জন করেছি।' না এটি একটি পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। [৪৯-৫২]
৫০	তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত; অতঃপর তারা যা অর্জন করেছে তা

	তাদের রক্ষা করতে পারেনি।
৫১	তাদের দুস্কর্মই তাদেরকে বিপদে ফেলেছে। এদের মধ্যেও যারা ভূল কাজ করছে তাদেরকেও তাদের দুস্কর্ম অতি সত্বর বিপদে ফেলবে। তারা এ থেকে পালাতে পারবে না।
৫২	তারা কি জানে না যে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করে দেন। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।
৫৩	বল: হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না যিনি সকল পাপ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৫৩-৬১] [সকল মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দা/দাস। এমনকি মহানবীও। আল্লাহ তাকে তাঁর বার্তাবাহক নিয়োজিত করেছেন। এটি সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।]
৫৪	তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এবং তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন কর তোমাদের প্রতি দূর্যোগ আসার পূর্বেই, কেননা তখন তোমরা আর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।
৫৫	পালনকর্তা প্রেরিত উত্তম পথ-নির্দেশনা অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি অতর্কিতে দূর্যোগ নেমে আসার পূর্বেই যা তোমরা জানতেও পারবে না।
৫৬	যেন কাউকেই না বলতে হয় যে, ‘হায়! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি অমনযোগী ছিলাম এবং অবশ্যই আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।’
৫৭	অথবা না বলে, ‘আল্লাহ যদি আমাকে পথ প্রদর্শন করতেন তবে অবশ্যই আমি কর্তব্যপরায়নদের একজন হতাম।’
৫৮	অথবা দূর্যোগ প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, ‘আহ! যদি কোনভাবে দ্বিতীয় আরেকটি সুযোগ পেতাম তবে আমি সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।’
৫৯	(কিন্তু এখন উত্তর হবে): ‘না; তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল কিন্তু তুমি তাকে অস্বীকার করেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে,’
৬০	এবং পুনরুত্থান দিবসে তুমি (মোহাম্মদ) দেখবে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলেছিল তাদের মুখমণ্ডল কাল হয়ে আছে। বিদ্রূপকারীদের

	আবাসস্থল নরক নয় কি?
৬১	যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলত আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সঙ্গে মুক্তি দেবেন। অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না; না তারা মনোকষ্টে পতিত হবে।
৬২	আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর অভিভাবক/রক্ষাকর্তা। [৬২-৬৩]
৬৩	আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
৬৪	বল (হে মোহাম্মদ, অবিশ্বাসীদের প্রতি): তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও উপাসনা করতে বল? তবে তোমরা বোকামী করছ! [৬৪-৬৬]
৬৫	এবং অবশ্যই এটি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যেমনটি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি হয়েছিল এই বলে যে, ‘যদি তুমি আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।
৬৬	কিন্তু না; অবশ্যই তুমি আল্লাহর উপাসনা করবে এবং অন্তর্ভূক্ত হবে কৃতজ্ঞদের।’
৬৭	তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন/উপলব্ধি করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘূর্ণায়মান/ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। [৬৭-৭০]
৬৮	শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সে ব্যাতিত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং দেখবে যে, দণ্ডায়মান হয়ে তারা অপেক্ষায় রত।
৬৯	পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে; কর্মবৃত্তান্ত প্রস্তুত; বার্তাবাহক ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং বিচার করা হবে সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। [সাক্ষী- যারা সাক্ষ্য বহন করে যে, বার্তাবাহকগন সঠিকভাবে তাদের বার্তা মানুষের

	কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং যারা মানুষের সকল কর্মকাণ্ড বিষয়ে সাক্ষ্যবহন করে তারা। এমন নয় যে কেবল মানুষই সাক্ষী হবে। সাক্ষী হতে পারে ফেরেশতা বা জ্বিনদের মধ্য থেকে। পশু-পাখি, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাসস্থান, গাছ-লতা-পাতা, পাথর অর্থাৎ যা-ই সাক্ষ্য বহন করে সে-ই সাক্ষী হবে। আল্লাহ সব উপস্থিত করবেন।]
৭০	প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে বিষয়ে তিনি ভালভাবেই অবগত।
৭১	অবিশ্বাসীদেরকে দলে দলে নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন সেখানে পৌঁছুবে প্রবেশ দ্বারসমুহ খুলে দেয়া হবে এবং নরকের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে বার্তাবাহক আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার বাণীসমূহ পড়ে শোনাত এবং এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, ‘হাঁ অবশ্যই; কিন্তু (ততক্ষণে) অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে।’ [৭১-৭৫]
৭২	বলা হবে, ‘তোমরা নরকের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর সেখানে অবস্থানের জন্য।’ বিদ্রূপকারীদের জন্য পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি।
৭৩	যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে তাদেরকে দলে দলে উদ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন সেখানে পৌঁছুবে প্রবেশ দ্বারসমুহ খুলে দেয়া হবে এবং উদ্যানের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম; তোমরা ভাল কাজ করেছ, অতএব বসবাসের জন্য (উদ্যানে) প্রবেশ কর।’
৭৪	তারা বলবে, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন। আমরা উদ্যানের যেখানে ইচ্ছে বসবাস করব।’ পরিশ্রমকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার!
৭৫	তুমি (হে মোহাম্মদ) ফেরেশতাদেরকে দেখবে তারা আরশের/আসনের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করছে। বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে এবং বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি জগতসমুহের প্রতিপালক!

৪০. সূরা আল-ঘাফির, আয়াত সংখ্যা-৮৫, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Forgiver'। বাংলায় যার অর্থ 'ক্ষমাকারী/ক্ষমাশীল'। সূরার অপর একটি নাম হচ্ছে আল-মু'মীন অর্থাৎ বিশ্বাসী।

মক্কার অবিশ্বাসীরা মানুষের মনে কোরআনের বার্তা এবং মহানবী সম্পর্কে মিথ্যে ও ভূল কথা রটনা করছিল। নানান অমূলক কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। তারা মহানবীকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। সার্বিক অবস্থা যখন এমন ছিল তেমন সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরায় অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কাজের কারণে সতর্ক করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যধারণ করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করতে বারণ করা হয়েছে। বিচার দিবসে প্রত্যেকেই তার কর্মের প্রতিফল পাবে।

আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন বার্তাবাহকের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যেপন্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরাই তারা যারা অন্যায় কাজ সাধনের মাধ্যমে পৃথিবীতে আনন্দ-উল্লাস এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে।

অবিশ্বাসীদের কাছে যখন তাদের বার্তাবাহকগণ আগমন করে, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করে। অতঃপর তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাই তাদেরকে গ্রাস করে এবং তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' কিন্তু তাদের সে বিশ্বাস তাদের কোন উপকারে আসে না যখন শাস্তি নেমে আসে। এটিই আল্লাহর নিয়ম; যা তাঁর বান্দাদের ওপর সব সময় একইভাবে ঘটে এসেছে। অতএব অবিশ্বাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, [২-৩]
৩	পাপ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও অনুগ্রহ বর্ষনকারী। তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।
৪	আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমুহ সম্পর্কে কেউই বিতর্ক করে না তারা

	ব্যাতিত যারা অবিশ্বাসী। অতএব জগতের বুকে তাদের সৌভাগ্য দর্শন (দেশ-বিদেশে ভ্রমনের সামর্থ) যেন তোমাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে (হে মোহাম্মদ)। [৪-৬] [মক্কার অবিশ্বাসীরা মানুষের মনে কোরআনের বার্তা এবং মহানবী সম্পর্কে মিথ্যে ও ভূল কথা রটনা করছিল এবং নানান অমূলক কথা বলে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। সে প্রেক্ষিতে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়।]
৫	তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তার পরে অনেক সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বার্তাবাহকগণের বিপক্ষে অভিসন্ধি রচনা করেছিল এবং তারা মিথ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল যেন সঠিক পথকে ব্যার্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। কেমন কঠোর ছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি!
৬	এভাবেই অবিশ্বাসীদের প্রতি তোমার পালনকর্তার বাণী/নির্দেশনা সত্যে পরিণত হয়েছিল; তারা অগ্নির শাস্তি প্রাপ্তির প্রকৃতই যোগ্য ছিল।
৭	যারা আসন বহন করে (ফেরেশতাগণ) এবং যারা তাঁর চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে রাখ তোমার দয়া ও জ্ঞানের মাঝে। অতএব যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা কর। নরকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা কর।' [৭-৯] [নানামুখী নির্যাতনের মুখে বিশ্বাসীদের শান্তনা প্রদানের জন্য কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
৮	'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের উদ্যানে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-পিতামহ, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকেও। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবলমাত্র তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৯	এবং তুমি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা কর। তুমি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই তাকে তুমি তোমার দয়ার অন্তর্ভূক্ত করবে। এটিই মহাসাফল্য।'
১০	(সেদিন) ঘোষণার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে জানান হবে যে, তোমাদের একের প্রতি অপরের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা তোমাদের প্রতি আল্লাহর

	অপ্রসন্নতা অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে বিশ্বাস আনতে বলা হয়েছিল অথচ তোমরা প্রত্যাখ্যান করছিলে। [১০-১২]
১১	তারা বলবে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দু’বার প্রাণহীন অবস্থায় রেখেছ এবং দু’বার জীবন দান করেছ। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখন নিস্কৃতির কোন উপায় আছে কি?’
১২	(বলা হবে) ‘তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন কেবল আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা অবিশ্বাস করতে, কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করা হত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে।’ কিন্তু নির্দেশনা কেবলমাত্র আল্লাহরই; তিনি সর্বোচ্চ, মহান!
১৩	তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে রসনা প্রেরণ করেন। কিন্তু কেউই সে সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহ অভিমুখে ফিরে আসে। [১৩-১৪]
১৪	অতএব হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর খাঁটি বিশ্বাস সহকারে, যদিও অবিশ্বাসীদের অধিকাংশই হবে বিমুখ।
১৫	তিনিই সমুচ্ছ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে তার প্রতি তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি সহ নির্দেশনা প্রেরণ/অবতীর্ণ করেন, যেন সে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। [১৫-২০]
১৬	যেদিন তারা (মানুষ) বের হয়ে আসবে আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। এইদিন সার্বভৌমত্ব কার? আল্লাহ; যিনি এক ও প্রবল পরাক্রান্ত।
১৭	এইদিন প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। কারও প্রতি অন্যায় করা হবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।
১৮	সতর্ক কর (হে মোহাম্মদ) আসন্ন সেই দিন সম্পর্কে যেদিন প্রাণ কন্ঠাগত হবে; ভূল-পথগামীদের কোন বন্ধু থাকবে না, না কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ শ্রবন করা হবে।
১৯	চোখের গোপন ইংগিত এবং অন্তরের গোপন বিষয়ও তিনি জানেন।
২০	আল্লাহ বিচার করেন সত্য দ্বারা, অথচ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন বিচারই করতে সক্ষম নয়। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু

	শোনেন, সবকিছু দেখেন।
২১	তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে তাদের পূর্বসূরীদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের কারণে শাস্তি দিয়েছেন এবং আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউই ছিল না। [২১-২২]
২২	এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করত; ফলে আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করেন। নিশ্চয়ই! তিনি মহাশক্তিধর; শাস্তি প্রদানে অত্যান্ত কঠোর।
২৩	আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি- [২৩-২৭] [আয়াত ২৩-৫৬, মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
২৪	ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে (অথচ) তারা বলল, ‘সে তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী।’ [দ্রষ্টব্য হামান ২৮:৬]
২৫	অতঃপর মূসা যখন আমার নিকট থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছাল তখন তারা বলল, ‘যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ।’ অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত ব্যার্থই হয়েছে।
২৬	ফেরাউন বলল, ‘(তবে) আমাকে দূর্ভোগ পোহাতে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।’
২৭	মূসা বলল, ‘যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক উদ্ধত ব্যাক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’
২৮	ফেরাউন গোত্রের এক বিশ্বাসী ব্যাক্তি যে তার বিশ্বাস গোপন রাখত সে বলল, ‘তোমরা কি একজনকে এ জন্য হত্যা করবে যে সে বলে আমার পালনকর্তা আল্লাহ; অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যেবাদী হয় তবে

	তার মিথ্যেবাদীতা তার ওপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে তার কিছু না কিছু তোমাদের ওপর পড়বেই। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যেবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। [২৮-৪৫]
২৯	হে আমার সম্প্রদায়! আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব; দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?' ফেরাউন বলল, 'আমি যা বুঝি তোমাদেরকে তাই বলি এবং আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।'
৩০	বিশ্বাসী ব্যাক্তিটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি।
৩১	যেমন কওমে নূহ, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করার ইচ্ছে করেন না।
৩২	হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড আর্তনাদ দিবসের আশংকা করি-
৩৩	যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।
৩৪	ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রামাণাদি নিয়ে আগমন করেছিল, কিন্তু তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, 'আল্লাহ ইউসুফের পরে আর কাউকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন না।' এমনিভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী, সংশয়ীদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।
৩৫	যারা নিজেদের কাছে আগত কোন প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বিতর্ক করে তেমন একজন আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের কাছে খুবই অপ্রিয়। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত-স্বৈরাচারী ব্যাক্তির অন্তরকে বদ্ধ করে দেন।'
৩৬	ফেরাউন বলল, 'হে হামান, তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়ত আমি পৌঁছে যেতে পারব- [দ্রষ্টব্য হামান ২৮:৬]
৩৭	আকাশের পথে; অতঃপর দেখব মূসার আল্লাহকে। বস্তুতঃ আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে

	দেয়া হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সরল পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যার্থ হওয়ারই ছিল।
৩৮	বিশ্বাসী লোকটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব।
৩৯	হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন কেবল পেরিয়ে যাওয়া আয়েশ উপভোগ ব্যাতিত আর কিছুই নয়; পরকাল, সেটিই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।
৪০	যে একটি মন্দ কর্ম করে সে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে ভাল কাজ করে পুরুষ হোক বা নারী এবং যে বিশ্বাসী তারাই উদ্যানে প্রবেশ করবে; সেখানে তাদেরকে প্রদান করা হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।
৪১	হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য্য! আমি তোমাদেরকে আহবান করি মুক্তির পথে আর তোমরা আমাকে আহবান কর অগ্নির দিকে।
৪২	তোমরা আমাকে আহবান কর যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করি যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। অন্যদিকে আমি তোমাদেরকে আহবান করি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীলের প্রতি।
৪৩	এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহবান কর ইহকালে ও পরকালে সে আহবানযোগ্য নয়! আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকে এবং সীমালংঘকারীরাই অগ্নির অধিবাসী হবে।
৪৪	আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পন করছি। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তার বান্দাদের দেখেন।'
৪৫	অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরাউন গোত্রকে।
৪৬	সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে, 'ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।' [৪৬-৫০]
৪৭	যখন তারা নরকে পরস্পর বিতর্ক করবে অতঃপর দূর্বলরা উদ্ধতদের বলবে, 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের

	আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি?’
৪৮	উদ্ধতরা বলবে, ‘আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।’
৪৯	যারা জাহান্নামে আছে তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, ‘তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন।’
৫০	রক্ষীরা বলবে, ‘তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের বার্তাবাহক আসেনি?’ তারা বলবে, ‘হাঁ।’ রক্ষীরা বলবে, ‘তবে তোমরাই প্রার্থনা কর।’ বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা নিস্ফলই হয়।
৫১	আমি সাহায্য করব বার্তাবাহকগণকে ও বিশ্বাসীগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। [৫১-৫৬]
৫২	সেদিন মন্দ কাজ সম্পন্নকারীদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না; তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ আবাস।
৫৩	নিশ্চয়ই! আমি মূসাকে পথ-নির্দেশনা দিয়েছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করেছিলাম,
৫৪	(যা ছিল) বোধসম্পন্নদের জন্য উপদেশ ও দিক-নির্দেশনাস্বরূপ।
৫৫	অতএব (হে মোহাম্মদ) তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রর্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর।
৫৬	নিশ্চয়ই! যারা আগত কোন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ছাড়া আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের অন্তরে আছে আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা কখনই সফল হবে না। অতএব তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! তিনি, কেবল তিনিই সবকিছু শোনেন, দেখেন।
৫৭	মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি বৃহত্তর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [৫৭-৫৯]
৫৮	অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং সমান নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে এবং যারা মন্দ কাজ করে। সতর্কবার্তা থেকে তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ কর।
৫৯	সেই সময় (কেয়ামত) অবশ্যই আসবে এতে সন্দেহ নেই, কিন্ত

	অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।
৬০	তোমাদের পালনকর্তা বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক আমি সাড়া দেব। যারা আমার প্রতি দায়িত্ব পালনকে ছোট করে দেখে তারা সত্বরই নরকে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।’ [৬০-৬৩]
৬১	তিনিই আল্লাহ যিনি রাত্রি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করেছেন দেখার উপযোগী। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার/প্রকাশ করে না।
৬২	তেমনই আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব কিভাবে তোমরা বিভ্রান্ত/সত্যচ্যুত হচ্ছ?
৬৩	এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয় যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহকে অস্বীকার করে।
৬৪	আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর, তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। তিনি আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ মহান! [৬৪-৬৬]
৬৫	তিনি চিরঞ্জীব! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা কর খাঁটি উপাসনার মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর।
৬৬	বল (হে মোহাম্মদ): যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ ব্যাতিত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমি আদিষ্ট হয়েছি বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে।
৬৭	তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু, তারপর জমাট রক্ত, তারপর শিশুরূপে তোমাদেরকে বের করে আনেন, অতঃপর তোমরা পূর্ণ শক্তি অর্জন কর এবং বার্ধক্যে উপনীত হও- যদিও তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমরা (একটি) নির্ধারিত সময়ে/বয়সে উপনীত হও যেন (বিষয়গুলি) অনুধাবন করতে পার। [৬৭-৬৮]
৬৮	তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের

	আদেশ করেন কেবল বলেন: হও! এবং হয়ে যায়।
৬৯	তুমি কি দেখনি তাদের, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে বিতর্ক করে- কিভাবে তারা বিমুখতা প্রদর্শন করে? [৬৯-৭৬]
৭০	তারা অবতীর্ণ গ্রন্থ ও বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করে। তবে তারা সত্বরই জানতে পারবে-
৭১	যখন বেড়ি ও শৃংখল তাদের গলদেশে পড়ান হবে এবং তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-
৭২	ফুটন্ত পানির দিকে, অতঃপর অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে
৭৩	এবং বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা অংশীদার সাব্যস্ত করতে-
৭৪	আল্লাহর সঙ্গে?' তারা বলবে, 'তারা তো ব্যার্থ হয়েছে। কিন্তু আমরা তো ইতিপূর্বে এমন কিছুকে আহবান করিনি।' এভাবেই অবিশ্বাসীরা বিভ্রান্তিতে পতিত হবে।
৭৫	(তাদেরকে বলা হবে) 'এটি (শাস্তি) এ কারণে যে তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় কাজ সাধনের মাধ্যমে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে তোমরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে।'
৭৬	অতএব প্রবেশ কর তোমরা নরকের দরজা দিয়ে চিরকাল বসবাসের জন্য। কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধত/দাম্ভিকদের আবাসস্থল।
৭৭	তুমি ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ)। নিশ্চয়ই! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি অবিশ্বাসীদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিয়দাংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা তোমার প্রাণ হরণ করে নেই তথাপি তারা আমার কাছেই ফিরে আসবে। [৭৭-৭৮]
৭৮	আমি তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন বার্তা বাহকের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে মিথ্যেপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৭৯	আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেন এর কোনটিতে তোমরা আরোহন কর এবং কোনটি ব্যাবহার কর খাদ্য হিসেবে। [৭৯-

	৮১]
৮০	এগুলিতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা, যেন তোমরা অন্তরে যে প্রয়োজন বোধ কর এগুলির মাধ্যমে তা পূরণ করতে পার এবং ব্যাবহার করতে পার বাহনরূপে যেমন ব্যাবহার কর জলযানসমুহকে।
৮১	এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?
৮২	তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? তারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অধিক ছিল; সক্ষমতা ও কীর্তিতে অধিকতর কীর্তিমান ছিল। অতঃপর তাদের সে সব কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। [৮২-৮৫]
৮৩	তাদের কাছে যখন তাদের বার্তাবাহকগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল
৮৪	এবং তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম।'
৮৫	কিন্তু তাদের সে বিশ্বাস তাদের কোন উপকারে আসেনি যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। এটিই আল্লাহর নিয়ম, যা তাঁর বান্দাদের ওপর সব সময় একইভাবে ঘটে এসেছে। অতএব অবিশ্বাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই।

৪১. সূরা ফুসীলাত, আয়াত সংখ্যা-৫৪, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Explained In Detail'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'সবিস্তারে বিবৃত'। সূরার অপর নাম হচ্ছে 'হা-মীম আস-সাজদা'।

মক্কার অবিশ্বাসীরা মানুষের মনে কোরআনের বার্তা এবং মহানবী সম্পর্কে মিথ্যে ও ভূল কথা রটনা করছিল এবং নানান অমূলক কথা বলে কোরআনের বার্তা বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। সার্বিক অবস্থা যখন এমন ছিল তেমন সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরায় অবিশ্বাসীদের অমূলক প্রচারণার কিছু উত্তর দেয়া হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা তাদের মন্দ চিন্তা ও কাজ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদেরকে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমুহের ন্যায় ভাগ্যই বরণ করতে হতে পারে।

সূরায় প্রধানত আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সকলকে আহবান জানান হয়েছে। যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের পক্ষে অনায়াসে ভূল বা মন্দ কাজ করা সম্ভব। কিন্তু বিচার দিবস অবশ্যই আসবে, মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং পথভ্রষ্টদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের ভ্রান্ত/অন্যায় কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেবে। অতএব মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের অজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে।

কোরআন প্রদত্ত বার্তা সত্য এবং সকল প্রকার সংশয়ের উর্ধ্বে। এর পূর্বাপর কোন দিক থেকেই মিথ্যে কিংবা ভূল এর অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। আল্লাহ বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও মানুষকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না এ বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি-ই (কোরআন/কোরআনের বার্তা) সত্য। অতঃপর যে মন্দ বা ভূল কাজ করবে সে তা নিজের বিপক্ষেই করবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এটি (কোরআন) অবতীর্ণ পরম করুণাময় দয়ালুর পক্ষ থেকে। [২-৫]
৩	এটি একটি অবতীর্ণ গ্রন্থ যার বাণীসমূহ বিশদভাবে বিবৃত; বিবৃত আরবী ভাষায় তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।
৪	সু-সংবাদ এবং একটি সতর্কবার্তা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন তারা শোনেনি।
৫	তারা বলে, 'তুমি যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহবান কর সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'
৬	বল (হে মোহাম্মদ): আমি তোমাদের মতই একজন মরণশীল মানুষ। আমার মধ্যে এ প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে যে তোমাদের মাবুদ 'এক', অতএব তোমরা তাঁরই দিকে সহজ-সরল পথে চল এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। পৌত্তলিকদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ- [৬-৮]

৭	যারা দরীদ্রদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে না এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী।
৮	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।
৯	বল (হে মোহাম্মদ, পৌত্তলিকদের প্রতি): তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি (ব্যাতিত আর কেউ নয়) জগতসমুহের পালনকর্তা। [৯-১২]
১০	তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনে তার রসনার ব্যাবস্থা করেছেন- প্রার্থনাকারী/যাচ্ঞাকারীদের জন্য।
১১	অতঃপর তিনি নভোমণ্ডলের প্রতি মনোসংযোগ করেন যা তখন ছিল ধুম্রকুঞ্জ এবং তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, 'আমরা এলাম অনুগত হয়ে।'
১২	অতঃপর তিনি নভোমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত হতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার নিজস্ব বিধান প্রদান করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং করেছি সুরক্ষিত। এমনই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পরিমাপন প্রক্রিয়া/ ব্যাবস্থাপনা।
১৩	অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল: আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আ'দ ও সামূদের শাস্তির মত। [১৩-১৮]
১৪	যখন তাদের কাছে বার্তাবাহকগণ এসেছিল সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা কর না।' তারা বলেছিল, 'আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছে করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয়ে অবিশ্বাসী।'
১৫	যারা ছিল আ'দ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, 'আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?' তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর?

	বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
১৬	অতঃপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানর জন্য তাদের ওপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু। আর পরকালের শাস্তি তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।
১৭	যারা ছিল সামূদ আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম; তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। তাদের কৃতকর্মের কারণে অবমাননাকর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। [দ্রষ্টব্য সামূদ ৭:৭৩]
১৮	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।
১৯	যেদিন আল্লাহর বিরুদ্ধবাদীদের নরকের দিকে সমবেত করা হবে এবং তাদেরকে বিন্যাস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে [১৯-২৫]
২০	(এবং) যখন তারা এর সন্নিকটে পৌঁছাবে- তাদের কর্ণ, তাদের চক্ষু এবং তাদের ত্বক তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।
২১	তারা তাদের ত্বককে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন যেমন তিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন- যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।'
২২	তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না মনে করে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তোমাদের ধারণা ছিল যে তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না।
২৩	পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছ।
২৪	অতঃপর যদি তারা তা থেকে বিরত হয় তবুও অগ্নিই (নরক) তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তথাপি তারা তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে না যাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা যেতে পারে।
২৫	আমি তাদের জন্য সহচর নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম যারা তাদের বর্তমান ও অতীত বিষয়সমুহকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। অতঃপর তাদের ক্ষেত্রেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল যা বাস্তবায়িত

	হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই! তারা ক্ষতিগ্রস্ত।
২৬	অবিশ্বাসীরা বলে, ‘তোমরা এ কোরআন শ্রবন কর না এবং এর পাঠের সময় শোরগোল সৃষ্টি কর যেন তোমরাই বিজয়ী হও।’ [২৬-২৯]
২৭	আমি অবশ্যই অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব।
২৮	অগ্নি! এটিই আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণকারীদের শাস্তি। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।
২৯	(তখন) অবিশ্বাসীরা বলবে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করে লাঞ্ছিত করব।’
৩০	যারা বলে, ‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ’ অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এই বলে, ‘ভয় কর না, দুঃখ কর না; বরং সু-সংবাদ শোন স্বর্গীয় উদ্যানের যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। [৩০-৩২]
৩১	ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা প্রার্থনা কর।
৩২	এটি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।’
৩৩	যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, ভাল কাজ করে এবং বলে, ‘আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করে’ তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার (হতে পারে)? [৩৩-৩৬]
৩৪	ভাল কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। একটি উত্তম কর্ম দ্বারা একটি মন্দ কর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা কর। অতঃপর দেখবে যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।
৩৫	কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীলগণ ব্যাতিত এ বৈশিষ্ট কাউকেই দেয়া হয় না এবং কাউকেই এ বৈশিষ্টের অধিকারী করা হয় না অত্যান্ত সুখী/সৌভাগ্যবান ব্যাতিত।
৩৬	যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কাছে কোন কুমন্ত্রনা পৌঁছে তবে

	আল্লাহর শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৩৭	তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রকে সেজদা কর না। বরং আল্লাহকে সেজদা কর যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই নিষ্ঠার সঙ্গে শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা কর। [৩৭-৩৮]
৩৮	যদি তারা খুব বেশী অহংকারী হয়- (তবে জেনে রেখ) যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।
৩৯	তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার ওপর বৃষ্টি বর্ষন করি তখন সে শস্য-শ্যামল ও স্ফীত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই! যিনি এগুলিকে জীবিত করেন তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয়ই! তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। [৩৯-৪৩]
৪০	যারা অবতীর্ণ বাণীসমুহকে নিজেদের সুবিধামত পরিবর্তন/বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে ব্যাক্তি নরকে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম, নাকি যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে (সে)? তোমরা যা ইচ্ছে কর; নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।
৪১	যারা সতর্কবার্তা আসার পরও তা অবিশ্বাস করে (তারা দোষীদের পর্যায়ভূক্ত); নিশ্চয়ই! এটি এমন এক গ্রন্থ যা সকল প্রকার সংশয়ের উর্ধ্বে।
৪২	এর পূর্বাপর কোন দিক থেকেই মিথ্যে/ভূল এর অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। এটি অবতীর্ণ প্রজ্ঞামঃ, সর্বোচ্চ প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারীর পক্ষ থেকে।
৪৩	তোমার সম্পর্কে তো তাই বলা হয় (হে মোহাম্মদ), যা তোমার পূর্ববর্তী বার্তাবাহকগণ সম্পর্কেও বলা হত। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারী এবং অধিকারী যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদানের।
৪৪	আমি যদি এটিকে কোন অনারব ভাষায় বিবৃত করতাম তবে অবশ্যই তারা বলত, ‘এর বাণীসমূহ যদি বোধগম্যভাবে বিবৃত হত তবে আমরা বুঝতে পারতাম? কি আশ্চর্য! ভাষা অনারব অথচ বার্তাবাহক আরব!’ বল (হে মোহাম্মদ): যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এটি পথ-প্রদর্শক এবং ব্যাধির প্রতিকারস্বরূপ। যারা বিশ্বাস করে না তাদের কানে আছে

	বধিরতা; কোরআন যেন তাদের জন্য অন্ধত্বস্বরূপ। (মনে হয় যেন) তাদেরকে কোন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হচ্ছে। [৪৪-৪৬]
৪৫	আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলাম; অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে মিমাংসা হয়ে যেত। তারা এ (কোরআনের) বিষয়ে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে।
৪৬	যে ভাল কাজ করে সে তা নিজের কল্যাণার্থেই করে। যে মন্দ/ভূল কাজ করে সে তা নিজের বিপক্ষেই করে। তোমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই অন্যায় করেন না।
৪৭	সেই সময় সম্পর্কিত জ্ঞান কেবলমাত্র তাঁরই (আল্লাহরই) জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না তাঁর জ্ঞানের বাইরে। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকরা কোথায়?' সেদিন তারা বলবে, 'আমরা স্বীকার করছি যে এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না (আমরা এর সাক্ষী নই)।' [৪৭-৪৮]
৪৮	এবং পূর্বে তারা যাদেরকে আরাধনা করত তারাও ব্যার্থ হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে তাদের নিস্কৃতির কোন উপায় নেই।
৪৯	মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে তবে সে ভগ্ন হৃদয় ও নিরাশ হয়ে যায়, [৪৯-৫১]
৫০	এবং বিপদ স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে বলে, 'এটি আমার নিজস্ব প্রাপ্তি এবং আমি মনে করি না যে কখনও কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই তবে অবশ্যই আমি তার কাছে ভাল অবস্থায় থাকব।' কিন্তু আমি অবিশ্বাসীদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।
৫১	যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়; কিন্তু যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে সুদীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।
৫২	তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটি (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) আল্লাহর

	পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যাক্তি বিরোধীতায় লিপ্ত তার চাইতে অধিক ভূল-পথগামী আর কে হতে পারে? [৫২-৫৪]
৫৩	আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে এটি-ই (কোরআন প্রদত্ত বার্তাই) সত্য। তোমার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষী এটি কি যথেষ্ট নয়?
৫৪	কিভাবে! তারা কি তাদের পালনকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে এখনও সন্দিহান? তিনি কি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন না?

৪২. সূরা আশ-শুরা, আয়াত সংখ্যা-৫৩, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘Consultation’। বাংলায় যার অর্থ ‘পরামর্শ’। ৩৮ নং আয়াতে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করার বিষয়ে বলা হয়েছে; সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ সকলের রক্ষাকর্তা, বার্তাবাহকগণ নয়। মানুষের ভাল কিংবা মন্দ করার বিষয়টি বার্তাহকগণের কাজের পরিধির মধ্যে নয়। বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষকে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে রক্ষাকর্তা গণ্য করে তারা গর্হিত কাজ করে। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যুগে যুগে একই পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ধর্মে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। সূরায় মানুষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে। মানুষের ওপর অত্যাচারকারী এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যারা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সবই তাঁর নিদর্শন। যা সত্য অনুধাবনে সহায়ক। মানুষকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য আহবান করা হয়েছে। যেন মানুষ ইহ ও পরকালীন বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। সকল কর্মের পরিণামই পরিশেষে আল্লাহ অভিমুখীন সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [১-২]
২	আইন সীন ক্বাফ। [দ্রষ্টব্য ২:১]
৩	এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তোমাকে অনুপ্রাণীত করেন, যেভাবে তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতিও প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছিল। [৩-৪]
৪	নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তিনি প্রেরণা সৃষ্টিকারী! মহান/বিস্ময়কর!
৫	প্রায়শই আকাশ ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। ফেরেশতাগণ তখন তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। [৫-৭]
৬	যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে তাদের রক্ষাকর্তারূপে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তুমি (মোহাম্মদ) কোনভাবেই তাদের কর্মবিধায়ক/তত্বাবধায়কস্বরূপ নও।
৭	এমনিভাবে অনুপ্রাণীতকরণের মাধ্যমে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় এ বাণী অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মাতৃভূমি ও তার আশে-পাশের লোকদের সতর্ক কর এবং সতর্ক কর এমন এক সমাবেশের দিবস সম্পর্কে যাতে কোনই সন্দেহ নেই। সেদিন একদল উদ্যানে এবং একদল নরকে প্রবেশ করবে।
৮	আল্লাহ ইচ্ছে করলে মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর মার্জনার অন্তর্ভূক্ত করেন এবং ভূল কাজ সম্পাদনকারীদের কোন বন্ধু বা কোন সাহায্যকারী নেই। [৮-৯]
৯	তারা কি আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে রক্ষাকর্তা হিসেবে স্থির করেছে? কিন্তু আল্লাহ; তিনি একাই রক্ষাকর্তা। তিনি মৃতদের জীবিত করেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।
১০	তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার বিচারের ভার আল্লাহর কাছেই ন্যাস্ত। তেমনি হচ্ছেন আমার পালনকর্তা যার ওপর আমি নির্ভর

	করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। [১০-১২]
১১	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্যেও। এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।
১২	তাঁরই কাছে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের চাবি। তিনি যার জন্য ইচ্ছে রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
১৩	তিনি তোমাদের (মানবজাতির) জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কর না। তুমি পৌত্তলিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাও সেটি তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে (তাঁর অভিমুখে) মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকেই তিনি পথ প্রদর্শন করেন। [১৩-১৬]
১৪	তাদের (মানবজাতি/গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের) কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে [হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল জাতি তথা গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদের কারণে এমনটি ঘটে। লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য।]। যদি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত তবে তাদের বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যেত। তাদের পরে যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে।
১৫	অতএব তুমি এর প্রতিই আহবান কর এবং অবিচল থাক যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ। তুমি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ কর না। বরং বল: আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ন থাকতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৬	আল্লাহকে স্বীকার করার পর যারা সে বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সে বিতর্ক পালনকর্তার কাছে কোনই মূল্য বহন করে না; তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
১৭	আল্লাহ সত্য এবং ভারসাম্যপূর্ণরূপে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। কিভাবে তুমি জানবে যে হতে পারে সেই সময় (কেয়ামত) আসন্ন? [১৭-১৮]
১৮	যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে তড়িৎ কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে এটি সত্য। সাবধান! যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে তারা বিভ্রান্তিতে আছে।
১৯	আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছে জীবনোপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। [১৯-২০]
২০	যে পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। যে ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাকেও তা দিয়ে থাকি এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই।
২১	তাদের জন্য কি আল্লাহর এমন কোন অংশীদার আছে, যারা ধর্মের ক্ষেত্রে এমন বিষয় নিয়মসিদ্ধ করে দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত তবে তাদের বিষয়ে মিমাংসা হয়ে যেত। পথভ্রষ্টদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। [২১-২৩]
২২	তুমি ভূল-পথগামীদের দেখবে তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের ওপর পতিত হবে। যারা বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে তারা থাকবে ফুলেল উদ্যানে। তারা তাদের পালনকর্তার কাছে যা চাইবে তাই পাবে। এটিই বড় অর্জন।
২৩	আল্লাহ তার সেসব বান্দাদেরকে এরই সু-সংবাদ দেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে। বল (হে মোহাম্মদ): 'আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাকারী, প্রশংসাকারী (ভাল কাজের)।
২৪	তারা বলে, 'সে (মোহাম্মদ) আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যে রটনা করেছে?' আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমার অন্তরকে বদ্ধ করে দিতেন (তাদের বিপক্ষে)। আল্লাহ তার উচ্চারিত বাণী/নির্দেশনা দ্বারাই মিথ্যের উৎপাটন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ

	অবগত। [২৪-২৬]
২৫	তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন এবং মন্দ কর্মসমূহকে মার্জনা করেন। তিনি জানেন তোমরা যা কর।
২৬	তিনি তাদেরকেই গ্রহণ করেন যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে এবং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
২৭	আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দিতেন তবে নিশ্চিতভাবেই তারা পৃথিবীতে হিংসা-হানাহানি করত। তাই তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করে তা প্রেরণ করেন। তিনি বান্দাদের বিষয়ে অবগত এবং তিনি সব দেখেন। [২৭-২৮] [মক্কার কুরাইশরা ছিল সামান্য এক পশ্চাতপদ গোষ্ঠী যারা ভৌগলিকভাবে বানিজ্যিক সুবিধা প্রাপ্তির কারণে আশেপাশের কিছু গোষ্ঠী অপেক্ষা তুলনামুলকভাবে ভাল অবস্থায় ছিল। রোমান কিংবা পারস্য সম্রাজ্যের পাশে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই পরত না। অথচ তাতেই তারা এমন দম্ভ প্রদর্শন করত যে তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত বাণী শ্রবন করতেও দ্বিধাবোধ করত। এটি তাদের মর্যাদার সঙ্গে যায় না বলে তারা মনে করত। অধিক প্রাপ্তির গর্ব মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। ভাল মন্দের বিচার-বিবেচনাশক্তিকে নষ্ট করে দেয়। সত্যের পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, তিনি তাঁর বান্দাদের পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন যেন তারা সীমার মধ্যে অবস্থান করে।]
২৮	মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেন। তিনিই রক্ষাকর্তা, প্রশংসার্হ।
২৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সবই তাঁর নিদর্শন। তিনি যখন ইচ্ছে এগুলিকে সমবেত করতে সক্ষম।
৩০	তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয় তা তোমাদেরই কর্মের ফল এবং অধিকাংশই তিনি ক্ষমা করে দেন। [৩০-৩৫]
৩১	তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কোন রক্ষাকর্তা বা সাহায্যকারী নেই।
৩২	সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জলযানসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন।
৩৩	তিনি ইচ্ছে করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জলযানসমূহ

	সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই! এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষের জন্য।
৩৪	অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলিকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, তবে অনেককে ক্ষমাও করেন।
৩৫	যারা আমার অবতীর্ণ বার্তার বিষয়ে বিতর্ক করে তারা যেন জানে যে, তাদের পলায়নের কোন স্থান নেই।
৩৬	বস্তুত তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। আল্লাহর কাছে যা আছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে [৩৬-৪৩]
৩৭	এবং যারা বড় কোন অন্যায় ও অশ্লীল কার্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয় (তখনও) ক্ষমা করে
৩৮	এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যায় করে,
৩৯	এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করা হলে তা প্রতিহত করে/নিজেদের রক্ষা করে।
৪০	মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে; তিনি ভূল-পথগামীদের পছন্দ করেন না।
৪১	দীর্ঘ সময় অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও যে নিজেকে রক্ষা করে চলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন উপায় নেই।
৪২	অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
৪৩	অবশ্যই যে ধৈর্য্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই! সেটি দৃঢ় মানসিকতার কাজ। [ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অর্জিত সম্পদই প্রকৃত সম্পদ নয়, যার কারণে মানুষ গর্ব বা দম্ভ অনুভব করে। প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে, অর্জিত গুণাগুণ ও ব্যাবহারিক আচরণ যার কিছু পূর্ববর্তী আয়াতসমুহে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত ৩৬-৪৩।]
৪৪	আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তিনি ব্যাতিত কোন রক্ষাকর্তা

	নেই। পাপাচারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে দেখবে তারা বলছে, আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? [৪৪-৪৬]
৪৫	নরকে উপস্থিত করার সময় তুমি তাদেরকে দেখবে অপমানে অবনত এবং অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাসীরা বলবে, ‘কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের অনুসারীদের (পরিবার-পরিজনের) ক্ষতি সাধন করেছে।’ শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী শাস্তিতে থাকবে।
৪৬	আল্লাহ ব্যাতিত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।
৪৭	(অতএব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিবস আসার পূর্বেই যা কেউই এড়াতে পারবে না। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং না তোমাদের থাকবে তা নিরোধ করার কোন ক্ষমতা। [৪৭-৪৮]
৪৮	যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি (হে মোহাম্মদ)। তোমার কর্তব্য কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া। যখন আমি মানুষকে আমার দয়া আস্বাদন করাই সে উল্লসিত হয়; যখন তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে তখন মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।
৪৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা-সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দেন। [৪৯-৫০]
৫০	অথবা তিনি তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।
৫১	কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত অথবা কোন পর্দার অন্তরাল অথবা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই! তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। [৫১-৫৩]
৫২	এমনিভাবে আমি তোমার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি (হে মোহাম্মদ) আমার আদেশক্রমে। তুমি জানতে না ঐশী গ্রন্থ কি, বিশ্বাস

	কি? আমি একে করেছি আলোর পথ যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই! তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন কর-
৫৩	আল্লাহর পথ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার অধিকর্তা। (জেনে রেখ) পরিশেষে সকল কর্মের পরিণামই আল্লাহ অভিমুখী।

৪৩. সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত সংখ্যা-৮৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Luxury'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'চাকচিক্য বা বিলাস (সামগ্রী)'। আয়াত নং ৩৩ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে।

আল্লাহ মানুষের প্রতি এত অনুগ্রহ বর্ষন করা সত্বেও মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে। ফেরেশতাগণকে নারী ও তাঁর কন্যারূপে গণ্য করে। অথচ তারা নিজেরাই কন্যা শিশুর জন্মকে অপছন্দ/অশুভ মনে করে! জেসাসকে আল্লাহর সন্তানরূপে গণ্য করে। অথচ জেসাস আল্লাহরই একজন সম্মানিত বার্তাবাহক। বিদ্যমান এমনিতর নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে সূরায়।

ধর্মের বিষয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। সত্যের পথে অবস্থান গ্রহণে আল্লাহর স্মরণ সহায়ক হয়ে কাজ করে। যারা ভূল কাজ করবে বিচার দিবসে তারা শাস্তির যোগ্য হবে।

অবিশ্বাসীরা বলত, নবুয়ত ধনাঢ্যদের মাঝে না এসে কেন মোহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হল? তার না আছে অর্থ-সম্পদ না আছে কোন ক্ষমতা। আল্লাহ বলেন, তারা কি পালনকর্তার দয়া বন্টন করে? কাকে কি বিষয় কতটুকু প্রদান করা হবে সেটি তিনিই নির্ধারণ করেন। যারা সত্যের পথে আছে আল্লাহ তাদেরকেই ভাল কিছু দান করেন। ক্ষমতা কিংবা সম্পদ বিবেচনা করে নয়।

যারা আল্লাহর পাশে অপরাপর উপাস্যদের উপাসনা করে তারা মনে করে যে, সেসব উপাস্য তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হবে। এটি ভূল ধারণা। কেবলমাত্র আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যারা সত্য জ্ঞান ধারণ করে কেবল তারাই সে মর্যাদা পাবে।

পুনরুত্থান দিবস আকস্মিকভাবে এসে যাবে। ভূল-পথগামীরা সেটি জানতে

কিংবা বুঝতেও পারবে না। সেদিন তাদের কোন সহায়তাকারী থাকবে না। পথভ্রষ্টরা সত্বরই তাদের পরিণাম দেখতে পাবে। অতএব অবতীর্ণ এ জ্ঞানকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ একমাত্র উপাস্য এবং তাঁর কোন শরীক/অংশীদার নেই। এটিই সঠিক জ্ঞান/পথ।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	শপথ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত গ্রন্থের। [২-৪]
৩	নিশ্চয়ই! আমি এটিকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।
৪	এবং নির্দেশনা জারির উৎসরূপে আমার কাছে যা রয়েছে (উম্মুল কিতাব) তা নিশ্চিতভাবেই মহিমান্বিত/প্রেরণা সৃষ্টিকারী এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ/সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে।
৫	তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করব? [৫-৮]
৬	পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমুহের মাঝেও আমি অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি।
৭	কখনই তাদের কাছে এমন কোন বার্তাবাহক আগমন করেনি যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।
৮	অতঃপর আমি তাদের চেয়েও অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এসব ঘটনা অতীত হয়ে গেছে।
৯	তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে এগুলি সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। [৯-১৫]
১০	যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিশ্রামের স্থান এবং তাতে তোমাদের জন্য রেখেছেন পথ যেন তোমরা তোমাদের পথ খুঁজে পাও
১১	এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন যথাযথ পরিমাণে। অতঃপর তা দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করি। এমনিভাবে তোমরাও উত্থিত হবে

১২	এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং জলযান ও চতুস্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য বাহনে পরিণত করেছেন,
১৩	যেন তোমরা তাতে আরোহন কর এবং তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামত স্মরণ কর এবং বল, 'পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না,
১৪	এবং অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।'
১৫	তথাপি তারা আল্লাহরই বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ সাব্যস্ত করে। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।
১৬	তিনি কি তাঁর নিজের সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্টতা দান করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? [১৬-১৯]
১৭	দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে (কন্যা-সন্তান), যখন তাদের কাউকে তার (নবজাতক কন্যা সন্তানের) সু-সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষন মনস্তাপ করে।
১৮	তারা কি আল্লাহর জন্য এমন কাউকে নির্ধারণ করে যে অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম?
১৯	তারা ফেরেশতাগণকে নারীরূপে গণ্য করে যারা কিনা আল্লাহর বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের এ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।
২০	তারা বলে, 'যদি দয়াময় তেমন ইচ্ছে না করতেন তবে আমরা তাদের আরাধনা করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা যা করে তা কেবল অনুমান। [২০-২৫]
২১	আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন গ্রন্থ প্রদান করেছি যে তারা তাকে আঁকড়ে ধরে আছে?
২২	বরং তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।'
২৩	এমনিভাবে তোমার পূর্বেও আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, 'আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি তারা এরূপ বিধি-বিধান পালন করেছে এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি,'
২৪	এবং সতর্ককারীগণ বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে

	বিষয়ে পেয়েছ, আমি যদি তদাপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি তবুও কি তোমরা তাই বলবে?' তারা বলত, 'তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ তাতে আমরা অবিশ্বাসী।'
২৫	অতঃপর আমি তাদেরকে উৎপাটন করেছি। দেখ, প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণামের প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
২৬	(স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই; [২৬-৩০] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
২৭	তিনি ব্যাতিত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।'
২৮	এবং এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মাঝে রেখে গেছে যেন তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে। [ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। কেননা মক্কার কুরাইশ অবিশ্বাসীরা বলে ধর্মের ক্ষেত্রে তারা পূর্ব-পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তাদের পূর্ব-পুরুষ হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল। যাদের কারণে তারা কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। অথচ তারা তাঁদের অনুসরণ না করে যারা পথচ্যুত হয়েছে, মূর্তী পূঁজা করছে- তাদের অনুসরণ করছে! উপরন্তু কেবল পূর্ব-পুরুষগণই নয়, কোনটি ভূল এবং কোনটি জ্ঞানসম্মত আচরণ সেটিকেও বিবেচনায় নিতে হবে, যার উদাহরণ ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই। কিন্তু তারা সঠিক কাজ করছে না।]
২৯	বস্তুত আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে জীবন উপভোগ করতে দিয়েছি যে পর্যন্ত না তাদের কাছে সত্য ও বিস্তারিত বর্ণনা সহ বার্তাবাহক আগমন করেছে
৩০	এবং এখন যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করেছে তখন তারা বলে, 'এটি তো যাদু, আমরা এটি বিশ্বাস করি না;'
৩১	এবং তারা বলে, 'এই কোরআন কেন দুই জনপদের কোন ক্ষমতাশালী/ প্রভাবশালী/প্রতিপত্তিশালী ব্যাক্তির ওপর অবতীর্ণ হল না?' [৩১-৩২] [দুই জনপদ হচ্ছে মক্কা ও তায়েফ। কেননা এগুলি প্রধান শহর হিসেবে বিবেচিত হত।]
৩২	তারা কি তোমার পালনকর্তার দয়া বন্টন করে? পার্থিব জীবনে তো আমিই তাদের জন্য তাদের জীবিকা বন্টন করি এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করি যেন একে অপরের থেকে সেবা নিতে পারে।

	বস্তুত তারা যা সঞ্চয়/জমা করে তোমার পালনকর্তার ক্ষমা/দয়া/আশীর্বাদ/অনুগ্রহ তদাপেক্ষা উত্তম।
৩৩	সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যেখানে তারা আরোহন করত [৩৩-৩৫]
৩৪	এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালংক যেখানে তারা বিশ্রাম নিত,
৩৫	এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকরণ/সাজ-সজ্জা। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ- তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।
৩৬	যে ব্যাক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই; অতঃপর সে হয় তার সহচর। [৩৬-৩৯]
৩৭	শয়তানই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে অথচ মানুষ মনে করে সে সঠিক পথে পরিচালিত।
৩৮	অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে তখন সে (শয়তানকে) বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি দুই প্রান্ত (পূর্ব-পশ্চিম/উত্তর-দক্ষিন) সমান দূরত্ব থাকত! কতই না নিকৃষ্ট সহচর সে!'
৩৯	অথচ আজ (বিচার দিবসে) তোমাদের এ অনুতাপ কোন কাজেই আসবে না; তোমরা ভূল করেছিলে এবং শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য/অংশীদার হয়ে গেছ।
৪০	তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ এবং যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়/বিভ্রান্তিতে লিপ্ত তাকে পথ প্রদর্শন করতে? [৪০-৪৫]
৪১	অতঃপর আমি যদি তোমাকে তুলে নেই (হে মোহাম্মদ) তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দেব,
৪২	অথবা যদি আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই (তবুও); বস্তুত তাদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।
৪৩	অতএব তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ কর।

	নিঃসন্দেহে! তুমি সঠিক পথে আছ।
৪৪	এবং নিশ্চয়ই! এটি তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সত্যিকার অর্থেই সতর্কবার্তা এবং তোমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।
৪৫	তোমার পূর্বে আমি যেসব বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, দয়াময় ব্যাতিত আমি কি কখনও কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম উপাসনার জন্য?
৪৬	আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে এবং সে বলেছিল, ‘আমি জগতসমুহের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তাবাহক।’ [৪৬-৫৬] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৪৭	এবং যখন সে তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল তারা হাস্য-বিদ্রুপ করতে লাগল।
৪৮	আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহত্তর এবং আমি তাদেরকে (নানান) শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করলাম যেন তারা (সুপথে) ফিরে আসে।
৪৯	(তখন) তারা (মূসাকে) বলল, ‘হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয়ে প্রার্থনা কর (শাস্তি প্রত্যাহার করে নেয়া), যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সঠিক পথ অবলম্বন করব।’
৫০	অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল।
৫১	ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি দেখ না?
৫২	আমি তো এ ব্যাক্তি থেকে শ্রেয় যে কিনা নিচু পর্যায়ের এবং (সে সঠিকভাবে) কথা বলতেও সক্ষম নয়। [কথা বলার ক্ষেত্রে মূসা (আঃ) এর জিহ্বায় জড়তা ছিল।]
৫৩	(যদি তাই হত) তবে কেন তাকে স্বর্ণবলয় পরিধান করান হল না, অথবা কেন তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দলবেধে আগমন করল না?’ [স্বর্ণবলয় পরিধান অর্থাৎ যেমনটি তৎকালীন সময়ে রাজা-বাদশাহ বা তার প্রতিনিধিদেরকে সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হত সে অর্থে বলা হয়েছে। এ

	উদাহরণটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে কেননা বর্তমানে কুরাইশরাও মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি বিষয়ে একইরকমভাবে কথা বলে। দ্রষ্টব্য আয়াত ৩১]
৫৪	সে (ফেরাউন) তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল; ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয়ই! তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।
৫৫	তারা যখন আমাকে রাগান্বিত করল তখন আমি তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে।
৫৬	অতঃপর আমি তাদেরকে (ফেরাউন ও তার সহচরদেরকে) করে দিলাম অতীত (ইতিহাস) এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।
৫৭	এবং উদাহরণস্বরূপ যখন মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়, (তখন) দেখ লোকজন কেমন হট্টগোল শুরু করে দেয়। [৫৭-৬৫] [দ্রষ্টব্য ঈসা- ৩:৪২]
৫৮	বলে, 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ না সে (ঈসা)?' প্রকৃতপক্ষে তারা কোন আপত্তি উত্থাপন করে না; তারা কেবল বাক-বিতণ্ডার জন্যই এসব করে। বস্তুতঃ এরা হল এক সংশয়প্রবণ/বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। [মক্কার অবিশ্বাসীরা বলত, খ্রীষ্টানরা মরিয়ম তনয় ঈসাকে আল্লাহর সন্তান মনে করে এবং তাকে উপাসনা করে। তবে আমাদের উপাস্যদের নিয়ে সমস্যা কোথায়? দ্রষ্টব্য আয়াত ৪৫]
৫৯	সে (মরিয়ম তনয়/জেসাস/ঈসা) তো এক বান্দা বৈ আর কিছুই নয় যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি ইসরাইলের সন্তানদের জন্য আদর্শ/দৃষ্টান্তস্বরূপ।
৬০	যদি আমি চাইতাম তবে পৃথিবীতে প্রতিনিধিস্বরূপ তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম।
৬১	'নিশ্চয়ই! (ঈসা) এর মাঝে সেই সময় (কেয়ামত) সম্পর্কিত নিদর্শন রয়েছে। অতএব তোমরা এ (কেয়ামতের) বিষয়ে সন্দেহ পোষণ কর না, আমাকে (আল্লাহকে/আল্লাহর পথ-নির্দেশনাকে) অনুসরণ কর। এটিই সঠিক পথ।
৬২	শয়তান যেন তোমাদেরকে (সঠিক পথ থেকে) নিবৃত্ত করতে না পারে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'
৬৩	ঈসা যখন সুস্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন করল সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি; তোমরা যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য কর তা

	সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।
৬৪	নিশ্চয়ই! আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব তাঁর উপাসনা কর। এটিই সরল পথ।'
৬৫	কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ভিন্ন মত পোষণ করল। যারা ভূল পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য (রয়েছে) সেই দিবসের (বিচার দিবসের) যন্ত্রনাদায়ক দূর্ভোগ।
৬৬	তারা কি সেই সময় (কেয়ামত) ব্যাতিত আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে যে, এটি তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পরবে যখন তারা বুঝতেও পারবে না? [৬৬-৬৭]
৬৭	সেদিন বন্ধুরাও একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে তারা ব্যাতিত যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।
৬৮	(তাদেরকে/দায়িত্ব পালনকারীদেরকে বলা হবে) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না- [৬৮-৭৩]
৬৯	যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহে বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং আত্মসমর্পিত ছিলে।
৭০	তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে স্বর্গীয় উদ্যানে প্রবেশ কর।'
৭১	তাদেরকে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র দিয়ে এবং সেখানে তাই থাকবে মন যা চায় এবং চক্ষু যাতে তৃপ্ত হয় এবং সেখানে তোমরা হবে চিরজীবি।
৭২	এটিই সেই উদ্যান যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তোমাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।
৭৩	সেখানে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল-মূল যা থেকে আহার করবে।
৭৪	নিশ্চয়ই! অপরাধীরা নরকের শাস্তিতে চিরজীবি হবে। [৭৪-৭৮]
৭৫	এটি (শাস্তি) তাদের থেকে লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে থাকবে হতাশায়।
৭৬	আমি তাদের প্রতি কোনরূপ ভূল করিনি; এটি তারাই যারা (নিজেদের প্রতি) ভূল করেছিল।
৭৭	তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন

	আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।' সে (নরকের রক্ষক) বলবে, 'এখানে তোমরা অবশ্যই থাকবে।'
৭৮	(আল্লাহ বলবেন) 'আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ।'
৭৯	তারা কি (বার্তাবাহকের বিপক্ষে) কোন ব্যাবস্থা নির্ধারণ করেছে? তবে আমিও নির্ধারণ করছি। [৭৯-৮০] [মহানবীর বিপক্ষে কুরাইশদের করা ষড়যন্ত্রকে ইংগিত করে বলা হয়েছে।]
৮০	তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? না, আমার দূত তাদের সঙ্গে উপস্থিত; লিপিবদ্ধ করছে।
৮১	বল (হে মোহাম্মদ): যদি দয়াময় একজনার কোন সন্তান থাকত তবে আমি হতাম অগ্রণী যে তার উপাসনা করতাম। [৮১-৮৩]
৮২	তারা তাঁর প্রতি যা আরোপ করে তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, আসনের অধিকারী পবিত্র।
৮৩	অতএব তাদেরকে তাদের বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে;
৮৪	এবং তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। [৮৪-৮৬]
৮৫	বরকতময় তিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে রয়েছে সেই সময় (কেয়ামত) সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।
৮৬	তিনি ব্যাতিত তারা যাদের উপাসনা করে তাদের সুপারিশ করার কোনই ক্ষমতা নেই; তবে যারা সত্য জেনে-শুনে তার সাক্ষ্য বহন করে তারা ব্যাতিত।
৮৭	যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, 'কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে?' তবে অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ।' তবে কিরূপে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? [৮৭-৮৯]
৮৮	এবং সে (বার্তাবাহক) বলে, 'হে আমার পালনকর্তা! এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস করে না।'
৮৯	অতএব তাদেরকে সহ্য করে যাও (হে মোহাম্মদ) এবং বল: সালাম। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪৪. সূরা আদ-দুখান, আয়াত সংখ্যা-৫৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Smoke’। বাংলায় যার অর্থ ‘ধোঁয়া’। আয়াত নং ১০ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পূণ্যময় রাতে। আরবী ভাষায়। যেন যাদের কাছে এটি প্রেরণ করা হয়েছে তারা সেটি যথাযথভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্কীকরণের জন্য এ গ্রন্থ। আল্লাহ সব সময়ই মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। যেন মানুষ ভূল পথে চলে না যায়। এটিও আল্লাহর একটি দয়ার ফল।

আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা, সকলের পালনকর্তা এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। অথচ কিছু মানুষ সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা সৃষ্টিকে লক্ষ্যহীন ভাবছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাইবে না। যারা জ্ঞান দ্বারা বিষয়সমুহ বিচার বিশ্লেষন করে না, তাদের প্রকৃতিটিই এমন। পূর্বেও অনেক সম্প্রদায় এভাবে অনড় মনোভাব প্রদর্শন করে ধ্বংস হয়েছে, তাদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অবিশ্বাসীরা আল্লাহর সৃষ্টিকে লক্ষ্যহীন মনে করে যা সত্য নয়। পরেও জীবন আছে এবং তার জন্য দিনও নির্ধারন করা আছে। সেদিন কেউ কারও সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবে না আল্লাহর কৃপা ব্যাতিত। যারা মন্দ কাজ করবে সেদিন তারা শাস্তি ভোগ করবে। সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা/দায়িত্ব পালনকারীরা স্বর্গীয় সুখ লাভ করবে। সূরায় বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	শপথ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত গ্রন্থের। [২-৬]
৩	আমি এটি অবতীর্ণ করেছি এক পূণ্যময় রাতে (কদরের রাতে)। নিশ্চয়ই! আমি সদা-সর্বদা সতর্ককারী।
৪	এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়-
৫	আমার পক্ষ থেকে আদেশরূপে; আমি সদা-সর্বদা (বার্তা) প্রেরণকারী,
৬	তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (যা) দয়াস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা,

	সর্বজ্ঞ।
৭	যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও (তবে জেনে রেখ), তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। [৭-৯]
৮	তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও পালনকর্তা।
৯	এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে।
১০	কিন্তু তুমি দেখ (হে মোহাম্মদ), সেই-দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, [১০-১৬]
১১	যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
১২	(তখন তারা বলবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ওপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।'
১৩	তারা কিভাবে স্মরণ করবে? যখন ইতিমধ্যেই তাদের কাছে সত্যের বার্তা নিয়ে বার্তাবহক এসেছিল,
১৪	এবং তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এই বলে যে, 'সে শিখান কথা বলে- একজন উম্মাদ।'
১৫	অতঃপর আমি কিছু কালের জন্য তাদের ওপর থেকে দূর্যোগ প্রত্যাহার করে নেব এবং অবশ্যই তারা পুর্বাবস্থায় (অবিশ্বাসের পথে) ফিরে যাবে।
১৬	যেদিন আমি প্রবলভাবে তাদেরকে ধরব, সেদিন সত্যিকার অর্থেই শাস্তি প্রদান করা হবে।
১৭	তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছিল সম্মানিত এক মহান বার্তাবাহক। [১৭-৩৩] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
১৮	এই মর্মে যে, 'আল্লাহর বান্দাদেরকে (ইসরাইলের সন্তানদেরকে) আমার কাছে অর্পন কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল।
১৯	আর তোমরা আল্লাহর বিপক্ষে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন কর না। আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি।
২০	তোমরা যেন আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা না কর তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি।

২১	তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর তবে আমার থেকে দূরে থাক।'
২২	অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করল যে, 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'
২৩	(বলা হল) 'তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিতে বের হও। নিশ্চয়ই! তোমাদের পশ্চাদ্ধবন করা হবে।
২৪	এবং সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও। নিশ্চয়ই! ওরা নিমজ্জিত হবে।'
২৫	তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন,
২৬	কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান,
২৭	কত সুখের উপকরণ যাতে তারা খোশগল্প করত।
২৮	এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলির মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।
২৯	তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি।
৩০	আমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছিলাম,
৩১	(আমি তাদেরকে রক্ষা করেছি) ফেরাউনের হাত থেকে। সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারী একজন।
৩২	আমি জেনে-বুঝেই (সুনির্দিষ্ট লক্ষেই) তাদেরকে (ইসরাইলের সন্তানদেরকে) সৃষ্টির সকল সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলাম,
৩৩	এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যা স্পষ্টতই ছিল এক পরীক্ষা।
৩৪	নিশ্চয়ই! এরা (কুরাইশরা/অবিশ্বাসীরা) বলেই থাকে- [৩৪-৩৭]
৩৫	প্রথম মৃত্যু ব্যাতিত আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না,
৩৬	তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ফিরিয়ে আন।
৩৭	তারা উত্তম নাকি তুব্বা সম্প্রদায়, নাকি তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকেও ধ্বংস করেছি; নিশ্চিতভাবেই তারা ছিল অপরাধী। ['তুব্বা'- ফারাও, সিজার এগুলি যেমন উপাধি তেমনি হিমিয়ারাইটসদের রাজার উপাধি 'তুব্বা'। তারা সাবিয়ানসদেরই একটি শাখা। খ্রীষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ থেকে তারা সাবা (বর্তমান ইয়েমেনের অন্তর্গত) অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আরবে

	তারা সুপরিচিত।]
৩৮	আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। [৩৮-৩৯]
৩৯	আমি এগুলি সত্য ব্যাতিত সৃষ্টি করিনি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৪০	নিশ্চয়ই! সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন তাদের সবার জন্যই একটি নির্ধারিত সময়। [৪০-৪২]
৪১	এমন এক দিন, যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।
৪২	তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন সে ব্যাতিত। নিশ্চয়ই! তিনি পরাক্রমশালী, দয়াময়।
৪৩	যাক্কুম বৃক্ষ; [৪৩-৫০] [দ্রষ্টব্য যাক্কুম- ৩৭:৬২-৬৫, ৫৬:৫২-৫৬]
৪৪	পাপীদের (অন্যায়কারীদের) খাদ্য,
৪৫	গলিত তাম্রের মত, এটি পেটে ফুটতে থাকবে,
৪৬	যেমন ফুটন্ত পানি ফুটে।
৪৭	(বলা হবে) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও নরকের মধ্যস্থলে,
৪৮	অতঃপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও,
৪৯	স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত (!) সম্ভ্রান্ত (!)
৫০	এটিই সেটি (শাস্তি) যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষন করতে।
৫১	যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তারা নিরাপদ স্থানে থাকবে, [৫১-৫৭]
৫২	উদ্যান ও প্রস্রবণসমুহের মাঝে,
৫৩	তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে,
৫৪	এমনই হবে এবং তাদেরকে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব সুন্দরী আয়তলোচনা সঙ্গিনীর সঙ্গে,
৫৫	সেখানে তারা সকল প্রকার নিরাপদ ফল ফলাদি চাইবে,
৫৬	সেখানে তারা মৃত্যু যন্ত্রনা আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যাতিত এবং পালনকর্তা তাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন,

৫৭	তোমার পালনকর্তার দিক থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই মহা সাফল্য।
৫৮	আমি (এই গ্রন্থকে, কোরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যেন তারা এর প্রতি মনোনিবেশ করে। [৫৮-৫৯]
৫৯	অতএব (হে মোহাম্মদ) অপেক্ষা কর। তারাও অপেক্ষা করছে।

৪৫. সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত সংখ্যা-৩৭, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Kneeling'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'নতজানু'। আয়াত নং ২৮ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

সূরায় কোরআনের বার্তার বিষয়ে মক্কার অবিশ্বাসীদের সন্দেহের প্রেক্ষিতে কিছু উত্তর দেয়া হয়েছে, যা তারা আল্লাহর একত্ব ও পরকাল বিষয়ে করত। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই এ সকল বার্তার নিদর্শন রয়েছে সে কথা বলা হয়েছে।

ভাল ও মন্দ সমান নয়। যে ভূল কাজ করে সে নিজের বিপক্ষেই করে। অতএব বিশ্বাসীদেরকে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে, যারা মনে করে পার্থিব জীবন ব্যাতিত আর কিছু নেই; আমরা মরি ও বাঁচি এবং সময়/মহাকাল ব্যাতিত কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। বস্তুত তাদের কাছে এ বিষয়ে কোন সঠিক জ্ঞান নেই। তারা যা করে তা কেবল অনুমান।

সকলকেই পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। মানুষের কর্মবৃত্তান্ত আল্লাহর কাছে রক্ষিত আছে। আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত। প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে। কারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না এবং বিচার দিবসে মিথ্যেপন্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সূরায় তেমন বার্তা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [১-২] [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ গ্রন্থ।
৩	নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনসমূহ [৩-৬]
৪	এবং তোমাদের সৃষ্টিতে ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর মাঝেও রয়েছে নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে।

৫	দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আসমান থেকে আল্লাহ জীবনোপকরণ সরবরাহ করে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনে রয়েছে নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা বোধসম্পন্ন।
৬	এগুলি আল্লাহর নিদর্শন যা তোমার কাছে সত্য হিসেবে পাঠ করা হল। অতঃপর আর কোন সত্যের পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস আনবে?
৭	প্রত্যেক পাপিষ্ঠ মিথ্যেবাদীর জন্য দূর্ভোগ, [৭-১১]
৮	যে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ শ্রবন করার পরেও অহংকার বসে এমন আচরণ করে যেন সে শুনতে পায়নি; তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দাও;
৯	এবং যখন সে আমার কোন বাণী অবগত হয় সেটিকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
১০	তাদের সম্মুখে রয়েছে অগ্নি/নরক। তারা যা অর্জন করে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
১১	এটি (কোরআন) পথ-প্রদর্শক। যারা তাদের পালনকর্তার অবতীর্ণ বাণীসমুহ অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
১২	তিনিই আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যেন তাঁর আদেশক্রমে জলযানসমুহ চলাচল করে এবং যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও; [১২-১৩]
১৩	এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার সবই তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।
১৪	বিশ্বাসীদেরকে বল তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহর সে দিনের বিষয়ে কোনরূপ আশা রাখে না, যেদিন তিনি কোন সম্প্রদায়কে তারা যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল দেবেন। [১৪-১৫]
১৫	যে সঠিক কাজ করে সে নিজের কল্যাণার্থেই করে, আর যে ভূল কাজ করে সে তা নিজের বিপক্ষেই করে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৬	আমি ইসরাইলের সন্তানদের অবতীর্ণ গ্রন্থ (বিধি-বিধান), নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, [১৬-২০]
১৭	আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে পথ চলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু জ্ঞান লাভের পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।
১৮	এখন আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) আমার নির্দেশনার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না।
১৯	আল্লাহর বিপক্ষে তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। ভূল-পথগামীরা একে অপরের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ বন্ধু তাদের যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে।
২০	এটি (কোরআন) মানব সম্প্রদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত, দিক-নির্দেশনা ও অনুগ্রহ তাদের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।
২১	যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের জীবন ও মুত্যুকে সেসব লোকদের মত করে দেব যারা বিশ্বাস আনে ও ভাল কাজ করে? তাদের এ বিবেচনা অত্যান্ত মন্দ। [২১-২২]
২২	আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সত্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল প্রদান করা যায়। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।
২৩	তুমি কি দেখেছ তাকে যে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে স্বীয় উপাস্য স্থির করে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরকে বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে? তোমরা কি তবুও মনোনিবেশ করবে না? [২৩-২৫]
২৪	এবং তারা বলে, ‘আমাদের পার্থিব জীবন ব্যাতিত আর কিছু নেই; আমরা মরি ও আমরা বাঁচি, সময়/মহাকাল ব্যাতিত কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না।’ তাদের কাছে এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তারা যা

	করে তা কেবল অনুমান।
২৫	তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ফিরিয়ে আন।
২৬	বল (হে মোহাম্মদ): আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দান করেন অতঃপর মৃত্যু দেন, তারপর তোমাদেরকে পুনরুত্থান দিবসে সমবেত করবেন যাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [২৬-২৮]
২৭	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যেপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
২৮	তুমি দেখবে প্রত্যেক জাতি নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক জাতিকে তাদের হিসেবের গ্রন্থ দেখতে বলা হবে। বলা হবে, 'তোমরা যা করতে আজ তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।
২৯	আমার কাছে রক্ষিত গ্রন্থ তোমাদের সম্পর্কে সত্য বিবৃত করবে। নিশ্চয়ই! আমি প্রতিটি বিষয়কে এমনিভাবে (সৃষ্টি) করেছি যে, তোমরা যা কর তা লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত হয়ে যায়। [২৯-৩০]
৩০	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় অনুগ্রহে নিয়ে আসবেন। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য।
৩১	আর যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে তোমাদের কাছে কি অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করা হয়নি? তোমরা অহংকার করেছিলে, তোমরা ছিলে এক দোষী সম্প্রদায়। [৩১-৩৫]
৩২	যখন বলা হত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং পুনরুত্থান দিবসের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না পুনরুত্থান দিবস কি? আমরা এটিকে কেবল একটি ধারণা ব্যাতিত আর কিছু মনে করি না। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।
৩৩	তাদের মন্দ কর্মগুলি (সেদিন) তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে এবং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা করেছিল তা-ই তাদেরকে গ্রাস করবে।
৩৪	বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল নরক এবং সেখানে তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।
৩৫	এটি এজন্য যে তোমরা আল্লাহর বাণীসমূহকে বিদ্রূপাত্মকরূপে গ্রহণ

	করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে মোহিত/মোহাচ্ছন্ন করেছিল।' সুতরাং আজ তাদেরকে নরক থেকে বের করা হবে না এবং না তারা সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পাবে।
৩৬	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা এবং পালনকর্তা বিশ্বজগত সমুহের। [৩৬-৩৭]
৩৭	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই মহিমা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪৬. সূরা আল-আহকাফ, আয়াত সংখ্যা-৩৫, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Wind Curved Sandhills'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'বালুকাময় উচ্চ ভূমি' যা বাতাসের কারণে সৃষ্টি হয়। মরু অঞ্চলে এমনটি দেখা যায়। বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার আ'দ সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সূরায় 'আহকাফ' শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। নামটি ২১ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে এমন এক সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কার অবিশ্বাসীরা রাসূলের মিশনের বিরোধীতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তারা ভীষনভাবে অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। প্রায় তিন বছর ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে বয়কট করে রাখে। রাসূলের চাচা হযরত আবু তালিব এবং স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) সমসাময়িক সময়ে ইন্তেকাল করেন। রাসূল তায়েফবাসীদের সহযোগীতা প্রাপ্তির আশায় তায়েফ গমন করেন, কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসেন। তাকে তায়েফ ছাড়তে একরকম বাধ্য করা হয়।

সূরায় আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করাকে জ্ঞান পরিপন্থীরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা যে ভূল চিন্তাধারা নিয়ে বসবাস করছে, সূরায় সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে। এ সতর্কবার্তা কোন মানুষ বা দলের পক্ষ থেকে নয়। সতর্কবার্তা আল্লাহর তরফ থেকে সকল মানুষের প্রতি যিনি স্রষ্টা।

অবিশ্বাসীরা জীবনকে লক্ষ্যহীন মনে করে। ভাবে তাদের মন্দ কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে কখনও কারও কাছে জবাবদিহি হতে হবে না। তাদের এ ভাবনাই তাদেরকে পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও সীমালংঘন করতে উৎসাহীত করে, যা শাস্তি ভোগের পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। যদি তারা সত্য অনুধাবন করার চেষ্টা না করে কেবল জিদ কিংবা

বিরোধপূর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে এ বার্তা অস্বীকার করে, তবে তারা তাদের নিজেদের জন্যই বিপদ ডেকে আনবে সূরায় তেমন বার্তা দেয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে- ধৈর্য্যধারণ কর হে মোহাম্মদ, যেমন উচ্চ সাহসী বার্তাবাহকগণ ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং তাদের (মানুষ/অবিশ্বাসীদের) ওপর দ্রুত শাস্তি কামনা কর না। যেদিন তারা দেখবে যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মূহুর্তের বেশী সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি সুস্পষ্ট বার্তা।

মহানবী (সাঃ) প্রার্থনাকালে এক রাতে যখন কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন একদল জ্বিন তা শ্রবন করে। তারা তাদের সম্প্রদায়ে সে বার্তা প্রচার করে। মানুষ কোরআনের বার্তায় বিশ্বাসী না হলেও অনেক জ্বিন এর বার্তায় বিশ্বাসী হয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ে সে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সূরায় তেমন বার্তা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হা মীম। [১-২] [দ্রষ্টব্য ২:১]
২	এই গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।
৩	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করা হয়নি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [৩-৬]
৪	বল: তোমরা আল্লাহ ব্যাতিত যাদের আরাধনা কর তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৫	কে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? এবং তারা তাদের উপাসনা সম্পর্কেও অবগত নয়।
৬	যখন মানুষকে বিচার দিবসে একত্রিত করা হবে তখন তারা তাদের শত্রু

	হবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।
৭	যখন তাদেরকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পাঠ করে শোনান হয়, তখন সত্য আগমন করার পরও অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এ তো প্রকাশ্য যাদু।’ [৭-৮]
৮	কিংবা তারা বলে, ‘সে এটি রচনা করেছে?’ বল (হে মোহাম্মদ): যদি আমি এটি রচনা করি, তথাপি তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা রাখ না। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।
৯	বল: আল্লাহর বার্তাবাহকরূপে আমি তো কোন নতুন বিষয় নই। আমি জানি না আমার সঙ্গে কিংবা তোমাদের সঙ্গে কি করা হবে। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যে প্রেরণা আমার ভেতর সৃষ্টি হয়। আমি তো কেবল একজন সাধারণ সতর্ককারী। [৯-১০]
১০	তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অস্বীকার কর এবং যখন বনী ইসরাইলের একজন এর অনুরূপ গ্রন্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে, অথচ তোমরা অহমিকা প্রদর্শন কর (তবে তোমাদের চেয়ে ভূল-পথগামী আর কে হতে পারে)? নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভুলপথগামীদের পথ দেখান না। [এক বা একাধিক জ্ঞানী ব্যাক্তি যারা ছিলেন ইহুদি তারা এ বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছেন বলে বলা হয়।]
১১	অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, ‘যদি এর (অবতীর্ণ বার্তার) মাঝে ভাল কোন কিছু থাকত তবে তারা (বিশ্বাসীরা) আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না।’ যেহেতু তারা (অবিশ্বাসীরা) এর মাধ্যমে (কোন) সুপথ পাবে না অতএব (এখন) অবশ্যই বলবে, ‘এ তো পুরাণ দিনের কল্পকথা।’ [১১-১২]
১২	এর পূর্বে মূসার গ্রন্থ (তাওরাত) ছিল এক উদাহরণ ও রহমতস্বরূপ। আর এই গ্রন্থ (কোরআন) তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যেন এটি ভূল-পথগামীদের সতর্ক করে এবং সু-সংবাদ দেয় সৎকর্মপরায়নদের।
১৩	যারা বলে: আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর সঠিক পথে চলে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, না তাদের থাকবে কোনরূপ মনকষ্ট।

	[১৩-১৪]
১৪	তারাই উদ্যানের অধিকারী; সেখানে তারা চিরজীবি হবে তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।
১৫	আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্ট সহকারে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। অতঃপর সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় ও চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ সামর্থ দান কর যেন আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি- আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে তুমি যা দান করেছ (এ কারণে) এবং যেন আমি তোমার গ্রহনীয় সৎকাজ করি এবং আমার সন্তানদের বিষয়েও তুমি আমার প্রতি সদয়তা প্রদর্শন কর। আমি ক্ষমা-প্রার্থী হয়ে তোমার অভিমুখী হলাম এবং আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা তোমার প্রতি সমর্পনকারী।' [১৫-১৮]
১৬	এরাই তারা যাদের থেকে আমি ভাল কাজসমুহ গ্রহণ করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলি মার্জনা করি। তারা উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত। এটিই সেই সত্য প্রতিশ্রুতি যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।
১৭	আর যে ব্যাক্তি তার পিতামাতাকে বলে, 'ধিক তোমাদের! তোমরা কি আমাকে ভয় প্রদর্শন কর যে আমি পুনরুত্থিত হব, যখন আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে?' এবং তারা উভয়ে আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করে (সাহায্য প্রার্থনা করে) বলে, 'দূর্ভোগ তোমার, তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর! নিশ্চয়ই! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' কিন্তু সে বলে, 'এটি তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়।'
১৮	তাদের পূর্বেও জ্বিন ও মানবজাতির যারা গত হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতিও শাস্তিবাণী কার্যকর হয়েছে। নিশ্চয়ই! এরা ক্ষতিগ্রস্থ।
১৯	প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর আছে এবং তিনি তাদের কর্মের প্রতিফল দেবেন। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। [১৯-২০]
২০	যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে অগ্নির সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে (সেদিন তাদেরকে) বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ

	করেছ এবং সেগুলি ভোগও করেছ। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে, কেননা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে এবং সীমালংঘন করতে।'
২১	আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ কর। তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল। সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, 'তোমরা আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা কর না। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।' [২১-২৮] [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
২২	তারা বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিপদের ভয় দেখাও তা নিয়ে এসো।'
২৩	সে বলল, 'এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে। আমি তো তোমাদের কাছে কেবল ততটুকু সংবাদ পৌঁছে দেই যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝ না।'
২৪	(অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী হতে দেখল তখন বলল, 'এ তো মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।' না, বরং এটি-ই সেটি যা তোমরা দ্রুত কামনা করেছ। এটি বায়ু- এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।
২৫	তার পালনকর্তার আদেশে সে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে তাদের বসতিগুলি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।
২৬	আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি যখন তারা আল্লাহর বাণীমূহকে অস্বীকার করল। তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।
২৭	আমি তোমাদের আশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করেছি এবং বার বার তাদেরকে বাণীসমূহ শুনিয়েছি যেন তারা ফিরে আসে।
২৮	অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে (আল্লাহর) সান্নিধ্য লাভের

	জন্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করেনি কেন? না, বরং তারা সম্পূর্নরূপে ব্যার্থ হয়েছে। তারা যা উদ্ভাবন করত তার সবই ছিল মিথ্যে (মনগড়া বিষয়)।
২৯	(স্মরণ কর) যখন আমি একদল জ্বিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন আবৃতি/পাঠ শুনতে আগ্রহী হল। তারা যখন নিকটস্থ হল তখন পরস্পরকে বলল, 'শ্রবন কর'। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল তারা তাদের সম্প্রদায়ে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। [২৯-৩২]
৩০	তারা বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক গ্রন্থ শ্রবন করেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের প্রত্যায়ন করে এবং সত্য ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে।
৩১	হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।'
৩২	যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয়, তবুও সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যার্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। এরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।
৩৩	তারা কি জানে না যে, আল্লাহ! যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলির সৃষ্টিতে (তিনি) কোন ক্লান্তিবোধ করেননি এবং তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? নিশ্চয়ই! তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। [৩৩-৩৫] [দ্রষ্টব্য ৫০:৩৮]
৩৪	যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে নরকের সামনে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, 'এটি কি সত্যি নয়?' তারা বলবে, 'হাঁ, আমাদের পালনকর্তার শপথ (এটি সত্যি)।' তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা (এটিই) অবিশ্বাস করতে।'
৩৫	অতএব ধৈর্য্যধারণ কর (হে মোহাম্মদ), যেমন উচ্চ সাহসী বার্তাবাহকগণ ধৈর্য্যধারণ করেছে এবং তাদের ওপর দ্রুত শাস্তি কামনা কর না। যেদিন তারা দেখবে যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মূহুর্তের বেশী সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি সুস্পষ্ট বার্তা। মন্দরা ব্যাতিত কি আর কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে?

৪৭. সূরা মোহাম্মদ, আয়াত সংখ্যা–৩৮, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার দ্বিতীয় আয়াতে মোহাম্মদ নামটি উল্লেখিত হয়েছে। সেখান থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Praised One'। বাংলায় যার অর্থ 'প্রসংশিত একজন'।

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত লাভ করেন। বলা যায়, ৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। এর ফলে তাঁর ওপর মক্কার অবিশ্বাসীদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তারা মুসলিমদেরকে আর্থ–সামাজিকভাবে বয়কট করে। ৬১৬ সাল থেকে অব্যাহতভাবে এ অবস্থা চলতে থাকে। ৬১৯ সালে সবচেয়ে কাছের দু'জন মানুষ চাচা হযরত আবু তালেব এবং প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হন। মক্কার অবিশ্বাসীদের অত্যাচারে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

হিজরত পরবর্তীতে অবিশ্বাসীদের মোকাবিলায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। সে প্রেক্ষিতে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরায় বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও হঠকারদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যারা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্যও সূরায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সে সময়ে ভাল ছিল না।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের নিবৃত রাখার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যার্থ করে দেন। [১–৩]
২	এবং যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে এবং পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজসমূহ মার্জনা করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন।
৩	এটি এ কারণে যে, যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

৪	(শোন) যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে; যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন দ্রুততার সঙ্গে তাদেরকে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, না হয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নাও যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। এটিই বিধান (তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে)। যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি (বিশ্বাসীদের ছাড়াই) তাদের (অবিশ্বাসীদের) শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করেন না। [৪-৬] [ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের পূর্বে এটি অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ বিষয়ে এখানে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কেননা এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের সকলেই যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ছিল না। অথচ তাদেরকে বাধ্য হতে হয়েছে যুদ্ধের মুখোমুখী হতে।]
৫	তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।
৬	অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বর্গীয় উদ্যানে স্থান দেবেন যা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।
৭	হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর (তবে) আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। [৭-৯]
৮	আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন।
৯	এটি এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে। অতএব আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যার্থ করে দেন।
১০	তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অবিশ্বাসীদের পরিণাম এমনই হবে। [১০-১৩]
১১	এটি এজন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা (হিতৈষী বন্ধু) এবং অবিশ্বাসীদের কোন রক্ষাকর্তা নেই।
১২	যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে স্বর্গীয় উদ্যানে নিয়ে আসবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে, যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জীবের

	মত আহার করে। নরকের অগ্নি হবে তাদের বাসস্থান।
১৩	যে জনপদ তোমাকে বহিস্কার করেছে তদাপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।
১৪	যে ব্যাক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় প্রতীয়মান হয় এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। [১৪-১৫]
১৫	যারা আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তাদের জন্য স্বর্গীয় উদ্যানের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার প্রতিরূপ এমন যে- সেখানে আছে নদী যার পানি দূষণমুক্ত, নির্মল দুধের স্রোতধারা যার গন্ধ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর স্রোতধারা। সেখানে তাদের জন্য আছে সকল রকমের ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। যারা এগুলি উপভোগ করবে তারা কি তাদের সমান যারা নরকে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি এবং তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন করে দেবে?
১৬	তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা তোমার কথা শ্রবন করে, অতঃপর যখন তোমার নিকট থেকে বাইরে যায় তখন যারা বোধসম্পন্ন তাদের কাছে জানতে চায়, এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরকে আল্লাহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। [১৬-১৯] [অবিশ্বাসী, হঠকার ও ইহুদিদের মধ্যে যারা এমন আচার-আচরণ করত তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
১৭	যারা সঠিক পথে চলে, আল্লাহ তাদের পথ-নির্দেশনা আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে মন্দ কর্ম/পথ থেকে রক্ষা করেন।
১৮	তারা কি শুধু এ কারণেই অপেক্ষা করছে যে কেয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে পড়ুক? বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?
১৯	জেনে রেখ (হে মোহাম্মদ), আল্লাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের জন্যও। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং প্রশান্তি/অশান্তি সকল অবস্থা/অবস্থান সম্পর্কেই অবগত।
২০	বিশ্বাসীরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যখন

	কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের জন্য রয়েছে দূর্ভোগ! [২০-২৪]
২১	(অতএব) আনুগত্য ও ন্যায়সম্মত বাক্য (এটিই শ্রেয়)। অতঃপর (জেহাদের) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তবে তাদের জন্য সেটিই মঙ্গলজনক। [দ্রষ্টব্য অঙ্গীকার- ৩:৮১-৮২, ৫:৭]
২২	ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করবে।
২৩	এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন; অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।
২৪	তবে কি তারা কোরআনের বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে না? তাদের অন্তর কি বদ্ধ?
২৫	নিশ্চয়ই! সরল পথ ব্যাক্ত হওয়ার পরও যারা তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুশোভিত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যে আশা দেয়। [২৫-২৮]
২৬	এটি এজন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী অপছন্দ করে তারা তাদেরকে বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত। [মুসলিম গণ্য হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ বিরোধী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করত এবং কিছু বিষয়ে তাদের সহায়তা করার আশ্বাস প্রদান করত। তেমন হঠকারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
২৭	ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?
২৮	এটি এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং সেটিকে অপছন্দ করে যা আল্লাহকে তুষ্ট করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যার্থ করে দেন।
২৯	যাদের অন্তরে রোগ আছে (হঠকার) তারা কি মনে করে যে আল্লাহ কখনও তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা/বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না? [২৯-৩১]

৩০	আমি চাইলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিয়ে দিতাম যেন তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পার এবং তুমি অবশ্যই তাদের কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন।
৩১	অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না আমি জানি তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) অব্যাহতভাবে কঠোর প্রচেষ্টা/সংগ্রাম করে যাচ্ছ এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করে যাচ্ছ এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের কর্ম বৃত্তান্তসমূহ যাচাই করি।
৩২	নিশ্চয়ই! যারা অবিশ্বাসী এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত করার চেষ্টা করে এবং নিজেদের জন্য সৎপথ ব্যাক্ত হওয়ার পরও বার্তাবাহকের বিরোধীতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি তাদের কর্মসমূহকে ব্যার্থ করে দেবেন। [৩২-৩৫]
৩৩	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট কর না।
৩৪	যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত করার চেষ্টা করে, অতঃপর অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।
৩৫	হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না যখন তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি কখনই তোমাদের কর্মফলকে ক্ষুণ্ন হতে দেবেন না। [যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয় তখন সমগ্র আরব ভূমির অবিশ্বাসীদের বিপরীতে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ছিল সামান্য কয়েক শত জন মাত্র। সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যেন তারা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে আপোষ না করে যা তাদের মনোবলকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে তারা কখনই শান্তির স্বপক্ষে সন্ধি করবে না।]
৩৬	পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা ও বিনোদন। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চল তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের পার্থিব ধন-সম্পদ সম্পর্কে জানতে চাইবেন না। [৩৬-৩৮]
৩৭	যদি তিনি এ সম্পর্কে তোমাদের কাছে জানতে চাইতেন বা প্রত্যাশা

	করতেন, তবে অবশ্যই তোমরা তা জমা করতে এবং তিনি তোমাদের অন্তরের বিদ্বেষভাব/সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিতেন।
৩৮	তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য আহবান করা হয়েছে, তথাপি তোমাদের কেউ কেউ তা জমা করছে। যে জমা করছে সে মূলত তার নিজের প্রতিই অবিচার করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না।

৪৮. সূরা আল-ফাতহ, আয়াত সংখ্যা-২৯, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ ‘The Victory বা Conquest’। বাংলায় যার অর্থ ‘বিজয়’। সূরায় ফাতহ শব্দটি থাকায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। নামটি সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে। মক্কার অবিশ্বাসীদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর মদীনায় ফিরে আসার পথে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সন্ধির ফলে অবিশ্বাসী কুরাইশরা মনে করেছিল তাদের বিজয় হয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকে তেমনটি মনে করে হতাশ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ এ সূরা অবতীর্ণ করেন, যেখানে এ ঘটনাকে মুসলিমদের জন্য বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত পরবর্তীতে দেখা যায় যে এ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সত্যিই দীর্ঘমেয়াদি বিজয়ের সূচনা করেছে। এ সন্ধির মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে সূরায় সে বিজয় শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। সেখান থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত লাভ করেন। বলা যায়, ৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। এর ফলে তাঁর ওপর মক্কার অবিশ্বাসীদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তারা মুসলিমদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করে। ৬১৬ সাল থেকে অব্যাহতভাবে এ অবস্থা চলতে থাকে। ৬১৯ সালে সবচেয়ে কাছের দু’জন মানুষ চাচা হযরত আবু তালেব এবং প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

হিজরতের পরেও ৬২৪ সালে কুরাইশদের সাথে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬২৫ এ ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬২৭ এ পরীখা বা খন্দকের যুদ্ধ হয়। ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে মদীনা থেকে মক্কায় ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদের একটি দল নিয়ে রওনা হন। পথিমধ্যে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হন। এর ফলে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' সম্পাদিত হয় এবং সে বছর ফিরে গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী পরের বছর মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত হয়। সূরায় সে সময়ের ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, [১-৭]
২	যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং যেন তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,
৩	এবং আল্লাহ যেন তোমাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।
৪	তিনি বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেন তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাস আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৫	তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে স্বর্গীয় উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা বসবাস করবে এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের মন্দ কাজগুলি মোচন করে দেবেন। এটিই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহাসাফল্য। [পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বত্র বিশ্বাসী শব্দটিই ব্যাবহার করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ ও নারীর বিষয়টি এখানে পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধে গমনের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করা বা অন্যকথায় ভীতি ও বাঁধা প্রদান না করার বিষয়টি নারীদের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই নারীদেরকেও তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি এখানে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।]
৬	এবং তিনি কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং পৌত্তলিক পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ; তাদেরকে

	অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য নরককে প্রস্তুত রেখেছেন; পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি। [মদীনার আশেপাশে বসবাসরত যেসব হঠকার বিপদ মনে করে মহানবীর আহবান সত্বেও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে তার সহযোগী হতে চায়নি তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অথচ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলেও দাবী করে। দ্রষ্টব্য আয়াত ১২।]
৭	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৮	(হে মোহাম্মদ) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি একজন সাক্ষী, একজন সু-সংবাদবাহক এবং একজন সতর্ককারীরূপে- [৮-৯]
৯	যেন তোমরা (মানবজাতি) আল্লাহ এবং তার বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাকে সম্মান ও সাহায্য কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা কর।
১০	যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা বস্তুত আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতঃপর যে শপথ ভঙ্গ করে সে অবশ্যই নিজের ক্ষতি করে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। [সন্ধির প্রাক্কালে আলোচনার জন্য হযরত উসমানকে মক্কায় প্রেরণ করা হয়। গুজব উঠে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সকলে বার্তাবাহকের হাতে হাত রেখে আমৃত্যু লড়াই করার শপথ নেয়। যারা বার্তাবাহকের নিকট শপথ নিয়েছে তারা মূলত আল্লাহর প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর কাছেই শপথ নিয়েছে। এর মাধ্যমে শপথকে বজায় রাখার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলিম ইতিহাসে এ শপথ 'বাই আত রিজওয়ান' নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য আয়াত ১৮।]
১১	মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে তারা তোমাকে বলবে, 'আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যাস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। বল: আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে চাইলে কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে? কিন্তু না, তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। [১১-১২]
১২	বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে রাসূল এবং তার বিশ্বস্ত সঙ্গীগণ তাদের নিজেদের (পরিবার পরিজনের) কাছে ফিরে আসতে পারবে না এবং সে ভাবনা তোমাদের কাছে সুখকর অনুভূত হয়েছিল। তোমরা

	খুবই মন্দ ধারণা করেছিলে। বস্তুত তোমরা এক ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়। [মদীনার আশেপাশে বসবাসরত যেসব হঠকার বিপদ মনে করে মহানবীর আহবান সত্ত্বেও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে তার সহযোগী হতে চায়নি তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলেও দাবী করে। দ্রষ্টব্য আয়াত ৬।]
১৩	যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকে বিশ্বাস করে না আমি তেমন অবিশ্বাসীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। [১৩-১৪]
১৪	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ সতত ক্ষমাশীল, দয়াবান।
১৫	তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।' তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায় (দ্রষ্টব্য আয়াত ১৯)। বল: তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, 'বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করছ (অথচ এখানে ঈর্ষা বা বিদ্বেষের কোন কারণই নেই)।' বস্তুত তারা সামান্যই বোঝে। [১৫-১৭] [যারা ঝুঁকি নিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মহানবীর আহবান সত্ত্বেও মক্কার পথে মহানবীর সঙ্গী হতে চায়নি, অথচ কোন সহজ বিজয় এবং সেখান থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নেয়ার জন্য তারা দ্রুত ছুটে আসে- এখানে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খাইবারের ইহুদি বসতি এবং তৎপরবর্তীতে ফাদাক, কুরা, তাইমার সহজ বিজয়ের প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
১৬	গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদের প্রতি বল: তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আহুত হবে যতক্ষন না তারা আত্মসমর্পন করে। যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।
১৭	অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায়) এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে তাকে তিনি স্বর্গীয় উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। পক্ষান্তরে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

	প্রদান করবেন।
১৮	আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষন করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। [১৮-২১] [দ্রষ্টব্য আয়াত ১০।]
১৯	এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [খাইবার বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এটির ভাগীদার হবে শুধু তারা যারা 'বাই আত রিজওয়ান' এ অংশ নিয়েছিল। দ্রষ্টব্য আয়াত ১০, ১৫।]
২০	আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন- যেন এটি বিশ্বাসীদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। [খাইবারের পরে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছে যেমন- ফাদাক, কুরা, তাইমা এখানে সেগুলিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে।]
২১	আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। [খুব সম্ভবত এটি মক্কা বিজয়কে ইংগিত করে বলা হয়েছে।]
২২	এবং যদি অবিশ্বাসীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিত তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। [২২-২৩]
২৩	এটিই আল্লাহর রীতি যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন ব্যাতিক্রম পাবে না।
২৪	তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন যদিও তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করেছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। [২৪-২৭] [হুদাইবিয়ায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দুই পক্ষের মুখোমুখী অবস্থান, নিষিদ্ধ মাসে অন্যায় আচরণের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের সীমালংঘন এবং তা সত্বেও বিশ্বাসীদের সংযম প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
২৫	তারাই তো অবিশ্বাস করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদ আল-হারাম থেকে ও উৎসর্গের জন্য পশুদের যথাস্থানে পৌঁছাতে বাঁধা দিয়েছে। যদি

	মক্কায় কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জান না এবং (তোমাদের ব্যাবস্থা গ্রহণের কারণে) তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, যার ফলে অজান্তেই তোমরা দোষীদের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যেতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্ত এ কারণে চুকানো হয়নি যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় করুণায় নিয়ে আসেন। যদি (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে সুনিশ্চিতভাবে) পৃথক/চিহ্নিত করা যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শস্তি দিতাম। [হুদাইবিয়ায় নিষিদ্ধ মাসে অন্যায় আচরণের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের সীমালংঘন করা সত্বেও যে কারণে সংযম প্রদর্শন করা হয়েছে এখানে তা ব্যাক্ত করা হয়েছে।]
২৬	কেননা অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষন করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [অবিশ্বাসীরা জানত যে, এ সময়ে তীর্থযাত্রীদের বাঁধা দেয়া অনৈতিক ও রীতি বিরুদ্ধ। তবুও তারা তা করেছে অহমিকা, মিথ্যে মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ধারণায় ও জেদের বশবর্তী হয়ে। বিশ্বাসীরা এ সময় সংযম প্রদর্শন করে। সে বিষয়ে বলা হয়েছে।]
২৭	আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন (Vision) দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদ আল-হারামে প্রবেশ করবে- নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। [মোহাম্মদ (সাঃ) স্বপ্নে দেখেন তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে মক্কা গমন করেছেন এবং ওমরাহ পালন করেছেন। অথচ মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশরা তাদেরকে দীর্ঘ ছয় বছর সেখানে প্রবেশ করতে দেয়নি। হজ্ব ও ওমরাহ পালনের জন্য মুসলিমদের কোন অনুমতি ছিল না। তিনি ওমরাহ পালনের জন্য সকলকে তাঁর সাথে যোগদানের আহবান জানান। প্রায় ১৪০০ জন তাঁর সাথে এ ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় বেড় হতে প্রস্তুত হয়। এটি ছিল জিলকাদ মাস, যা পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাস হিসেবে পরিচিত। দ্রষ্টব্য নিষিদ্ধ মাস ২:১৯৪]
২৮	তিনিই তাঁর বার্তাবাহককে প্রেরণ করেছেন পথ-নির্দেশনা ও সত্য ধর্মসহ, সকল ধর্মের ওপর একে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

	[২৮-২৯] [হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদনকালে অবিশ্বাসীরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নামের পাশে আল্লাহর বার্তাবাহক কথাটি লিখতে আপত্তি জ্ঞাপন করে। ফলে আল্লাহর রাসূল নিজে সেটি মুছে দেন। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সত্য কখনই বিলুপ্ত হবে না।]
২৯	মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক। তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। (হে মোহাম্মদ) তুমি তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা কামনায় রুকু ও সেজদারত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাবে প্রস্ফুটিত দেখতে পাবে। তাওরাতে বিশ্বাসীদেরকে এমন দেখতে পাবে এবং ইঞ্জিলে বিশ্বাসীদেরকেও এমন দেখতে পাবে। যেন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয় যা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে। এভাবেই আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তর্জালা বৃদ্ধি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন।

৪৯. সূরা আল-হুজরাত, আয়াত সংখ্যা-১৮, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Private Apartments’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘একান্ত নিবাস বা আবাসস্থল’। আয়াত নং চার থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে হুজরাত শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

সূরায় বিশ্বাসীদের আচার-আচরণগত কিছু বিষয় এবং নানাবিধ অবস্থার প্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে যা অত্যান্ত গুরুরত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপস্থিতিতে (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। [১-৩]
২	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কন্ঠস্বর উচু কর না এবং তোমরা একে অপরের সঙ্গে যেরুপ উচুস্বরে কথা বল তার

	সঙ্গে সেরূপ উচুস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্মসমুহ নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা বুঝতেও পারবে না।
৩	যারা আল্লাহর বার্তাবাহকের উপস্থিতিতে নিজেদের কন্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই আল্লাহর কাছে সঠিক পথ অবলম্বনকারীরূপে পরিক্ষীত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।
৪	যারা ঘরের বাহির থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই অবুঝ। [৪-৫]
৫	তুমি বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য্যধারণ করত তবে সেটি হত উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬	হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন মন্দ ব্যাক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যেন অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও। [৬-৮]
৭	জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বার্তাবাহক রয়েছেন। যদি তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তবে নিশ্চিতভাবে তোমরাই অনেক সমস্যায় পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করেছেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরাই তারা যারা সঠিক পথ অবলম্বনকারী।
৮	এটি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৯	যদি বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে/দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে/শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় আচরণ করে তবে তোমরা আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং সমতার ভিত্তিতে কাজ করবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়নদের ভালবাসেন। [৯-১০]
১০	বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই বৈ আর কিছু নয়। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

১১	হে বিশ্বাসীগণ! কেউ যেন এমন কাউকে উপহাস না করে যে তার চেয়ে উত্তম এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে যে তার চেয়ে উত্তম। একে অপরকে দোষারোপ বা হেয় প্রতিপন্ন কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামেও ডেক না। বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দ নামে ডাকা খারাপ কাজ। যারা এরূপ কাজ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে না তারা অন্যায়কারী। [১১-১৩]
১২	হে বিশ্বাসীগণ! সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক; কিছু কিছু সন্দেহ পোষণ দোষের পর্যায়ভূক্ত। কারও বিরুদ্ধে গুপ্তচরি কর না; একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। আল্লাহ ক্ষমা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
১৩	হে মানব! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। (তবে) তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত/মর্যাদাবান যে আচরণে সর্বোত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।
১৪	(মরুবাসী) বেদুঈনরা বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' বল: তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি। বরং বল, 'আমরা আনুগত্য/বশ্যতা স্বীকার করেছি।' কেননা বিশ্বাস এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর তবে তিনি তোমাদের কর্মের ফল বিন্দুমাত্রও বিফল হতে দেবেন না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১৪-১৮]
১৫	তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস রাখে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।
১৬	বল: তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়নতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ, যখন আল্লাহ সব জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে? আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।
১৭	আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করে তারা (মরুবাসীরা) মনে করছে

	তোমাকে অনুগ্রহ করেছে। বল: মনে কর না তোমাদের সমর্পন আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ; বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তোমাদেরকে বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।
১৮	আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন; তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

৫০. সূরা ক্বাফ, আয়াত সংখ্যা-৪৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার শুরুতে উচ্চারিত আরবী বর্ণ ক্বাফ থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন করে তাদেরকে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ নিয়ে ভাবতে উৎসাহীত করা হয়েছে। যিনি এতকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি কি পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন না? অকাশ থেকে পানি বর্ষণের পর যেমনিভাবে সব জেগে ওঠে তেমনিভাবে সকলেই পুনরুত্থিত হবে। এ দেহের প্রতিটি কণা কোথায় কি অবস্থায় আছে আল্লাহ তার সবই জানেন। গভীর মনযোগ দিয়ে সূরাটি অধ্যায়ন করলে প্রত্যেকেই এর বক্তব্যের যৌক্তিক ভিত্তিগুলি অনুধাবন করতে পারবে।

পুনরুত্থানের অপর এক অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার অতীত কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু কিছু মানুষ সেটি স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। কেননা এ ভাবনাটি তাদের পার্থিব জীবনের অনেক অপকর্মের জন্য প্রতিবন্ধকতাস্বরুপ। অতীতে যারা এমনিভাবে সত্য অস্বীকার করে ভূল কাজ করেছিল তারাও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

মানুষের কর্মের সকল হিসেব সংরক্ষণ করা আছে। মানুষকে তার কর্মের হিসেবের মুখোমুখী হতেই হবে। যারা মন্দ কাজ করবে সেদিন তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। এটিই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই মানুষকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে। তবে কেউ কারও ওপর জবরদস্তীকারী নয় সেটিও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষের নিজের দায়িত্ব তার নিজের।

আয়াত ৪৫	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	ক্বাফ! আলোকিত কোরআনের শপথ; [১-১১]

২	না; বরং তারা বিস্ময় বোধ করে যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছে এবং অবিশ্বাসীরা বলে, ‘এটি একটি আশ্চর্য্য বিষয়!
৩	আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত!’
৪	মৃত্তিকা তাদেরকে কতটুকু গ্রাস করবে তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত হিসেবের বই।
৫	তাদের কাছে সত্য (পুনরুত্থান দিবসের বার্তা) আগমন করার পরও তারা এটিকে অস্বীকার করছে। ফলে তারা সংশয়ে/দোদুল্যমানতায় পতিত হয়েছে।
৬	তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশকে পর্যবেক্ষণ করে না কিভাবে আমি এটি নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? কিভাবে তা সম্ভব হল যেখানে কোন ফাটল/ছিদ্রও নেই?
৭	ভূমিকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি।
৮	এটি দৃষ্টিসম্পন্ন প্রত্যেক অনুরাগী/ক্ষমাপ্রার্থী বান্দার জন্য জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত বিষয়।
৯	আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষন করি এবং তদ্দ্বারা বাগান ও পরিপক্ক শস্যরাজি উদগত করি
১০	এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর–
১১	বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং তা (বৃষ্টি) দ্বারাই আমি মৃত ভূমিকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করি। এমনই হবে (মৃতদের) পুনরুত্থান।
১২	তাদের পূর্বেও (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস এবং সামূদ সম্প্রদায়, [১২–১৪] [দ্রষ্টব্য রাস– ২৫:৩৮]
১৩	আ’দ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়,
১৪	আয়কার অধিবাসী এবং তুব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল; ফলে আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য আয়কা– ২৬:১৭৭, তুব্বা ৪৪:৩৭]
১৫	আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে তারা নতুন সৃষ্টির বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে? [দ্রষ্টব্য আয়াত ৩৮]

১৬	নিশ্চয়ই! আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার মন নিভৃতে তাকে কি পরামর্শ দেয়। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। [১৬-১৮]
১৭	(স্মরণ রেখ) দুইজন গ্রহীতা (ফেরেশতা) ডানে ও বামে বসে তার কর্মের হিসেব গ্রহণ/লিপিবদ্ধ করে।
১৮	সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করার জন্য তার সঙ্গে তার পর্যবেক্ষক সদা প্রস্তুত।
১৯	মৃত্যুযন্ত্রনা নিশ্চিতই আসবে। (বলা হবে) 'এটি-ই সেটি যা তোমরা পরিহার করতে চাইতে।' [১৯-২৩] [মৃত্যুর পর থেকে পরবর্তী জীবনের সূচনা। সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে তার কর্মের হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে। সেদিন তার আমলনামা উপস্থাপন করা হবে।]
২০	শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটিই হবে সেই ভয়বহ দিন।
২১	প্রত্যেক ব্যাক্তি আগমন করবে সঙ্গে তার একজন চালক ও কর্মের সাক্ষী নিয়ে।
২২	(মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে বলা হবে) 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আজ তোমার নিকট থেকে তোমার দৃষ্টির পর্দা সরিয়ে নেয়া হয়েছে, আজ তোমার দৃষ্টি অত্যান্ত প্রখর/সুতীক্ষ্ণ।'
২৩	তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, 'এটি-ই সেটি (আমলনামা) যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে সাক্ষীরূপে।'
২৪	এবং (বলা হবে) 'তোমরা উভয়ে প্রত্যেক অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞকে নরকে নিক্ষেপ কর- [২৪-৩০]
২৫	(যারা) ভাল কাজে বাঁধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী (সত্য/সতর্কবার্তায়),
২৬	(এবং) যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।'
২৭	তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি, বস্তুতঃ সে নিজেই বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত ছিল।'
২৮	তিনি (আল্লাহ) বলবেন, 'আমার উপস্থিতিতে বাক-বিতন্ডা কর না, আমি তো পূর্বেই তোমাদের নিকট সতর্কবার্তা প্রেরণ করেছিলাম।
২৯	যে বাক্য আমার থেকে নিঃসৃত হয় তার পরিবর্তন হয়না এবং আমি

	আমার বান্দাদের প্রতি অবিচার করি না (আমি অত্যাচারকারী নই)।'
৩০	সেদিন আমি নরককে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' এবং সে বলবে, 'আরও আছে কি?' (দ্রষ্টব্য ৭:১৮, ১১:১১৯, ৩২:১৩, ৩৮:৮৫)
৩১	স্বর্গীয় উদ্যানকে উপস্থিত করা হবে তাদের অদূরে যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে, [৩১-৩৫]
৩২	এবং বলা হবে, 'এটিই সেটি যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এটি প্রত্যেক ক্ষমাপ্রার্থী ও (আল্লাহর সঙ্গে) প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর জন্য,
৩৩	যারা গোপনে আল্লাহকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত,
৩৪	(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা এখানে শান্তির মাঝে প্রবেশ কর। এটিই সেই চিরঞ্জীবিতা প্রাপ্তির দিবস;'
৩৫	সেখানে তারা যা প্রত্যাশা করবে তাই পাবে এবং আমার কাছে আছে আরও অধিক।
৩৬	আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি; তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করত। তাদের পলায়নেরও কোন স্থান ছিল না। [৩৬-৩৭]
৩৭	এতে তার জন্য রয়েছে সতর্কবার্তা যার অনুধাবন করার মত অন্তর আছে কিংবা যে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা শ্রবন করে।
৩৮	আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। [বাইবেলে বলা হয়েছে, ছয়দিনে গড সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেন এবং সপ্তম দিনটিকে বিশ্রামের দিনরূপে নির্ধারণ করেন। সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য আয়াত ১৫ ও ৪৬:৩৩]
৩৯	অতএব (হে মোহাম্মদ) তারা যা কিছু বলে তা সহ্য কর এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষনা কর, [৩৯-৪০]
৪০	এবং রাত্রিতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা কর এবং নির্দিষ্ট উপাসনার পরেও।
৪১	শোন, যেদিন এক আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান করবে, [৪১-৪৪]
৪২	যেদিন মানুষ নিশ্চিতই সে ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে- সেদিনই পুনরুত্থান দিবস।

৪৩	নিশ্চয়ই! আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।
৪৪	যেদিন ভূ-মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটোছুটি করে বের হয়ে আসবে- এটি এমন এক সমবেতকরণ যা আমার জন্য সহজ।
৪৫	তারা যা বলে সে বিষয়ে আমি সম্যক অবগত এবং (হে মোহাম্মদ) তুমি তাদের ওপর কোনভাবেই জবরদস্তীকারী নও। তবে কোরআনের মাধ্যমে তাকে সতর্ক/আহবান কর যে আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে।

৫১. সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত সংখ্যা-৬০, মক্কায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Winds'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'ধূলিঝঞ্ঝা' বা 'ঝঞ্ঝাবায়ু'।

সূরায় বিচার দিবসের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা এটিকে অস্বীকার করে এবং ভুল কাজ করে সেদিন তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। যারা মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে তারা পুরস্কৃত হবে। এমন লোকদের কিছু বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদেরও অংশ স্বীকৃত হয়।

নিশ্চিত বিশ্বাসীরা পরবর্তী পরিণতি বিষয়ে মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেই তার ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন দেখতে পায়। মহান আল্লাহ সেভাবেই তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সাঁজিয়েছেন যেন মানুষ বিষয়সমুহ বুঝতে পারে।

মানুষকে বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে জিদ কিংবা অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে ভুল কাজের পুনরাবৃত্তি করবে তার থেকে সরে আসার উপদেশ দেয়া হয়েছে। তারা তাদের পরিণাম দেখতে পাবে; যেমন ভুলপথগামী পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমুহ দেখেছে। মানুষকে তাদের মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সূরায় স্বল্প কথায় জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ ধূলিঝঞ্ঝার, [১-৬]
২	এবং বোঝা বহনকারী মেঘপূঁঞ্জের,
৩	এবং স্বচ্ছন্দভাবে চলমান জলযানসমুহের,

৪	এবং শপথ (নির্দেশপ্রাপ্ত) আশীর্বাদ বন্টনকারীদের (ফেরেশতাদের),
৫	তোমাদেরকে প্রদত্ত সতর্কবার্তা (প্রতিশ্রুতি) অবশ্যই সত্য-
৬	বিচারদিবস অবশ্যম্ভাবী।
৭	পরিপূর্ণ পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ, [৭-১৪]
৮	সত্য (পরকাল) বিষয়ে তোমরা নানান মতাদর্শী/বিরোধপূর্ণ,
৯	সেই সত্যচ্যূত হয় যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
১০	অভিশপ্ত হোক মিথ্যে অনুমানকারীরা,
১১	অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যারা একেবারেই উদাসীন!
১২	তারা (অবিশ্বাসীরা) জানতে চায়, 'বিচার দিবস কবে?'
১৩	এটি সে-ই দিন যেদিন তারা অগ্নিতে শাস্তিভোগ করবে,
১৪	এবং বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। এটিই সেটি যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাইতে।'
১৫	(পক্ষান্তরে) যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলেছে, তারা জল প্রস্রবণপূর্ণ উদ্যানে বসবাস করবে, [১৫-১৯]
১৬	তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তারা তা গ্রহণ করবে; নিশ্চয়ই! ইতিপূর্বেও (পার্থিব জীবনেও) তারা ছিল সৎকর্মপরায়ন।
১৭	তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত,
১৮	রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত
১৯	এবং তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের জন্য ছিল সুনির্ধারিত অংশ।
২০	নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে, [২০-২৩]
২১	এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা দেখতে পাও না?
২২	নভোমণ্ডলে তোমাদের জন্য আছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু;
২৩	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের প্রতিপালকের শপথ! এটি সত্য যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ।
২৪	(হে মোহাম্মদ) তোমার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথীদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? [২৪-৩০] [দ্রষ্টব্য ইব্রাহীম- ২:১২৪]
২৫	যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম' সেও বলল, 'সালাম।' এরা তো (দেখি) অপরিচিত লোক।

২৬	অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতপক্ক মোটা গো বৎস নিয়ে হাজির হল।
২৭	সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল, 'তোমরা আহার করছ না কেন?'
২৮	তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল, 'ভীত হয়ো না।' তারা তাকে এক সৎ পুত্রের সু-সংবাদ দিল।
২৯	তার স্ত্রী (বিস্মিত হয়ে) উচ্চস্বর করে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল, 'আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা (কিরূপে সন্তান হবে)।' [বাইবেল মতে, যখন তাদের সন্তানের জন্ম হয় তখন আব্রাহামের বয়স প্রায় ১০০ এবং সারাহ'র বয়স প্রায় ৯০ বছর।]
৩০	তারা বলল, 'তবুও তোমার পালনকর্তা তা-ই বলেছেন। নিশ্চয়ই! তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'
৩১	ইব্রাহীম বলল, 'হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, অতঃপর তোমাদের (আর) উদ্দেশ্য কি?' [৩১-৩৭]
৩২	তারা বলল, 'আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (লূতের সম্প্রদায়ের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি- [লূতের সম্প্রদায় তখন ভীষণভাবে পাপাচারে লিপ্ত ছিল।]
৩৩	তাদের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে,
৩৪	যা সীমা অতিক্রমকারীদের (ধ্বংসের) জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে।'
৩৫	অতঃপর বিশ্বাসীদের আমি উদ্ধার করলাম;
৩৬	সেখানে আমি কোন সমর্পনকারী পাইনি একটি গৃহ ব্যাতিত-
৩৭	যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে; আমি তাদের জন্য এটিকে একটি নিদর্শনরূপে করে রেখেছি।
৩৮	নিদর্শন আছে মূসার বৃত্তান্তেও; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, [৩৮-৪৬] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৩৯	সে (ফেরাউন) ক্ষমতা প্রদর্শন করে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'হয় সে যাদুকর, না হয় পাগল।'
৪০	তাই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে গ্রাস করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত।

৪১	নিদর্শন আছে আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনীতেও; যখন আমি তাদের ওপর অশুভ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
৪২	এই বায়ু যার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।
৪৩	আরও নিদর্শন আছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'কিছুকাল আনন্দ করে নাও।' [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৪৪	তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করেছিল এবং তাদের প্রতি এমতাবস্থায় বজ্রাঘাত হল যে তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল।
৪৫	অতঃপর তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না।
৪৬	আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
৪৭	আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছি এবং আমি এটিকে করেছি মহা সম্প্রসারণশীল, [৪৭-৫৫]
৪৮	এবং ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; প্রসারণকারী কতই না অনুগ্রহশীল!
৪৯	প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় যেন তোমরা তা অনুধাবন/অনুসরণ কর।
৫০	অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও; আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক সাধারণ সতর্ককারী মাত্র,
৫১	এবং আল্লাহর সঙ্গে আর কোন উপাস্য স্থির কর না; নিশ্চয়ই! আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক অতি সাধারণ সতর্ককারী।
৫২	এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যখন কোন বার্তাবাহক আগমন করেছে তারা বলেছে: যাদুকর না হয় উম্মাদ।
৫৩	এরা কি একে অপরকে এ উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ এরা দুষ্ট সম্প্রদায়।
৫৪	অতএব (হে মোহাম্মদ) তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও; তাতে তুমি দোষীদের পর্যায়ভূক্ত হবে না।
৫৫	তবে সতর্ক কর; কেননা সতর্কীকরণ বিশ্বাসীদেরই উপকারে আসে।
৫৬	আমি জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র এজন্য যে তারা আমার উপাসনা করবে। [৫৬-৫৮]
৫৭	আমি তাদের নিকট থেকে কোন জীবিকা চাই না, না আমি চাই যে

	তারা আমার আহার যোগাবে।
৫৮	আল্লাহ! তিনিই তো জীবিকা সরবরাহকারী, অবিনাশী পরাক্রান্ত।
৫৯	যারা ভূল কাজ করে তাদের প্রাপ্য তাই (শাস্তি) যা তাদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই তারা যেন আমার কাছে এ বিষয়ে ত্বরা না করে। [৫৯-৬০]
৬০	অবিশ্বাসীদের জন্য দূর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের (শাস্তির) বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

৫২. সূরা আত-তুর, আয়াত সংখ্যা-৪৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম হচ্ছে ‘The Mount’। বাংলায় যার অর্থ ‘পর্বত’। প্রথম আয়াতে তুর পর্বতের নামে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি অবশ্যম্ভাবী এবং কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। যারা সেটি অস্বীকার করে এবং ভূল কাজ করে সে দিনটি তাদের জন্য হবে দূর্ভোগের। অবিশ্বাসীদেরকে সে দিনের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা সেদিন পুরস্কৃত হবে।

যারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে তারাই পুরস্কৃত হবে। যারা মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করত সূরায় তাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে ধৈর্য্যধারণ করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ (তূর) পর্বতের [১-১৬]
২	এবং গ্রন্থের, যা লিখিত আছে-
৩	উন্মুক্ত পত্রে,
৪	শপথ বায়তুল মা’মূরের
৫	এবং সমুন্নত আকাশের
৬	এবং উদ্বেলিত সমুদ্রের-
৭	তোমার পালনকর্তা প্রদত্ত দূর্যোগ (কেয়ামত) অবশ্যম্ভাবী;
৮	কেউ নেই যে তা প্রতিরোধ করতে পারে।

৯	যখন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে
১০	এবং পর্বতমালা হবে চলমান,
১১	সেদিন অস্বীকারকারীদের হবে দূর্ভোগ,
১২	যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার বাক্যালাপে লিপ্ত ছিল।
১৩	যেদিন তাদেরকে নরকের অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করা হবে,
১৪	এবং বলা হবে, ‘এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা অস্বীকার করতে,
১৫	এটি কি অলীক, নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?’
১৬	অতএব এর উত্তাপ গ্রহণ কর। তোমরা ধৈর্য্যের সঙ্গে এটি গ্রহণ কর কিংবা অধৈর্য্য হয়ে পর একই। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল দেয়া হয়েছে।
১৭	যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করেছে তারা থাকবে উদ্যানে উৎফুল্লতার মাঝে। [১৭-২৮]
১৮	তাদের পালনকর্তা তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা সুখী এবং তিনি নরকের অগ্নি থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন,
১৯	এবং তাদেরকে বলা হবে, ‘তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর তোমাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।’
২০	তারা সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।
২১	যারা বিশ্বাসী এবং যাদের সন্তানেরা বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব এবং তাদের কাজের যথাযথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বিন্দু পরিমাণেও বঞ্চিত করা হবে না। প্রত্যেক ব্যাক্তি সে যা অর্জন করেছে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে।
২২	আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যেমনটি তারা চাইবে।
২৩	সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে, যাতে কোন প্রকার অসার বাক্যালাপের সৃষ্টি হবে না, না কোন পাপের।
২৪	সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোরেরা তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।
২৫	তারা একে অপরের নিকটবর্তী হবে এবং জানতে চাইবে-
২৬	এই বলে, ‘পূর্বে যখন আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলাম তখন

	দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম।
২৭	আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।
২৮	আমরা পূর্বেও তাঁকে আহবান করতাম। তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু।'
২৯	অতঃপর (মানুষকে) সতর্ক কর (হে মোহাম্মদ)। আল্লাহর অশেষ কৃপায় তুমি না অতীন্দ্রিয়বাদী, না কোন উম্মাদ। [২৯-৩৪] [অবিশ্বাসীরা মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করত সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।]
৩০	তারা বলে, 'সে একজন কবি, আমরা তার দৈবক্রমে সংঘটিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।' [দ্রষ্টব্য ২৬:২২৪]
৩১	বল: তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।
৩২	তবে কি তাদের অন্তর/জ্ঞান তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ করে, না তারা কোন সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী?
৩৩	তারা বলে, 'এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে?' না তারা বিশ্বাস করবে না।
৩৪	যদি তারা সত্যবাদী হয় তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।
৩৫	তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? [৩৫-৪৭]
৩৬	না তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।
৩৭	তাদের কাছে কি তোমার পালনকর্তার ভান্ডার রয়েছে? না তারা নিজেরাই নিয়ন্তা?
৩৮	না তাদের কাছে (আসমানে গমনের) কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহন করে তারা (নির্দেশনাসমুহ) শ্রবন করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।
৩৯	তবে কি কন্যা-সন্তান তাঁর এবং পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য? [তারা দেব-দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যারূপে গণ্য করত]
৪০	না-কি তুমি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাও যার কারণে তারা এটিকে বোঝা মনে করে?
৪১	না-কি তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে ফলে তারা নিজেরাই তা লিপিবদ্ধ করে?

৪২	না তারা ষড়যন্ত্র করতে চায় (রাসূরের বিরুদ্ধে)? কিন্তু অবিশ্বাসীরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাবে।
৪৩	নাকি তাদের আল্লাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য আছে? তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।
৪৪	তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে তবে বলে, ‘এটি তো পুঞ্জীভুত মেঘ।’
৪৫	তাদেরকে ছেড়ে দাও সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাদের ওপর বজ্রাঘাত পতিত হবে।
৪৬	সেদিন তাদের কোন কৌশলই উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।
৪৭	নিশ্চয়ই! যারা ভূল কাজ করে তাদের জন্য এ ছাড়া আরও শাস্তি আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৪৮	ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা কর (হে মোহাম্মদ) তোমার পালনকর্তার নির্দেশের। নিশ্চিতভাবেই তুমি আমার দৃষ্টির গোচরেই আছ। তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর যখন তুমি গাত্রোত্থান (শয্যা ত্যাগ) কর, [৪৮-৪৯]
৪৯	এবং রাত্রির কিছু অংশে ও তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।

৫৩. সূরা আন-নাজম, আয়াত সংখ্যা-৬২, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Star’। বাংলায় যার অর্থ ‘তারা বা নক্ষত্র’। সূরার প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় মহানবী (সাঃ)-এর মহান আল্লাহর এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যার (ফেরেশতার) মধ্যমে তার কাছে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। যা দেখেছেন সে বিষয়ে তিনি (রাসূল) নিজেই সাক্ষী।

আল্লাহর পাশে যারা অন্যান্য উপাস্য স্বীর করে তারা মূলত জ্ঞান নয় অনুমান দ্বারা চালিত। তারা ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। যেমনটি তারা নিজেরা আশা করে। বস্তুত এদের কেউই শেষ দিবসে আল্লাহর কাছে তাদের বিষয়ে সুপারিশকারী হবে না। তাদের এ ভূল আচরণের পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

যুগে যুগে (ইব্রাহীম (আঃ) কিংবা মূসা (আঃ) এর সময়েও) সত্যের

বার্তা একইভাবে আগমন করেছে। বিচার দিবস আসবে এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ ভ্রান্ত কাজের ফল ভোগ করতে হবে।

অতীতেও যারা সত্যকে তথা পুনরুত্থান বা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে ভূল আচরণ করেছে সূরায় তাদের পরিণতির উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও আচরণ পরিত্যাগ করে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সূরায় সতর্ক করার পাশাপাশি আহবানও জানান হয়েছে।

আয়াত	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নক্ষত্রের শপথ- যখন তা অস্তমিত হয়, [১-১৮]
২	তোমাদের সাথী (রাসূল) ভূল করছে না, বিপথগামীও নয়,
৩	সে নিজের ইচ্ছে থেকেও কথা বলছে না,
৪	এটি এক প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নয় যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,
৫	যা তাকে শিক্ষা দান করে অসম্ভব ক্ষমতাশালী একজন,
৬	প্রজ্ঞা ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন; যে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল-
৭	যখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে।
৮	অতঃপর সে নিকটবর্তী হল এবং আরও নিকটবর্তী-
৯	যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই ধনুকের সমান ব্যবধান রইল কিংবা তারও কম,
১০	এবং (তখন) তিনি (আল্লাহ) তার দাসের প্রতি তাই অবতীর্ণ করলেন যা অবতীর্ণ হয়েছে।
১১	যা দেখেছে সে বিষয়ে (রাসূলের) অন্তর অসত্য/অমূলক বলছে না।
১২	তোমরা কি তার সঙ্গে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে?
১৩	নিশ্চয়ই! সে তাকে আরও একবার দেখেছিল-
১৪	(সপ্ত আসমানের) সর্বশেষ সীমানায় বটবৃক্ষের (সিদরাতুল মুন্তাহার) ধারে (যে সীমানা কেউ অতিক্রম করতে পারে না),
১৫	যার নিকটবর্তী বসবাসের স্বর্গীয় উদ্যান;
১৬	যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।
১৭	দৃষ্টি এদিক-ওদিক সরেনি কিংবা লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।
১৮	নিশ্চয়ই! সে তার প্রতিপালকের শ্রেষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেছিল। [আরও

	একবার দেখেছিল- এখানে মেরাজ গমনকালে আল্লাহর সেই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) নিজেই যার সাক্ষী। দ্রষ্টব্য- ৮১:১৫-২৪]
১৯	তোমরা কি 'লাত' এবং 'উজ্জা' সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? [১৯-৩০]
২০	এবং তৃতীয়টি 'মানাত' সম্পর্কে? [মক্কা ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের কাছে এরা ছিল তাদের উপাস্যস্বরূপ।]
২১	তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য?
২২	এরূপ বন্টন তো খুবই অসংগত! [তারা দেব-দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যারূপে গণ্য করত]
২৩	এগুলি তো তোমাদের দেয়া ফেরেশতাদের কতগুলি নাম বৈ আর কিছু নয় যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা দিয়েছ; এর সমর্থনে আল্লাহ কোন নির্দেশনা জারি করেননি। বস্তুতঃ তারা অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। (অতঃপর) এখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে (সঠিক) পথ-নির্দেশনা।
২৪	মানুষ যা চায় তাই কি পায়?
২৫	বস্তুত ইহকাল ও পরকাল সকল জীবনই আল্লাহর হাতে।
২৬	নভোমণ্ডলে কত ফেরেশতা আছে যাদের কোন প্রকার সুপারিশ কাজে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন যাকে তিনি পছন্দ ও গ্রহণ করেন। [তারা মনে করত এসব দেব-দেবী আল্লাহর কাছে তাদের পক্ষ হয়ে সুপারিশকারী হবে। বস্তুত আল্লাহ বিচার করবেন মানুষের কর্ম ও সত্যকে বিবেচনা করে।]
২৭	যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে,
২৮	এবং এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে অনুমানের এবং অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।
২৯	অতঃপর (হে মোহাম্মদ) যে আমার স্মরণ থেকে দূরে সরে গেছে এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (সরে এসো)।
৩০	এই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধী। তোমার প্রভূ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত যে কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং কে সঠিক পথে আছে।
৩১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর, যেন তিনি

	তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পুরস্কৃত করেন যারা মন্দ কাজ করেছে এবং পুরস্কৃত করেন যারা ভাল কাজ করেছে। [৩১-৩২]
৩২	অনিচ্ছাকৃত ভূল ব্যাতিত যারা মন্দ ও ঘৃণিত কাজ পরিত্যাগ করে চলে, তাদের জন্য রয়েছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশাল ক্ষমা। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সে সময় থেকেই ভালভাবে অবগত যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভে ছিলে। অতএব নিজের প্রতি খাঁটিত্ব আরোপ করতে যেও না। তিনি তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত কে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে।
৩৩	তুমি কি সেই ব্যাক্তিকে দেখেছ (হে মোহাম্মদ) যে মুখ ফিরিয়ে নেয়? [৩৩-৪১] [ওয়ালিদ নামে কুরাইশ বংশের একজন গোত্র প্রধান, ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছায় মহানবীর কাছে এলে তার এক বন্ধু তাকে পূর্ব-পুরুষের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বারণ করে এবং বলে সত্যিই যদি সে (ওয়ালিদ) পরকালের শাস্তিকে ভয় করে তবে তার পক্ষ হয়ে সে (তার বন্ধু) নিজে সে দায়-দায়িত্ব বহন করবে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এর বিনিময়ে সে তাকে কিছু অর্থও প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও প্রতিশ্রুত অর্থ পুরোটা পরিশোধ করেনি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।]
৩৪	অতঃপর সামান্যই দান করে ও কৃপণ হয়ে যায়;
৩৫	তার কাছে কি অদৃশ্যেরও জ্ঞান আছে যে সে সব দেখতে পায়?
৩৬	সে কি অবহিত নয় যা আছে মূসার গ্রন্থে
৩৭	এবং ইব্রাহীমের গ্রন্থে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল?
৩৮	(তা এই যে) কোন বহনকারী অন্যের (পাপের) বোঝা বহন করবে না।
৩৯	(আর এই যে) মানুষ (বিনিময়ে) তাই পায় যা সে করে,
৪০	এবং তার কর্ম/প্রচেষ্টা অচিরেই দৃষ্টির গোচরীভূত হবে,
৪১	অতঃপর তাকে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে।
৪২	তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম/প্রচেষ্টার মূল/সর্বশেষ লক্ষ্য (তাঁর কাছেই সবকিছুর প্রত্যাবর্তন/পরিসমাপ্তি), [৪২-৫৫]
৪৩	এবং তিনিই হাসান তিনিই কাঁদান [কর্ম অনুযায়ী পরিশেষে আল্লাহই মানুষের ভাল-মন্দ ফলাফলের একক সিদ্ধান্ত গ্রহীতা/নিয়ন্ত্রক সে অর্থে বলা হয়েছে।]

৪৪	এবং তিনিই মৃত্যু ও জীবন দান করেন।
৪৫	তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল; পুরুষ ও নারী-
৪৬	এক ফোটা বীর্য হতে, যখন এটি স্খলিত হয়
৪৭	এবং পুনরুত্থানের বিষয়টিও তারই নির্দেশনার অধীন।
৪৮	তিনিই প্রাচূর্য্যপূর্ণ করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন,
৪৯	তিনিই 'শিরা' (উজ্জল) নক্ষত্রের মালিক, ['শিরা' নক্ষত্র- পৌত্তলিক আরবগণ যার উপাসনা করত তারও মালিক তিনি; সে অর্থে বলা হয়েছে।]
৫০	তিনিই পূর্ববর্তী আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন,
৫১	এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও; কাউকেই তিনি অব্যাহতি দেননি (যারা মন্দ পথে চলেছে);
৫২	এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে; তারা ছিল আরও অত্যাচারী ও আরও অবাধ্য।
৫৩	তিনিই (সোডম, গোমরাহ) জনপদকে শুন্যে উত্তোলন করে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন (লুতের সম্প্রদায়),
৫৪	ফলে তাদেরকে যা আচ্ছন্ন করার তা আচ্ছন্ন করে নেয় (প্রস্তর বর্ষনকারী ঘূর্ণিবায়ু)!
৫৫	অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে বাদানুবাদ করবে?
৫৬	অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও (মোহাম্মদ) একজন সতর্ককারী। [৫৬-৬২]
৫৭	ভয়াবহ সময় (কেয়ামত) আসন্ন!
৫৮	আল্লাহ ব্যাতিত কেউই এটি প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।
৫৯	তোমরা কি এ কথায়/বার্তায় বিস্ময়বোধ করছ (!)
৬০	এবং হাসছো (!) ক্রন্দন করছ না?
৬১	যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস/আড়ম্বর করছ (মূল্যবান সময় অসার কাজে অপচয় করছ)-
৬২	বরং আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর উপাসনা/আরাধনা কর।

৫৪. সূরা আল-ক্বামার, আয়াত সংখ্যা-৫৫, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Moon'। বাংলায় যার অর্থ 'চন্দ্র'। সূরার প্রথম আয়াতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

অতীতে যারা সত্যকে অস্বীকার করে মন্দ কাজ করেছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরায় উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানেও যারা তেমন করছে, অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করলে তাদের পরিণতিও তেমনই হবে।

সূরায় মূলত মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা নানাবিধ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পরও সত্যকে (পুনরুত্থান/বিচার দিবসকে) স্বীকার করতে অস্বীকার করছে। এরা অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এদের জন্যই রয়েছে কেয়ামত দিবসের কঠোর শাস্তি।

আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাপ বা যথাযথ সময় নির্ধারন করে রেখেছেন। যখন তার নির্দেশনা আসবে সেটি ঘটবে মূহুর্তে। মানুষ নিজেকে শোধরানোর আর সময় পাবে না। মানুষের কৃতকর্ম সব রক্ষিত আছে। অতএব যারা মন্দ কাজ করবে, পুনরুত্থান/বিচার দিবসে তারা কোনভাবেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। সূরায় সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সেই সময় (কেয়ামত) আসন্ন; চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, [১-৩]
২	তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটি তো চিরাগত যাদু।'
৩	তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। তথাপি সবকিছুই (যথাসময়ে ও নিয়মে) একটি সিদ্ধান্তে/লক্ষ্যে উপনীত হবে।
৪	তাদের কাছে বার্তা এসে গেছে যেখানে রয়েছে সাবধান/সতর্ক বাণী; [৪-৮]
৫	এটি পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্বলিত; তবে সতর্কবার্তা তাদের কোন উপকারে আসে না।
৬	অতএব (হে মোহাম্মদ) তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও, যতক্ষণ না আহবানকারী আহবান জানাবে এক বেদনাদায়ক পরিণামের দিকে। [সকল প্রচেষ্টা সত্বেও যখন কেউ বুঝতে চায় না, তখন নিজেকে সরিয়ে নেয়ার কথা

	বলা হয়েছে। কেননা মানুষকে বল প্রয়োগ করে বোঝান সম্ভব নয় এবং সেটি যথাযথও নয়। তবে সতর্কবার্তা অবশ্যই অবহিত করতে হবে।]
৭	সেদিন তারা অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত,
৮	আহবানকারীর দিকে ছুটে যেতে থাকবে। অবিশ্বাসীরা বলবে, 'এটি একটি কঠিন দিন।'
৯	তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করেছিল। তারা অস্বীকার করেছিল আমার বান্দা নূহকে এবং বলেছিল, 'এ তো উম্মাদ।' তারা তাকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল। [৯–১৭] [আয়াত ৯–৪১, পূর্বের ধ্বংস/ শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমুহের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যারা তাদের বার্তাবাহক ও আল্লাহর বার্তাকে অস্বীকার করার পরিণতি ভোগ করেছিল।] [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
১০	সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, 'আমি অসহায়, তুমি প্রতিবিধান কর।'
১১	আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণে
১২	এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। সকল পানি নিয়োজিত হল এক পরিকল্পিত কাজে।
১৩	নূহকে আরোহন করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে।
১৪	যা পরিচালিত ছিল আমার দৃষ্টির সামনে। এটি তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ ছিল যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
১৫	আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি (যে চিন্তা করে)?
১৬	দেখ, সতর্কবাণী প্রেরণের পর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি।
১৭	সত্যি বলতে আমি এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ (উপদেশ গ্রহণ) করার জন্য। অতএব কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে?
১৮	আ'দ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল; অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। [১৮–২২] [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
১৯	কোন এক অশুভ দিনে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম নিরবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝাবায়ু।

২০	খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় সেটি মানুষকে উৎপাটন করেছিল।
২১	অতঃপর দেখ, সতর্কবাণী প্রেরণের পর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি।
২২	এবং সত্যি বলতে আমি এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ (উপদেশ গ্রহণ) করার জন্য। অতএব কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে?
২৩	সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল। [২৩–৩২] [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
২৪	তারা বলেছিল, ‘আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্থরূপে গণ্য হব।
২৫	আমাদের মধ্যে কি কেবল তার প্রতিই বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে? না, বরং সে একজন মিথ্যেবাদী, দাম্ভিক।’
২৬	(অতঃপর বলা হল) ‘আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যেবাদী, দাম্ভিক।
২৭	আমি তাদেরকে পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করেছি; অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য্য ধর’
২৮	এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, ‘তাদের (ও উষ্ট্রীর) মধ্যে পানি পানের (পর্যায়ক্রমিক) পালা নির্ধারিত হয়েছে। পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে (পানি পানের জন্য)।’ (দ্রষ্টব্য ২৬:১৫৮)
২৯	কিন্তু তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহবান করল। সে তাকে বধ করল।
৩০	অতঃপর দেখ, সতর্কবাণী প্রেরণের পর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার প্রদত্ত শাস্তি।
৩১	আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখা-পল্লববিশিষ্ট দলিত খোয়াড়ের মত।
৩২	সত্যি বলতে আমি এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ (উপদেশ গ্রহণ) করার জন্য। অতএব কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে?
৩৩	লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল। [৩৩–৪০] [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
৩৪	আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষনকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত পরিবারের ওপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে

	উদ্ধার করেছিলাম-
৩৫	আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমি তাদেরকে এভাবে পুরস্কৃত করি।
৩৬	লূত তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করেছিল।
৩৭	তারা লূতের কাছে তার অতিথীদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবী করেছিল। আমি তাদের দৃষ্টি লোপ করে দিলাম। অতএব সতর্কবাণী প্রেরণের পর আস্বাদন কর আমার শাস্তি।
৩৮	প্রত্যুষে তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল।
৩৯	অতএব সতর্কবাণী প্রেরণের পর আমার শাস্তি আস্বাদন কর।
৪০	সত্যি বলতে আমি এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ (উপদেশ গ্রহণ) করার জন্য। অতএব কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে?
৪১	ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। [৪১-৪৮] [দ্রষ্টব্য মূসা- ৭:১০৩]
৪২	তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যে আরোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে ধ্বংস করেছি।
৪৩	তোমাদের (কুরাইশদের) মধ্যকার অবিশ্বাসীরা কি তাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ? নাকি প্রেরিত গ্রন্থসমূহে তোমাদের মুক্তির কোন সনদ আছে? [তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে কুরাইশ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যারা পূর্ববর্তী শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমুহের মত একইভাবে বার্তাবহক ও আল্লাহর বার্তাকে অস্বীকার করে চলেছে। একই আচরণকারী সকলের জন্যই সকল সময়ে এটি সতর্কবার্তা।]
৪৪	না বরং তারা বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল?'
৪৫	এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।
৪৬	বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামতের বিপদ ঘোরতর ও তিক্ততর।
৪৭	নিশ্চয়ই! অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।
৪৮	যেদিন তাদেরকে টেনে নরকের দিকে নেয়া হবে (সেদিন) বলা হবে, 'অগ্নির স্বাদ আস্বাদন কর।'
৪৯	সবকিছুই আমি নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি (সময় নির্দিষ্ট আছে)।

	[৪৯-৫১]
৫০	আমার নির্দেশনা কেবল একটিমাত্র নির্দেশনা, যা চোখের পলকের মত এক মূহুর্তে সম্পন্ন হয়। [কেয়ামত সংঘটন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৫১	নিশ্চয়ই! আমি তোমাদের মত সমমনাদের ধ্বংস করেছি; অতঃপর এমন কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে (শিক্ষা গ্রহণ করে)?
৫২	তাদের সকল কার্যকলাপই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে [৫২-৫৩]
৫৩	ছোট-বড় প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ/নথিবদ্ধ।
৫৪	সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা থাকবে উদ্যান ও নির্ঝরণীতে, [৫৪-৫৫]
৫৫	সর্বাধিপতির অনুগ্রহে/সান্নিধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে।

৫৫. সূরা আর-রহমান, আয়াত সংখ্যা-৭৮, মদীনায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াত থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Most Merciful’। বাংলায় যার অর্থ ‘দয়াময়’। সূরার নামটি সূরায় আলোচিত বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে।

সূরায় জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ের প্রতি দয়াময় আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যথাযথ নিয়মে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন। তাঁর সৃষ্ট সকল জীব তাঁরই মুখাপেক্ষী। অতএব নিয়মের সীমা অতিক্রম করতে বারণ করা হয়েছে যা নিয়ম বিরুদ্ধ।

সকলকেই একদিন তাঁর (আল্লাহর) কাছে তাদের নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি হতে হবে। যারা আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করবে তারা শাস্তির মুখোমুখী হবে। কিন্তু যারা পরকালে বিশ্বাসী এবং সে কারণে সঠিক পথ অবলম্বন করে চলেছে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। সূরায় শাস্তি ও পুরস্কারের বর্ণনা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	দয়াময় (আল্লাহ) [১-১৩]
২	শিক্ষা দিয়েছেন (অবহিত করছেন) কোরআন (চলার পথের দিক-নির্দেশনা),
৩	তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন,

৪	তিনি তাকে ভাব প্রকাশ (উচ্চারণ) করতে শিখিয়েছেন,
৫	সূর্য্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মানাধীন (নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে),
৬	তারকারাজি এবং বৃক্ষরাজি তারই উপাসনা/আরাধনা করে।
৭	আকাশকে তিনি সমুন্নত করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন সঠিক ভারসাম্য (সঠিক পরিমাপ),
৮	যেন তোমরা পরিমাপের সীমা লংঘন/অতিক্রম/ভারসাম্য বিনষ্ট না কর,
৯	বরং পরিমাপ/ভারসাম্যকে কঠোরভাবে পরিপালন/রক্ষা কর (সর্বক্ষেত্রে) এবং কোন রকম কমতি না কর (ভারসাম্য বিনষ্ট কর না)।
১০	পৃথিবীকে তিনি নির্ধারণ/বিন্যাস্ত করেছেন (তাঁর) সৃষ্ট জীবের জন্য,
১১	যেখানে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ,
১২	আরও আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল।
১৩	অতএব তোমরা উভয়ে (হে! জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
১৪	মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক পোড়া মাটি থেকে, [১৪–১৬]
১৫	এবং জ্বিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নি থেকে।
১৬	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
১৭	(তিনি) দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা, [১৭–২৫]
১৮	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
১৯	তিনি প্রবাহিত করেছেন দু'টি পানির ধারা (যারা) পরস্পর মিলিত হয়,
২০	তাদের উভয়ের মাঝে আছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না/করে না,
২১	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
২২	(অথচ) তাদের উভয়ের দ্বারাই উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল,
২৩	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
২৪	সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহ তারই নিয়ন্ত্রনাধীন,

২৫	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
২৬	ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (ধ্বংসশীল), [২৬-২৮]
২৭	কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময় মহানুভব স্রষ্টার সত্তা।
২৮	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
২৯	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই তাঁর নিকট যাচ্ঞাকারী। প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত। [২৯-৩২]
৩০	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৩১	শিঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব হে দুই (নির্ভরশীল) সম্প্রদায় (জ্বিন ও মানুষ)!
৩২	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৩৩	হে জ্বিন ও মানুষ! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করতে পার তবে অতিক্রম কর। তোমরা কখনই তা অতিক্রম করতে পারবে না আমার অনুমোদন ব্যাতিত। [৩৩-৩৬]
৩৪	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৩৫	তোমাদের প্রতি অগ্নিকুন্ড ও ধূম্রকুন্ড নিক্ষেপ করা হবে এবং তোমরা তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।
৩৬	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৩৭	যেদিন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হবে এবং রক্তবর্ণ চামড়ার রূপ ধারণ করবে- [৩৭-৪৫]
৩৮	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৩৯	সেদিন না জ্বিন, না মানুষ তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে,
৪০	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৪১	অপরাধীরা তাদের চিহ্ন/লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে এবং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মাথার সম্মুখভাগের ঝুঁটি ও পা ধরে,
৪২	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৪৩	এটিই সেই জাহান্নাম যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করত,
৪৪	তারা নরকের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটোছুটি করবে,
৪৫	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৪৬	যে তার পালনকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান, [৪৬–৬১]
৪৭	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৪৮	উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট,
৪৯	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৫০	উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবণ,
৫১	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৫২	যেখানে সকল প্রকার ফল থাকবে জোড়ায় জোড়ায়,
৫৩	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৫৪	সেখানে তারা রেশমের আস্তরবিশিষ্ট শয্যায় বিশ্রামরত থাকবে। উভয় উদ্যানের ফলই তাদের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে।
৫৫	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৫৬	সেখানে থাকবে আনতনয়না (রমণীগণ); কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি,
৫৭	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৫৮	(সৌন্দর্য্যে তারা) পদ্মরাগ ও প্রবাল সদৃশ্য।
৫৯	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৬০	সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যাতিত কি হতে পারে?
৬১	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৬২	এ দু'টি ছাড়া আরও দু'টি স্বর্গীয় উদ্যান আছে, [৬২-৭৮]
৬৩	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৬৪	ঘন সবুজ পল্লব বিশিষ্ট,
৬৫	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৬৬	সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ,
৬৭	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৬৮	সেখানে আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার,
৬৯	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৭০	সেখানে আছে সচ্চরিত্রা সুন্দরীগণ,
৭১	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৭২	সুরক্ষিত হুরগণ,
৭৩	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৭৪	কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি,
৭৫	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
৭৬	সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট গালিচায় বিশ্রামরত থাকবে।
৭৭	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে

	অস্বীকার করবে?
৭৮	পূণ্যময় তোমার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

৫৬. সূরা আল-ওয়াক্বিয়া, আয়াত সংখ্যা-৯৬, মক্কায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াত থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Inevitable Event'। বাংলায় যার অর্থ বলা যায় 'অবশ্যম্ভাবী ঘটনা'। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হচ্ছে 'কেয়ামত'। যা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে। যে বিষয়ে সূরায় বলা হয়েছে।

সেদিন মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক) আল্লাহর অতি নৈকট্য প্রাপ্যগণ, দুই) সাধারণ সৎ কর্মপরায়ন ও তিন) অবিশ্বাসী-অস্বীকারকারী যারা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। কি প্রকারে তারা পুরস্কৃত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

উদাহরণ তুলে ধরে আল্লাহর একত্ব বা একচ্ছত্র অধিকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র বিষয়টি যা কিনা মানুষের নিজেরও নিয়ন্ত্রনে নয়।

সূরায় 'কোরআন' তথা বিধি-বিধান বা সত্য সূত্রের ধারকসম্বলিত 'গ্রন্থ/পুস্তক/পত্র বা নির্দেশনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যা (দৃষ্টি কিংবা জ্ঞানের) অগোচরে রক্ষিত আছে।' আল্লাহর অনুমোদন ভিন্ন যে বিষয়ে জানা ও বোঝা সম্ভব নয়।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যখন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা (কেয়ামত) সংঘটিত হবে [১-৩]
২	এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটি ঘটবে,
৩	(সেদিন) কেউ হতাশাগ্রস্থ হবে, কেউ হবে উৎফুল্ল (এটি কাউকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে আনবে এবং কাউকে করবে সমুন্নত)।
৪	যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে প্রবল কম্পনে [৪-৭]
৫	পাহাড়সমুহ ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে,
৬	পরিণত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়,

৭	তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে:
৮	ডানদিকের দল; কত সৌভাগ্যবান তারা! [৮–১০]
৯	বামদিকের দল; কত হতভাগ্য তারা,
১০	এবং অগ্রবর্তীগণই অগ্রবর্তী;
১১	এরাই তারা যাদেরকে নৈকট্যে আনা হবে- [৮–১৪]
১২	নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।
১৩	তাদের বেশীরভাগ পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে
১৪	এবং স্বল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে।
১৫	(সেখানে তারা) রত্নখচিত আসনে [১৫–২৬]
১৬	পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামরত থাকবে-
১৭	তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকৈশোর প্রাপ্তরা,
১৮	পানপাত্র কুঁজা ও থাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে,
১৯	যা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং হবে না বিকারগ্রস্ত
২০	এবং পছন্দমত ফল-মূল
২১	ও রুচিসম্মত পাখির মাংস নিয়ে।
২২	সেখানে থাকবে আয়তলোচনা সুন্দরী হুরগণ
২৩	আবরণে রক্ষিত মোতি সদৃশ্য,
২৪	তাদের কর্মের ফলস্বরূপ;
২৫	সেখানে তারা অবান্তর ও কোন মন্দ কথা শুনবে না,
২৬	কেবল ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ (শান্তিপূর্ণ অভিবাদন)।
২৭	যারা ডান দিকে থাকবে তারা(ও) কত ভাগ্যবান! [২৭–৩৪]
২৮	তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বৃক্ষ
২৯	এবং সারি সারি ফুল ও ফলের-
৩০	বিস্তৃত ছাঁয়ার মাঝে,
৩১	সেখানে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণা
৩২	এবং ফল-ফলাদির প্রাচূর্য্য,
৩৩	যা থাকবে হাতের নাগালে (নিঃশেষ হবে না) এবং যা নিষিদ্ধও নয়,
৩৪	আরও থাকবে সমুন্নত শয্যার ব্যাবস্থা।

৩৫	আমি স্বর্গীয় রমণীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, [৩৫-৪০]
৩৬	অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী,
৩৭	প্রীতি ও বন্ধুভাবাপন্ন (সমভাবাপন্ন/সমবয়স্ক),
৩৮	যারা ডান দিকে অবস্থান করবে তাদের জন্য।
৩৯	তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে
৪০	এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।
৪১	(আহ্!) বামপার্শ্বস্থ দল! কতই না হতভাগ্য তারা, [৪১-৪৪]
৪২	তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে ও উত্তপ্ত পানিতে
৪৩	এবং ধুম্রকুঞ্জের ছাঁয়ায়,
৪৪	যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।
৪৫	ইতিপূর্বে (পার্থিব জীবনে) তারা ভোগ বিলাসে মগ্ন ছিল, [৪৫-৪৮]
৪৬	তারা লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কর্মে,
৪৭	তারা বলত, 'যখন আমরা মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব
৪৮	এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও?'
৪৯	বল (হে মোহাম্মদ): পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ, [৪৯-৫০]
৫০	সকলকেই একত্র করা হবে নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে;
৫১	অতঃপর হে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীগণ, [৫১-৫৬]
৫২	তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে [দ্রষ্টব্য যাক্কুম- ৩৭:৬২, ৪৪:৪৩]
৫৩	এবং তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে,
৫৪	পান করবে উত্তপ্ত পানি
৫৫	পিপাসার্ত উটের মত,
৫৬	বিচার দিবসে এমনই হবে তাদের আপ্যায়ন।
৫৭	আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। তবে কি তোমরা সত্যকে স্বীকার/বিশ্বাস করবে না? [৫৭-৬২]
৫৮	তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে?
৫৯	তোমরা সেটি সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?
৬০	আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই-

৬১	এ বিষয়ে যে, আমি তোমাদের আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন করে দিতে পারি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিতে পারি যা তোমরা জান না।
৬২	তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তবে কেন তোমরা তা উপলব্ধি কর না? [মানুষ তার নিজের বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অবগত। অর্থাৎ কিভাবে সে অদৃশ্যপ্রায় বীর্য থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ মানবে রুপান্তরীত/পরিণত হয়েছে। যিনি তা করতে পারেন, তিনি কি পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন না? মানুষ কি সে বিষয়ে ভাববে না এবং উপলব্ধি করবে না?]
৬৩	তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? [৬৩–৬৭]
৬৪	তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্নকারী?
৬৫	আমি ইচ্ছে করলে তাকে খড়কুটো করে দিতে পারি; অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট/হতবুদ্ধি,
৬৬	(তখন বলবে) ‘আমরা তো ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি;
৬৭	না, বরং (বলবে) আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’ [অর্থাৎ এমতাবস্থায় উৎপাদনের পেছনে যা কিছু ব্যায় করা হয়েছে কোনরুপ লাভ ছাড়াই সব শেষ/ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ চাইলে তা করতে পারেন।]
৬৮	তোমরা যে পানি পান কর সে বিষয়ে লক্ষ্য করেছ বা ভেবে দেখেছ কি? [৬৮–৭০]
৬৯	এটি কি তোমরা যারা মেঘ থেকে তা বর্ষন কর, না আমি বর্ষন করি?
৭০	আমি যদি চাই তবে অবশ্যই আমি এটিকে তিক্ত/লবণাক্ত করে দিতে পারি। তথাপি কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?
৭১	তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলন কর সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? [৭১–৭৪]
৭২	তোমরা এর বৃক্ষ সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?
৭৩	আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা/নিদর্শন এবং মরুবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।
৭৪	অতএব (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা প্রকাশ কর, যিনি সুমহান!
৭৫	আমি বিবিধ তারকারাজির অবস্থানের শপথ নিয়ে বলছি, [৭৫–৮২]
৭৬	অবশ্যই এটি একটি মহা শপথ যদি তোমরা জানতে–
৭৭	(তা এই যে) এটি নিশ্চিতভাবে এক মহান কোরআন,
৭৮	যা অগোচরে কোন পুস্তকে (কিতাব মাকনুন) সংরক্ষিত আছে,

৭৯	যা পূত-পবিত্রগণ (জ্ঞানী/নির্দেশ পালনকারীগন) ছাড়া স্পর্শ করে না,
৮০	যা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।
৮১	তবুও কি তোমরা এর বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে
৮২	এবং এর প্রতি মিথ্যে আরোপকেই তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে?
৮৩	(সত্যি যদি আল্লাহকে ছাড়াই তোমরা ক্ষমতাশালী হও) তবে কেন যখন কারও প্রাণ কন্ঠাগত হয় (মৃত্যু পথযাত্রী) [৮৩-৮৭]
৮৪	এবং তোমরা তাকিয়ে থাক-
৮৫	তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি কিন্তু তোমরা দেখ না,
৮৬	যদি তোমরা (আমার) কর্তৃত্বাধীন না হও (যা তোমরা দাবী কর), তবে কেন তোমরা
৮৭	সে আত্মাকে ফিরিয়ে নাও না (বল) যদি তোমরা সত্যবাদী হও?
৮৮	যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়- [৮৮-৯৬]
৮৯	তবে তার জন্য আছে সত্যিকারের জীবন; উত্তম জীবনোপকরণ এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান।
৯০	আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়-
৯১	তবে তাকে বলা হবে, তোমার জন্য ডান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সম্ভাষন।
৯২	যদি সে সত্য অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্টদের একজন হয়-
৯৩	তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি
৯৪	এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে।
৯৫	এটি নিশ্চিত সত্য।
৯৬	অতঃপর (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা প্রকাশ কর- যিনি সুমহান!

৫৭. সূরা আল-হাদীদ, আয়াত সংখ্যা-২৯, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Iron'। বাংলায় যার অর্থ 'লৌহ'। সূরায় শব্দটি ব্যাবহৃত হওয়ায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। নামটি আয়াত নং ২৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের সংকটাপন্ন সময়ে যখন আরব পৌত্তলিকদের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াই চলছিল তেমন সময় ও প্রেক্ষাপটে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরায় আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কেননা অর্থ সহায়তার বিষয়টি তখন ছিল খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।	
আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে! তিনি পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়। [১-৬]
২	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই সার্বভৌমত্ব; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।
৩	তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনি বহির্মূখী, তিনিই অন্তর্মূখী এবং তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
৪	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে; অতঃপর তিনি আসনে সমাসীন হন। তিনি সব জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়; এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
৫	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই সার্বভৌমত্ব এবং সবকিছুই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।
৬	তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে এবং তিনি সবজান্তা, এমনকি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।
৭	আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকার করেছেন (ট্রাষ্টি, সম্পদের তত্বাবধায়ক) তা থেকে ব্যায় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সঠিক পথে ব্যায় করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।
৮	তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর না, যখন বার্তাবাহক তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহবান করছে? তিনি তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, [৮-৯] [বিশ্বাসী হতে হলে একজনকে আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করার শপথ নিয়েই তা হতে হয় সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।]
৯	তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেছেন, যেন তিনি

	তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।
১০	কি হয়েছে তোমাদের যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যায় কর না, যখন আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অধিকার সংরক্ষণ করেন? তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যায় করেছে ও জেহাদ করেছে তারা অপরাপরদের সমপর্যায়ের নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে বড় যারা পরে ব্যায় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [১০-১৫]
১১	কে সেই ব্যাক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে এবং তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। [আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান- যা ব্যায় করা হয় ভাল নিয়তে ও কাজে; কোন বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নয় কিংবা সুনাম অর্জনের ইচ্ছেতেও নয় বা কারও আনুকূল্য প্রাপ্তির জন্যও নয়; কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় তাঁর রাস্তায়/মানব জাতির কল্যাণে।]
১২	সেদিন তুমি দেখবে (হে মোহাম্মদ) বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে; তাদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে এবং (শুনতে পাবে যে বলা হচ্ছে): আজ তোমাদের জন্য সু-সংবাদ উদ্যানের, যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত; সেখানে তোমরা হবে চিরজীবি। এটিই মহাসাফল্য।
১৩	সেদিন কপট পুরুষ ও কপট নারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলবে, 'আমাদের দিকে ফিরে দেখ যেন আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে কিছু আলো নিতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং তোমাদের আলোর খোঁজ কর।' অতঃপর তাদেরকে পৃথক করবে এক প্রাচীর, যেখানে থাকবে তোরণ; যার অভ্যন্তর ভাগে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।
১৪	তারা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তারা (বিশ্বাসীরা) বলবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে। এ সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।'

১৫	অতএব আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং অবিশ্বাসীদের থেকেও নয়। তোমাদের স্থান নরক। সেটিই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।
১৬	বিশ্বাসীদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে পূর্বে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। [১৬-১৭]
১৭	জেনে রেখ, আল্লাহ ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিস্কারভাবে তোমাদের জন্য বাণীসমুহ ব্যাক্ত করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।
১৮	যারা দান করে নর কিংবা নারী উভয়েই এবং (যারা) আল্লাহকে উত্তমরূপে প্রদান করে তাদের সে দান দ্বিগুণ করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। [১৮-১৯]
১৯	যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দিক (সত্য পথের অনুরাগি) ও শহীদ (যারা সাক্ষ্য দেয়) বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি; পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে ও আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহকে অস্বীকার করে, তারাই নরকের অগ্নির অংশীদার।
২০	জেনে রেখ, পার্থিব জীবন কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, অনর্থক আলোচনা, সাজ-সজ্জা এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচূর্য্য নিয়ে শত্রুতা ভিন্ন আর কিছু নয়; ঠিক যেমন- বৃষ্টির পর সবুজ ফসল কৃষককে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে দেখতে পাও পীতবর্ণ এরপর তা হয়ে যায় খড়কুটা। অপরদিকে পরকালে আছে কঠিন শাস্তি, আবার আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন এক মরিচীকা বৈ আর কিছু নয়। [২০-২১]
২১	তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং এমন এক উদ্যান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরস্পর ছুটে চল যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এমনই আল্লাহর কৃপা যা তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন।

	আল্লাহ অসীম কৃপার অধিকারী।
২২	পৃথিবীতে এবং এমন কি ব্যাক্তিগতভাবে তোমাদের নিজেদের ওপরও এমন কোন বিপদ আসে না, যা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা না হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই! এটিই আল্লাহর পক্ষে সহজ। [২২-২৩] [যে সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়টি ছিল মুসলিমদের জন্য খুবই সংকটাপন্ন। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়, অর্থনৈতিক বয়কট, নিন্দা-নির্যাতন ইত্যাদি। এ বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে।]
২৩	এটি এজন্য বলা হয়, যেন তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখ না পাও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য (অতি) উল্লসিতও না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।
২৪	যে (অর্থ, ধন-সম্পদ) জমা করে বা ব্যায় করতে কার্পণ্য করে এবং মানুষকে লোভ ও কার্পণ্য করার প্রতি উৎসাহ দেয় এবং যে (আল্লাহর পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জানে যে) তথাপি আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।
২৫	আমি আমার বার্তাবাহকগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি আসমানি গ্রন্থ ও ন্যায়নীতির ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা, যেন মানুষ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি অবতীর্ণ করেছি লৌহ যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ ব্যাবহার। এটি এজন্য যে, আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে ও তাঁর বার্তাবাহককে সহায়তা করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। [২৫-২৭] [আল্লাহ বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাদের সঙ্গে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন ন্যায়ের বিধানস্বরূপ যেন মানুষ ন্যায়ের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং লৌহ অবতীর্ণ করেছেন যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি যেন তা অন্যায়কে বিলুপ্ত ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে ধর্মরূপে সত্য প্রতিষ্ঠায় কারা জাগরিত হয় এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীতে লৌহযুগ (iron-age) শুরু হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ১২০০-১০০০ এর মধ্যে। যেটি ডেভিড বা দাউদ (আঃ) এর সময়কালকে নির্দেশ করে। ডেভিড যুদ্ধে লৌহকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাবহার করেছিল। দ্রষ্টব্য ২১:৮০, ৩৪:১০-১১]
২৬	আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও আসমানি গ্রন্থ প্রদান অব্যাহত রেখেছিলাম।

	তাদের মধ্যে কিছু সঠিক পথ অবলম্বন করেছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল মন্দ পথ অবলম্বনকারী।
২৭	অতঃপর তাদের পশ্চাতে আমি প্রেরণ করেছি আমার বার্তাবাহকদের এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল এবং আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। কিন্তু বৈরাগ্য/সন্ন্যানবাদ সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটি তাদের জন্য নির্দেশ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি অবলম্বন করেছে। তথাপি তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মন্দ পথ অবলম্বনকারী।
২৮	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য এমন আলোর পথের দিশা দেবেন যার সাহায্যে তোমরা (পথ) চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। [২৮-২৯]
২৯	(এটি এজন্য) যেন গ্রন্থধারীরা (ইহুদি/খ্রীষ্টানরা) জানতে পারে যে আল্লাহর কৃপার সামান্যতমও তারা নিয়ন্ত্রণ করে না; সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে এবং তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম।

৫৮. সূরা আল-মুজাদিলা, আয়াত সংখ্যা-২২, মদীনায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াত থেকে নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Pleading’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘আর্জি করা’।

সূরায় সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে কিছু সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন ‘জিহার’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও হঠকার যারা গোপনে মহানবীর বিপক্ষে শলা-পরামর্শ করত তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য আচরণগত কিছু বিষয়ে দিক-নির্দেশনাও রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)

১	যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করেছে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের কথা শোনেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন। [১–৪]
২	তোমাদের মধ্যে যারা জিহারের মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় (তারা যেন জানে যে), তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথা বলে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। [জিহার হচ্ছে স্ত্রীকে মাতা, ভগ্নি বা কন্যারূপে ঘোষণা করা। যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবে এমন সামাজিক রীতির প্রচলন ছিল। এটি তালাকের মত হলেও তার চেয়েও অধিক। জিহারের মাধ্যমে স্ত্রীকে মায়ের মত গণ্য করে নিজের জন্য তাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফলে আরবরা মনে করত তালাকের পরে পুনরায় মিলন সম্ভব হলেও জিহারের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়। আয়াত ১-৪, জিহার সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
৩	যারা জিহার করে অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশনা এই যে, তারা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন দাসকে মুক্ত করে দেবে (কাফফারা/ক্ষতিপূরণস্বরূপ)। এ বিষয়ে তোমাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।
৪	যার সে সামর্থ্য নেই সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম সে ষাট জন অভাবগ্রস্তকে আহার করাবে। এটি এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
৫	যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা নিগৃহীত/অপমানিত হবে; যেমন নিগৃহীত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করেছি। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। [৫–৭] [পূর্ববর্তীরা- অর্থাৎ পূর্বে যারা বার্তাবাহকগণের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে নিগৃহীত হয়েছিল।]
৬	সেদিন (পুনরুত্থান দিবসে) আল্লাহ সকলকে সমবেত করবেন এবং অবহিত করবেন তারা যা করত। আল্লাহ সবকিছুর হিসেব রেখেছেন

	অথচ তারা ভুলে গেছে। আল্লাহ সব বিষয়েই সাক্ষী।
৭	তুমি কি দেখনি, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সবই জানেন। তিন ব্যাক্তির মধ্যে এমন কোন পরামর্শ হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ না থাকেন, না পাঁচ জনে তিনি ষষ্ঠ নন কিংবা এর চেয়ে কম বা বেশী হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে আছেন; পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
৮	তুমি কি দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং এখন তারা শলা-পরামর্শ করে অপরাধ সংঘটন, ভূল কাজ করা এবং বার্তাবাহকের অবাধ্যতার বিষয়ে। তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন এমন ভাষায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে যেভাবে আল্লাহও তোমাকে সম্বর্ধনা করেননি এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যা বলি তজ্জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন?' নরকই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা সেখানে উত্তাপ গ্রহণ করবে- পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি। [৮-১০] [হঠকারদের মধ্যে যারা মহানবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে। বস্তুত সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের তারা কোন ক্ষতি করতে পারে না। মুসলিমদেরকে এ বিষয়ে মনযোগ না দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সঠিক কাজ করে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।]
৯	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা পরস্পর গোপন পরামর্শ কর তখন অপরাধ সংঘটন, ভূল কাজ করা ও বর্তাবাহকের অবাধ্যতার বিষয়ে পরামর্শ কর না; বরং পরস্পর পরামর্শ কর সঠিক পথ অবলম্বনের ও সদয়তার বিষয়ে। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যার কাছে তোমরা সমবেত হবে।
১০	নিশ্চয়ই! ষড়যন্ত্র করা শয়তানের কাজ; এর দ্বারা সে বিশ্বাসীদের ক্ষিপ্ত/উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহর ওপর বিশ্বাসীদের ভরসা রাখতে দাও।
১১	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য পথ প্রশস্ত করে দেবেন' এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তখন উঠে যেও;

	তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যারা জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। [১১-১৩] [সামাজিক ও আচার-আচরণগত কিছু বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।]
১২	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বার্তাবাহকের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সামান্য কিছু দান করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [মহানবীর সঙ্গে সকলেই তাদের সমস্যা নিয়ে একান্তে আলোচনা করার চেষ্টা করত। কখনও কখনও যথাযথ কারণ ছাড়াই এমনটি ঘটতে লাগল। মহানবী কাউকেই ফিরিয়ে দিতেন না। বিষয়টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এটি মহানবীকে তার নানাবিধ ব্যাস্ততার মাঝে নতুন সমস্যায় ফেলল। এর ফলে নানান গুজব ছড়ানর সুযোগও সৃষ্টি হল। কেউ কেউ নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বড় প্রমাণ করার জন্যও এমনটি করতে লাগল। এসব কারণে আল্লাহ বিষয়টি নিয়ন্ত্রনের জন্য এ নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং মহানবীকে স্বস্তি প্রদানের উপায় করে দেন।]
১৩	তোমরা কি একান্তে কথা বলার পূর্বে দান করাকে কষ্টকর মনে কর? যদি তোমরা তা না কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং আল্লাহ ও বার্তাবাহককে মান্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।
১৪	তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা বন্ধুত্ব করে তাদের সঙ্গে যাদের ওপর আল্লাহ ক্ষুব্ধ? তারা না তোমাদের না তাদের দলভূক্ত। তারা জেনে-শুনে মিথ্যে শপথ করে। [১৪-২২] [অর্থাৎ মিথ্যেভাবে বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করে অথচ বিশ্বাস করে না। মুসলিম নামধারীদের মধ্যেও এমনিভাবে বিভিন্ন রকমভেদ আছে। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত সে বিষয়ে বলা হয়েছে।]
১৫	আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয়ই! তারা যা করে খুবই মন্দ।
১৬	তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যাবহার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।
১৭	তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর বিপক্ষে তাদেরকে মোটেই রক্ষা করতে পারবে না। এরাই নরকের প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানে

	বসবাস করবে।
১৮	যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে যেভাবে এখন তোমাদের সামনে শপথ করে এবং তারা তাদের কর্মের স্বপক্ষে কিছু যুক্তিরও অবতারণা করবে। এটি কি তারা নয় যারা মিথ্যে বলে?
১৯	শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে এবং আল্লাহর স্মরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। এটি কি শয়তানের দল নয় যারা ক্ষতিগ্রস্ত?
২০	নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা হবে নিম্নতম স্তরের অন্তর্ভূক্ত।
২১	আল্লাহ নির্দেশনা জারি করেছেন যে: অবশ্যই আমি বিজয়ী হব, আমি এবং আমার বার্তাবাহকগণ। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।
২২	যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে তুমি পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে ভালবাসতে; যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ বিশ্বাসকে লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর এক অদৃশ্য প্রেরণা দ্বারা। তিনি তাদেরকে উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত। সেখানে তারা বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। নিশ্চয়ই! এটি কি আল্লাহর দল নয় যারা সফলকাম হবে?

৫৯. সূরা আল-হাশর, আয়াত সংখ্যা-২৪, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Gathering’। বাংলায় যার অর্থ ‘সমবেতকরণ’। সূরায় হাশর শব্দটি থাকায় সেখান থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

বদর যুদ্ধের পরে যেমন সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়, বনী নাদিরের সাথে সংঘটিত সংঘর্ষের পরে তেমনি সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়।

সূরায় যুদ্ধ বিষয়ক নীতি নির্ধারনী কিছু আলোচনা রয়েছে। যুদ্ধলব্ধ ভূমি ও সম্পদের বন্টন বা ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে হঠকারদের ভূমিকা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বিশ্বাসীদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

হেজাজ ও মদীনায় ইহুদিদের আগমনের সঠিক ইতিহাস জানা নেই। মূসা (আঃ) এর সময়ের শেষ দিকে তাদের একটি দল যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলে আসে বলে তারা দাবী করে। ব্যবিলনের রাজা নেবুচাডনেজার এক সময় জেরুজালেম ধ্বংস করে। সে সময়েও তাদের কিছু সম্প্রদায় এখানে আসে বলে দাবী করা হয়, যার ঐতিহাসিক কোন তথ্য উপাত্ত নেই বলে জানা যায়। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রোমানরা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করে। সে সময় কিছু ইহুদি সম্প্রদায় ফিলিস্তিনের দক্ষিনে হেজাজে আশ্রয় নেয়। বনী কুরাইজা, বনী আন নাদির, বনী কাইনুকা এ সময় মদীনায় আগমন করে।

৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'সাবা' বা ইয়েমেনে এক ভয়াবহ বন্যা হয়। সাবায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের বাসভূমি ছাড়তে বাধ্য হয় এবং তারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় বনী ঘাসান সিরিয়াতে চলে যায়। কেউ ইরাক, কেউ জেদ্দা, কেউ মক্কায় যায়। আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায় মদীনায় আগমন করে।

মদীনা ইহুদিদের করায়ত্তে ছিল। তারা আউস এবং খাজরাজ সম্প্রদায়কে মদীনায় অবস্থান নিতে দেয়নি। ফলে সিরিয়ায় বসবাসরত তাদের ভাই ঘাসানিদের সহায়তা নিয়ে মদীনায় ইহুদিদের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে তারা খর্ব করে। এভাবে সাবা থেকে আগত আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায় মদীনায় ঘাঁটি গাড়ে এবং ইহুদি বনী নাদির ও কুরাইজাকে শহরের বাইরে চলে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু ইহুদি গোষ্ঠী বনী কাইনুকা খাজরাজের সহায়তায় তাদের সঙ্গে থেকে যায়। কেননা অপর দুই সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। এরই বিপক্ষে বনী নাদির ও বনী কুরাইজা আউস সম্প্রদায়ের ছত্র-ছাঁয়ায় শান্তিতে বসবাসের পথ করে নেয়।

মহানবী (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে ইহুদিদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বহিঃশত্রুর আক্রমন একসঙ্গে মোকাবেলা করবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইহুদিরা বিরোধীতা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

ইহুদিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগামী ছিল। সূদের কারবার তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। সূদের ব্যবসাকে নিরাপদ করতে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্টীসমুহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখত। ইসলামের বিধানে সূদ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে হুমকির মুখোমুখী দেখতে পায়। তারা বিরোধীতায় লিপ্ত হয়।

বনী কাইনুকা মদীনায় বসবাসরত ছিল। তারা সর্বপ্রথম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। ফলশ্রুতিতে তাদেরকে সকল সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনা থেকে নির্বাসিত হতে হয়। পরবর্তীতে বনী আন-নাদিরও মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়া ও খাইবারে চলে যায়।

সূরায় বনী নাদিরের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধ পরবর্তী একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধের পরে এটি সংঘটিত হয়। ইহুদি এই জনগোষ্ঠীটি মুসলিমদের সমপর্যায়ের ছিল। সমরাস্ত্রে উন্নত পর্যায়ের ছিল। তারা সম্পদশালীও ছিল। কিন্তু তারা ইসলামের প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ছিল।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।
২	তিনিই গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে (ইহুদি) যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাস-ভূমি থেকে বহিস্কার করেছেন। তোমরা কল্পনাও করতে পারনি যে তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে তাদের দূর্গগুলি তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমনদিক থেকে এল যা ছিল তাদের ধারণাতীত। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের ঘর-বাড়ী নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতেও ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যাক্তিগণ তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। [২-৬] [বনী আন-নাদিরের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৩	আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে ইহকালেই শাস্তি দিতেন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি।
৪	এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে (সে যেন জানে যে) শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।
৫	তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করেছ এবং কতক না কেটে রেখে দিয়েছ (যুদ্ধের কৌশল হিসেবে), তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যেন তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

৬	আল্লাহ তাদের নিকট থেকে লব্ধ যে ধন-সম্পদ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি; কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছে তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য/কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।
৭	জনপদবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহককে যুদ্ধলব্ধ যে সম্পদ দান করেছেন তা আল্লাহর, তাঁর বার্তাবাহকের, তার (রাসূলের) আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মূসাফিরদের জন্য; যেন ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঁঞ্জীভূত না হয়। বার্তাবাহক তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যান্ত কঠোর। [৭-১০]
৮	(উপরন্তু) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী (মুহাজির) নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষনে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই অনুগত।
৯	(এবং তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে (আনসার/সহায়তাকারী) তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্য অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না। নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। যারা অন্তরের লোভ থেকে মুক্ত তারাই সফল।
১০	(এবং এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীদের বিষয়ে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।'
১১	তুমি কি হঠকারদেরকে দেখনি? তারা তাদের গ্রন্থপ্রাপ্ত অবিশ্বাসী ভাইদেরকে বলে, 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগ করব এবং তোমাদের বিষয়ে আমরা কখনও অন্য কারও কথা শুনব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে

	আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই! ওরা সত্য বলছে না। [১১-১৭] [মদীনা থেকে বনী নাদিরের নির্বাসন প্রাক্কালে মদীনার কিছু হঠকার ইহুদি সম্প্রদায় তাদেরকে সহায়তার আশ্বাস দেয় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১২	যদি তারা বহিস্কৃত হয় তবে হঠকাররা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না; আর যদি তারা আক্রান্ত হয় তবে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি তারা তাদেরকে সাহায্যও করে তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর অবিশ্বাসীরা কোন সাহায্য পাবে না।
১৩	নিশ্চয়ই! তাদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদের (প্রতিই) ভীতি অধিক। এটি এ কারণে যে, তারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।
১৪	তারা (হঠকাররা) সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিপক্ষে (সম্মুখে অবতীর্ণ হয়ে) যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে থেকে অথবা দূর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। (জেনে রেখ) তাদের পারস্পরিক বৈরীতাই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটি এ কারণে যে তারা এমন এক দলভূক্ত যারা জ্ঞানহীন।
১৫	তারা সেইসব লোকদের মত যারা নিকট অতীতে তাদের নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। [নিকট অতীতে অবিশ্বাসী কুরাইশ যারা বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ও ইহুদি জনগোষ্ঠী যারা ইতিপূর্বে মুসলিমদের হাতে পরাজিত হয়েছে তাদেরকে বোঝান হয়েছে।]
১৬	তারা শয়তানের মতো। যে মানুষকে অবিশ্বাস করতে বলে, অতঃপর যখন সে অবিশ্বাসী হয় তখন শয়তান বলে, 'নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।' [১১ নং আয়াতে যারা বনী নাদিরকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিল তাদের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটি বলা হয়েছে।]
১৭	অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে তারা নরকে যাবে এবং চিরকাল তথায় বাস করবে। এটিই অন্যায়কারীদের শাস্তি।
১৮	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। প্রত্যেক ব্যাক্তির ভেবে দেখা উচিত আগামীর জন্য সে কি প্রেরণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবগত। [১৮-২০]

১৯	এবং তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারা মন্দ পথ অবলম্বনকারী।
২০	নরকের অধিবাসী এবং উদ্যানের অধিবাসীগণ সমান নয়। যারা উদ্যানের অধিবাসী তারাই সফল।
২১	যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম (হে মোহাম্মদ) তবে তুমি দেখতে যে- পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এমন উপমা আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করি যেন মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে। [যেখানে কোরআনের বার্তায় পর্বত টলে যাওয়ার মত বিষয় সেখানে মানুষকে তার করণীয় বিষয় ভেবে দেখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।]
২২	তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। [২২-২৪]
২৩	তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই বিশ্বাসের রক্ষাকর্তা, তিনিই নিরাপত্তার বিধায়ক, তিনিই মহিমান্বিত, তিনিই প্রতাপান্বিত, তিনিই পরাক্রান্ত/মহান। যারা তাঁর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র/মহান!
২৪	তিনিই আল্লাহ! স্রষ্টা, শূন্য থেকে রূপদাতা, রূপদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬০. সূরা আল-মুমতাহীনা, আয়াত সংখ্যা-১৩, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Examined One’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘প্রশ্নের মুখোমুখী একজন’।

বিশ্বাসীদের একজন তার নিজ পরিবারকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি গোপন সংবাদ শত্রুপক্ষের কাছে বলে দেয়ার চেষ্টা করেছিল, যা বহু রক্তপাতের কারণ হতে পারত। ফলে মুসলিম ইতিহাসে শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তা সম্ভব হত না। কিন্তু সময়োপযোগি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে সেটি সম্ভব হয়নি।

সূরায় মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন পরিস্থিতিতেই যেন কোন বিশ্বাসী তেমন কোন অবিশ্বাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা

কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে যে ইসলামের বিপক্ষে সক্রিয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এ দ্বন্দ্বে বিশ্বাসীদের তেমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, যা বিশ্বাসীদের বিপক্ষে অবিশ্বাসীদের জন্য সহায়ক হতে পারে। তবে যারা সত্যিকার অর্থেই বিরোধীতায় সক্রিয় নয় তেমন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সদয় ও ন্যায়সঙ্গত ব্যাবহারে সমস্যা নেই।

বলা হচ্ছে- ধর্মের কারণে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়সম্মত আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চিয়ই! আল্লাহ ন্যায়সম্মত আচরণকারীদের ভালবাসেন।

তৎকালীন সময়ে মক্কায় এমন অনেক মুসলিম নারী ছিল যাদের স্বামী ছিল পৌত্তলিক। যে কোন উপায়ে তারা মদীনায় হিজরত করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার অনেক মুসলিম পুরুষ ছিল যাদের পৌত্তলিক স্ত্রী মক্কায় থেকে যায়। এমতাবস্থায় তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কি হবে সে প্রশ্ন এসে যায়। সূরায় বলা হয়েছে মুসলিমদের জন্য পৌত্তলিক এবং পৌত্তলিকদের জন্য মুসলিম স্বামী কিংবা স্ত্রী বৈধ নয়।

এ ছাড়াও যে সব নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, তারা বড় রকমের কোন মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা তৎকালীন সময়ে আরব সমাজে নারীদের মাঝে ইসলাম আগমনের পূর্বে বিদ্যমান ছিল।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে যখন যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে এবং তারা তা অস্বীকার করেছে এবং বার্তাবাহক ও তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে পরিশ্রম করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন কর না। তবে কি তোমরা তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করছ যখন আমি জানি তোমরা যা গোপন

	কর এবং যা প্রকাশ কর? তোমাদের মধ্যে যে তেমনটি করেছে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। [১-৩]
২	যদি তারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারে, তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি তাদের হাত ও জিহ্বা প্রসারিত করবে মন্দ উদ্দেশ্যে এবং তোমাদেরকেও অবিশ্বাসী করতে চাইবে।
৩	তোমাদের আত্মিয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততির বন্ধন পুনরুত্থান দিবসে কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
৪	তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অনুসরণ করি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।’ কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তার পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যাতিক্রম ছিল। সে বলেছিল, ‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই।’ (ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণ বলেছিল) ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। [৪-৬] [দ্রষ্টব্য ৯:১১৪, ১৯:৪৭, ২৬:৮৬]
৫	হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের শিকারে পরিণত কর না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই! তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’
৬	তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে যেন জানে যে) আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।
৭	এটি হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যারা তোমাদের শত্রু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিতে পারেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [বিশ্বাসে অটল থাকতে গিয়ে বিশ্বাসীদের

	অনেককে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এটি ছিল অত্যান্ত কষ্টকর একটি বিষয়। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের শান্তনা প্রদান করেছেন। যখন এ বাণী অবতীর্ণ হয় তখন কারই বোধগম্য হয়নি যে, কি উপায়ে এটি সম্ভব হতে পারে! কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন সকলেই দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে এল- এ বাণী কিছুদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হল।]
৮	ধর্মের কারণে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়সম্মত আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চিয়ই! আল্লাহ ন্যায়সম্মত আচরণকারীদের ভালবাসেন। [৮-৯]
৯	আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা সকলেই ভূল পথ অবলম্বনকারী।
১০	হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের কাছে বিশ্বাসী নারীরা হিজরত করে আগমন করে তখন ‘তাদেরকে পরীক্ষা কর’। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে তারা সত্যিকার বিশ্বাসী তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা এদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা এদের জন্য যা ব্যায় করেছে তা তাদেরকে (ফেরত) দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না এবং তোমরা তাদের জন্য যা ব্যায় করেছ তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নেবে যা তারা ব্যায় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [১০-১১] [‘তাদেরকে পরীক্ষা কর’- ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি গর্ভধারণ সম্পর্কিত বিষয়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়টিও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বা সন্দেহভাজন গর্ভধারিণীর বক্তব্যই অধিক প্রাধান্য পেতে পারে।]
১১	তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি অবিশ্বাসীদের কাছে থেকে যায় এবং যদি তোমাদেরও সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রী চলে গেছে তাদেরকে তাদের ব্যায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয়

	কর যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।
১২	হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ নিয়ে বলে যে- তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কোন মিথ্যে অপবাদ রটনা করবে না এবং ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যান্ত দয়ালু।
১৩	হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ যাদের প্রতি রুষ্ট তাদের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন নিরাশ হয়েছিল কবরস্থ অবিশ্বাসীরা।

৬১. সূরা আস-সাফ্, আয়াত সংখ্যা-১৪, মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ৪ এ উল্লেখিত 'সাফ' শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Ranks'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ'।

সূরায় আল্লাহর পথ অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম/প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বিশ্বাসীদেরকে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। ইসরাইলের সন্তানেরা তাদের বার্তাবাহকগণের প্রতি যেমন মন্দ আচরণ করেছে তেমন আচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। যার ফলাফল শুভ নয়। আল্লাহর পথ প্রতিষ্ঠায় বার্তাবাহকের সহায়তাকারী হতে আহবান করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান।
২	হে বিশ্বাসীগণ! কেন তা বল যা তোমরা কর না? [২-৪]
৩	এটি আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয় যে, তোমরা যা বল (অতঃপর) তা তোমরা কর না। [সত্যিকার বিশ্বাসীর কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। সে অর্থে বলা হয়েছে। বিশ্বাসীদের অনেকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ইচ্ছে প্রকাশ করত, কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের মাঝে দুর্বলতা/অনীহা প্রকাশ পেত। এ আয়াতে সে বিষয়টির প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে।]

৪	আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সদৃঢ় কাঠামো।
৫	(স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও, যখন তোমরা জান যে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক?' অতঃপর তারা যখন বিপথগামী হল তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বিপথগামী করে দিলেন। আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [৫-৭] [মূসা (আঃ)-কে আল্লাহর বার্তাবাহকরূপে মেনে নেয়া সত্ত্বেও ইসরাইলের সন্তানেরা তার আলোচনা-সমালোচনা এমনকি তাকে নিয়ে বিদ্রূপও করেছে।]
৬	এবং যখন ঈসা, মরিয়ম-তনয় বলল, 'হে ইসরাইলের সন্তানগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক; আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন বার্তাবাহকের সু-সংবাদদাতা যে আমার পরে আগমন করবে। তার নাম 'আহমদ' (প্রসংশিত একজন)।' তথাপি যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছে তখন তারা বলছে, 'এ তো এক প্রতারণা।' [সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও ইসরাইলের সন্তানেরা ঈসা (আঃ)-কে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই অস্বীকার করেছে। অতঃপর মোহাম্মদ (সাঃ)-কেও অস্বীকার করা হচ্ছে।]
৭	ইসলামের পথে আহুত হয়েও যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে তার চাইতে অধিক ভূল আর কে করে? আল্লাহ ভূল-পথগামীদের পথ প্রদর্শন করেন না। [আয়াত ৫ ও ৬ এর উদাহরণ তুলে ধরে বিশ্বাসীদেরকে তাদের নিজেদের বার্তাবহকের সঙ্গে তেমন আচরণ না করতে বলা হয়েছে।]
৮	তারা (অবিশ্বাসীরা) মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতি পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও অবিশ্বাসীদের বেশীরভাগ তা অপছন্দ করে। [৮-৯]
৯	তিনি তাঁর বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন পথ-নির্দেশনা ও সত্য ধর্মসহ, যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন; যদিও পৌত্তলিকগণ তা অপছন্দ করে। [ইহুদি, খ্রীষ্টান, অবিশ্বাসী, পৌত্তলিক সকলের বিরোধীতা সত্ত্বেও সকল কু-সংস্কারকে দুর করে এ দর্শন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে সে কথা বলা হয়েছে। যারা এটিকে অস্বীকার করে নতুন ও ভাল কিছু করছে বা করবে বলে দাবী করে, বস্তুত অজান্তে তারা এটিকেই প্রতিষ্ঠা করছে কিন্তু তারা বুঝতেও পারছে না। এ জন্য অবশ্য দর্শন ও কোরআনের নির্দেশনাসমূহকে

	যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে সত্যকে।]
১০	হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? [১০-১৩]
১১	(তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম/প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।
১২	তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং নিয়ে আসবেন এমন উদ্যানে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য প্রশান্তিময় আবাস। এটিই মহাসাফল্য।
১৩	এবং তিনি তোমাদেরকে বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ দান করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। বিশ্বাসীদেরকে এর সু-সংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ)। [ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের সত্যিকারের সফলতার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
১৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও; যেমন ঈসা-মরিয়ম পুত্র তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী (নাসারা) হবে?' শিষ্যবর্গ বলেছিল, 'আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল (খ্রীষ্টান এবং মুসলিমগণও) কিন্তু একদল অবিশ্বাসী হল (ইহুদি)। অতঃপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আমি তাদেরকে তাদের বিরোধীদের বিপক্ষে শক্তিমান করে তুললাম এবং তারা বিজয়ী হল। [বিশ্বাসীদেরকে ঈসা (আঃ) এর শিষ্যদের উদাহরণ তুলে ধরে তাদের মত আল্লাহর পথে বার্তাবাহকের সহায়তাকারী হওয়ার জন্য আহবান/উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।]

৬২. সূরা আল-জুমুয়া, আয়াত সংখ্যা-১১, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Congregation'। বাংলায় যার অর্থ 'সমাবেশ'। ৯ নং আয়াত থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে মুসলমানদের শুক্রবারের জুম'আর সমাবেশের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন সকল মানুষের জন্য। মানুষকে বিকশিত করার জন্য। এটিও আল্লাহর একটি অনুগ্রহ। বার্তাবাহকগণ কর্তৃক প্রচারিত বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় এটি কোন উপকার দেবে না।

ইহুদিরা মনে করে তারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্য। বস্তুত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে সঠিক কাজ করতে হবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

জুম'আর দিন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে প্রার্থনায় উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে কারণেই কোরআনে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২	তিনিই অক্ষর জ্ঞানহীনদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন- তাঁর বাণী/নিদর্শনসমূহ পাঠ করার জন্য, তাদেরকে বিকশিত করার জন্য এবং জ্ঞান ও গ্রন্থ শিক্ষা দেয়ার জন্য; তৎপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। [২-৪]
৩	যারা এখনও বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি বার্তাবাহক অপরাপর সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৪	এটিও আল্লাহর একটি অশেষ কৃপা যা তিনি দান করেন যাকে খুশী তাকে। আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন।
৫	যাদেরকে মূসার বিধি-বিধান (তাওরাত) প্রদান করা হয়েছিল অথচ তারা তা প্রয়োগ করেনি, তাদের উদাহরণ যেমন- গর্দভ, যে তার পিঠে পুস্তক বহন করে চলেছে। যারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে তারা নিকৃষ্ট। আল্লাহ পথভ্রষ্টদের সৎ পথে পরিচালনা করেন না। [৫-৮]
৬	বল (হে মোহাম্মদ): ও ইসরাইলের সন্তানগণ! যদি তোমরা দাবী কর যে মানবজাতির অপরাপর সকলের থেকে তোমরাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্য, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৭	কিন্তু তারা নিজেদের (অতীত) কৃতকর্মের কারণে কখনই মৃত্যু কামনা করবে না এবং আল্লাহ মন্দ কর্ম সম্পাদনকারীদের সম্পর্কে অবগত।
৮	বল (হে মোহাম্মদ): মৃত্যু যা থেকে তোমরা পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদেরকে দেখা দেবে। অতঃপর তোমরা দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী

	আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা কিছু তোমরা করতে। [ইহুদিরা মনে করত বার্তাবাহক কেবল তাদের মধ্য থেকেই আসবে অইহুদিদের মধ্য থেকে নয়। তাই তারা মোহাম্মদ (সাঃ) কে মেনে নিতে পারছিল না। অথচ তাদের ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাদেরকে যে আশীর্বাদ ও দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন তারা সেটিও পালন করছিল না। আর এ দায়িত্ব পালন না করার বড় কারণ ছিল পার্থিব জীবনের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হওয়া ও মৃত্যুভয়। তারা সর্বাত্মকভাবে ইসলামের বিরোধীতা করেও যখন পরীখা বা খন্দকের যুদ্ধ, খাইবারের যুদ্ধ সকল ক্ষেত্রে পরাভূত হয় তখন তাদের বিষয়ে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটি অবতীর্ণ হয়।]
৯	হে বিশ্বাসীগণ! সমাবেশের (জুম'আর) দিনে যখন ডাক (আযান) শুনতে পাও (তখন) আল্লাহর স্মরণের জন্য ত্বরা কর এবং তোমাদের বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। [৯-১১] [মুসলমানদের শুক্রবারের সাপ্তাহিক সমাবেশের দিবস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ইহুদিরা তাদের 'সাব্বাথ' (অর্থাৎ শনিবার দিবস) পালন বিষয়ে যেমন আচরণ করেছিল অর্থাৎ তারা সেটি ভঙ্গ করেছিল মুসলিমদেরকে তেমনটি না করতে সতর্ক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টানরা রবিবার দিবস পালন করে। দ্রষ্টব্য সাব্বাথ- ২:৬৫]
১০	অতঃপর উপাসনা সমাপ্ত হলে তোমরা ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।
১১	কিন্তু যখন তারা কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বল: আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহই জীবনোপকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ সরবরাহকারী। [প্রাথমিক সময়ে ধর্মীয় নিয়ম-রীতি পরিপালনের বিষয়ে বিশ্বাসীরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেনি। তারা কেনা-বেচার কোন সুযোগ কিংবা কোনরূপ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলে নামাজরত অবস্থা থেকেই দৌড়ে সেদিকে ছুটে যেত। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]

৬৩. সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত সংখ্যা-১১, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Hypocrites'। বাংলায় যার অর্থ 'হঠকার'। প্রথম আয়াত থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে যেখানে হঠকার শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। নামটি আলোচ্য বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে।

সূরায় হঠকারদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে- যে আচরণ থেকে তাদের

পরিচয় পাওয়া যায়। ধন-সম্পদ, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদির পারস্পরিক সম্পর্ক পার্থিব জীবনের জন্য তাড়না সৃষ্টিকারী; আল্লাহর স্মরণ থেকে তা যেন বিশ্বাসীদেরকে বিচ্যুত করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। অন্যথায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) ব্যায় করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যা মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। যার ফলাফল উত্তম। উত্তম কাজ করতে না পারার কারণে হয়ত মানুষ একদিন দুঃখবোধও করবে, কিন্তু নির্ধারিত সময় এসে গেলে মানুষকে আর অবকাশ দেয়া হবে না। সূরায় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হঠকাররা যখন তোমার কাছে আসে (হে মোহাম্মদ) তারা বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই! আপনি আল্লাহর বার্তাবাহক।’ আল্লাহ জানেন যে অবশ্যই তুমি আল্লাহর বার্তাবাহক এবং আল্লাহ সাক্ষী যে হঠকাররা সত্য বলছে না। [১-৮] [মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আগমন করলে মদীনার কিছু গোষ্ঠী হঠকারী আচরণ করতে শুরু করে। সে প্রেক্ষিতে এখানে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।]
২	তারা তাদের বিশ্বাসকে ঢালস্বরূপ ব্যাবহার করে যেন তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করতে পারে। নিশ্চয়ই! তারা যা করে অত্যান্ত মন্দ।
৩	এটি এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করেছিল অতঃপর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের অন্তরকে বদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যেন তারা (সত্যকে) বুঝতে/অনুধাবন করতে না পারে।
৪	যখন তুমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দাও তাদের দেহাবয়ব তোমাকে প্রীত করে এবং যখন তারা কথা বলে তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবন কর। (অথচ) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু। অতএব তাদের বিষয়ে সতর্ক থেক। আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। কিভাবে তারা বিভ্রান্তির পথে যাচ্ছে?

৫	যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা এসো, আল্লাহর বার্তাবাহক তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন' তখন তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখবে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় অহংকারের সাথে।
৬	তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ মন্দ কর্মে লিপ্তদের সৎ পথে পরিচালিত করেন না।
৭	তারাই (এমন কথা) বলে যে, 'যারা আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে আছে তাদের জন্য ব্যায় কর না যেন তারা (তোমাদের থেকে) দূরে সরে যায়।' ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই কিন্তু হঠকাররা বোঝে না।
৮	তারাই বলে, 'আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কার করবে।' শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদেরই কিন্তু হঠকাররা তা জানে না। [মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে উদ্ভূত একটি সাংঘর্ষিক ঘটনার প্রেক্ষিতে হঠকারদের একটি দল আনসারদের পক্ষ হয়ে আক্ষেপের সূরে এমন কথা বলে। অথচ তারা এক সময় মুহাজিরদেরকে সহায়তাও দিয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।]
৯	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত না করে। যারা তা করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। [৯-১১]
১০	আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় কর মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় (হয়ত) বলবে, 'হে আমার পালনকর্তা! যদি তুমি আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিতে তবে আমি দান করতাম এবং ভাল পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।'
১১	কিন্তু আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেবেন না যখন তার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।

৬৪. সূরা আত-তাঘাবুন, আয়াত সংখ্যা-১৮, মদীনায় অবতীর্ণ। ৯ নং আয়াতে উল্লেখিত 'তাঘাবুন' শব্দটি থেকে সূরার নামটি নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Mutual Loss and Gain'। বাংলায় 'লাভ-ক্ষতি' বা 'হার-জিত' বলা যেতে পারে।

সূরায় মানুষকে অবতীর্ণ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান হয়েছে। অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে। কিন্তু এটি সত্য। এটি

ঘটবেই। অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে সূরায় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, যেন মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করে চলে।

ধন-সম্পদ, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদির পারস্পরিক সম্পর্ক পার্থিব জীবনের জন্য কেবল তাড়না সৃষ্টিকারী। যা মানুষকে ভূল পথে চালিত হতেও সহায়তা করে। এ বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে (যদি তেমনটি প্রতীয়মান হয়)।

আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যা মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। যার ফলাফল উত্তম। সূরায় সে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয় অবহিত। তিনি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান করবেন।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। [১-৪]
২	তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের মধ্যে একদল অবিশ্বাসী এবং একদল বিশ্বাসী এবং তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।
৩	তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যের ওপর ভিত্তি করে এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।
৪	নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তিনি তার সব জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ সে সম্পর্কেও অবগত।
৫	পুর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? তারা তাদের আচরণের মন্দ ফল ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। [৫-৬]
৬	এটি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের বার্তাবাহকগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করেছিল কিন্তু তারা বলত, ‘মরণশীল মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে?’ ফলে তারা অবিশ্বাস করেছিল এবং

	মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ পরিপূর্ণ; প্রশংসা প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকারী।
৭	যারা অবিশ্বাস করে তারা দাবী করে যে তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বল (হে মোহাম্মদ): অবশ্যই হবে; আমার পালনকর্তার শপথ, নিশ্চয়ই! তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করেছিলে; এটি আল্লাহর পক্ষে সহজ। [৭-১০]
৮	অতএব আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহক এবং যে আলোর পথ তিনি প্রদর্শন করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।
৯	সমাবেশের দিন যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন, সে দিনটি হবে একটি হার-জিত/লাভ-ক্ষতির দিন এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও ভাল কাজ করেছে তিনি তার থেকে তার মন্দ কাজসমুহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে নিয়ে আসবেন উদ্যানে যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটিই মহাসাফল্য।
১০	আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার প্রেরিত বাণী অস্বীকার করে তারাই নরকের অধিবাসী, তারা সেখানে বসবাস করবে। পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি!
১১	আল্লাহর নির্দেশ ব্যাতিত কোন দূর্যোগ আসে না। যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। [১১-১৩] [যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয় মুসলিমরা তখন এক কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। নির্যাতনের মুখে তারা তাদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এ বাণী বিশ্বাসীদের অন্তরকে প্রশান্ত করতে ভূমিকা রেখেছে।]
১২	আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের নির্দেশনা মেনে চল; কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার বার্তাবাহকের দায়িত্ব কেবলমাত্র বার্তা পৌঁছে দেয়া।
১৩	আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন মাবুদ নেই। অতএব বিশ্বাসীগণকে আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখতে দাও।
১৪	হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যেও রয়েছে তোমাদের

	শত্রু (যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে), অতএব তাদের বিষয়ে সতর্ক থেক। যদি তোমরা (তাদের বিষয়ে কোন) ব্যাবস্থা গ্রহণ কর কিংবা উপেক্ষা কর বা ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [১৪-১৮]
১৫	তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি (পার্থিব জীবনের জন্য) কেবলি তাড়না সৃষ্টিকারী, অথচ আল্লাহ! তার কাছে আছে মহাপুরস্কার।
১৬	অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন কর। শোন ও অনুগত হও এবং ব্যায় কর; এটি তোমাদের আত্মার জন্য কল্যাণকর। যারা লোভ থেকে নিজেদের সম্বরণ করতে পেরেছে তারাই সফল।
১৭	যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (দ্রষ্টব্য ৫৭:১১), তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী (ভাল কর্ম-সম্পাদনকারীদের প্রতি), সহনশীল।
১৮	তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত; পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬৫. সূরা আত-তালাক, আয়াত সংখ্যা-১২, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার নামটি ভেতরের আলোচনার বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে। সূরায় তালাক সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Divorce'। বাংলায় যার অর্থ 'বিবাহ বিচ্ছেদ'। যদিও বাংলা ভাষায় 'তালাক' শব্দটি বেশ প্রচলিত।

আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা যা সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক যারা তা অমান্য করবে, বস্তুত শাস্তিস্বরূপ তারা তাদের নিজেদের আচরণেরই মন্দ ফল ভোগ করবে। যে আচরণের পরিণাম শুধুই ক্ষতি। সূরায় তলাক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে বলার পাশাপাশি এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তাদেরকে তালাক দিও তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত (অপেক্ষমান সময়) গণনা কর। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করে যাও। তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিস্কার কর না (ইদ্দত

	চলাকালীন সময়ে) এবং তারাও যেন নিজ থেকে বের না হয়, যদি না তারা প্রকাশ্য অনৈতিক কাজ করে। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত সীমা; যে ব্যাক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। [১-৭]
২	অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে (অপেক্ষমান সময়ে) পৌঁছে, তখন তাদেরকে সদয়তার সঙ্গে ফিরিয়ে নেবে নয়ত সদয়তার সঙ্গে ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। (হে সাক্ষীগণ) তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমুন্নত হয়ে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্য দেবে। যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে এভাবে কাজ করার জন্য। যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেবেন,
৩	এবং তাকে তার জীবনোপকরণ এমন স্থান থেকে প্রদান করবেন যেখান থেকে সে প্রত্যাশার কোন ধারণাই করতে পারেনি। যে ব্যাক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার নির্দেশনা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাপ/মাত্রা নির্ধারণ করে রেখেছেন।
৪	তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত (অপেক্ষমান সময়) হবে তিন মাস, আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।
৫	এটি আল্লাহর নির্দেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তার মন্দ কাজ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেন।
৬	তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ স্থানে বাস কর তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ স্থান দাও; তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে সংকটাপন্ন কর না। যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যায়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান

	করে তবে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। কিন্তু যদি তোমরা একে অন্যের জন্য সমস্যার সৃষ্টি কর, তবে অন্য কোন নারী শিশুর পিতার পক্ষ হয়ে স্তন্যদান করবে।
৭	বিত্তশালী ব্যাক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যায় করবে, কিন্তু যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যায় করবে। আল্লাহ কারও নিকট থেকে ততটুকু ব্যাতিত চান না যতটুকু তাকে দেয়া হয়েছে। কষ্টের পর আল্লাহ সুখ দেবেন।
৮	কত জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর বার্তাবাহকগণের আদেশ অমান্য করেছিল এবং আমি তাদেরকে কঠোরভাবে ধ্বংস করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষন শাস্তি দিয়েছিলাম, ভীষন শাস্তি। [৮-১০]
৯	ফলে তারা তাদের কর্ম/আচরণের মন্দ ফল ভোগ করেছিল এবং যে আচরণের পরিণাম ছিল শুধুই ক্ষতি।
১০	আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব হে বোধসম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে যাও। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এটি সতর্কবার্তা প্রেরণ করেছেন।
১১	একজন বার্তাবাহক তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত বাণী সহজ সরলভাবে পাঠ করছে যেন সে বিশ্বাসী এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে ও সঠিক কাজ করে তিনি তাকে উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তার জন্য উত্তম জীবনোপোকরণের ব্যাবস্থা রেখেছেন।
১২	তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীকেও তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এদের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয় ধীরে, যেন তোমরা জানতে পার যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম এবং আল্লাহ সবকিছু তাঁর জ্ঞানের মাঝে পরিবেষ্টন করে রাখেন।

৬৬. সূরা আত-তাহরিম, আয়াত সংখ্যা-১২, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নামের অর্থ হচ্ছে ‘Prohibition’। বাংলায় ‘নিষিদ্ধ’ বলা যেতে পারে।

সূরায় মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীদের সম্পর্কিত কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে।

কোন একটি বিষয় আইনসিদ্ধ কি আইনসিদ্ধ নয় তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর, সে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে যে কোন প্রকার মন্দ কাজ থেকে পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। অবিশ্বাসী ও হঠকারদের প্রতি সহমর্মী না হতে বলা হয়েছে। যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

এছাড়াও ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণেও আল্লাহর বিচার ন্যায়-বিচ্যুত হয় না, উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে সূরায় সেটি ব্যাক্ত করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য আইনসিদ্ধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য কেন তা নিষিদ্ধ করছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। [১-২]
২	আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথ থেকে অব্যহতি লাভকে বিধিসম্মত করে দিয়েছেন (উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে) এবং আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকর্তা। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৩	নবী যখন তার একজন স্ত্রীর কাছে গোপনে একটি কথা বলল, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন বিষয়টি স্ত্রীকে বলল তখন স্ত্রী জানতে চাইল, 'কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে?' নবী বলল, 'যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিবহাল তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।' [৩-৫]
৪	তোমাদের অন্তর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে; যদি তোমরা উভয়ে (স্ত্রীদের মধ্যে দু'জন) তওবা কর তবে সেটি ভাল। আর যদি তোমরা নবীর বিপক্ষে একে অপরকে সহায়তা কর তবে জেনে রেখ- আল্লাহ নিজে, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ন বিশ্বাসীগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। [মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীদের সম্পর্কিত একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এখানে কিছু আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে।]
৫	নবী যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে এটি হতে পারে যে,

	তার পালনকর্তা তাকে তোমাদের পরিবর্তে অধিক উত্তম স্ত্রী দেবেন যারা হবে অনুগত, বিশ্বাসী, ক্ষমা প্রার্থনাকারি, ধর্মপরায়ন, রোযাদার, বিধবা এবং কুমারী।
৬	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর; যার ওপর নিয়োজিত থাকবে কঠোর ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ যা নির্দেশ করেন তা অমান্য/প্রতিহত করে না; বরং তাই করে যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয়। [৬-৮]
৭	(এবং বলা হবে): হে অবিশ্বাসীগণ! আজ তোমরা কোনরূপ অজুহাত দাড় করিও না। তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।
৮	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর পথে ফিরে আস আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। হতে পারে তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে অসম্মানিত করবেন না। তাদের আলোর জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও তাদের দক্ষিন পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে/প্রকাশ পাবে। তারা বলবে, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে আমাদের জন্য যথাযথ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই! আপনি সবকিছু করতে সক্ষম।’
৯	হে নবী! অবিশ্বাসী ও হঠকারদের বিপক্ষে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। নরকই হবে তাদের বাসস্থান; পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি। [৯-১২]
১০	অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। তারা ছিল আমার দুই সৎ কর্মপরায়ন বান্দার গৃহে। তারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে আল্লাহর বিপক্ষে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদেরকে বলা হল, ‘যারা প্রবেশ করেছে তাদের সঙ্গে নরকে প্রবেশ কর।’
১১	বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ ফেরাউন-পত্নীর উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। যখন সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনার সান্নিধ্যে উদ্যানে আমার

	জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে দুষ্কর্মপরায়নদের থেকে উদ্ধার করুন।'
১২	এবং মেরী- ইমরান তনয়া, যে ছিল সতী। অতঃপর আমি তার মধ্যে ফুঁৎকারের মাধ্যমে আমার রূহ প্রবেশ করিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও তাঁর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করছিল এবং সে ছিল অনুগত।

৬৭. সূরা আল-মূলক, আয়াত সংখ্যা-৩০, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Dominion বা Sovereignty বা Control'। বাংলায় 'সর্বময় কর্তৃত্ব' বা 'সার্বভৌম ক্ষমতা' বলা যেতে পারে।

মানুষকে উদ্দ্যেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি সূরায় সে কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে প্রয়োজনীয় সকল অনুগ্রহ দান করেছেন, অথচ মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুন্ঠাবোধ করে। আল্লাহ ব্যাতিত এমন কে আছে, যে মানুষকে তার প্রয়োজনীয় সকল কিছু সরবরাহ করতে পারে? পৃথিবীতে মানুষকে নানাবিধ পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। সঠিক পথ অবলম্বনকারীরাই সফল হবে যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। উদাসীনরা নয়।

অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান দিবসের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা জানতে চায় কবে হবে পুনরুত্থান দিবস। এর জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে। বার্তাবাহকগণ কেবলি সতর্ককারী ব্যাতিত আর কিছু নয় সূরায় সেটি স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	পূণ্যময় তিনি, যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। [১-৪]
২	যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু, যেন তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।
৩	যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ সু-সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। তুমি (হে মোহাম্মদ) করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি দাও; তুমি কি কোন ফাটল দেখতে পাও?

৪	অতঃপর দেখ এবং আবার দেখ; তোমার দৃষ্টি ব্যার্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।
৫	অবশ্যই আমি জগতসমুহের স্বর্গীয় উদ্যানকে প্রদীপমালা দ্বারা সু-সজ্জিত করেছি এবং সেগুলিকে আমি শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জলন্ত অগ্নির শাস্তি। [দ্রষ্টব্য ৩৭:১০]
৬	যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি। পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি। [৬-১১]
৭	যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে তারা শুনতে পাবে তার উদ্বেলিত গর্জন।
৮	ক্রোধে জাহান্নাম (নরক) যেন ফেটে পড়বে। যখনই সেখানে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি?'
৯	তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম' এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।'
১০	তারা আরও বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তবে আমরা (আজ) নরকবাসী হতাম না।'
১১	তারা তখন তাদের অপরাধ স্বীকার করবে; কিন্তু অগ্নির বাসিন্দারা ততক্ষণে (পালনকর্তার ক্ষমা/দয়া থেকে) বহুদূরে চলে গেছে।
১২	যারা তাদের পালনকর্তাকে গোপনে/নিরবে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [১২-১৪]
১৩	তোমরা তোমাদের মতামত গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর তিনি সব জানেন এমনকি যা আছে অন্তরে।
১৪	যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তা জানবেন না? তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত।
১৫	তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন যেন তোমরা তার পথ ধরে চল এবং তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ থেকে আহার কর। তোমরা তাঁরই কাছে পুনরুত্থীত হবে। [১৫-১৮]
১৬	আসমানে যিনি আছেন তোমরা কি তাঁর থেকে (এমন কোন)

	নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করেছ যে, তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন না যখন তা প্রকম্পিত হবে।
১৭	অথবা আসমানে যিনি আছেন তোমরা কি তাঁর থেকে (এমন কোন) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করেছ যে, তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষন করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণীর প্রকৃতিটি কেমন!
১৮	তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল, অতঃপর দেখ (তাদের প্রতি) আমার রোষানলের প্রকৃতিটি কেমন ছিল!
১৯	তারা কি তাদের মাথার ওপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকোচন করে? দয়াময় আল্লাহ-ই তাদেরকে উর্ধ্বে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন। [১৯-২১]
২০	দয়াময় আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কি এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা বিভ্রান্তিতে আছে।
২১	তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন তবে কে আছে (এমন) যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবে? না, বরং তারা (অবিশ্বাসীরা) অবাধ্যতা/অহমিকা প্রদর্শন ও সত্য বিমুখতায় অবিচল।
২২	যে ব্যাক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি সঠিকভাবে প্রদর্শিত পথে চলে নাকি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে? [২২-২৩]
২৩	বল (হে মোহাম্মদ): তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা কি সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও প্রকাশ কর?
২৪	বল: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বহু সংখ্যায় বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে। [২৪-২৭]
২৫	এবং তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল কবে সেই প্রতিশ্রুতির (সমাবেশ) বাস্তবায়ন হবে?’
২৬	বল: এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে, আমি তো কেবল একজন সাধারণ সতর্ককারী মাত্র।
২৭	যখন তারা এই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যাবে এবং বলা হবে, ‘এটিই সেটি যা তোমরা চাইতে।’
২৮	বল: তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন, কিংবা আমাদের প্রতি দয়া করেন তথাপি

	অবিশ্বাসীদেরকে কে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? [২৮-২৯] [মহানবী (সাঃ) যখন আল্লাহর বাণী প্রচার শুরু করেন, শত্রুরা তখন তাকে ও তার সহচরদেরকে অভিশাপ প্রদান করা থেকে শুরু করে নানাভাবে নিন্দা-নির্যাতন করতে শুরু করে। তার ক্ষতি সাধনের জন্য যাদু-টোনার আশ্রয় নেয়, এমনকি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সে প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে।]
২৯	বল: তিনিই দয়াময়। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর ওপর আমরা ভরসা করি এবং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে।
৩০	বল: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি সব পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্ধান হয়ে যায়, তবে কে তোমাদের জন্য পানির স্রোতধারা বয়ে নিয়ে আসতে পারবে (আল্লাহ ব্যাতিত)?

৬৮. সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত সংখ্যা-৫২, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার নামটি প্রথম আয়াতে উল্লেখিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Pen'। বাংলায় 'কলম' বা 'লেখনি' বলা যেতে পারে।

মহানবী (সাঃ) কে যারা উন্মাদ আখ্যায়িত করার চেষ্টা করত সূরায় তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। সাধারণত এ আচরণগুলি তারাই করে যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। কিন্তু এটি সংগত নয়।

পথভ্রষ্ট/মন্দ লোকের কথা মান্য/অনুসরণ করতে বারণ করা হয়েছে। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের মন্দ কর্মের কারণে শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে। কোন ভাল কাজ করার পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টির প্রতি এগুলি সতর্কবার্তা।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নূন। শপথ কলমের এবং তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে, [১-১৬]
২	তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও, [মহানবী (সাঃ) কে যারা উন্মাদ আখ্যায়িত করার চেষ্টা করত তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে।]
৩	নিশ্চয়ই! তোমার জন্য রয়েছে নিশ্চিত পুরস্কার
৪	এবং অবশ্যই তুমি এক মহান চরিত্রের অধিকারী,
৫	তুমিও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখবে-

৬	তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।
৭	নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনি ভালভাবেই অবহিত যারা সঠিক পথে চলে।
৮	অতএব তুমি (সত্য) প্রত্যাখ্যানকারীদের কথায় কর্ণপাত করবে না।
৯	তারা চায় তুমি আপোষ কর তাহলে তারাও আপোষ করবে।
১০	কখনই মান্য কর না (তাকে) যে কথায় কথায় শপথ করে; (অথচ) যে হীনমন্য
১১	এবং পশ্চাতে নিন্দা ছড়িয়ে বেড়ায়,
১২	ভাল কাজে বাঁধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও অপরাধী,
১৩	তদুপরি রূঢ় স্বভাব ও হীনজাত।
১৪	এটি এ কারণে যে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।
১৫	যখন আমার বাণীসমুহ তার কাছে পাঠ করা হয় সে বলে, ‘পুরাণ দিনের উপকথা বৈ আর কিছু নয়।’
১৬	আমি তার নাসিকা দাঁগিয়ে দেব।
১৭	আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যেমন পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান ওয়ালাদের; যখন তারা শপথ করেছিল যে সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, [১৭-৩৩]
১৮	ইন-শা-আল্লাহ না বলে।
১৯	অতঃপর তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপর্যয় পতিত হল যখন তারা ছিল নিদ্রীত।
২০	ফলে সকালে তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণসম হয়ে গেল।
২১	প্রত্যূষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল,
২২	‘তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।’
২৩	অতঃপর তারা নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলল,
২৪	‘অদ্য যেন কোন অভাবগ্রস্ত ব্যাক্তি বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।’
২৫	অতঃপর তারা নিবৃত করতে সক্ষম এমন বিশ্বাস নিয়ে সময়মত বাগানে রওনা হল।
২৬	যখন তারা বাগানের অবস্থা দেখল তখন বলল, ‘আমরা তো পথ ভূলে গিয়েছি;

২৭	না, বরং আমরা বঞ্চিত (হয়ে গিয়েছি)।’
২৮	তাদের মধ্যে উত্তম ব্যাক্তি বলল, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করছ না কেন?’
২৯	(তখন) তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।’
৩০	অতঃপর তারা নিজেরা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল।
৩১	তারা বলল, ‘হায়! দূর্ভোগ আমাদের, আমরা ছিলাম সীমা অতিক্রমকারী।
৩২	সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা এর পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তা অভিমুখী হলাম।’
৩৩	শাস্তি এমনই হয় এবং নিশ্চয়ই! পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর যদি তারা জানত!
৩৪	নিশ্চয়ই! যারা মন্দ/ভূল কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে রয়েছে উদ্যান। [৩৪-৪১]
৩৫	আমি কি সমর্পনকারীদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব? [মক্কার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিগণ বলত যে, পার্থিব জীবনে আমরা যে আরাম-আয়েশ ভোগ করছি তাই প্রমাণ করে যে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং তোমরা মুসলিমরা যে জীবন-যাপন করছ তাই প্রমাণ করে যে তোমরা তাঁর রোষানলে আছ। তোমরা যে পরকালের কথা বল, যদি তা সত্য হয় তবে সেখানেও আমরাই ভাল থাকব। রোষানল পতিত হবে তোমাদের ওপর। আমাদের ওপর নয়। সে প্রেক্ষিতে এখানে কিছু উত্তর দেয়া হয়েছে এবং করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা রয়েছে।]
৩৬	তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন বিচার-বিবেচনা কর?
৩৭	তোমাদের কি (এমন) কোন গ্রন্থ আছে যা তোমরা পাঠ করেছ-
৩৮	যে তাতে তোমরা তাই পাও যা পছন্দ কর?
৩৯	তোমাদের সাথে কি কেয়ামত অবধি আমার এমন কোন অঙ্গীকার আছে যে, তোমরা নিজেরা যে সিদ্ধান্ত নেবে তাই পাবে?
৪০	তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর (হে মোহাম্মদ), তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কে সাক্ষী?
৪১	তাদের কি আর কোন উপাস্য আছে? তবে তাদেরকে সেসব উপাস্যদের

	উপস্থিত করতে বল যদি তারা সত্যবাদী হয়।
৪২	সত্যিই যখন (প্রতিশ্রুত) সে-ই দিন উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) সেজদা করতে আহবান জানান হবে, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। [৪২-৪৫]
৪৩	তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানান হত।
৪৪	এই বিবৃতির প্রতি যারা মিথ্যে আরোপ করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। এমন স্থান থেকে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে পরিচালনা করব যা তারা জানতেও পারবে না।
৪৫	তথাপি আমি তাদেরকে সহ্য করি (সময় দেই)। কেননা আমার কৌশল অত্যান্ত মজবুত/সুনিপুণ।
৪৬	তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাও যে তাদের ওপর জরিমানার বোঝা অর্পিত হয়? [৪৬-৪৭]
৪৭	না তাদের কাছে অদৃশ্যের কোন সংবাদ আছে যা তারা লিপিবদ্ধ করে রাখে?
৪৮	অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার নির্দেশনা জারির অপেক্ষায় থাক (হে মোহাম্মদ) এবং মাছওয়ালার মত (অধৈর্য্য) হয়ো না যে কষ্টে নিপতিত হয়ে কাতর প্রার্থনা করেছিল। [৪৮-৫০] [মাছওয়ালা- ইউনুস নবীর প্রসঙ্গকে ইংগিত করে বলা হয়েছে। যিনি ধৈর্য্যহারা হওয়ার কারণে বিপদে পড়েছিলেন। দ্রষ্টব্য ইউনুস- ১০:৯৮]
৪৯	যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তার প্রতি বর্ষিত না হত, তবে তাকে নিন্দিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতে হত।
৫০	কিন্তু তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করেন এবং তাকে সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন।
৫১	যারা বিশ্বাস করে না তারা যখন সতর্কবার্তা শোনে তখন তারা তাদের দৃষ্টি দিয়ে যেন বিরক্তি প্রকাশ করে এবং বলে, 'সে তো একজন পাগল।' [৫১-৫২]
৫২	অথচ এটি (কোরআন) (সমগ্র) সৃষ্টির প্রতি এক সতর্কবার্তা বৈ আর কিছু নয়।

৬৯. সূরা আল-হাক্কা, আয়াত সংখ্যা-৫২, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Reality বা The Inevitable'। বাংলায় যার অর্থ 'বাস্তবতা বা যা অবশ্যম্ভাবী'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। বাস্তবতা বা অবশ্যম্ভাবী সেই ঘটনা হচ্ছে 'মহাপ্রলয়' যা সত্য এবং ঘটবেই।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস ও বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা অবশ্যম্ভাবী। যারা ভূল পথে চলে সেদিন তাদের ধন-সম্পদ-ক্ষমতা কোনই উপকারে আসবে না। বিচার দিবসের শাস্তি এবং শাস্তি প্রাপ্তির কিছু কারণ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ। এখানে বিবৃত বিষয়গুলি সত্য। যারা ভূল ও মন্দ পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে কোরআন তাদের জন্য উপদেশবার্তা, সূরায় সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বাস্তবতা! [১-৩]
২	কি সেই বাস্তবতা?
৩	আহ! কিভাবে তুমি জানবে/উপলব্ধি করবে যে সেই বাস্তবতা কি!
৪	সামূদ ও আ'দ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়ের আগমনকে অবিশ্বাস করেছিল। [৪-১২] [পূর্ববর্তী যে সব সম্প্রদায় মহাপ্রলয় প্রত্যক্ষ করেছে তাদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে (আয়াত ৪-১২)। কিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছিল! যেখানে পরবর্তীদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয় ও সতর্কবার্তা। তারাও সত্যকে অস্বীকার করেছিল এবং আহবান করা সত্বেও সুপথে ফিরে আসেনি।]
৫	অতঃপর সামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল বজ্র বিদ্যুৎ দ্বারা। [দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
৬	এবং আ'দ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ দ্বারা, [দ্রষ্টব্য আ'দ- ৭:৬৫]
৭	যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত। যদি তুমি দেখতে যে তারা (কেমন) অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে পড়েছিল!
৮	তুমি কি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও (হে মোহাম্মদ)?

৯	ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া সম্প্রদায়ও (লূতের সম্প্রদায়) গুরুতর পাপ করেছিল। [দ্রষ্টব্য লূত- ৭:৮০]
১০	তারা তাদের পালনকর্তার বার্তাবাহককে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে শাস্তি দিয়েছিলেন। [বার্তাবাহকগণকে অমান্য করার অর্থ হচ্ছে, বার্তাবাহকগণ যেসব মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন, প্রকৃতিগতভাবেই যার অবধারিত পরিণাম ক্ষতি তারা তা পরিপালন করেনি। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। যে প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি সেভাবেই তাঁর সৃষ্টিকে সাঁজিয়েছেন। সব তাঁর ইশারায় চলে।]
১১	যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (নূহের সম্প্রদায়কে বা পরবর্তী প্রজন্মকে) নৌযানে বহন করিয়েছিলাম। [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]
১২	যেন এ ঘটনা তোমাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং যারা এটি শুনেছে তারা যেন স্মরণ করে (শিক্ষা গ্রহণ করে)।
১৩	(অতঃপর) যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুঁৎকার দেয়া হবে- [১৩-১৮]
১৪	পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হয়ে কেবলমাত্র একটি নাদে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে,
১৫	সেদিন সেই ঘটনা ঘটবে।
১৬	আকাশ বিদীর্ণ হয়ে শীর্ণ হয়ে যাবে,
১৭	ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার পালনকর্তার আরশকে উর্ধ্বে ধারণ করবে। [এ আয়াতের অর্থ উদঘাটন করা সহজ নয়। তবে আটটি দিককে নির্দেশ করতে পারে।]
১৮	সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপন বিষয়ই লুক্কায়িত থাকবে না।
১৯	যার কর্মবৃত্তান্ত দক্ষিন হস্তে দেয়া হবে সে বলবে, 'নাও, আমার কর্মবৃত্তান্ত পাঠ করে দেখ!' [১৯-২৪]
২০	আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে।
২১	অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে,
২২	সুউচ্চ উদ্যানে।
২৩	ফলসমূহ তার হাতের নাগালে থাকবে।
২৪	(বলা হবে) 'বিগত দিনে যা প্রেরণ করেছ তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে

	পানাহার কর।’
২৫	কিন্তু যার কর্মবৃত্তান্ত তার বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি আমার বৃত্তান্ত না দেয়া হত, [২৫-৩৭]
২৬	আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!
২৭	হায়, মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!
২৮	আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না,
২৯	আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল।’
৩০	(বলা হবে) ‘ধর একে, গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও,
৩১	এবং তাকে নরকে নিক্ষেপ কর।
৩২	অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে শৃঙ্খলিত কর।’
৩৩	সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাস করত না
৩৪	এবং দুস্থদের আহার্য্য দিতে উৎসাহীত করত না,
৩৫	অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই।
৩৬	তার জন্য কোন খাদ্য নেই ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ/উচ্ছিষ্ট ব্যাতিত
৩৭	যা পাপীরা ব্যাতিত কেউ খায় না।
৩৮	তোমরা যা দেখ আমি তার শপথ করে বলি [৩৮-৫২]
৩৯	এবং যা তোমরা দেখ না তার-
৪০	নিশ্চয়ই! এটি (অবতীর্ণ বার্তা/কোরআন) একজন সম্মানিত/দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বার্তাবাহকের (আনীত/গ্রহণকৃত) বাণী,
৪১	এটি কোন কবির কথা নয়- তোমরা তো অল্পই বিশ্বাস কর, [দ্রষ্টব্য ২৬:২২৪]
৪২	না কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা- তোমরা খুব অল্পই স্মরণ/গ্রহণ কর (উপদেশ/সতর্কবার্তা)।
৪৩	এটি জগতসমুহের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত/অবতীর্ণ।
৪৪	সে যদি আমার নামে কোন মিথ্যে রচনা করত, [অবতীর্ণ বাণী মানুষের জন্য একটি সতর্কবার্তা, যা আল্লাহর নিকট থেকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই সেটি কোরআনে উপস্থাপিত হয়েছে। বার্তাবাহক কর্তৃক এর কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। তেমন ক্ষেত্রে তাঁকেও শাস্তির মুখোমুখী হতে হত। সে বিষয়টি এখানে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।]
৪৫	তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম,

৪৬	অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।
৪৭	তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।
৪৮	নিশ্চয়ই! যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে, এটি (অবতীর্ণ বাণী) তাদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপদেশ বার্তা (স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য)।
৪৯	আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ এটিকে অস্বীকার করবে,
৫০	নিশ্চিতভাবে এটি (পুনরুত্থান দিবসে) অবিশ্বাসীদের জন্য এক অনুশোচনা/আক্ষেপ/পরিতাপের কারণ হবে।
৫১	এটি সুনিশ্চিত সত্য (এটিই বাস্তবতা),
৫২	অতঃপর তোমার মহান পালনকর্তার মহিমা প্রকাশ কর!

৭০. সূরা আল-মারিজ, আয়াত সংখ্যা-৪৪, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Ways of Ascent'। বাংলায় 'উর্ধ্বারোহনের পথ' বা 'উচ্চতায় আরোহন' বলা যেতে পারে। নামটি ৩ নং আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় অবিশ্বাসীদের ওপর পুনরুত্থান দিবসের শাস্তি পতিত হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মানবীয় দিনের হিসেবে সেটি দূরের মনে হলেও বস্তুত সেটি খুব দূরে নয়। সে দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরায় নরকের শাস্তি এবং যারা শাস্তি প্রাপ্তির উপযুক্ত হবে তাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

যারা সত্যের পথে চলে না এবং সম্পদ পুঁঞ্জীভূত করে, অর্থাৎ ন্যায়-সম্মত উপায়ে উপার্জন ও তার যথাযথ ব্যাবহার করে না, বস্তুত তারাই শাস্তি প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ কেবল একা ভোগের জন্য নয়। যে আন্তরীকভাবে ধন-সম্পদ কামনা করে তার কাছে সুযোগ আসে আশীর্বাদস্বরূপ। তবে এ আশীর্বাদ বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত এক গুরু দায়িত্বও বটে। নিজ বিবেচনায় তিনি যাকে সুযোগ দেন তার জন্য এটি একটি পরীক্ষাও। যারা অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন বা পরিচালনায় ব্যার্থ হবে এবং সত্য ও ন্যায়ের জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হবে, তারাই শাস্তি প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ চাইলে এমন অবিশ্বাসী/পথভ্রষ্টদের পরিবর্তে অন্যদের দ্বারা তাদের স্থান পূরণ করতে পারেন। সূরায় সে সতর্কবার্তাও দেয়া হয়েছে।

সূরায় উপাসনাকারীদের গুণাগুণ তুলে ধরা হয়েছে। যা থেকে একজন সত্যিকার সঠিক পথপ্রাপ্ত মানুষ/বিশ্বাসীর আচরণ কেমন হতে হবে তার দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। তারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তারা তাদের ধন-

সম্পদ মানব কল্যাণে ব্যায় করে, সীমালংঘন করে না, আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, তারা সত্য সাক্ষ্যদান করে সাহসীকতার সাথে ন্যায়নিষ্ঠভাবে। আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	এক ব্যাক্তি চাইল পতিত হোক সে শাস্তি যা অবধারিত, [১-৭]
২	অবিশ্বাসীদের ওপর; যা কেউই রোধ করতে পারবে না।
৩	(যা পতিত হবে) আল্লাহর দিক থেকে; যিনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী/উর্ধ্বারোহনের পথসমুহের অধিকর্তা;
৪	ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল, যে পথে) একদিনে তাঁর পানে উর্ধ্বারোহন করে, যে সময়ের পরিমাপ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছর।
৫	কিন্তু (হে মোহাম্মদ) তা দেখতে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা কর।
৬	তারা এটিকে দেখে সুদূর পরাহত,
৭	অথচ আমি দেখি অত্যাসন্ন।
৮	যেদিন আকাশ হবে গলিত/তৈলাক্ত ধাতুর মত, [৮-১৪]
৯	পর্বতসমূহ হবে পশমের মত
১০	এবং পরিচিত বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না,
১১	যদিও তারা একে অপরকে দেখবে। অন্যায়কারীরা সেদিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না নিজের সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে
১২	এবং তার স্ত্রী কিংবা তার ভাইয়ের,
১৩	কিংবা তার গোষ্ঠীর যারা তাকে আশ্রয় দিত
১৪	এমনকি সবকিছু, পৃথিবীতে যা আছে যদি তাকে তখন তা প্রদান করা হয় তার বিনিময়েও নয়।
১৫	কিন্তু না! নিশ্চয়ই! এটি নরকের অগ্নি, [১৫-১৮]
১৬	চামড়া পুড়িয়ে ফেলার অপেক্ষায়,
১৭	এটি তাকেই ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও পালিয়ে গিয়েছিল
১৮	এবং সম্পদ পুঁঞ্জীভূত করেছিল ও আগলিয়ে রেখেছিল।

১৯	মানুষ সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত বা প্রকৃতিতে। [১৯-২২]
২০	হতাশাগ্রস্ত (হয়) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে
২১	এবং যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তখন বিমুখ/কৃপণ হয়ে যায়,
২২	উপাসনাকারীরা ব্যাতিত-
২৩	যারা তাদের উপাসনায় নিয়মিতভাবে লেগে থাকে [২৩-২৭]
২৪	এবং যাদের ধন-সম্পদে প্রাপ্যদের অংশ স্বীকৃত হয়-
২৫	তাদের জন্য যারা যাঞ্চাকারী এবং বঞ্চিত,
২৬	এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে
২৭	এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তিকে ভয় করে।
২৮	নিশ্চয়ই! পালনকর্তা প্রদত্ত সে শাস্তি এমন যা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কেউই নিজেকে নিরাপদ বোধ করে না/করতে পারে না;
২৯	এবং যারা তাদের পবিত্রতা/শুদ্ধতা/চরিত্র/সতীত্বকে সংযত রাখে- [২৯-৩১]
৩০	তাদের স্ত্রী এবং তাদের অধিকারভূক্তদের ব্যাতিত; সেক্ষেত্রে তারা সীমালংঘনকারী হবে না,
৩১	কিন্তু যারা এর বেশী কামনা করবে তারাই সীমালংঘনকারী
৩২	এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, [৩২-৩৫]
৩৩	যারা তাদের সাক্ষ্যদানে নিষ্ঠার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়
৩৪	এবং যারা তাদের উপাসনায় গভীর মনযোগী
৩৫	এরাই বসবাস করবে উদ্যানে; এরাই সম্মানিত।
৩৬	অবিশ্বাসীদের কি হল যে তারা তোমার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। [৩৬-৩৯] [ইসলামের প্রচার ও কোরআন পাঠকালে যে সব অবিশ্বাসীরা তা শোনার জন্য চারিদিক থেকে ছুটে আসত এবং উপহাস করত তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
৩৭	ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে।
৩৮	তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে তাকে অনুগ্রহপূর্ণ/প্রাচূর্য্যময় স্বর্গীয় উদ্যানে প্রবেশ করান হবে?
৩৯	কখনই নয়; আমি তাদেরকে কি থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। [বস্তুত মানুষ জানে শুক্রবিন্দু থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কোনভাবেই স্রষ্টার আয়ত্বের বাইরে নয়। তাদের ভাল-মন্দ কর্মই তাদেরকে

	পুরস্কৃত করবে কিংবা শাস্তিতে ফেলবে।]
৪০	আমি শপথ করছি গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় ও অস্তাচলসমুহের পালনকর্তার যে, নিশ্চয়ই! আমি সক্ষম- [৪০-৪৪]
৪১	তাদের (অবিশ্বাসীদের/পথভ্রষ্টদের/অন্যায়কারীদের) পরিবর্তে কোন উৎকৃষ্টদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিস্থাপন করতে এবং এটি আমার সাধ্যের অতীত নয়।
৪২	অতএব তাদেরকে ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও, যতক্ষণ না তারা সেই প্রতিশ্রুত দিবসের (বিচার দিবসের) সাক্ষাৎ লাভ করে।
৪৩	সেদিন তারা দ্রুততার সঙ্গে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে; যেন কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলেছে-
৪৪	অবনত দৃষ্টিতে; হীনতা তাদেরকে গ্রাস করবে। এমনই হবে সে-দিন যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

৭১. সূরা নূহ, আয়াত সংখ্যা-২৮, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Noah'। বাংলায় 'নূহ নবী'। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্পূর্ণ সূরায় নূহ (আঃ) এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

এ ঘটনা বিবৃত করার মধ্য দিয়ে মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা তারা তাদের বার্তাবাহকের প্রতি একই আচরণ করছে যা নূহের সম্প্রদায় তাদের বার্তাবাহকের প্রতি করেছিল; অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এখানে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। [দ্রষ্টব্য নূহ- ৭:৫৯]

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই বলে, 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মন্তদ শাস্তি আগমনের পূর্বেই।' [১-৪]
২	সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) এক সাধারণ সতর্ককারী।
৩	তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন।

৪	আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। নিশ্চয়ই! যখন আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন অবকাশ দেয়া হবে না যদি তোমরা জানতে!’
৫	অতঃপর সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি আহবান করেছি; [৫-১২]
৬	কিন্তু আমার আহবান কেবল তাদের পলায়নপরতাকেই বৃদ্ধি করেছে।
৭	আমি যতবারই তাদেরকে আহবান করেছি যেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।
৮	অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যেও আহবান করেছি,
৯	এবং আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারেও বলেছি।’
১০	বলেছি, ‘তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যান্ত ক্ষমাশীল।
১১	তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা (অনুগ্রহ) বর্ষন করবেন,
১২	তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেবেন; তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।
১৩	তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব/মহাত্বকে কামনা করছ না- [১৩-২০]
১৪	যখন তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ধাপে ধাপে (পর্যায়ক্রমে)।
১৫	তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ কি নিখুঁত সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন
১৬	এবং সেখানে চন্দ্রকে করেছেন স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী এবং সূর্য্যকে প্রদীপস্বরূপ!
১৭	আল্লাহ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে গড়ে তুলেছেন।
১৮	অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের আবার জীবিত করবেন এক নতুন সৃষ্টিরূপে।
১৯	আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন প্রশস্ত,

২০	যেন তোমরা সে পথ ধরে চল।’
২১	নূহ বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করছে এবং অনুসরণ করছে তাদের (গোত্র প্রধানদের) যাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে [২১-২৪]
২২	এবং তারা ভয়ানক চক্রান্তও করে।’
২৩	তারা বলে, ‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।’ [ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর- নূহের সম্প্রদায় এসব দেবতাদের উপাসনা করত এবং পরবর্তীতে আরবের লোকেরাও তাদের উপাসনা করতে শুরু করে।]
২৪	‘তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তুমি অন্যায়কারীদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দাও।’
২৫	তাদের পাপসমূহের কারণে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। অতঃপর প্রেরণ করা হয়েছে নরকে। (বিপদকালে) তারা (একমাত্র) আল্লাহ ব্যাতিত কাউকেই সাহায্যকারীরূপে পায়নি।
২৬	নূহ আরও বলেছিল, ‘হে আমার পালনকর্তা! পৃথিবীতে একজন অবিশ্বাসীকেও অব্যাহতি দিও না। [২৬-২৮]
২৭	যদি তাদেরকে অব্যাহতি দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল অকৃতজ্ঞ, পাপাচারী।’
২৮	‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে ক্ষমা কর এবং অন্যায়কারীদের ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।’

৭২. সূরা আল-জ্বিন, আয়াত সংখ্যা-২৮, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Jinn’। প্রচলিত বাংলায়ও জ্বিনকে আমরা ‘জ্বিন’ নামেই অভিহীত করে থাকি। তবে জ্বিন নামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ‘কোন অদৃশ্য সৃষ্টি বা এলিয়েন’। জ্বিনকে জ্বিন বলা হয় কেননা তা মানুষের দৃষ্টির অগোচর। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা সূরায় জ্বিন জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

একদল জ্বিন কোরআন শ্রবন করার পর তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করে সূরায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সূরায় মানুষকে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে শাস্তিতে পতিত হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহর বার্তাবাহকের দায়িত্ব হচ্ছে বার্তা পৌঁছে দেয়া। কারও ভাল-মন্দ করার কোন ক্ষমতা বার্তাবাহকের নেই। সূরায় সে বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে।

অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি কারও কাছেই তাঁর গোপন বিষয়সমুহ প্রকাশ করেন না। যখন তিনি কোন বার্তাবাহকের মাধ্যমে কোন বিষয়কে অনুমোদন করেন, তখন তিনি তার (বার্তাবাহকের) সকল কর্মকান্ডকে আবর্তন করে রাখেন; যেন তিনি জানেন যে, বার্তাবাহক আদৌ তাঁর বার্তা পৌঁছিয়েছে কিনা। সূরায় সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বল: আমার প্রতি এটি অবতীর্ণ হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন শ্রবন করেছে অতঃপর তারা বলেছে, ‘আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবন করেছি- [১-৫]
২	যা সৎপথ প্রদর্শন করে। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা আমাদের পালনকর্তার সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না,
৩	এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী কিংবা সন্তান গ্রহণ করেননি,
৪	এবং আমাদের মধ্যে যারা বোকা/জ্ঞানহীন আল্লাহ সম্পর্কে তারা জঘন্য উক্তি করে,
৫	অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কোন মিথ্যে বলতে পারে না।’
৬	(হে মোহাম্মদ) কিছু মানুষ নিজেদের রক্ষার নামে জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল (আল্লাহর বিপক্ষে), [৬-৭]
৭	এবং তারাও ধারণা করত যেমন তোমরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

৮	জ্বিনেরা বলে, ‘আমরা নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করেছি, কিন্তু সেখানে পেয়েছি কঠিন প্রতিবন্ধকতা ও অগ্নিপিন্ড যা দ্বারা তা পরিপূর্ণ। [৮-১০]
৯	আমরা সেখানে বিভিন্ন স্থানে বসতাম কোন কিছু শোনার প্রত্যাশায়। তবে এখন কেউ শোনার চেষ্টা করলে সে দেখতে পায় জলন্ত উল্কাপিন্ড তার জন্য ওঁৎ পেতে আছে,
১০	এবং আমরা নিশ্চিত নই যে পৃথিবীবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গল অপেক্ষা করছে, নাকি পালনকর্তা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছে রাখেন।’
১১	আমাদের মধ্যে রয়েছে সৎকর্মপরায়ন এবং কেউ কেউ তা থেকে বহুদূরে। বহুবিধ রীতি-নীতি দ্বারা আমরা বহু দলে বিভক্ত, [১১-১২]
১২	এবং আমরা জানি যে, না পৃথিবীতে না (অন্য কোথাও) উড়ে গিয়ে আমরা আল্লাহর হাত থেকে পলায়ন/নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব।
১৩	যখন আমরা সু-পথের নির্দেশনা শুনলাম (কোরআন শ্রবন করলাম), আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে না কোন লোকসান না কোন নির্যাতনকে ভয় করে। [১৩-১৫]
১৪	আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পন করেছে এবং কিছু আছে অন্যায়কারী। যারা আল্লাহর প্রতি সমর্পন করেছে তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে,
১৫	এবং যারা অন্যায়কারী তারা তো নরকের ইন্ধন।
১৬	(বল: হে বার্তাবাহক! আমার প্রতি এটি অবতীর্ণ হয়েছে যে) যদি মানুষ ধৈর্য্যধারণ/দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক পথে চলত, তবে আমি তাদেরকে অফুরন্ত পানি (অনুগ্রহ) বর্ষণে সিক্ত করতাম। [১৬-১৭] [অর্থাৎ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাকি অকৃতজ্ঞ হয় এবং সে প্রাপ্ত অনুগ্রহ ন্যায়-সম্মতভাবে ব্যাবহার করে নাকি অবিবেচক হয় তা দেখতে। অর্থাৎ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।]
১৭	যেন এ অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করি। যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তিনি তাকে সতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন।
১৮	উপাসনার স্থানসমুহ কেবলমাত্র আল্লাহর; অতএব তোমরা আল্লাহর সঙ্গে

	অপর কাউকে ডেক না। [১৮-২০]
১৯	যখন আল্লাহর বান্দা (রাসূল) তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল, তখন অনেকে (অনেক জ্বিন) তার কাছে সমবেত হল।
২০	বল (হে মোহাম্মদ): আমি কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না।
২১	বল: নিশ্চয়ই! তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন কিংবা কোন উপকার করা আমার নিয়ন্ত্রনে নয়। [২১-২৪]
২২	বল: আল্লাহর কবল থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যাতিত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাব না।
২৩	আমার কাজ কেবল আল্লাহর দিক থেকে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেয়া; যে আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে নরকের অগ্নি, যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে।
২৪	এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে (যে বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে), তখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে সহায়তাকারী ও সংখ্যার দিক থেকে কে অধিক দূর্বল।
২৫	বল (হে মোহাম্মদ, অবিশ্বাসীদের প্রতি): আমি জানি না যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুত বিষয় (কেয়ামত/পুনরুত্থান/বিচার দিবস/শাস্তি) আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন সুদূরের মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। [২৫-২৮]
২৬	অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তিনিই (ভাল) জানেন এবং তিনি কারও কাছেই তাঁর গোপন বিষয়সমুহ প্রকাশ করেন না-
২৭	তাঁর মনোনীত বার্তাবাহক ব্যাতিত এবং তখন তিনি তার (বার্তাবাহকের) অগ্র ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন,
২৮	যেন তিনি জানেন যে বার্তাবাহকগণ আদৌ তাদের পালনকর্তার বার্তা পৌঁছিয়েছে কিনা। তিনি তাদের সকল কর্মকান্ডকে আবর্তন করে রাখেন এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের হিসেব রাখেন।

৭৩. সূরা আল-মুজ্জাম্মিল, আয়াত সংখ্যা-২০, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The One Who is Covered Up'। বাংলায় 'বস্ত্রাবৃত' বলা যেতে পারে। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে।

সূরায় অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের নানাপ্রকার অত্যাচার অপপ্রচারকে ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করার কথা বলা হয়েছে। উপাসনায় মগ্ন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা এক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের জন্য সহায়ক। আল্লাহর ওপর বিশ্বাসীদের ভরসা করার জন্য বলা হয়েছে এবং অবিশ্বাসীদের বিষয় আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ফেরাউনের উদাহরণ তুলে ধরে বার্তাবাহকগণের বার্তায় অবিশ্বাস করার পরিণতির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা মন্দ কাজ করবে পুনরুত্থান দিবসে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপাসনা করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য বলা হয়েছে। সূরায় তাহাজ্জুতের নামাজ প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ ভাল কাজের প্রাপ্য প্রতিফল দেন।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	হে বস্ত্রাবৃত! [১-৫] [রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।]
২	রাত্রি জাগরণ কর (প্রার্থনার জন্য) কিছু অংশ ব্যাতিত-
৩	অর্ধরাত্রি অথবা তদাপেক্ষা কিছু কম,
৪	অথবা তদাপেক্ষা কিছু বেশী এবং কোরআন পাঠ কর সু-পরিমিতভাবে (যথার্থ অনুধাবনের জন্য),
৫	আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্ববহনকারী বাণী (যা সত্য অনুধাবনে সহায়ক)।
৬	নিশ্চয়ই! রাত্রি জাগরণের এ প্রহর এমন এক সময় যখন অনুধাবন হয় অধিক তীক্ষ্ণ/আন্তরীক এবং বক্তব্য (পঠিত/প্রার্থীত বিষয়) হয় অধিকতর সুনিশ্চিত/সুনির্দিষ্ট। [৬-৯]
৭	দিবসে রয়েছে তোমার কর্মব্যাস্ততা,
৮	অতএব তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হয়ে যাও-
৯	পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা তিনি; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই; তুমি কেবলমাত্র তাকেই গ্রহণ কর তোমার প্রতিপালকরূপে।

১০	এবং তারা (অবিশ্বাসীরা/অন্যায়কারীরা) যা বলে (উপহাস/অপপ্রচার করে) তা ধৈর্য্যের সঙ্গে ধারণ কর এবং সৌজন্যসূচক কথার মাধ্যমে তাদের পরিহার কর। [১০-১৪]
১১	অস্বীকারকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও; তারা (পার্থিব জীবনের) আরাম-আয়েশ/ভোগ-বিলাসের অধিকর্তা; তাদের তুমি কিছুকাল অবকাশ দাও।
১২	নিশ্চয়ই! আমার কাছে আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,
১৩	এবং আছে খাদ্য যা (গলায়) জমাট বেধে থাকে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি-
১৪	সেদিন (কেয়ামত দিবসে) পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমুহ বিক্ষিপ্ত বালির স্তুপে পরিণত হবে।
১৫	আমি তোমাদের কাছে একজন বার্তাবাহককে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন বার্তাবাহক। [১৫-১৬]
১৬	কিন্তু ফেরাউন বার্তাবাহকের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল; ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।
১৭	অতঃপর যদি তোমরা অবিশ্বাস কর (সত্য-সঠিক পথকে অস্বীকার কর), তবে কিরূপে তোমরা সেদিন (কেয়ামত/বিচার দিবসে) নিজেদেরকে রক্ষা করবে- যে দিনটি শিশুদেরকেও পরিপক্ক চুল ধারণকারীতে রুপান্তরীত করে দেবে (দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে)? [১৭-১৯]
১৮	সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে।
১৯	নিশ্চয়ই! এটি একটি সতর্কবার্তা। অতএব যার ইচ্ছে সে তার পালনকর্তার পথ বেছে নিতে পারে।
২০	(হে মোহাম্মদ) তোমার পালনকর্তা জানেন তুমি এবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) অর্ধাংশ ও (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহই দিবস ও রাত্রির পরিমান/পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন তোমরা এর পূর্ণ হিসেব রাখতে পার না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ন হয়েছেন। অতএব কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকু আবৃতি/পাঠ কর (বিশেষত উপাসনাকালে)। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ

	সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) সংগ্রামে/জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকু আবৃতি/পাঠ কর। তোমরা উপাসনা কর, অভাবগ্রস্থকে তার প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (দ্রষ্টব্য ৫৭:১১)। তোমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য যা কিছু অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিত আকারে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির, আয়াত সংখ্যা-৫৬, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Cloaked One'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'আচ্ছাদিত একজন'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থা থেকে উঠে এসে দেহ মনে পবিত্র/পরিচ্ছন্ন হয়ে, মানুষকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহর মহাত্বকে তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে। পার্থিব কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নয়, বরং আল্লাহর কারণে ধৈর্য্যধারণ করে লক্ষ্য অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। কেননা যারা ভুল ও অন্যায় কাজ করবে বিচার দিবসটি তাদের জন্য সুখকর হবে না।

সূরার শেষাংশে নরক সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এবং যে সব কারণ নরকে যাবার জন্য দায়ী তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকেই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী সূরায় সে কথা ব্যাক্ত করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তুমি (হে মোহাম্মদ) বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করে রেখেছ, [১-৭]
২	জেগে ওঠ! এবং সতর্ক কর!
৩	তোমার প্রতিপালকের মহাত্ম ঘোষণা কর,
৪	তোমার পোষাক/পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখ,
৫	সকল কদর্যদা/অপরিচ্ছন্নতা/অপবিত্রতা পরিহার করে চল
৬	এবং পার্থিব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর না কিংবা অধিক প্রাপ্তির আশায় দান কর না,

৭	তোমার প্রতিপালকের জন্য/কারণে ধৈর্য্যধারণ কর।
৮	যখন শিঙ্গা বেজে উঠবে, [৮-১০]
৯	অবশ্যই সে দিনটি হবে এক সংকটের/আক্ষেপের দিন
১০	অবিশ্বাসীদের জন্য সে দিনটি সহজ হবে না।
১১	যাকে আমি অনন্য (একাকী) করে সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, [১১-২৬] [ওয়ালিদ বিন মুঘিরা নামক একজনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ অফুরন্ত দান করেছেন অথচ সে ছিল বিরুদ্ধাচারণকারী।]
১২	তাকে অফুরন্ত দান করেছি,
১৩	সদা সঙ্গী, পুত্রবর্গ
১৪	এবং জীবনকে তার জন্য করে দিয়েছি সহজ,
১৫	তথাপি সে প্রত্যাশা করে যেন তাকে আমি আরও অধিক দান করি।
১৬	কিন্তু না, (বস্তুত) সে আমার নিদর্শনসমুহের কঠিন বিরুদ্ধাচারণকারী,
১৭	তার ওপর আমি এক ভীতিকর শাস্তি প্রদান করব।
১৮	নিশ্চয়ই! সে বিচার-বিশ্লেষন করেছে এবং পরিকল্পনা আঁটছে-
১৯	(বস্তুত) আত্ম-বিধ্বংশীকারী সে; কেমন পরিকল্পনা আঁটছে!
২০	আবার বলি, আত্ম-বিনাশকারী; সে কেমন পরিকল্পনা আঁটছে!
২১	সে (আবার) দৃষ্টিপাত করল;
২২	অতঃপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করল এবং মুখ বিকৃত করে অসন্তোষ প্রকাশ করল,
২৩	অতঃপর দম্ভের সাথে পেছন ফিরল
২৪	এবং বলল, ‘এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছু নয়,
২৫	এ তো মরণশীল মানুষের উক্তি বৈ তো নয়।’
২৬	তাকে আমি সাকার/নরক/অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।
২৭	আহ! তুমি কি জান সাকার কি? [২৭-৩৭]
২৮	এটি ছেড়েও দেবে না অক্ষতও রাখবে না,
২৯	এটি মানুষকে দগ্ধ করবে।
৩০	এর ওপর (নিয়োজিত আছে) উনিশ (জন প্রহরী)।
৩১	আমি নরকে প্রহরী নিযুক্ত করেছি কেবলমাত্র ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং অবিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই আমি তাদের এই সংখ্যাকে

	(১৯) নির্দেশ করেছি; যেন কিতাবীদের (ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের এ বিষয়ে) বিশ্বাস নিশ্চিত হয় এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস (যেন আরও) বৃদ্ধি পায় এবং গ্রন্থপ্রাপ্ত (কিতাবী) ও বিশ্বাসীগণ (যেন এর ফলে এ বিষয়ে আর) সন্দেহ পোষণ না করে। (অন্যথায়) যাদের অন্তরে (সন্দেহ প্রবণতার/হঠকারীতার) ব্যাধি আছে তারা এবং অবিশ্বাসীগণ (হয়ত) বলতে পারে যে, 'এর দ্বারা আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন?' (সত্য হচ্ছে) এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (বস্তুত) তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ব্যাতিত আর কেউই অবগত নয়। এটি (নরকের বর্ণনা) মানুষের জন্য একটি সতর্কবার্তা ব্যাতিত আর কিছুই নয়।
৩২	কিন্তু না; শপথ চন্দ্রের
৩৩	এবং রাতের যখন তার অবসান হয়
৩৪	এবং ঊষার যখন তা আলোকজ্জল হয়,
৩৫	নিশ্চয়ই! এটি (নরক) গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলীর অন্যতম-
৩৬	মানুষের প্রতি সতর্কবার্তা হিসেবে,
৩৭	তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় বা পিছিয়ে থাকে তার জন্য।
৩৮	প্রত্যেক ব্যাক্তি তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী [৩৮-৪৮]
৩৯	তাদের ব্যাতিত যারা ডান দিকে অবস্থান করবে,
৪০	উদ্যানে তারা একে অন্যের কাছে জানতে চাইবে-
৪১	দোষীদের সম্পর্কে,
৪২	কি কারণ তোমাদেরকে নরকে নিয়ে এসেছে?
৪৩	তারা উত্তর করবে: 'আমরা তাদের দলভূক্ত ছিলাম না যারা প্রার্থনা করেছে,
৪৪	অভাবগ্রস্থকে আহার্য্য দান করতাম না;
৪৫	আমরা বিভ্রান্তকারীদের সঙ্গে বিভ্রান্তীমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম
৪৬	এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম-
৪৭	মৃত্যু আগমন পর্যন্ত।'
৪৮	কোন সুপারিশকারীর সুপারিশই সেদিন (বিচার দিবসে) আর কাজে আসবে না।

৪৯	তবে কেন এখন তারা সতর্কবার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, [৪৯-৫৩]
৫০	যেন তারা ভীত গর্ধবের মত-
৫১	সিংহ দেখে পলায়নপর!
৫২	(বস্তুত) তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাকে একটি উন্মুক্ত পত্র দেয়া হোক। [অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) যদি সত্যিই আল্লাহর বার্তাবাহক হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মক্কার কুরাইশ প্রধানদের পত্র দেয়া হোক এমনটি তাদের দাবী।]
৫৩	অবশ্যই না; (সত্য হচ্ছে) তারা পরকালকে ভয় করে না,
৫৪	নিশ্চিতভাবেই এটি একটি সতর্কবার্তা, [৫৪-৫৬]
৫৫	অতঃপর যার খুশী সে কর্ণপাত করবে,
৫৬	কিন্তু তারা কখনই কর্ণপাত করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা চান। তিনিই ভয়ের কারণ। তিনিই ক্ষমার উৎস।

৭৫. সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত সংখ্যা-৪০, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘The Resurrection’। বাংলায় যার অর্থ ‘পুনরুত্থান’। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ থেকে নেয়া হয়েছে। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস ও বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিচার দিবসে মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। যদিও মানুষ নিজেই তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত, তথাপি সে কোন অজুহাত দাড় করাতে চায়।

সেইদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং কিছু মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ। সেদিন খুব দূরে নয়। যদিও মানুষ তা বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু একফোটা বীর্য থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি পুনরায় তাকে সৃজন করতে সক্ষম নন? এত বিশাল আয়োজনের সৃষ্টি কি লক্ষ্যবিহীন? মানব জ্ঞান কি তাই বলে? সূরায় মানুষকে বিষয়সমুহ বিবেচনায় নিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার আহবান জানান হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আমি শপথ করি পুনরুত্থান দিবসের [১-৪]

২	এবং আরও শপথ করি আত্ম-সমালোচনাকারী আত্মার,
৩	মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমুহকে সংযোজন করব না?
৪	হাঁ, অবশ্যই হাঁ। আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত/প্রতিটি অংশকে যথাযথভাবে পুনঃস্থাপনে সক্ষম।
৫	তথাপি মানুষ পাপাচার করে (তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়।) [৫-১৫]
৬	সে জানতে চায় কবে হবে এই পুনরুত্থান দিবস?
৭	জেনে রেখ, যখন দৃষ্টি হয়ে যাবে স্থীর/দ্বিধান্বিত
৮	এবং চন্দ্র হয়ে যাবে জ্যোতিহীন;
৯	সূর্য্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে;
১০	সেদিন মানুষ বলবে: পালাবার স্থান কোথায়?
১১	আহ্! কোন আশ্রয় নেই।
১২	সেদিন আশ্রয় কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট।
১৩	সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে কি সে পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ফেলে এসেছে।
১৪	বস্তুত মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে অবহিত (সে নিজেই নিজের বিপক্ষে সাক্ষী),
১৫	যদিও সে অজুহাত দাড় করাতে চায়।
১৬	তোমার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন কর না। [১৬-১৯] [অবতীর্ণ বাণী গ্রহণকালে স্মরণে রাখতে পারবেন না মনে করে মহানবী (সাঃ) দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করার চেষ্টা করতেন। তেমনটি করতে তাঁকে বারণ করা হয়েছে। সূরায় বলা হয়েছে, এটি স্মরণ রাখা ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। দ্রষ্টব্য ৮৭:৬-৭]
১৭	নিশ্চয়ই! যথাস্থানে এর সন্নিবেশন/সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।
১৮	অতএব যখন আমি পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।
১৯	নিশ্চয়ই! এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের দায়িত্ব আমারই।
২০	না, তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক ভালবাস [২০-২৫]
২১	এবং পরবর্তী জীবনকে অবহেলা কর;

২২	সেইদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,
২৩	তাদের প্রতিপালকের দিকে চেয়ে থাকবে
২৪	এবং অপর কিছু মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ;
২৫	তারা বুঝতে পারবে যে, কোন মহাবিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হতে যাচ্ছে।
২৬	যখন প্রাণবায়ু আসবে কন্ঠ অবধি [২৬-৩৫]
২৭	এবং বলা হবে: কোথায় সে রক্ষক (যে তোমাকে রক্ষা করবে)?
২৮	তখন সে বুঝতে পারবে যে বিদায়ক্ষণ উপস্থিত;
২৯	যন্ত্রনার ওপর যন্ত্রনা পতিত হবে/পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে,
৩০	সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই চালিত হবে।
৩১	সে না বিশ্বাস করেছে না প্রার্থনা করেছে (পার্থিব জীবনে)
৩২	বরং সে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,
৩৩	অতঃপর সে আনন্দের সঙ্গে ফিরে গেছে তার পরিজনের কাছে।
৩৪	সন্নিকটে অতি সন্নিকটে (দুর্ভোগ),
৩৫	আবার বলি, সন্নিকটে এবং অতি সন্নিকটে (সেই দুর্ভোগ)।
৩৬	মানুষ কি মনে করে যে তাকে লক্ষ্যহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে? [৩৬-৪০]
৩৭	সে কি কেবলি স্খলিত একবিন্দু তরল বীর্য ছিল না?
৩৮	অতঃপর সে এক জমাট রক্তে পরিণত (আলাক) হয়; তারপর আল্লাহ তাকে কাঠামো দান করেন এবং তাকে আকৃতি প্রদান করেন,
৩৯	সেখান থেকে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী।
৪০	যিনি তা করতে পারেন তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৭৬. সূরা আল-ইনসান, আয়াত সংখ্যা-৩১, মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম ‘Man বা Human’। বাংলায় যার অর্থ ‘মানুষ’ বা ‘মানব সম্প্রদায়’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সে তার পালনকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাকি অবিশ্বাসী হয় সেটি দেখতে। সে কারণে আল্লাহ মানুষকে চলার সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর যারা অবিশ্বাসী হবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ

করবে যা সত্যের নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা পুরস্কৃত হবে, যারা আল্লাহর কারণে ভাল কাজ করে।

অবিশ্বাসীরা ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই অধিক ভালবাসে। তাই তারা এ জীবনকে উপভোগ করতে মন্দ পথের আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিপক্ষে ধৈর্য্য প্রদর্শন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ধৈর্য্যধারণে উপাসনা সহায়ক হয়ে কাজ করে।

আল্লাহ ইচ্ছে করলে অবিশ্বাসীদের স্থলে কোন নতুন সৃষ্টিকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। সূরায় সে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	কালপ্রবাহে মানুষের জন্য কি এমন এক সময় ছিল না যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না? [১-৪]
২	নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক ফোটা ঘন তরল থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; সেজন্যই তাকে করেছি শ্রবন ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।
৩	আমি তাকে চলার পথ দেখিয়েছি; সে কৃতজ্ঞ হয় নাকি অবিশ্বাসী হয় তা দেখতে।
৪	অবিশ্বাসীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।
৫	নিশ্চয়ই! সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা পান করবে পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুরের পানি, [৫-২২]
৬	এমন এক প্রস্রবণ যেখান থেকে কেবল আল্লাহর বান্দারা পান করে; তারা এটিকে যথা ইচ্ছে প্রবাহিত করবে,
৭	কেননা তারা শপথ পূর্ণ করে এবং তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন রয়েছে সমুহ বিপদ,
৮	এবং তারা দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম এবং বন্দীদের আহার্য্য প্রদান করে আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে,
৯	(এবং বলে) কেবলমাত্র আল্লাহর কারণে আমরা তোমাদের আহার্য্য প্রদান করছি। আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন পুরস্কার এমনকি কোন

	ধন্যবাদও প্রত্যাশা করি না।
১০	আমরা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনকে ভয় করি।
১১	পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দেবেন সজীবতা ও আনন্দ,
১২	এবং তাদের ধৈর্য্যশীলতার প্রতিদানে তাদেরকে দেবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।
১৩	সেখানে তারা সমাসীন হবে আসনে। সেখানে তারা না অতিশয় গরম না অতিশয় ঠান্ডা অনুভব করবে।
১৪	ছাঁয়া তাদেরকে ঢেকে রাখবে এবং ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।
১৫	তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রে,
১৬	রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে। পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমানে তা পূর্ণ করে দেবে।
১৭	সেখানে তারা পান করবে পানীয় যার মিশ্রণ হবে 'যানযাবিল',
১৮	এমন এক প্রস্রবণের পানি যার নাম 'সালসাবিল'।
১৯	সেখানে তাদেরকে পরিবেশন করবে চির-যৌবন প্রাপ্তরা। যখন তুমি তাদেরকে দেখবে মনে হবে বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা।
২০	সেখানে তুমি দেখবে (কল্পনাতীত) স্বর্গসূখ ও বিশাল জগত।
২১	তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করান হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান-তাহুরা' (বিশুদ্ধ পানীয়)।
২২	(বলা হবে) এটি তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।
২৩	আমি, কেবল আমিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে, [২৩-২৬]
২৪	অতঃপর ধৈর্য্যের সঙ্গে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি নিজেকে সমর্পন কর এবং অপরাধী কিংবা অবিশ্বাসীদের কথার অনুবর্তী হয়ো না।

২৫	তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায়,
২৬	এবং রাতের একাংশে তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ কর রাতের দীর্ঘ সময়।
২৭	নিশ্চয়ই! এরা (মানুষ/অবিশ্বাসী) ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসের স্মরণকে উপেক্ষা করে। [২৭-৩১]
২৮	আমি, আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠনকে করেছি সুদৃঢ়। যখন আমি ইচ্ছে করব তাদেরকে প্রতিস্থাপন করব। তাদের পরিবর্তে তাদের মত অন্যদের নিয়ে আসব।
২৯	নিশ্চয়ই! এটি একটি সতর্কবার্তা। অতঃপর যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।
৩০	তথাপি তোমরা তা করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা চাইবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবজান্তা, জ্ঞানী।
৩১	তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকে তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেন। অসৎ কর্মপরায়নদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭৭. সূরা আল-মুরসালাত, আয়াত সংখ্যা-৫০, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Winds Which Are Sent'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রেরিত বায়ু'। নামটি প্রথম আয়াতে উল্লেখিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস, পরকাল এবং মানুষকে সত্য তথা কর্মফল দিবস অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ (কল্যাণস্বরূপ) প্রেরিত বায়ুর, [১-৭]
২	শপথ প্রলয়ংকারী ঝটিকার,
৩	শপথ (মেঘপূঞ্জের) সঞ্চালনকারী বায়ুর,
৪	এবং শপথ (মেঘ) বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
৫	শপথ তাদের (ফেরেশতাগণের) যারা সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য-

৬	অজুহাত রহিতকরণ কিংবা সতর্কীকরণের জন্য।
৭	নিশ্চয়ই! তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (কেয়ামত/পুনরুত্থান/ বিচার দিবস) তা অবশ্যম্ভাবী।
৮	যখন আকাশের তারা নিভে যাবে, [৮-১৫]
৯	যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে
১০	এবং যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে,
১১	যখন বর্তাবাহকগণকে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হবে-
১২	কোন দিনের জন্য নির্ধারিত সে সময়?
১৩	বিচার দিবসের জন্য।
১৪	কি সেই বিচার দিবস?
১৫	(এমন এক দিন) অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
১৬	আমি কি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিনি? [১৬-১৯]
১৭	অতঃপর পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করেছি।
১৮	অপরাধীদের সঙ্গে চিরকালই আমি এমনই করে থাকি।
১৯	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
২০	আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক তরলকে ভিত্তি করে, [২০-২৪]
২১	যা আমি সংরক্ষণ করি নিরাপদ আধারে,
২২	একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ের জন্য?
২৩	এরূপেই আমি বিষয়সমূহ নির্ধারণ করি। কত চমৎকার আমার নির্ধারণ!
২৪	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
২৫	আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি একটি আধারস্বরূপ, [২৫-২৮]
২৬	জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য,
২৭	এবং সেখানে স্থাপন করিনি সুউচ্চ পর্বত এবং তোমাদের দেইনি পান করার সুপেয় পানি?
২৮	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
২৯	(তাদেরকে বলা হবে) চল সেই শাস্তির দিকে যা তোমরা অস্বীকার করতে। [২৯-৩৪]
৩০	চল তিন কুন্ডলী বিশিষ্ট ছাঁয়ার দিকে,
৩১	যা পরিত্রাণ দেয় না এবং আশ্রয়ও দেয় না লেলিহান শিখা থেকে।

৩২	নিশ্চয়ই! এটি অট্টালিকাসম স্ফুলিংগ উৎক্ষেপন করে,
৩৩	অথবা এটি হতে পারে উষ্ট্রের উজ্জল হলুদ বর্ণের ন্যায়।
৩৪	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৩৫	এটি এমন এক দিন যেদিন তারা কথা বলবে না, [৩৫-৪০]
৩৬	না তারা কোন ওযর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে।
৩৭	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৩৮	এটিই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন; যেদিন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্র করা হবে।
৩৯	অতএব যদি তোমাদের কোন অপকৌশল থাকে তবে আমার বিপক্ষে প্রয়োগ করতে পার।
৪০	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৪১	যারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে তারা থাকবে ছাঁয়া ও প্রস্রবণের মাঝে, [৪১-৪৫]
৪২	এবং বাঞ্ছিত ফল-মূলের প্রাচূর্যের মাঝে।
৪৩	(তাদেরকে বলা হবে) স্বাগতম! হে আশীর্বাদপুষ্টগণ! তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা পানাহার কর।
৪৪	এভাবেই আমি ভালদের পুরস্কৃত করে থাকি।
৪৫	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৪৬	ভোগ কর এবং আয়েশ কর কিছুদিনের জন্য। নিশ্চয়ই! তোমরা (অস্বীকারকারীরা) দোষীদের অন্তর্ভূক্ত। [৪৬-৫০]
৪৭	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৪৮	যখন তাদের বলা হত: পালনকর্তার প্রতি নত হও; তারা নত হত না।
৪৯	অস্বীকারকারীদের জন্য সে দিনটি হবে দূর্ভোগের!
৫০	(কোরআনের পর) আর কোন বিবৃতিতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৭৮. সূরা আন-নাবা, আয়াত সংখ্যা-৪০, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The News'। বাংলায় যার অর্থ 'সংবাদ'। নামটি দ্বিতীয় আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। সূরার নামটি আলোচ্য বিষয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে। সূরায় পুনরুত্থান দিবস ও পরকাল বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তারা পরস্পরের কাছে কি জানতে চাইছে? [১-৫]
২	সেই ভয়াবহ সংবাদ প্রসঙ্গে;
৩	যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
৪	কিন্তু না, তারা জানতে পারবে।
৫	আবার বলি, তারা অচিরেই জানতে পারবে।
৬	আমি কি ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দেইনি [৬-১৬]
৭	এবং পর্বতসমূহকে (করিনি) খুঁটিস্বরূপ?
৮	আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।
৯	নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী
১০	এবং রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ।
১১	দিবসকে নির্ধারণ করেছি জীবিকা আহরণের জন্য।
১২	আমি স্থাপন করেছি তোমাদের ওপর মজবুত সপ্ত আকাশ
১৩	এবং স্থাপন করেছি এক উজ্জ্বল প্রদীপ,
১৪	মেঘ থেকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করেছি,
১৫	যা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ
১৬	এবং ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।
১৭	সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিবসটি একটি নির্ধারিত দিন, [১৭-২০]
১৮	এমন এক দিন যেদিন শিঙ্গা বেজে উঠবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,
১৯	আকাশ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোরণে পরিণত হবে,
২০	পর্বতসমূহকে এমনিভাবে চলমান করা হবে যেন মিছে মরিচীকা মনে হবে।
২১	নরক ওঁৎ পেতে প্রতীক্ষায় থাকবে- [২১-৩০]
২২	যা কিনা সীমা লংঘনকারীদের আবাস;
২৩	সেখানে তারা অবস্থান করবে বছরের পর বছর।

২৪	সেখানে তারা না শীতলতা না কোন পানীয়ের আস্বাদন পাবে-
২৫	ফুটন্ত পানীয় এবং অবশ করে দেয়া ঠান্ডা পানীয়/পূঁজ ব্যাতিত।
২৬	তাদের দুষ্কর্মের অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার।
২৭	তারা অবশ্যই বিচার দিবসকে বিবেচনায় নিত না,
২৮	দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত আমার বার্তাকে।
২৯	সবকিছুই (কর্ম বৃত্তান্ত) আমি নির্ধারিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষণ করে রেখেছি।
৩০	অতঃপর আস্বাদন কর। শাস্তি ব্যাতিত আর কিছুই তোমাদের বৃদ্ধি করা হবে না।
৩১	দায়িত্বশীলদের জন্য রয়েছে সাফল্য- [৩১-৩৭]
৩২	উদ্যান ও আঙ্গুর
৩৩	ও যৌবনপূর্ণ কুমারী সঙ্গিনী,
৩৪	এবং পূর্ণ কাপ পানীয়,
৩৫	সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শুনবে না, না কোন মিথ্যে।
৩৬	(এ সবই) তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহার।
৩৭	(যিনি) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। দয়াময়; যার সঙ্গে কারও পক্ষেই কথোপকথন/যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।
৩৮	সেই দিন (বিচার দিবসে) রূহ্ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে; তারা কথা বলবে না, সে ব্যাতিত যাকে দয়াময় অনুমতি দান করেন এবং যে সঠিকটি বলে। [৩৮-৪০]
৩৯	সেটিই প্রকৃত/সত্যিকারের দিবস। অতএব যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের পথ খুঁজে ফিরুক।
৪০	আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। এমন এক দিন, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং অবিশ্বাসীগণ চিৎকার করে বলবে, 'আমি যদি ধূলোয় মিশে যেতে পারতাম!'

৭৯. সূরা আন-নাজিয়াত, আয়াত সংখ্যা-৪৬, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'Soul-Snatchers'। বাংলায় যার ভাবার্থ বলা যেতে পারে

‘আত্মার বন্ধন-ছিন্নকারী’। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের জন্য তার অনুগ্রহ ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতদ্বসত্ত্বেও যারা তাঁর প্রদত্ত বার্তায় অবিশ্বাসী এবং পার্থিব জীবনে সীমালংঘন করে তাদের জন্য রয়েছে নরক।

মানুষ জানতে চায় কবে আসবে সেই পুনরুত্থান দিবস। বস্তুত এটি জানার সঙ্গে মানুষের কোন সুবিধা-অসুবিধা প্রাপ্তি নেই। মানুষের করণীয় হচ্ছে সঠিক পথে চলা। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ তাদের (ফেরেশতাগণের) যারা (আত্মাকে) টেনে উৎপাটন করে, [১-৯]
২	শপথ তাদের যারা (আত্মার) বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে।
৩	শপথ তাদের যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
৪	শপথ তাদের যারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়,
৫	শপথ তাদের যারা সকল কার্য নির্বাহ করে।
৬	সেই দিন (কেয়ামত/পুনরুত্থান দিবসে) যখন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে
৭	এবং পরবর্তী শিঙ্গা ধ্বনি তা অনুসরণ করবে,
৮	সেদিন হৃদয় বেদনাদায়কভাবে কম্পিত হবে,
৯	চক্ষু হবে অবনত।
১০	এখন তারা বলে, ‘সত্যিই কি আমরা আমাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তীত হব, [১০-১৪]
১১	গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?’
১২	তারা বলে, ‘তবে তো সেটি সর্বনাশা হবে।’
১৩	নিশ্চয়ই! এর জন্য কেবলমাত্র একটি শিঙ্গার নাদ প্রয়োজন হবে
১৪	এবং তারা জাগরিত হবে।
১৫	মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? [১৫-২৬] [দ্রষ্টব্য মূসা-

	৭:১০৩]
১৬	যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করে বলেছিলেন,
১৭	‘ফেরাউনের কাছে যাও সে সীমালংঘন করেছে।’
১৮	অতঃপর বল, ‘তুমি কি অনুগ্রহশীল হতে চাও?
১৯	আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব যেন তুমি তাঁকে ভয় কর।’
২০	অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল।
২১	কিন্তু সে (ফেরাউন) অস্বীকার করল এবং অমান্য করল,
২২	এবং সে দ্রুত প্রস্থান করল।
২৩	অতঃপর সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষনা করল,
২৪	বলল, ‘আমি (ফেরাউন) তোমাদের সুমহান পালনকর্তা।’
২৫	অতঃপর আল্লাহ তাকে গ্রাস করলেন এবং ইহকাল ও পরকালে তাকে এক উদাহরণস্বরুপ করে রেখে দিলেন।
২৬	যে ভয় করে/বিবেচনা করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষনীয় আছে।
২৭	তোমাদের সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন নাকি নভোমণ্ডল যা তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন? [২৭-৩৩] [অসংখ্য তারকারাজি সম্বলিত নভোমণ্ডলের সৃজন মানুষের সৃজন অপেক্ষা বড়। এমনকি প্রথমবার মানব সৃষ্টিও তাদের পুনরুত্থানের চেয়ে কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। এতদসত্বেও মানুষ পুনরুত্থানে বিস্ময়বোধ করে। সে বিষয়ে ইংগিত করা হয়েছে।]
২৮	তিনি একে সুউচ্চ এবং সুবিন্যাস্ত করেছেন,
২৯	তিনি রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারময় এবং দিবসকে আলোকজ্জ্বল
৩০	এবং তিনি পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত,
৩১	সেখান থেকে পানি ও তৃণলতা বহির্গত করেছেন,
৩২	পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রোথিত করেছেন,
৩৩	এ সবই করেছেন তিনি তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য।
৩৪	অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে, [৩৪-৪১]
৩৫	সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে

৩৬	এবং নরককে প্রদর্শন করা হবে।
৩৭	যে সীমালংঘন করেছে
৩৮	এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে,
৩৯	নিশ্চয়ই! নরক হবে তার আবাসস্থল।
৪০	কিন্তু যে তার পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে মন্দ প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে,
৪১	নিশ্চয়ই! স্বর্গীয় উদ্যান হবে তার আবাসস্থল।
৪২	তারা তোমার কাছে সেই সময় সম্পর্কে জানতে চায়: এটি কখন ঘটতে যাচ্ছে? [৪২-৪৬]
৪৩	কেন তারা জানতে চায়? এটি বলার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?
৪৪	এর সময় সম্পর্কিত জ্ঞান তোমার প্রতিপালকের নিকট।
৪৫	তুমি কেবলমাত্রই একজন সতর্ককারী তার জন্য- যে এটিকে ভয় করে।
৪৬	যেদিন তারা এটি দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে।

৮০. সূরা আবাসা, আয়াত সংখ্যা-৪২, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম '(He) Frowned'। বাংলায় যার অর্থ বলা যায় '(সে) ভ্রু কুঞ্চিত করল' বা 'ভ্রু কুঞ্চিত করা'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

যারা অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতাশালী তারা আল্লাহকে স্মরণ না করলেও কিংবা ভূলে গেলেও সাধারণত দেখা যায় যে, সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতিই বেশী মনযোগ প্রদর্শন করা হয় বা তাদেরকেই অধিক মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়। যার তেমন অবস্থা বা প্রতিপত্তি নেই তার প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা হয়; অথচ হতে পারে সে আল্লাহতে অনুরক্ত একজন। বলা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করার ক্ষেত্রে তেমন আচরণ করা যথাযথ নয় বা পরিহার্য্য। সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে সকল প্রকারের সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র গ্রন্থে।

কোরআন এমন এক গ্রন্থ যা ত্রুটিমুক্ত এবং এটি যাদের দ্বারা লিখিত ও রক্ষিত তারাও সঠিক পথ অবলম্বনকারী, ত্রুটিমুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ- সূরায় সে বার্তা রয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের প্রতি তাঁর সকল অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। অথচ মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করতে চায়। সে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। কিন্তু যেদিন শিঙ্গা বেজে উঠবে সেদিন অস্বীকারকারীদের জন্য হবে দূর্ভোগ। সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, [১-১২]
২	কারণ অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছিল।
৩	কিভাবে তুমি জানবে যে আল্লাহর অনুগ্রহে হয়ত সে পরিশীলিত একজন হতে পারত,
৪	অথবা সে হতে পারত আল্লাহর বার্তার প্রতি মনযোগী, ফলে সতর্কবার্তা তার উপকারে আসত?
৫	অথচ যে নিজেকে আত্মনির্ভর মনে করে (আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতিতই)
৬	তুমি তার প্রতি মনযোগ প্রদর্শন কর,
৭	যদি সে পরিশুদ্ধ নাও হয়, তবুও তুমি সেটি বিবেচনা করছ না;
৮	অথচ যে তোমার কাছে আসে আন্তরীক উদ্দেশ্য নিয়ে
৯	এবং যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভীতি আছে,
১০	তার থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে।
১১	কিন্তু না (এটি সঠিক নয়); নিশ্চয়ই! এটি একটি সতর্কবার্তা।
১২	অতঃপর যার ইচ্ছে সে এটি বিবেচনায় নেবে।
১৩	(এটি আছে) পবিত্র পত্র সমুহে [১৩-১৬]
১৪	যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র-
১৫	লিপিকারের দ্বারা লিপিবদ্ধ/রক্ষিত-
১৬	যারা মহৎ; সঠিক পথে চলে।
১৭	মানুষের (অস্বীকারকারীদের) জন্য দূর্ভোগ! কেমন অকৃতজ্ঞ সে! [১৭-৩২]
১৮	বিবেচনা করে দেখ; তিনি তাকে কি থেকে সৃষ্টি করেছেন?
১৯	এক বিন্দু শুক্র থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে তুলেছেন,
২০	অতঃপর তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন,
২১	এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন;
২২	অতঃপর যখন তিনি ইচ্ছে করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

২৩	কিন্তু না, মানুষ তা করেনি যা তাকে নির্দেশ করা হয়েছে।
২৪	মানুষকে কেবল তার খাদ্য নিয়েই ভাবতে দাও-
২৫	কিভাবে আমি পানি বর্ষন করি,
২৬	অতঃপর ভূমিকে বিদীর্ণ করি (শস্য উৎপন্নকালে),
২৭	অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করি
২৮	আঙ্গুর, শাক-সব্জি,
২৯	যয়তুন, খর্জুর,
৩০	ঘন সন্নিবেশিত উদ্যান,
৩১	ফল এবং ঘাস,
৩২	তোমাদের এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের জন্য আহার্য্যস্বরূপ।
৩৩	অতঃপর যেদিন কর্ণ বিদারক নাদ শুনতে পাবে- [৩৩-৪২]
৩৪	সেদিন মানুষ তার ভাইয়ের নিকট থেকেও পলায়ন করবে,
৩৫	এবং তার মাতা ও পিতার নিকট থেকে,
৩৬	এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে।
৩৭	সেদিন প্রতিটি মানুষ অন্যের বিষয়ে উদাসীন হয়ে যাবে।
৩৮	সেদিন কিছু মুখমণ্ডল ঊষার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
৩৯	হাস্যোজ্জ্বল; সু-সংবাদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত।
৪০	কিন্তু কিছু মুখমণ্ডল হবে ধূলি-ধূসরিত,
৪১	অন্ধকারাচ্ছন্ন,
৪২	তারাই অবিশ্বাসী, দুষ্ট।

৮১. সূরা আত-তাকবীর, আয়াত সংখ্যা-২৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Overthrowing'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'নিক্ষিপ্ত'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে সূর্য্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

সূরায় সৃষ্টির প্রতি সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে এবং পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রদত্ত এ বার্তা সন্মানিত বার্তাবাহক (জিবরাইল) কর্তৃক আনীত এবং সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছে সে বিশ্বাস করবে এবং সোজা পথে চলবে- তেমন বার্তা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যখন সূর্য্য নিক্ষিপ্ত/নিষ্প্রভ হবে, [১-১৪]
২	যখন তারাসমুহ ঝড়ে পরবে,
৩	পর্বতসমুহকে যখন চলমান করা হবে,
৪	যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রীসমুহও পরিত্যাক্ত হবে
৫	এবং যখন বন্য পশুগুলি একত্রিত হবে,
৬	যখন সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে,
৭	আত্মা যখন পুনঃসংযোজিত হবে,
৮	যখন জানতে চাওয়া হবে কন্যা শিশু যাকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে-
৯	কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল
১০	এবং যখন হিসেবের খাতা উন্মোচিত হয়ে যাবে,
১১	যখন আকাশের আবরণ অপসারণ করা হবে,
১২	যখন নরকের অগ্নি প্রজ্বলিত হবে
১৩	এবং যখন স্বর্গীয় উদ্যানকে নিকটবর্তী করা হবে,
১৪	তখন প্রত্যেকেই জেনে যাবে সে কি নিয়ে এসেছে।
১৫	ওহ্! আমি শপথ করি গ্রহসমুহের যারা সাক্ষী, [১৫-২৪]
১৬	নক্ষত্র ও তারকারাজির যারা উদীত হয় এবং অস্ত যায়,
১৭	শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়
১৮	এবং ঊষার যখন তার আবির্ভাব ঘটে;
১৯	এটি সত্যি যে, এটি (কোরআন) এক সন্মানিত বার্তাবাহকের (আনীত/গ্রহণকৃত) বাণী,
২০	অসম্ভব ক্ষমতাশালী; যিনি আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন;
২১	এমন একজন যিনি মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।
২২	তোমাদের সাথী (রাসূল) উন্মাদ নয়,
২৩	নিশ্চিতভাবে সে তাকে (ফেরেশতা/জিবরাইলকে) দেখেছে স্বচ্ছ দিগন্তে, [দ্রষ্টব্য- ৫৩:১-১৮]

২৪	তবে অদৃশ্য বিষয়ে সে উদগ্রীব নয়।
২৫	এটি (কোরআন) অভিশপ্ত/বিতাড়িত শয়তানের কোন উক্তি নয়। [২৫-২৯] [দ্রষ্টব্য ৩৭:১০]
২৬	অতএব তোমরা কোন পথে চলেছ?
২৭	সৃষ্টির প্রতি এটি (কোরআন) একটি সতর্কবার্তা বৈ আর কিছুই নয়-
২৮	তার জন্য, তোমাদের মধ্যে যে সহজ/সরল/সোজা পথে চলতে চায়
২৯	এবং তোমরা কখনই তা পারবে না যদি না আল্লাহ তা ইচ্ছে করেন; যিনি সৃষ্টির অধিকর্তা।

৮২. সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত সংখ্যা-১৯, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Cleaving'। বাংলায় যার অর্থ 'বিদীর্ণ হওয়া'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে বলতে গিয়ে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সূরায় বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, প্রত্যেকের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে যারা কর্ম বৃত্তান্ত লিখে চলেছে। কর্মের ভিত্তিতে প্রত্যেককে মূল্যায়ন করা হবে। সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা পুরস্কৃত হবে এবং মন্দপথ অবলম্বনকারীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। বিচার দিবসে একের ওপর অন্যের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকবে না। সেদিন পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, [১-৫]
২	যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ে পরবে,
৩	যখন সমুদ্রের পানি ধেয়ে আসবে,
৪	কবরসমুহ যখন উন্মোচিত হবে,
৫	তখন প্রতিটি আত্মা জেনে যাবে যে পূর্বে সে কি প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে কি ফেলে এসেছে।
৬	হে মানুষ! কি তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের প্রতি উদাসীন/বিভ্রান্ত করে রেখেছে? [৬-৯]
৭	যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অবয়ব প্রদান করেছেন অতঃপর

	সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন?
৮	তিনি যেমন অবয়বে তোমাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন।
৯	তথাপি তোমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার কর।
১০	তোমার ওপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে- [১০-১২]
১১	সদয়, যারা কর্ম বৃত্তান্ত লিখে চলেছে;
১২	তোমরা যা কর তারা তার সবই জানে।
১৩	সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা অবশ্যই উৎফুল্লতার সঙ্গে থাকবে [১৩-১৬]
১৪	এবং দুষ্টরা থাকবে নরকে।
১৫	বিচার দিবসে তারা সেখানে পুড়বে/প্রবেশ করবে
১৬	এবং কোনভাবেই সেখানে তারা অনুপস্থিত থাকবে না।
১৭	আহ্! তুমি কি জান বিচার দিবস কি? [১৭-১৯]
১৮	পুনরায় বলি, কি করে তুমি জানবে বিচার দিবস কি?
১৯	এমন এক দিন, যেদিন একের ওপর অন্যের সহায়তার/কর্তৃত্বের আদৌ কোনরূপ সামর্থ থাকবে না। সেদিন পরিপূর্ণ নির্দেশনা/কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

৮৩. সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত সংখ্যা-৩৬, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘Defrauding’। বাংলায় যার অর্থ ‘প্রতারণা করা’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় প্রতারকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় দাবী করে। কিন্তু যখন মেপে দেয়- কম দেয়। প্রতারকরা প্রতারণা করতে পারে মূলত পরকালে বিশ্বাস না থাকার কারণে।

মানুষের দ্বারা কৃত ভাল ও মন্দ সকল কাজ লিপিবদ্ধ রয়েছে আল্লাহর কাছে। বিচার দিবসে প্রত্যেককে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যারা তা বিশ্বাস করে না বা অস্বীকার করে তারা অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। কিন্তু সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা পুরস্কৃত হবে। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

৮৩. সূরা আল-মুতাফফিফীন

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	দূর্ভোগ তাদের জন্য যারা প্রতারণা করে, [১-৬]
২	যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় দাবী করে
৩	কিন্তু যখন তারা মেপে দেয়- কম দেয়।
৪	এমন লোকেরা কি ভেবে দেখে না যে তারা পুনরুত্থিত হবে-
৫	কোন এক ভয়াবহ/দূর্ভাগ্যজনক দিবসে,
৬	যেদিন সকল মানুষ জগতসমুহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাড়াবে?
৭	কিন্তু না, পাপাচারীদের কর্ম বৃত্তান্ত আছে সিজ্জীনে- [৭-৯]
৮	আহ্! তুমি কি জান 'সিজ্জীন' কি?
৯	একটি লিখিত/চিহ্নিত কর্ম বৃত্তান্ত।
১০	সেদিন অস্বীকারকারীদের হবে দূর্ভোগ [১০-১৭]
১১	যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে,
১২	যা কেউই অস্বীকার করে না দোষী ও সীমালংঘনকারী ব্যাতিত;
১৩	তার কাছে কোরআন পাঠ করা হলে সে বলে, 'এটি তো পূর্ববর্তীদের উপকথা।'
১৪	না বরং তারা যা অর্জন করেছে তাই তাদের হৃদয়ে আস্তরণ ফেলেছে।
১৫	কিন্তু না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রাপ্তি থেকেও আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকবে।
১৬	অতঃপর নিশ্চয়ই! তারা নরকের আগুনে পুড়বে/প্রবেশ করবে,
১৭	এবং তাদেরকে বলা হবে, 'এটি-ই সেটি যা তোমরা অস্বীকার করতে।'
১৮	সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের কর্ম বৃত্তান্ত আছে ইল্লিয়্যীনে- [১৮-২১]
১৯	আহ্! তুমি কি জান 'ইল্লিয়্যীন' কি?
২০	একটি লিখিত/চিহ্নিত কর্ম বৃত্তান্ত।
২১	যারা প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের দ্বারা সত্যায়িত/তারা তা দেখে।
২২	সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা থাকবে উৎফুল্লতার সঙ্গে, [২২-২৮]
২৩	(তারা) উচ্চ/সন্মানীত আসন/অবস্থান থেকে অবলোকন করবে,

২৪	তুমি তাদের মুখমণ্ডলে উৎফুল্লতা/স্বাচ্ছন্দের দীপ্তি/ঔজ্জ্বল্যতা দেখতে পাবে।
২৫	তাদের মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করতে দেয়া হবে-
২৬	যার মোহর হবে কস্তুরী; অতএব সাধকগণ এ সুখ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সাধনা করুক,
২৭	যার মিশ্রণ হবে 'তাসনীম' এর পানি,
২৮	এটি একটি প্রস্রবণ যেখান থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।
২৯	নিশ্চয়ই! দোষী ব্যাক্তিরা (পার্থিব জীবনে) বিশ্বাসীদের দেখে উপহাস করত, [২৯-৩৬]
৩০	যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন পরস্পরকে চোখ টিপে ইশারা করত
৩১	এবং তারা তাদের আপনজনদের নিকট ফিরে যেত উৎফুল্লতার সঙ্গে;
৩২	(বিশ্বাসীদের) দেখে তারা বলত, 'এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।'
৩৩	যদিও তাদেরকে (বিশ্বাসীদের) তত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করা হয়নি।
৩৪	আজকের দিনে বিশ্বাসীরাই অবিশ্বাসীদের পানে চেয়ে হাসছে-
৩৫	উচ্চ আসন/সন্মানীত অবস্থান থেকে অবলোকন করে;
৩৬	অবিশ্বাসীরা যা করত তারা কি তার প্রতিফল পেল না?

৮৪. সূরা ইনশিক্কাক, আয়াত সংখ্যা-২৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Splitting'। বাংলায় যার অর্থ 'বিদীর্ণ হওয়া'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান ও বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা পার্থিব জীবনের উৎফুল্লতাতেই মগ্ন। তাদেরকে ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

আল্লাহ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মানুষ যে বিষয়টি গোপন রাখতে চায় সেটিও তিনি জানেন। ধাপে ধাপে সকলকেই তাদের নিজ নিজ কর্মসহ আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনি তাদের পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করবেন। সূরায় সৎ কর্মপরায়নদের জন্য সু-সংবাদ ও অসৎ লোকের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যখন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হবে [১-৫]

২	এবং প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটিই (তার) করণীয়,
৩	এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারণ করা হবে
৪	এবং পৃথিবী তার অন্তরস্থ সকল কিছু বের করে দেবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে,
৫	এবং প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটিই করণীয় (তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবে)।
৬	হে মানুষ, নিশ্চয়ই! তুমি তোমার কর্মসহ তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে চলেছ। এ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে (কৃতকর্ম সহ)। [৬-১৫]
৭	যাকে তার হিসেব দক্ষিন হস্তে দেয়া হবে-
৮	সত্যিকার অর্থেই সে গ্রহণ করবে এক সহজ হিসেব,
৯	এবং প্রফুল্ল চিত্তে স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে।
১০	কিন্তু যাকে তার হিসেব পেছন দিক থেকে দেয়া হবে-
১১	সে নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসকে ডেকে আনবে,
১২	এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে/প্রবেশ করবে।
১৩	নিশ্চয়ই! সে (পার্থিব জীবনে) তার স্বজনদের সঙ্গে উৎফুল্ল জীবন-যাপন করত,
১৪	সে অবশ্যই ভাবত কখনই সে ফিরে যাবে না (আল্লাহর কাছে)।
১৫	কিন্তু না, নিশ্চয়ই! তার প্রতিপালক সর্বদা দৃষ্টি রেখেছেন তার প্রতি।
১৬	আমি শপথ করি অস্তরাগের, [১৬-১৯]
১৭	এবং শপথ করি রাত্রির এবং যা কিছুর সে সমাবেশ ঘটায় তার,
১৮	শপথ করি চন্দ্রের যখন সে পূর্ণরূপ ধারণ করে-
১৯	নিশ্চয়ই! তোমরা অগ্রসরমান হবে/পরিভ্রমণ/আরোহন করবে ধাপে ধাপে।
২০	তাদের কি হয়েছে যে তারা বিশ্বাস করে না, [২০-২৫]
২১	এবং যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তারা 'সেজদা'/(আল্লাহর) উপাসনা করে না?
২২	উপরন্তু অবিশ্বাসীরা এটিকে অস্বীকার করে।
২৩	আল্লাহ ভালভাবেই অবগত যা তারা (অন্তরে) পোষন করে/গোপন

	রাখে,
২৪	তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও-
২৫	তাদের ব্যাতিত যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত পুরস্কার।

৮৫. সূরা আল-বুরুজ, আয়াত সংখ্যা-২২, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Constellations’। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে ‘নক্ষত্র মণ্ডল’। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় বিশ্বাসীদের প্রতি অবিশ্বাসীদের করা নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর পরিণতি। ফেরাউন কিংবা সামূদ সম্প্রদায়ও একই আচরণ করেছিল। অতঃপর তাদের পরিণতি সকলের জানা।

সূরায় বিশ্বাসীদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে। কোরআন প্রদত্ত বার্তা সত্য যা সুরক্ষিত আছে (লাওহে-মাহফুযে/ প্রকৃতিপ্রসূত গ্রন্থে)।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত নভোমণ্ডলের [১-৯]
২	এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের (পুনরুত্থান/বিচার দিবসের),
৩	এবং শপথ সেই সব সাক্ষীর যারা সাক্ষ্য বহন করে-
৪	সেইসব (আত্ম) বিধ্বংসীকারীদের যারা ছিল সে সব গর্তের অধিকারী-
৫	যেগুলিতে ইন্ধন দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হত,
৬	যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট থাকত। [যুগে যুগে যারা বিশ্বাসীদের অগ্নিদগ্ধ করেছে এবং যারা তার প্রত্যক্ষদর্শী (সাক্ষী) তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।]
৭	এবং বিশ্বাসীদের সঙ্গে তারা যা করেছিল তারা তার সাক্ষী।
৮	তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল কেবল এজন্য যে, তারা মহা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল-
৯	যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাহ

	সকল বিষয়ে সাক্ষী।
১০	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাসী নর-নারীদের নিপীড়ন করেছে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেনি তাদের জন্য রয়েছে নরক ও দহনযন্ত্রনা। [১০-১১]
১১	নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গীয় উদ্যান যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটিই মহাসাফল্য।
১২	নিশ্চিতভাবেই! তোমার পালনকর্তা প্রদত্ত শাস্তি অত্যান্ত কঠোর; [১২-১৬]
১৩	তিনিই সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরাবৃত্তি ঘটান
১৪	এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,
১৫	জ্যোতির্ময় আসনের অধিকারী,
১৬	তিনি তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।
১৭	তোমার কাছে কি সে সব বাহিনীর ইতিবৃত্ত এসে পৌঁছেছে, [১৭-২০]
১৮	ফেরাউন ও সামূদের?
১৯	তথাপি অবিশ্বাসীরা (সত্য বার্তায়) অস্বীকৃতি করায় রত,
২০	(অথচ) অল্লাহ তাদের অজান্তেই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
২১	জেনে রেখ, এটি মহিমান্বিত কোরআন [অর্থাৎ প্রদত্ত সতর্কবার্তা যা তোমরা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে অনীহা প্রকাশ কর], [২১-২২]
২২	সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ/সংরক্ষিত আছে (লাওহে-মাহফুযে/প্রকৃতিপ্রসূত গ্রন্থে)।

৮৬. সূরা আত-তারিক, আয়াত সংখ্যা-১৭, মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম 'The Morning Star'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রভাত তারা' বা 'উজ্জ্বল নক্ষত্র'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি জীবের ওপরই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সূরায় সে কথা বলা হয়েছে। তার কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

কোরআনের বাণী মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ তাকে তুচ্ছ তরল থেকে সৃজন করা হয়েছে মানুষ সে বিষয়টিও ভূলে যায়। যিনি সেটি করতে পারেন তিনি কি পুনরায় সৃজন করতে সক্ষম নন? যেদিন পুনরায় সৃজন করা হবে সেদিন সকল বিষয় প্রকাশ করা হবে। সেদিন যারা ভূল পথে চলেছে তাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। সূরায় সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোরআন সিদ্ধান্ত সম্বলিত বাণী। এখানে যা বলা হয়েছে তা সত্য। মানুষ তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে নিজেই সেটি উপলব্ধি করতে পারবে। এতদ্বসত্বেও যারা অবিশ্বাস করবে তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পিত সূরায় সে দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ নভোমণ্ডলের এবং যা আবির্ভূত হয় রাতের আকাশে, [১-৪]
২	তুমি কি জান কি আবির্ভূত হয় রাতের আকাশে?
৩	এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র!
৪	কোন মানুষ/সৃষ্ট জীব নেই যার ওপর একজন তত্বাবধানকারী নেই।
৫	অতঃপর মানুষ বিবেচনা করুক- কি থেকে সে সৃজিত হয়েছে। [৫-৮]
৬	সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত তরল থেকে-
৭	যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।
৮	নিশ্চয়ই! তিনি তাকে পুনরায় জীবন দিতে সক্ষম।
৯	যেদিন সকল গুপ্ত বিষয়সমুহ সন্ধান করে আনা হবে/পরীক্ষা করা হবে, [৯-১০]
১০	সেদিন তার থাকবে না কোন সামর্থ না কোন সহায়তাকারী।
১১	শপথ আসমানের যা পুনঃ পুনঃ বৃষ্টি বর্ষন করে [১১-১৭]
১২	এবং জমিনের যা বিদীর্ণ হয় (ফসল উৎপন্নকালে);
১৩	নিশ্চয়ই! কোরআন সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা সম্বলিত বাণী, [অর্থাৎ প্রদত্ত সতর্কবার্তা- যে বিষয়ে তোমরা উদাসীনতা প্রদর্শন কর।]
১৪	এটি উপহাস করার মত বিষয় নয়।
১৫	তারা কৌশল রচনা করে (হে মোহাম্মদ) [অবিশ্বাসীরা কোরআনের বার্তাকে ব্যার্থ করে দিতে পরিকল্পনা করে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১৬	এবং আমিও কৌশল রচনা করি (তাদের বিপক্ষে)।
১৭	অতএব অবিশ্বাসীদের কিছুকাল অবকাশ দাও। তাদেরকে তুমি ভদ্রচিতভাবে সামাল দাও কিছুকালের জন্য।

৮৭. সূরা আল-আলা, আয়াত সংখ্যা-১৯, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Most High'। বাংলায় যার অর্থ 'সু-মহান'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সু-মহান শব্দটি ব্যাবহৃত হয়েছে।

যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং জগতময় এত অনুগ্রহ বন্টন করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। মানুষকে এ বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেয়া উপকারে আসে। যে স্মরণ করবে সে তার ফলাফলস্বরূপ প্রার্থনাও করবে। যে কেবল পার্থিব জীবনকেই কামনা করবে এবং ভূল কাজ করবে সে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা প্রকাশ কর, যিনি সু-মহান, [১-৫]
২	যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুবিন্যাস্ত করেছেন,
৩	যিনি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন,
৪	যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন
৫	অতঃপর তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।
৬	আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) পাঠ করাব ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না- [৬-৭] [মোহাম্মদ (সাঃ) কে কোরআনের বাণী স্মরণ রাখার বিষয়ে চিন্তিত হতে বারণ করা হয়েছে। এটি আল্লাহরই বিষয় এবং তিনি নিজেই সেটি স্মরণ রাখাবার ব্যাবস্থা করবেন। দ্রষ্টব্য ৭৫:১৬-১৯]
৭	সেটি ব্যাতিত যা আল্লাহ ইচ্ছে করেন। নিশ্চয়ই! তিনি জানেন যেটি প্রকাশিত এবং যা এখনও লুক্কায়িত,
৮	আমি তোমার পথকে সহজের দিকে সহজ করে দেব, [৮-১৩]
৯	অতঃপর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দাও/সতর্ক কর, যদি স্মরণ করিয়ে দেয়া/সতর্কীকরণ (শ্রোতার) উপকারে আসে।
১০	যে ভয় করে সে মনযোগ প্রদান/উপদেশ গ্রহণ করবে,
১১	তবে একেবারে হতভাগা তা উপেক্ষা করবে।
১২	সে মহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে/প্রবেশ করবে-

১৩	যেখানে সে মরবেও না আবার বাঁচতেও পারবে না।
১৪	সেই সফল যে বিকশিত হয় [১৪-১৫]
১৫	এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে, অতএব প্রার্থনা করে।
১৬	কিন্তু তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক পছন্দ কর, [১৬-১৯]
১৭	যদিও পরবর্তী জীবন উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।
১৮	নিশ্চয়ই! এটি (এ বার্তা) আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও,
১৯	ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

৮৮. সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত সংখ্যা-২৬, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Overwhelming Event'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'ম-হা-প্রলয়'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে মহা-প্রলয়ের উল্লেখ রয়েছে।

সূরায় কেয়ামতের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী সেদিন পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভ করবে। অতঃপর মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে উৎসাহীত করা হয়েছে। এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনয়নে সহায়ক। কিন্তু সত্যকে যে উপলব্ধি করতে ব্যার্থ হবে, তাকে পরিশেষে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তার বিষয় আল্লাহরই বিবেচনাধীন।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তোমার কাছে কি ম-হা-প্রলয়ের সংবাদ এসেছে? [১-৭]
২	সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে অবনত,
৩	ক্লান্ত, ক্লিষ্ট,
৪	জ্বলন্ত আগুনে পুড়বে,
৫	পান করবে ফুটন্ত প্রস্রবণ থেকে,
৬	কন্টকময় গুল্ম ব্যাতিত তাদের জন্য কোন আহার্য্য থাকবে না,
৭	যা না তাদের পুষ্ট করবে না ক্ষুধা নিবারণ করবে।
৮	সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে প্রশান্ত, [৮-১৬]
৯	তাদের অতীত কর্ম প্রচেষ্টার জন্য খুশী,
১০	সু-মহান উদ্যানে-
১১	যেখানে তারা কোন অপ্রয়োজনীয় কথা শুনবে না।

১২	সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝরণা,
১৩	থাকবে উন্নত সু-সজ্জিত আসন
১৪	এবং প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র,
১৫	সারি সারি উপাধান
১৬	এবং বিস্তৃত গালিচা।
১৭	তবে কি তারা উষ্ট্রীসমূহকে নিয়ে ভাববে না; কিভাবে এগুলিকে সৃষ্টি করা হয়েছে, [১৭-২০]
১৮	এবং নভোমণ্ডল; কিভাবে এটিকে উত্থিত করা হয়েছে
১৯	এবং পর্বতমালাসমূহকে; কিভাবে তা স্থাপন ও বিন্যাস করা হয়েছে
২০	এবং ভূ-তল, কিভাবে এটিকে বিস্তৃত করা হয়েছে?
২১	তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও (হে মোহাম্মদ); তুমি তো কেবলি একজন সতর্ককারী, [২১-২৬]
২২	তুমি আদৌ তাদের রক্ষাকর্তা/কর্ম বিধায়ক নও।
২৩	কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অবিশ্বাস করে-
২৪	আল্লাহ তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন।
২৫	নিশ্চয়ই! আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন,
২৬	এবং তাদের হিসেব (গ্রহণ) সে তো আমারই (কাজ)।

৮৯. সূরা আল-ফাজর, আয়াত সংখ্যা-৩০, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Dawn'। বাংলায় যার অর্থ 'ঊষালগ্ন'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পূর্বে যারা অন্যায় আচরণ ও মন্দ কাজ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা কিভাবে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন সে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মানুষকে স্মরণ ও সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ সব সময় দৃষ্টি রাখেন।

এখনও যারা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ভুল কাজ করে চলেছে, একদিন তারাও তাদের কর্মের পরিণাম দেখতে পাবে। সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মানুষের আচরণ কেমন অদ্ভুত! যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন জীবনোপকরণ সংকুচিত করার মাধ্যমে, তখন সে বিরূপ হয়ে যায়। অথচ সে নিজেও দুঃস্থ, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্তকে সহায়তা দিতে বিমুখতা প্রদর্শন

করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মর্যাদা প্রদর্শনে দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু সে নিজে সেটি সু-মহান আল্লাহর নিকট থেকে পেতে চায়।

ধন-সম্পদকে মানুষ অতিশয় ভালবাসে। ধন-সম্পদের পরিমাণ দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করে। অথচ উপার্জনের উপায়টি সঠিক ও ন্যায়সম্মত কি-না সেটিও বিবেচনা করে না।

নিজেকে ভাল পথে চালনা করা ও সে পথে ধরে রাখা এটি প্রতিটি মানুষের নিজেরই দায়িত্ব। মানুষকে একদিন হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ উষা লগ্নের [১-৫]
২	এবং দশ রজনীর
৩	এবং জোড় ও বিজোড়ের
৪	এবং রজনীর যখন তা গত হতে থাকে,
৫	নিশ্চয়ই! বোধসম্পন্ন/চিন্তাশীলদের জন্য এর মাঝে রয়েছে শপথ!
৬	তুমি কি দেখনি তোমার পালনকর্তা কি করেছিলেন আ'দ বংশের- [৬-১৪]
৭	ইরাম গোত্রের সঙ্গে; যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল? [আ'দ, ইরাম, সামূদ এরা সকলেই নোয়াহ বা নূহ'র পুত্র সেম এর বংশধর। অর্থাৎ সেমেটিক।]
৮	যার সমতূল্য ভূমিতে কোথাও নির্মিত হয়নি,
৯	এবং সামূদ গোত্রের সঙ্গে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করত
১০	এবং মহা অধিপতি ফেরাউনের সঙ্গে,
১১	যারা ঐসব দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল
১২	এবং সেখানে অত্যাচারের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল?
১৩	অতঃপর তোমার পালনকর্তা তাদের ওপর তাঁর শাস্তিস্বরূপ দূর্যোগ প্রেরণ করলেন।
১৪	নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক সদা সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।

১৫	মানুষ এমন যে, যখনই তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন সন্মান ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে সে তখন বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সন্মানিত করেছেন (আনন্দে আত্মহারা হয়/দম্ভ প্রদর্শন করে)।' [১৫-২০]
১৬	কিন্তু যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন তার জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংকুচিত করার মাধ্যমে তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন (অকৃতজ্ঞ হয়/বিমুখ হয়ে যায়)।'
১৭	না বরং তোমরাই তোমাদের দিক থেকে ইয়াতীমকে সন্মান কর না,
১৮	এবং অভাবগ্রস্থকে অন্ন দানে পরস্পরকে উৎসাহীত কর না,
১৯	এবং তোমরা উত্তরাধীকারীদের প্রাপ্য সম্পদ লোভাতুরের ন্যায় গ্রাস কর,
২০	এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।
২১	কিন্তু না (এটি সঙ্গত নয়); যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হবে, [২১-২৬]
২২	এবং তোমার প্রতিপালক আসবেন সারি সারি ফেরেশতাগণ সহ,
২৩	এবং নরককে সন্নিকটে নিয়ে আসা হবে- সেদিন মানুষ স্মরণ করতে চাইবে; কিন্তু তখন সে স্মরণ কি কাজে আসবে?
২৪	সেদিন সে বলবে, 'হায়! যদি আমি এ জীবনের জন্য পূর্বেই কিছু প্রেরণ করতাম।'
২৫	সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্তির মত শাস্তি কেউ তাকে দিতে পারবে না,
২৬	তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেউই দিতে পারবে না।
২৭	অথচ (বলা হবে) হে প্রশান্ত চিত্ত (সুপথপ্রাপ্ত)! [২৭-৩০]
২৮	তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও তাঁর সন্তুষ্টিতে তৃপ্ত হয়ে,
২৯	তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও,
৩০	তুমি প্রবেশ কর আমার উদ্যানে।

৯০. সূরা আল-বালাদ, আয়াত সংখ্যা-২০, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The City'। বাংলায় যার অর্থ 'শহর'। নামটি প্রথম আয়াতে উষ্চারিত শপথ থেকে নেয়া হয়েছে।

কিছু মানুষ অন্যায় পথেও উপার্জন করে। আবার উপার্জিত সে অর্থ-সম্পদ লোকচক্ষুর সামনে ব্যায় করে গর্ববোধ করে। মর্যাদাশীল হতে চায়। কখনও

ঔদ্ধত্যও প্রদর্শন করে। অথচ সম্পদ ব্যায় করার বিষয়টি বৃহদার্থে একটি দায়িত্বশীলতা যা মানব কল্যাণার্থে হতে হয়।

কিছু মানুষ ভ্রান্ত ধারণা পোষন করে। ভাবে তাকে কেউ দেখছে না; তার ওপরে কেউ নেই। আল্লাহ বলেন, মানুষের কর্ম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আল্লাহ মানুষকে ভাল ও মন্দ দু'টি বিপরীতমূখী পথই প্রদর্শন করেছেন। তাকে বিচার-বিবেচনা করার সক্ষমতা দিয়েছেন। এটি মানুষের নিজেরই বিবেচনা যে সে কোন পথ বেছে নেবে।

কোন পথে মানুষের মুক্তি মিলবে সূরায় সে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। উন্নততর/উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের চেষ্টা মানুষের নিজেকেই করতে হবে। তবে অন্যায় পথ অবলম্বনের মাধ্যমে নয়। যারা অন্যায় করবে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আমি শপথ করছি এই নগরের (মক্কা) [১-৭]
২	এবং তুমি (হে মোহাম্মদ) এই নগরের অধিবাসী
৩	শপথ জন্মদাতার (আদম) এবং যা সে জন্ম দিয়েছে (মানুষ)-
৪	নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি,
৫	সে কি মনে করে যে তার ওপরে কারও কোন ক্ষমতা নেই?
৬	সে (দম্ভ করে) বলে আমি প্রচুর সম্পদ ব্যায় করেছি,
৭	সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখছে না?
৮	আমি কি তাকে দু'টি চক্ষু দেইনি [৮-১১]
৯	এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোট?
১০	তাকে পথ চলার (ভিন্ন ভিন্ন) দুটি পথ প্রদর্শন করেছি (ভাল ও মন্দ)।
১১	কিন্তু সে চেষ্টা করেনি কষ্টসাধ্য উন্নততর/উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের,
১২	তুমি কি জান উচ্চতর পর্যায়ে আরোহন কি? [১২-১৮]
১৩	এটি হচ্ছে একজন দাসকে মুক্ত করে দেয়া,
১৪	এবং দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য্য প্রদান করা-

১৫	নিকটাত্মীয় কোন ইয়াতীমকে,
১৬	অথবা দারীদ্র ক্লিষ্ট কোন দূর্ভাগাকে
১৭	এবং তাদের একজন হওয়া যে বিশ্বাস করে (ভাল ও সত্য ধারণায়) এবং পরস্পরকে উৎসাহীত করে ধৈর্য্যধারণ ও দয়া প্রদর্শন করার।
১৮	তাদের স্থান হবে সৌভাগ্যবানদের সঙ্গে।
১৯	কিন্তু যারা আমার বার্তাকে অবিশ্বাস করেছে তাদের স্থান হবে দূর্ভাগ্যবানদের সঙ্গে। [১৯-২০] [উল্লেখ্য যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্তির সম্পর্কটি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভাল-মন্দ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত।]
২০	তারা অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে।

৯১. সূরা আশ-শামস, আয়াত সংখ্যা-১৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Sun'। বাংলায় যার অর্থ 'সূর্য্য'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় মানুষের ভাল-মন্দ প্রচেষ্টা ও তার ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে এমন নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে কোন পথটি তার জন্য সঠিক/ভাল এবং কোন পথটি মন্দ সে তা বুঝতে পারে। এতদ্বসত্ত্বেও যে নিজেকে বিকশিত করার চেষ্টা করে না সে প্রকৃত অর্থেই ব্যার্থ।

সূরার শেষাংশে সামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের কর্মের পরিণতির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ সূর্য্যের ও তার কিরণের [১-১০]
২	এবং চন্দ্রের যখন সে তাকে অনুসরণ করে,
৩	এবং দিনের যখন সে তাকে প্রকাশ করে,
৪	এবং রাতের যখন সে তাকে আচ্ছাদন করে,
৫	এবং নভোমণ্ডলের এবং যিনি তা সৃষ্টি করেছেন,
৬	এবং পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন,
৭	এবং আত্মার (মানুষের) এবং তাঁর (আল্লাহর) যিনি তাকে নিখুঁত

	করেছেন
৮	এবং সচেতনতার সাথে এমনিভাবে অনুপ্রাণীত করেছেন যা তাকে বুঝতে সহায়তা করে কোনটি ভূল এবং কোন কাজটি তার জন্য সঠিক।
৯	সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে এটিকে (আত্মাকে/নিজেকে) বিকশিত করে,
১০	এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যার্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।
১১	সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা/অহংকার বশতঃ (সত্যকে) অস্বীকার করেছিল। [১১-১৫] [সামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যে সব সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের অবস্থান মক্কার সবচেয়ে কাছে। উত্তর হেজাজে এর ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় এবং আরববাসী এদের বিষয়ে সবিশেষ অবগত। তাই এ সম্প্রদায়ের উদাহরণ প্রায়শই উদ্ধৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য সামূদ- ৭:৭৩]
১২	তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যাক্তি সে যখন তৎপর হয়ে উঠেছিল,
১৩	(তখন) আল্লাহ প্রেরিত বার্তাবাহক (সালেহ) বলেছিল, ‘এটি আল্লাহর উষ্ট্রী (তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত এক নিদর্শন), এটিকেও (যথাযথ নিয়মে) পানি পান করতে দাও/বাঁধা দিও না।’
১৪	তারা তাকে (তার বার্তাকে) অস্বীকার করল এবং তাকে (উষ্ট্রীটিকে) হত্যা করল। তাদের পাপের কারণে পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তি দিলেন এবং তাদের আবাসস্থলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে একাকার করে দিলেন।
১৫	তিনি এর পরিণতি বিষয়ে কোন প্রকার আশংকা পোষন করেন না। [অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন পদক্ষেপ নেন তখন পার্থিব ক্ষমতাধরদের ন্যায় তাঁকে তাঁর কর্মের/গৃহীত পদক্ষেপের পরিণতি বিষয়ে ভাবতে/চিন্তিত হতে হয় না।]

৯২. সূরা আল-লাইল, আয়াত সংখ্যা-২১, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Night’। বাংলায় যার অর্থ ‘রাত্রি’। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় মানুষের ভাল ও মন্দ কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে যেপথে যেতে চায় তার জন্য সে পথই আল্লাহ সহজ করে দেন। কিন্তু তিনি ভাল ও মন্দের পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন এবং সঠিক পথের দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব এটি মানুষের নিজেরই বিবেচনা যে সে কোন পথ বেছে নেবে।

যারা সত্য ও সুন্দর পথে বিশ্বাসী এবং মানব কল্যাণে ব্যায় করে তারাই

আল্লাহর সুদৃষ্টিতে থাকবে। কিন্তু যে আল্লাহ প্রদর্শিত পথকে অস্বীকার করে, কার্পণ্য প্রদর্শন বা সম্পদ জমা করে এবং আল্লাহ ব্যাতিত নিজেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে এবং সত্য ও সুন্দরের পথকে এড়িয়ে চলে, তার সম্পদ বস্তুত তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথ বলে দিয়েছেন। এটি মানুষের নিজেরই দায়িত্ব সঠিক পথ চিনে নেয়া ও সে পথে চলা। যে তা করবে না তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

যারা কেবলমাত্র আল্লাহর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাল কাজ করে এবং কারও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় নয় বস্তুত তারা নিয়তের দিক থেকেও সত্যিকার অর্থেই ভাল কাজ করে। সে অবশ্যই সফল হবে। আল্লাহ নিজেই তার সহায়ক।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ রজনীর যখন সে আচ্ছন্ন করে [১-১১]
২	এবং দিবসের যখন সে উদ্ভাসিত হয়,
৩	এবং তাঁর (আল্লাহর) যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী,
৪	নিশ্চয়ই! তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বহুমুখী (বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতির),
৫	অতএব যে (সম্পদ) দান করে ও কর্তব্যপরায়ন
৬	এবং যে সত্য ও সুন্দরে বিশ্বাস করে,
৭	নিশ্চয়ই! আমি তার পথকে সহজ সারল্যের দিকে আরও সহজ করে দেব।
৮	কিন্তু যে কার্পণ্য/সম্পদ জমা করে এবং (আল্লাহ ব্যাতিত) নিজেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে
৯	এবং সত্য ও সুন্দরকে অবিশ্বাস করে,
১০	নিশ্চয়ই! আমি তার পথকে সহজ করে দেব কঠিনের দিকে।
১১	যখন সে ধ্বংস হবে তার সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না/কোন কাজে আসবে না।
১২	নিশ্চয়ই! এটি আমারই কাজ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা [১২-১৬]
১৩	এবং নিশ্চয়ই! পরকাল ও ইহকাল আমারই।
১৪	অতঃপর আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে-

১৫	যেখানে নিশ্চিতভাবে কেবল নিকৃষ্টতমরাই বসবাস করবে,
১৬	যে এ বার্তা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।
১৭	সঠিক পথ অবলম্বনকারীদেরকে এর থেকে বহুদূরে রাখা হবে- [১৭-২১]
১৮	যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধি/আত্মউন্নয়নের জন্য,
১৯	তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়,
২০	কেবল তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টির অন্বেষনে;
২১	সে অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবে।

৯৩. সূরা আদ-দূহা, আয়াত সংখ্যা-১১, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Morning Bright'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রভাত আলো'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

এটি প্রথম সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমুহের একটি। অবতীর্ণ বাণী আসা কিছুদিন বন্ধ থাকায় মহানবী (সাঃ) চিন্তিত ছিলেন। সে প্রেক্ষিতে তাকে শান্তনা দান করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ রাসূলকে তাঁর অপার অনুগ্রহ বর্ষনের মাধ্যমে দৈন্য দশা থেকে মহানে পরিণত করেছেন। রাসূল যেন সে কথা স্মরণ রেখে আল্লাহ তথা তাঁর সৃষ্টির প্রতিও তেমনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে কৃতজ্ঞচিত্ত হতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ শিক্ষা কেবল মহান আল্লাহর প্রতিই নয়, মানুষের প্রতিও মানুষের কৃতজ্ঞচিত্ত হতে দিক-নির্দেশনা দেয়। এমনকি সকল জীব তথা আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত ও সদয় হতে শিক্ষা দেয়।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ দিবসের যখন আলোকজ্জ্বল হয় [১-৫]
২	এবং শপথ রাত্রির যখন তা নিঝুম হয়,
৩	তোমার প্রতিপালক না তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, না তোমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন।
৪	নিশ্চয়ই! পরবর্তী সময় হবে তোমার জন্য উত্তম পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা,
৫	এবং নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক তোমাকে এমনিভাবে অনুগ্রহ দান

	করবেন যে তুমি পরিতৃপ্ত হবে।
৬	তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম হিসেবে পাননি এবং আশ্রয় দেননি? [৬-১১]
৭	তিনি কি তোমাকে পথহারা (সঠিক পথ সম্পর্কে অনবহিত) হিসেবে পাননি এবং পথ নির্দেশ করেননি?
৮	তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব হিসেবে পাননি এবং অভাবমুক্ত করেননি?
৯	অতএব ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না,
১০	অভাবগ্রস্থকে তাড়িয়ে দিও না/ভর্ৎসনা কর না,
১১	তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ কর।

৯৪. সূরা আল-ইনশিরাহ্, আয়াত সংখ্যা-৮, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Opening Up’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘উন্মুক্ত/উন্মোচন করা’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে (রাসূলের) বক্ষ উন্মুক্ত/উন্মোচন করার কথা বলা হয়েছে।

বার্তাবাহকের দায়িত্ব পালনকরাকালীন সময়ে মহানবী (সাঃ) নানামুখী চাপের মুখে ছিলেন। তাকে শান্তনা দান ও উৎসাহ প্রদানে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	(হে মোহাম্মদ) আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত/প্রশস্ত করে দেইনি (প্রসারতা/উদারতা দান করিনি) [১-৬]
২	এবং তোমার বোঝা/ভার বহনকে সহজ করে দেইনি,
৩	যা তোমার জন্য বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য
৪	এবং তোমার খ্যাতিকে করিনি উচ্ছ মর্যাদাসম্পন্ন?
৫	নিশ্চয়ই! কষ্টের সঙ্গেই আছে স্বস্তি,
৬	(আবার বলি নিশ্চয়ই!) কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি।
৭	অতএব যখন তুমি অবসর পাও তখনও পরিশ্রম কর [৭-৮]
৮	এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর।

৯৫. সূরা আত-ত্বীন, আয়াত সংখ্যা-৮, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Fig'। বাংলায় যার অর্থ 'যয়তুন ফল'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহ সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তার কর্ম ও আচরণের দ্বারা নিম্নতম পর্যায়ে চলে যায়। তবে তারা ব্যাতিত যারা ভাল কাজ করে। ফলে বিচার দিবস আসবেই এবং মানুষ পুরস্কার বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী। সূরায় সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ তীন্ ও যয়তুনের, [১-৬]
২	শপথ সিনাই পর্বতের,
৩	এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা);
৪	নিশ্চয়ই! আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে,
৫	অতঃপর আমি তাকে নিম্নস্তরের সর্বনিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি,
৬	তাদের ব্যাতিত যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত পুরস্কার।
৭	অতঃপর কে/কি তোমাকে বিচার দিবস (কর্মফল) সম্পর্কে অবিশ্বাসী করতে পারে? [৭-৮]
৮	আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নন?

৯৬. সূরা আল-আলাক্ব, আয়াত সংখ্যা-১৯, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Clot'। বাংলায় যার অর্থ 'জমাট রক্ত'। নামটি দ্বিতীয় আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটি পর্যায়ে জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরায় বিদ্যমান এমন বিবৃতি থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরায় মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে নিজেকেই সবকিছুর হর্তাকর্তা মনে করে। নিজেকে আত্মনির্ভরশীল মনে করে। অথচ শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য মানুষ আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। এতদ্বসত্বেও মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ ভূলে যায় এবং

অস্বীকার বা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে বা করতে চায়, কিংবা তাকে প্রদর্শিত চলার যথাযথ পথের সীমা লংঘন করে বা করতে চায়।

নিশ্চয়ই! মানুষকে পরিশেষে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ভূল ধারণা বা বিশ্বাস বা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের ফলাফল একদিন মানুষকে ভোগ করতে হবে সূরায় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

শেষ অংশে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় কা'বা গৃহে সর্বপ্রথম উপাসনা পালন করা ও আবু জেহেল কর্তৃক বাঁধাদানের প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	পড়: তোমার প্রভূর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, [১-৫]
২	যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত (আলাক) থেকে।
৩	পড়: তোমার প্রতিপালক মহা-প্রাচূর্য্যময়,
৪	যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
৫	শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।
৬	কিন্তু না, নিশ্চয়ই! মানুষ সীমালংঘনকারী, [৬-৮]
৭	সে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল মনে করে (আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতিতই/যা সত্য নয়)
৮	নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন (কর্মের জবাবদিহিতা ও প্রতিফল প্রাপ্তির জন্য)।
৯	তুমি কি দেখেছ (তাকে) যে বাঁধা দেয় [৯-১৯] [এ অংশে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় কা'বা গৃহে সর্বপ্রথম উপাসনা পালন করা ও আবু জেহেল কর্তৃক বাঁধা প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।]
১০	এক বান্দাকে যখন সে উপাসনা করে?
১১	তুমি কি দেখেছ যে দিক-নির্দেশনায় আস্থা রাখে
১২	এবং সৎ পথের নির্দেশ দেয়?
১৩	তুমি কি দেখেছ (তাকে) যে দিক-নির্দেশনাকে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪	তবে কি সে অবগত নয় যে আল্লাহ সব দেখেন?
১৫	কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়- তবে আমি তাকে বিরত করব মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে-
১৬	মিথ্যেচারী, পাপিষ্ঠ কেশগুচ্ছ।
১৭	তাকে তার সহচরদের আহবান করতে বল,
১৮	আমিও আহবান করব নরকের প্রহরীদের।
১৯	কিন্তু না, তুমি তাকে অনুসরণ করো না। বরং (তোমার প্রতিপালককে) সেজদা কর ও (তাঁর/আল্লাহর) নিকটবর্তী হও।

৯৭. সূরা আল-কাদ্‌র, আয়াত সংখ্যা-৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘Night Of Power’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘মহিমান্বীত রজনী’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় কদরের রাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এ রাতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	নিশ্চয়ই! আমি এটি (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এক মহিমান্বীত রজনীতে!
২	তুমি কি জান মহিমান্বীত রজনী কি?
৩	মহিমান্বীত রজনী হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।
৪	ফেরেশতাগণ এবং রুহ (জিবরাইল) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল প্রকার নির্দেশসহ (এ রাতে) ধরণীতে অবতরণ করে,
৫	এ রজনীতে শান্তি বিরাজ করে ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

৯৮. সূরা আল-বায়্যিনাহ্‌, আয়াত সংখ্যা-৮, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Clear Evidence’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী এবং বার্তাবাহক প্রেরণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যুগে যুগে বার্তাবাহকগণই মানুষকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বার্তাবাহকগণের আগমন ব্যাতিত ভূল-পথগামী মানুষ কখনই সঠিক

পথে ফিরে আসতে পারত না।

সত্য বা প্রকৃত ধর্ম কি সূরায় স্বল্প বাক্যে সেটি ব্যাক্ত করা হয়েছে। সঠিক ধর্ম থেকে বিচ্যুতির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী সূরায় সেটিও বলা হয়েছে। বিভক্তি ভূলে মানুষকে সঠিক ধর্ম অনুধাবন এবং সে পথে চলার জন্য অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে (ইহুদি ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে) যারা অবিশ্বাস করেছে তারা এবং পৌত্তলিকগণ ভূল পথ থেকে (কখনই) ফিরে আসতে পারত না, যদি না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত, [১-৩]
২	এবং আল্লাহ প্রেরিত একজন বার্তাবাহক তাদেরকে পবিত্র/সঠিক/যথাযথ পত্র থেকে পড়ে শোনাত,
৩	(গ্রন্থ) যেখানে আছে নির্ভূল বিধান/দিক-নির্দেশনা।
৪	গ্রন্থপ্রাপ্তগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত বিভক্ত হয়নি। [৪-৫]
৫	তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপাসনা করা ও অভাবগ্রস্থদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করা ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যই আদিষ্ট হয় নাই। এটিই প্রকৃত ধর্ম।
৬	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে যারা অবিশ্বাসী (সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী) তারা এবং পৌত্তলিকগণ নরকের অগ্নিতে বাস করবে। সৃষ্টির মধ্যে তারা নিকৃষ্টতম। [৬-৮]
৭	এবং নিশ্চয়ই! যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে সৃষ্টির মধ্যে তারা সর্বোৎকৃষ্ট।
৮	তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। স্বর্গীয় উদ্যান; যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহতে তুষ্ট। এটি তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

৯৯. সূরা আয-যালযালাহ, আয়াত সংখ্যা-৮, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Earthquake'। বাংলায় যার অর্থ 'ভূ-কম্পন'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পুনরুত্থান দিবস এবং বিচার দিবসে মানুষকে তার কৃতকর্ম প্রদর্শন করা হবে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষকে ভূল ও মন্দ পথ পরিহার করে ভাল ও সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	পৃথিবী যখন তার (আপন/সর্বশেষ) কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, [১-৫]
২	এবং তার অন্তরস্থ বোঝা/ভার বের করে দেবে,
৩	(সেদিন) মানুষ বলবে, 'এর কি হল?'
৪	সে-ই দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,
৫	কারণ তোমার প্রতিপালক (তা করতে) তাকে অনুপ্রাণীত করবেন (নির্দেশনা দেবেন)।
৬	সেই দিন মানুষ দলে দলে বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করা যায়। [৬-৮]
৭	যে একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে (সেদিন) সে তা দেখতে পাবে,
৮	এবং যে একটি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেটিও সে দেখতে পাবে।

১০০. সূরা আল-আদিয়াত, আয়াত সংখ্যা-১১, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'Those That Run'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান (যারা)'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরার শুরুতে উচ্চারিত শপথ বাক্যসমুহ আরবের তৎকালীন সামাজিক বিশৃংখল অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছে। লুটতরাজ, রাহাজানি ইত্যাদি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়। একদল অপরদলের ওপর অশ্ববাহিনী নিয়ে অতর্কিতে আক্রমন পরিচালনা করত। শান্তিতে কেউ নিদ্রাও যেতে পারত না। এ সবই

করেছে মানুষ সম্পদ অর্জনের লোভে এবং তার বাহুবলকে ব্যাবহার করে।

সম্পদের প্রতি ভালবাসায় মানুষ উন্মত্ত। মানুষকে একদিন তাদের এসব অন্যায় কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি হতে হবে। কিন্তু মানুষ সেটি ভূলে যায়। কেউ আবার স্বীকারই করে না।

আল্লাহ মানুষকে শক্তি, সামর্থ, সক্ষমতা থেকে শুরু করে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেছেন। কিন্তু মানুষ অন্যায়করণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যাবহার করে চলেছে। বস্তুত এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নির্দেশনাকেই উপেক্ষা করছে এবং অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

মানুষ নিজেই তার কৃতকর্মের মাধ্যমে নিজের বিপক্ষে নিজে সাক্ষী হয়ে আছে। অথচ বুঝতেও পারছে না। সূরায় পরকালের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিচার দিবসে মানুষের অন্তরের ভাল-মন্দ ইচ্ছেকেও বিবেচনায় নেয়া হবে। আল্লাহ মানুষের কর্ম ও পরিণতি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। সূরায় মানুষকে তার মন্দ কার্যকলাপের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের [১-৮]
২	এবং ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের
৩	এবং প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের,
৪	অতঃপর যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষেপন করে
৫	এবং যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে-
৬	নিশ্চয়ই! মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
৭	এবং সে নিজেই তার সাক্ষী,
৮	সম্পদের প্রতি ভালবাসায় সে উন্মত্ত।
৯	সে কি জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে [৯-১১]
১০	এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে,
১১	সেদিন তাদের যা ঘটবে সে বিষয়ে অবশ্যই তাদের প্রতিপালক পরিপূর্ণভাবে অবগত।

১০১. সূরা আল-ক্বারি'আ, আয়াত সংখ্যা-১১, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Disaster'। বাংলায় যার অর্থ 'মহাপ্রলয়'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। নামটি সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে। সূরায় কেয়ামত ও বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	ম-হা-প্রলয়! [১-৫]
২	কি সেই ম-হা-প্রলয়?
৩	তুমি কি জান ম-হা-প্রলয় কি?
৪	এমন এক দিন যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত
৫	এবং পর্বতসমুহ হবে ধূনিত পশমের মত।
৬	অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে (ভাল কর্ম দ্বারা) [৬-৯]
৭	সে সুখী জীবন লাভ করবে।
৮	কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে
৯	তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।
১০	তুমি কি জান 'হাবিয়া' কি? [১০-১১]
১১	প্রজ্বলিত অগ্নি।

১০২. সূরা আত-তাকাছুর, আয়াত সংখ্যা-৮, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'Competition'। বাংলায় যার অর্থ 'প্রতিযোগীতা'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে পার্থিব জীবনে প্রাপ্তির নেশায়/আকাংখায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে অশুভ প্রতিযোগীতায় ভিষনভাবে মানুষের লিপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সূরায় পার্থিব কোন অর্জন বা প্রাপ্তির নেশায় মানুষের অতি মাত্রায় ঝুঁকে পরা ও তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। পার্থিব জীবন এক পরীক্ষা এবং মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য একদিন হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে। অতএব এ জীবনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ যেন সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যূত না হয়ে যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ক্ষণস্থায়ী এ

জীবন মিছেই মরীচিকা। দু'দিন পূর্বেও ছিল না এ জীবন; দু'দিন পরেও থাকবে না। কিন্তু থেকে যাবে মানুষের কৃতকর্ম। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন প্রদত্ত বার্তা জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের অর্জন বা প্রাপ্তির একটি সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবতেও অনুপ্রাণীত করে। যা মানুষের নিজেদেরকেই বিবেচনা করতে হবে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	প্রাপ্তির/প্রাচুর্যের আকাংখা ও প্রতিযোগীতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন/উদাসীন করে রেখেছে, [১-৫]
২	যে পর্যন্ত না তোমরা কবরে উপনীত হও।
৩	কিন্তু না (এটি সংগত নয়); তোমরা জানতে পারবে,
৪	অবশ্যই তোমরা তা জানতে পারবে,
৫	আহ্! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে (তবে মোহাচ্ছন্ন/উদাসীন হতে পারতে না)!
৬	তোমরা অবশ্যই নরকের অগ্নি দেখতে পাবে, [৬-৮]
৭	আহ্! তোমরা নিশ্চিতভাবেই এটি দেখবে;
৮	অতঃপর সেই দিন ভোগ বিলাস সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

১০৩. সূরা আল-আসর, আয়াত সংখ্যা-৩, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Declining Day'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'পরন্ত বেলা/সময়/যুগ/কাল'। নামটি প্রথম আয়াতে উচ্চারিত শপথ বাক্য থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় মানবের প্রকৃত সফলতা ও ব্যার্থতার পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষকে ধৈর্য্যের সঙ্গে সত্যের পথে অবস্থান করতে বলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে একে অপরকে সহযোগীতা করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)

১	পরন্তু দিনের (সময়ের/কালের/যুগের) শপথ,
২	নিশ্চয়ই! মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতার পর্যায়ভূক্ত
৩	তারা ব্যাতিত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে (সত্য ও সঠিক দিক-নির্দেশনায়) ও ভাল কাজ করে এবং একে অপরকে উৎসাহীত করে সত্যের পথে ও একে অপরকে অনুপ্রাণীত করে ধৈর্য্যের পথে।

১০৪. সূরা আল-হুমাযাহ্, আয়াত সংখ্যা-৯, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The One Who Slanders'। বাংলায় যার অর্থ 'পরনিন্দাকারী'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় পরনিন্দাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা মানুষের পেছনে নিন্দা করে বেড়ায়। তারাই আবার সমাজে নিজেদেরকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করে। মানুষ তখনই পরনিন্দা করে যখন তার ভেতরে দম্ভ/অহংকার প্রবেশ করে। অহংকার আসে তখন যখন অর্থ-সম্পদ পুঁঞ্জিভূত হয়। তেমন মানুষ সম্পদকেই জীবনের সবকিছু মনে করে। সমাজে ভাল-মন্দ, উঁচু-নিচু পরিমাপ করে সম্পদের পরিমান দ্বারা। তাই যে কোন উপায়ে সম্পদ অর্জনের পেছনে ছুটে বেড়ায়। সম্পদ জমাতে থাকে।

এমন লোকেরা অতি অর্জনের পেছনের উপায়গুলির ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবে না। তারা অর্জিত সম্পদ ব্যায়ের যথার্থতা নিয়েও ভাবে না। কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে বড় প্রমাণ করার মাধ্যমে আত্মতুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। আবার অন্যায়কে ঢাকতেও তাদের এ পথ অবলম্বন করতে হয়।

এরা পরকাল বা বিচার দিবসে যথার্থ বিশ্বাসী নয়। তারা ভাবে এ জীবনের পরে আর কিছু নেই। কিংবা থাকলেও তারা পার পেয়ে যাবে। এ ভাবনাই তাদেরকে অন্যায়করণে উদ্বুদ্ধ করে। ভাবে তার সম্পদই তাকে রক্ষা করবে বা অমরত্ব দেবে। এমন ভাবনাসম্পন্ন মানুষদের আচরণের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সূরায় সতর্ক করা হয়েছে। এ সতর্কীকরণ মানুষকে সঠিক আচরণ ও করণীয় বুঝতেও দিক-নির্দেশনা দেয়।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	দূর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারীদের (জন্য), [১-৪]
২	যে সম্পদ স্তুপীকৃত করে এবং তা সাজাতে/গণনা করতে থাকে।

৩	সে ভাবে তার সম্পদ তাকে অমরত্ব দেবে/অমর করে রাখবে।
৪	কিন্তু না, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।
৫	তুমি কি জান 'হুতামা' কি! [৫-৯]
৬	এটি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত সেই অগ্নি,
৭	যা (মানুষের) হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে।
৮	নিশ্চয়ই! এটি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে-
৯	দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহের মাঝে।

১০৫. সূরা আল-ফিল, আয়াত সংখ্যা-৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Elephant'। বাংলায় যার অর্থ 'হাতি'।

ইয়েমেনের শাসক আব্রাহা হাতির বহর নিয়ে মক্কা আক্রমন করে এবং মহান আল্লাহর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগে তা ব্যার্থ হয়ে যায়। সূরায় সে ঘটনার উল্লেখ থাকায় এমন নামকরণ করা হয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তী-বাহিনীর সঙ্গে কি করেছিলেন?
২	তিনি কি তাদের অপকৌশল ব্যার্থ করে দেননি?
৩	এবং তাদের বিপক্ষে তিনি উড়ন্ত বাহিনী প্রেরণ করেন,
৪	যা তাদের ওপর প্রস্তর-কংকর বর্ষন করে,
৫	এবং তিনি তাদেরকে চর্বিত তৃণ-সদৃশ্যতে পরিণত করেন।

১০৬. সূরা কুরাইশ, আয়াত সংখ্যা-৪, মক্কায় অবতীর্ণ। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে কুরাইশ গোত্রকে (মহানবীর নিজের গোত্রকে) উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে।

কুরাইশ গোত্র আল্লাহর ঘরের অর্থাৎ কা'বা ঘরের অবস্থানের বদৌলতে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ লাভ করেছে। একইভাবে তিনি তাদের নিরাপত্তাও বিধান করেছেন এবং তারা নিজেরাই এ বিষয়ে ভালভাবে অবগত। অতএব তাদের কর্তব্য আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করা। তাঁর উপাসনা করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সূরায় সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ লাভের কারণে জগতের সকল মানুষেরই করণীয় হচ্ছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটি একটি দিক-নির্দেশনা।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	কুরাইশগণ অভ্যস্ততার কারণে (আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ তথা নিরাপত্তার অঙ্গীকারের কারণে যা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে)-
২	স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তাদের শীত ও গ্রীষ্মের (বাণিজ্যিক) সফরে [এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের ফল যে বিষয়ে তারা নিজেরাও অবগত। শীতের সময়ে তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া অভিমুখে উত্তরে এবং গ্রীষ্মে ইয়েমেন ও অন্যান্য এলাকায় দক্ষিনে সফরে যেত।]
৩	অতএব তারা এ গৃহের (কা'বার) প্রতিপালকের উপাসনা করুক,
৪	যিনি ক্ষুধায় তাদের আহারের সংস্থান করেছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

১০৭. সূরা আল-মাউন, আয়াত সংখ্যা-৭, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম 'The Small Kindnesses'। বাংলায় যার অর্থ বলা যেতে পারে 'সদয়তা' বা 'বদান্যতা'। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় হঠকারদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এরা এমন উপাসনাকারী যারা তাদের উপাসনায় অমনযোগী। এরা উপাসনাকারী হওয়া সত্বেও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সামান্য সদয়তাটুকু দেখাতেও কার্পণ্য করে। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর আচরণ কেমন হতে হবে সূরায় সে পথ-নির্দেশনা রয়েছে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	তুমি কি দেখেছ তাকে যে আল্লাহর দ্বীন/ধর্ম/পথকে (পরকাল/বিচার দিবসকে) অস্বীকার করে? [১-৩]
২	এ তো সে যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে বিতাড়ন করে
৩	এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্য্য প্রদানে উৎসাহীত করে না।
৪	আহ্! দূর্ভোগ সে সব উপাসনাকারীদের জন্য, [৪-৭]
৫	যারা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে উদাসীন;
৬	যাদেরকে উপাসনায় দেখা যাবে (লোক দেখানর জন্য),

<table>
<tr><td>৭</td><td>অথচ তারা (এমনকি প্রতিবেশী/বন্ধুর প্রতি) সামান্য সহায়তা, সদয়তা বা বদান্যতাটুকু প্রদর্শন করা থেকেও বিরত থাকে!</td></tr>
<tr><td colspan="2">১০৮. সূরা আল-কাওছার, আয়াত সংখ্যা-৩, মক্কায় অবতীর্ণ। প্রথম আয়াত থেকে নামটি নেয়া হয়েছে, যেখানে মহানবীকে প্রাচূর্য্যময় ‘কাওছার’ দান করার কথা বলা হয়েছে।
মহানবী (সাঃ) যে সময়ে তার সন্তান হারানর ব্যাথায় ব্যথিত, তেমন সময়েও তার শত্রুরা তার সম্পর্কে নানান মন্দ কথা প্রচার অব্যাহত রাখে। উপরন্ত আল্লাহর বাণী প্রচার করতে গিয়ে বিরোধীতাকারীদের কারণে তার সামাজিক অবস্থানও নবুয়ত লাভের পূর্বে ও পরে পরিবর্তীত হয়। মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে সময়গুলি অতিবাহিত করতে হয়। তেমন সময়ে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে শান্তনার বাণী শোনান। ‘কাওছার’ হচ্ছে প্রাচূর্য্যপূর্ণ এক ঝরণার প্রবাহ।</td></tr>
<tr><td>আয়াত নং</td><td>অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)</td></tr>
<tr><td>১</td><td>নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে প্রাচূর্য্যময় করেছি (কাওছার দান করেছি);</td></tr>
<tr><td>২</td><td>অতএব তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর এবং কোরবানী দাও।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>নিশ্চয়ই! (এটি তুমি নও) তোমার প্রতি উপহাসকারীরাই নির্বংশ (হবে)।</td></tr>
<tr><td colspan="2">১০৯. সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত সংখ্যা-৬, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Disbelievers’। বাংলায় যার অর্থ ‘অবিশ্বাসী’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।
অবিশ্বাসীরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে সময় সময় আপোষ মিমাংসার নানাবিধ প্রস্তাব নিয়ে আগমন করত। যদি তাদের উপাস্যদের মেনে নেয়া হয়, তবে তারাও মহানবীর উপাস্যকে গ্রহণ করে নেবে এমন প্রস্তাব করত। সে প্রেক্ষিতে অবিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে সূরায় উত্তর দেয়া হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>আয়াত নং</td><td>অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)</td></tr>
</table>

১	বল: হে অবিশ্বাসীগণ!
২	আমি উপাসনা করি না তার তোমরা যার উপাসনা কর,
৩	না তোমরা তাঁর উপাসনা কর আমি যার উপাসনা করি,
৪	এবং আমি তার উপাসনা করব না তোমরা যার উপাসনা কর,
৫	না তোমরা তাঁর উপাসনা করবে আমি যার উপাসনা করি;
৬	তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম; আমার জন্য আমার ধর্ম/চলার পথ।

১১০. সূরা আন-নাসর, আয়াত সংখ্যা-৩, মদীনায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Help’। বাংলায় যার অর্থ ‘সহায়তা’। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরায় আল্লাহ প্রদত্ত সহায়তার কথা বলা হয়েছে। বিজয় আল্লাহর সহায়তায় সাধিত হয়। প্রাপ্ত সহায়তার মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হলে বিশ্বাসীদের আচরণ কেমন হবে সূরায় সে দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

নির্দেশিত এ আচরণ বিজয়ীদেরকে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, ভূল কাজ করা বা কোন প্রকার উচ্ছৃংখল পথ পরিহার করে ধৈর্য্যের সাথে সঠিক পথে চলতে দিক-নির্দেশনা দেয়। সঠিক পথে চলার কারণে সেটি বিশ্বাসীদের মনবলকেও বৃদ্ধি করে। সঠিক, উচ্চ মান ও ভাল আচরণ মানুষকে ইসলামের পথে আকৃষ্ট করে।

মক্কা বিজয় ও তাবুক অভিযানের সফলতার ফলে দিকে দিকে যখন মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আসতে শুরু করে, তখন যথাযথ পথে চলার এ দিক-নির্দেশনা আসে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	যখন আল্লাহর সহায়তা ও বিজয় আসে,
২	এবং তুমি দেখতে পাও মানুষ দলে দলে আল্লাহর পথে প্রবেশ করছে,
৩	তখন তোমার প্রতিপালকের মহিমা প্রকাশ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমা প্রদর্শনে সদা প্রস্তুত।

১১১. সূরা লাহাব, আয়াত সংখ্যা-৫, মক্কায় অবতীর্ণ। নামটি প্রথম আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। আবু লাহাব মোহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা। কিন্তু মোহাম্মদ

(সাঃ) এর কর্ম এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে তার বিরোধীতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে তাকে ও তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। তার স্ত্রী মোহাম্মদ (সাঃ) এর চলার পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আবু লাহাবের ক্ষমতা এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।
২	তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন কিছুই তার কাজে আসবে না/তাকে মুক্তি দিতে পারবে না।
৩	নিশ্চয়ই! সে প্রবেশ করবে প্রজ্বলিত অগ্নি শিখায়,
৪	এবং তার স্ত্রীও (যে) ইন্ধনের কাঠ বহনকারী,
৫	তার গলদেশে (থাকবে) পাকানো রজ্জু।

১১২. সূরা আল-ইখলাস, আয়াত সংখ্যা-৪, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘The Purity of Faith’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘বিশ্বাসের পরিশুদ্ধতা’। সূরার নামটি বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে দেয়া হয়েছে। সূরায় আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। যা মানুষকে ভূল ধারণা পরিহার করে পরিশুদ্ধ ধারণায় বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বল: তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।
২	আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
৩	তিনি জন্ম দেন না, জন্ম নেনও না।
৪	তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ/কিছু নেই।

১১৩. সূরা আল-ফালাক, আয়াত সংখ্যা-৫, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘Daybreak’। বাংলায় বলা যেতে পারে ‘ঊষালগ্ন’। সূরায় ঊষা-লগ্নের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে তাঁরই সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার উপায় প্রদর্শন করা হয়েছে। এ প্রার্থনা বিশ্বাসীর মানসিক শক্তিকে জাগরিত/বৃদ্ধি করে। মানসিক শক্তি মানুষকে/বিশ্বাসীকে বিপদে উপকৃত করে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বল: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষা লগ্নের প্রতিপালকের কাছে,
২	সেই অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন,
৩	রাত্রির আঁধারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়
৪	এবং দুষ্ট যাদু টোনার অনিষ্ট হতে
৫	এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

১১৪. সূরা আন-নাস, আয়াত সংখ্যা-৬, মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ইংরেজী নাম ‘Mankind’। বাংলায় যার অর্থ ‘মানবজাতি’। সূরায় কু-মন্ত্রনার অনিষ্ট থেকে মানবজাতির অধিপতি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার উপায় প্রদর্শন করা হয়েছে। এ প্রার্থনা বিশ্বাসীর মানসিক শক্তিকে জাগরিত/বৃদ্ধি করে। মানসিক শক্তি মানুষকে/বিশ্বাসীকে বিপদে উপকৃত করে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	বল: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর কাছে যিনি মানবজাতির প্রতিপালক,
২	(যিনি) মানবজাতির অধিপতি,
৩	(যিনি) মানবজাতির উপাস্য,
৪	আশ্রয় প্রার্থনা করছি আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট থেকে,
৫	যে কু-মন্ত্রনা দেয় (শয়তান) মানবের অন্তরে,
৬	জ্বিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।